



तमसो मा ज्योतिर्गमय

SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY

०५. ८

पं ५

२५२७

পুঁথি-পরিচয়

প্রথম খণ্ড

বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের উপাধ্যায়
শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, এম্-এ সঙ্কলিত



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাট্টোজ্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭

ଆବାର୍ତ୍ତ ୧୦୫୮

ମୂଲ୍ୟ ଦଶ ଟଙ୍କା

ପ୍ରକାଶକ ଶ୍ରୀମୁଖିନିବିହାରୀ ସେନ
ବିଷୟଭାରତୀ । ୬।୩ ସ୍ୱାମୀନାଥ ଠାକୁର ସେନ । କଲିକାତା । ୧

ମୁଦ୍ରାକର ଶ୍ରୀପ୍ରଭାତକୁସାର ମୁଦ୍ରୋପାଧ୍ୟାୟ
ଆନନ୍ଦିନିକେତନ ପ୍ରେସ । ଆନନ୍ଦିନିକେତନ, ବୀରଭୁବନ

সূচী

রবীন্দ্র-বাণী

মুখবন্ধ

*১

ভূমিকা

*৩

সঙ্কেত

*৩০

পুঁথি-পরিচয়

১

পরিশিষ্ট

২০২-২৩০

নির্ঘণ্ট

২৩১-২৫৭

শুদ্ধিপত্র

২৫৮

প্রতিলিপি

পুঁথি ১৭, ১২২, ১৮৮, ২৬৭(ঙ) .

যুরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাসে যথেষ্ট মনোযোগ করিয়া থাকেন এবং ছড়া রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহেও সন্ধান বোধ করেন না। তাঁহাদের এ আশঙ্কা নাই পাছে লোক সাধারণের নিকট তাঁহাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। প্রথমতঃ তাঁহারা জানেন যে, যে সকল কথা ও গাথা সমাজের অন্তঃপুরের মধ্যে চিরকাল স্থান পাইয়া আসিয়াছে তাহারা দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ না হইয়া যায় না—দ্বিতীয়তঃ যাহারা স্বদেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসে তাহারা স্বদেশের সহিত সর্বতোভাবে অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত হইতে চাহে—এবং ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা প্রভৃতি ব্যতিরেকে সেই পরিচয় কখনো সম্পূর্ণতা লাভ করে না।^১

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি বাহা—কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য, সমস্তই...অমূল্য জ্ঞান ও আলোচনার বিষয়।...বাংলায় এমন প্রদেশ নাই, যেখানে স্থানে স্থানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নতুন নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হইতেছে।...নতুন কালের নতুন শক্তি তাহাদের মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই, সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না।...ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিয়ন্ত্রণের লোকের মধ্যে যেসমস্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে, তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মাহুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা, তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।...আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত খোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে, তাহার সীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে বেরূপ, অন্য অংশে সেরূপ নহে। স্থানভেদে সামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রামাচ্ছড়া, ছেলে ভুলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত দেশবাসীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে...।...দেশের কাব্য, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্র, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর

কৃষিকৃষ্টিরে...তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই—কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার
 নিঃশব্দ আশিষমাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পারো,
 তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকদের পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান
 হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্ণে স্বদেশ-
 প্রেমকে সার্থক করো।...কথাটা...শুভমাত্র এই যে, দেশীভাষার ব্যাকরণ চর্চা করো,
 অভিধান সঙ্কলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো।^২

আমাদের দেশের পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি সমস্তই অপরিচালিত
 বিদেশী পণ্ডিতেরা সংগ্রহ এবং আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন।...দেশে থাকিয়া দেশের
 বিবরণ সংগ্রহ করিতে আমরা একেবারে উদাসীন, এমন লজ্জা আর নাই। ইহা
 আমাদের পক্ষে কত-বড়ো একটা গালি, তাহা আমরা অস্বীকার করি না।

...প্রদেশের উপভাষা, ইতিহাস, প্রাকৃতসাহিত্য, লোকবিবরণ...প্রাচীন দেবালয়,
 দীঘি ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের ফোটোগ্রাফ এবং প্রাচীন পুঁথি, পুরালিপি,
 প্রাচীনমুদ্রা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শনী হইলে কত উপকার হইবে, তাহা বলা
 বাহুল্য।^৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২ ১৩১২ বঙ্গাব্দে লিখিত “ছাত্রদের প্রতি সত্কাষণ” প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

৩ ১৩১৩ বঙ্গাব্দে লিখিত “সাহিত্যসম্মিলন” প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

মুখবন্ধ

বিশ্বভারতীয় কর্মসূচির একটি প্রধান অংশ ছিল দেশের নানা স্থান থেকে প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ ও আলোচনা। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য যে বহু পরিমাণে ঐসব পুঁথিপত্রের মধ্যে নিবদ্ধ আছে সে কথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন। সেই কারণেই অবসরসমত পল্লীগীতিসংগ্রহে তিনি নিজে যত্নবান হয়েছিলেন, আশ্রমের কর্মীদেরও পুঁথিপত্রসংগ্রহের কাজে উৎসাহিত করেছিলেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃতভাবে পুঁথিসংগ্রহের কাজ আরম্ভ হয়। এ কাজে সহায়তা করেন ত্রিবাক্রমের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী। তিনি কিছুকাল শাস্তিনিকেতনে অবস্থান করেন ও নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে বহু সংস্কৃত ও বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করেন। পরে দক্ষিণ ভারত থেকেও গ্রন্থাকারে লিখিত প্রায় আড়াই হাজার পুঁথি সংগ্রহ করা হয়। নেপাল রাজকীয় পুঁথিশালা থেকেও কিছু পুঁথির প্রতিলিপি আনানো হয়।

নানা কারণে পুঁথিসংগ্রহের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এ কাজ পুনরায় আরম্ভ করবার জন্ত ১৯৪৬ সালে আমি বিশ্বভারতীয় কর্মসূচির শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট একটি নতুন পরিকল্পনা পেশ করি। এই পরিকল্পনা অমুসারে শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত হন। তিনি পূর্বেই এ কাজে সিদ্ধহস্ত হয়েছিলেন এবং অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের সহযোগিতায় পুঁথিসংগ্রহ ও পুঁথি-আলোচনার কাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর উৎসাহ ও প্রচেষ্টায় গত কয়েক বছরের মধ্যে আমরা বাংলা পুঁথিসংগ্রহের কাজে যে আশাতীত সফলতা লাভ করেছি তার বিস্তৃত পরিচয় ভূমিকাতেই দেওয়া হয়েছে।

আমাদের পুঁথিসংগ্রহের পরিকল্পনা কার্যকরী করার বিষয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন। সে-জন্ত তাঁদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশ্বভারতীয় যেসব কর্মী নিজেদের সংগৃহীত পুঁথি দান করে আমাদের পুঁথিশালা সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তাঁদের নাম শ্রীমান পঞ্চানন মণ্ডল তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন (পৃ ১৭)। তাঁদের এই সাহায্যের জন্ত আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশ্বভারতীয় একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রীযুক্ত তপনবোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর সংগৃহীত ২১৮ খানি পুঁথি বিশ্বভারতীকে দান করেছেন।

সেজন্য তাঁকেও আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর সংগৃহীত পুঁথিগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে।

এই গ্রন্থসংকলনে বিভাভবনের অগ্রতম কর্মী পণ্ডিত স্বধর্ম শাস্ত্রী মহাশয় নানা-ভাবে সাহায্য করেছেন। সেজন্য তাঁকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

অধ্যক্ষ, বিভাভবন

ভূমিকা

॥ শীর্ষক ॥

বিশ্বভারতীয় বাকাল পুঁথিবিভাগ, পুঁথিসংগ্রহ ও বিশদভালিকা সম্পর্কে সংস্পাদিত (১৩৫৬) গোষ্ঠ-বিজয়ের ভূমিকার প্রসঙ্গতঃ কিছু বলিয়াছি। সমগ্র সংগ্রহের (৫৫০০) মধ্যে প্রথম পাঁচ শত পুঁথির কথা প্রস্তুত গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। প্রথম পাঁচ শত পুঁথির মধ্যে অপ্রকাশিত ও অজ্ঞাত পুঁথিগুলির পরিচয় এই শীর্ষকে সঙ্কলিত হইল। তাহার সংখ্যা ১৮১। বিবৃত পুঁথিগুলির মধ্যে কোনো গ্রন্থ ইতঃপূর্বে মুদ্রিত হইয়া থাকিলে তাহা আমাদের গোচরে আসে নাই বৃত্তিতে হইবে। প্রত্যেকটি পুঁথির সাধারণ পরিচয় প্রত্যেক সংখ্যার গ্রন্থেই পাওয়া যাইবে। যে সকল গ্রন্থের পুঁথি আরও যেখানে রক্ষিত আছে তাহাদের সাক্ষাতিক নাম ও সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কোনো পুঁথি সম্পর্কে বিস্তৃত বা সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশিত হইয়া থাকিলে তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ পুঁথিগুলি হইতে উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান অংশসকল উদ্ধৃত করিয়াছি। ছোটখাটো কিংবা খণ্ডিত অথচ মূল্যবান পুঁথিগুলি পুরাপুরি ছাপিয়া দিয়া সেগুলির স্থায়ী কিনারা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিচার করা হইয়াছে পুঁথির প্রকার দেখিয়া, আকার দেখিয়া নহে। খণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত বৈষ্ণব ও শাক্ত পদ্যাবলির সূচী করিয়া দিয়াছি। অজ্ঞাত পদগুলিকে সম্পূর্ণ ছাপানো হইয়াছে। কবির পরিচয়, ভনীতা, রচনার তারিখ, লিপিকরের পরিচয়সহ পুঁথিকাপদ ইত্যাদি সম্ভবস্থলে উদ্ধার করা হইয়াছে। অর্থাৎ “ইতিহাসে এবং সকলনে” এক শত একাশিখানি পুঁথির পরিচয় সর্বদীন করার চেষ্টা করিয়াছি।

গ্রন্থশেষে দুইটি নির্ধট দেওয়া হইয়াছে, গ্রন্থনাম ও গ্রন্থকারনাম। প্রথম নির্ধটটিতে প্রথম পাঁচ শত গ্রন্থের নাম বর্ণানুক্রমিক সাজানো হইয়াছে। যে গ্রন্থগুলির পরিচয় প্রস্তুত পুঁথিকে সঙ্কলিত হইল সেগুলিতে তারকাচিহ্ন ও বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া আছে। পূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির নাম, গ্রন্থকার, পত্রসংখ্যা ও সম্ভবস্থলে লিপির তারিখ দিয়াছি।

দ্বিতীয় নির্ধটে প্রথম পাঁচ শত গ্রন্থের গ্রন্থকারনাম বর্ণানুক্রমিক পাওয়া যাইবে। প্রসঙ্গতঃ তাহাদের গ্রন্থের সাধারণ সংখ্যা উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্তমান মধ্যে বিবৃত পুঁথিগুলির সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কোনো কোনো গ্রন্থের একাধিক গ্রন্থকার আছে। সেইজন্য অনেক স্থলে পুঁথি-সংখ্যার পুনরুল্লেখ করিতে হইয়াছে।

প্রথম নির্ধেষ্টের ভারকাচিহ্নহীন কোনো পুঁথির বৈশিষ্ট্য থাকিলে ও অজ্ঞাতপূর্ব কোনো লেখক ও তাঁহার রচনার বিবরণ বাদ পড়িয়া থাকিলে সেই লক্ষণীয় অংশসকল পরিশিষ্ট (ক)-এ পাওয়া যাইবে। পরিশিষ্ট (খ)-এ আমাদের সংগৃহীত কতকগুলি নূতন পুঁথির সন্ধান ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় মিলিবে। এই গ্রন্থগুলির সংগ্রাহক সাহিত্যায়সিক ও বিজ্ঞাংগাহী ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বর্তমান গ্রন্থের পূর্বে যে সকল প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি-বিবরণী ও তালিকাাদি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট (গ)-এ সঙ্কলিত হইল।

পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে গবেষক যে কেহ প্রস্তুত পুঁথি-পরিচয়ের যে কোনো গ্রন্থ লইয়া কাজ করিতে চাহিলে হাতের কাছেই সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত রহিয়াছে, দেখিতে পাইবেন। অন্ততঃ সঙ্কলিত প্রত্যেকটি পুঁথির জন্ম প্রয়োজনীয় সমস্ত সংবাদ প্রথম দৃষ্টিতেই মিলিবে। বাঁহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে রস অন্বেষণ করিবেন তাঁহাদের ভোজ্য ও ইহাতে পরিবেশিত হইয়াছে। তবে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে, বিগত আট শতাব্দীর বাঙ্গালা দেশের রাজনৈতিক বিপর্যয় ও সামাজিক রুচিবোধের দৃষ্টি লইয়া তৎকালীন সাহিত্যের ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে। বর্তমান কালের মান প্রাচীনে আরোপ করিলে প্রায়শঃই নিরাশ হইবেন।

পুঁথি-বিবরণী সঙ্কলন সম্পর্কে আমার পূর্বগাম্য মনীষীদের কাজ উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহাদের ভুলত্রুটি সত্ত্বেও প্রথম যুগের কাজ বলিয়া সেগুলি অবশ্যই সন্মানার্থ। অসহিষ্ণু না হইয়া তাঁহাদের কৌতুহলমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তাঁহাদের আদর্শ অনুসরণ করি নাই। বিজ্ঞাভবনের অধ্যক্ষ মহাশয়ের পরামর্শক্রমে আমরা বর্তমান নীর্ঘকে পুঁথি-পরিচয়ের এক অভিনব পন্থা অনুসরণ করিয়াছি। এবং এই পথ বিদগ্ধ-সমাজে আদৃত হইলে আমরা পরবর্তী পর্যায়ের জন্ম প্রস্তুত হইব।

পুঁথি-পরিচয় সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র তট্টাচার্য এম-এ কিছু কিছু প্রাথমিক সাহায্য করিয়াছেন।

॥ শব্দর ও সংগ্রহ ॥

সন ১৩৫৩ সালের ভাদ্রমাসে (১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) বিশ্বভারতী বিজ্ঞাভবনে পুঁথিবিভাগের কাজ শুরু করি। এখানে আমার কর্ণধারার পরিকল্পনায় তিনটি অংশ, পুঁথিসংগ্রহ, তালিকাগ্রন্থতি ও প্রাচীন পুঁথিসম্পাদন। শুরু হইতেই এখানে রক্ষিত পুঁথিগুলির তালিকাগ্রন্থতি ও বিশেষ বিশেষ পুঁথির সম্পাদনার কাজ চলিতে থাকে। পুঁথিসংগ্রহও চলে।

পুঁথিসংগ্রহের জন্য প্রথম শফর করা হয় ১২৪৬ সালের ২৩এ নভেম্বর হইতে ২রা ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই শফরে দক্ষিণ বর্দ্ধমান ও উত্তর-পূর্ব বাঁকুড়া অঞ্চলের সবপুর, শুবিদপুর, ভাঙ্কা, কৈট্যা, ছোট্টেবনান, খাঁহার, গোপালপুর, মোয়রেশ্বরপুর, আখিনা ও আলমপুর মোট এই দশখানি গ্রাম পরিভ্রমণ করা হয়। এই অঞ্চল হইতে এই শফরে মোট ৩৯খানি বাঁকুড়া, ১০খানি সংরক্ত গ্রহ এবং অগোছানো তাড়া ৫টি পাওয়া যায়। বাঁকুড়া গ্রহগুলিকে আমাদের পুঁথির ক্রমিক-সংখ্যায় ১২২-১৬৭ সংখ্যায় পাওয়া যাইবে। সংরক্ত গ্রহগুলিকে সংরক্ত পুঁথিবিভাগে ও অগোছানো তাড়াগুলিকে বাঁকুড়া পুঁথির ক্রমিক সংখ্যায় পরবর্তী অংশে বিভাগ করা হইয়াছে।

২৭-১২-১২৪৬ তারিখে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত গ্রহগুলি বাঁকুড়া পুঁথিবিভাগে দান করেন। তাঁহার গ্রহগুলি ১৬৮-১৮৭ সংখ্যায় পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় শফর করি ২৮-১-১২৪৭ হইতে ৩-২-১২৪৭ পর্যন্ত। এই সময় পশ্চিম বর্দ্ধমান এবং উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়া অঞ্চলে নিম্নলিখিত গ্রামগুলিতে অহুসন্ধান চালানো হয় : মদনপুর, পূবরা, পলাশবনী, বখতারনগর, নেপুরে, বেলুন্ডা, বল্লভপুর, কাজোরাগ্রাম, কাঁদাভাটুরে, মাজিয়া, তেওয়ারী ভাঙ্কা, ভাঙ্কমাজিয়া। এই শফরে মোট ৪৪খানি (১৮৮-২৩১) বাঁকুড়া ও ২খানি সংরক্ত গ্রহ সংগৃহীত হয়।

১২৪৭ সালের গ্রীষ্মের বন্ধে তৃতীয় শফর করি। প্রতিবেদন প্রস্তুত সম্পূর্ণ হয় ৩-৭-১২৪৭ তারিখে। এই শফরে মোট ২৬খানি বাঁকুড়া গ্রহ সংগ্রহ করা হয় ও বাঁকুড়া গ্রহের অবিস্কৃত তাড়া পাওয়া যায় ২টি আর সংরক্তের ৩টি। ২২৬ হইতে ৩২১ সংখ্যক পুঁথির মধ্যে এই শফরে সংগৃহীত গ্রহের পূর্ব তালিকা পাওয়া যাইবে।

চতুর্থ শফর করি ১২৪৭ সালের পূজাবকাশে। এই সময় বীরভূমের নলহাটা, মুড়ারই, ভাদৌশ্বর ও পাইকোড় এবং বাঁকুড়ার কেশিয়া ও আমদিয়া বাওয়া হয়। বীরভূমের ভাদৌশ্বরে ভাদৌশ্বর রাজার স্তূপ ও পাইকোড়ে সংগৃহীত প্রাচীন নানা প্রস্তর মূর্তি ও লক্ষণসেনের সুবিখ্যাত শিলালিপি দেখি। বীরভূমে কোনো পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ২৮এ অক্টোবর তারিখে রওনা হইয়া ৩১এ অক্টোবর বীরভূমের শফর শেষ করি। বাঁকুড়া বাওয়া হয় ১২ই নভেম্বর তারিখে; কিরি ১৭ই নভেম্বর। কেশিয়া ও আমদিয়া হইতে ৩৭খানি বাঁকুড়া ও ৩খানি সংরক্ত গ্রহ সংগৃহীত হয়। এই ৩৭খানি গ্রহের বিবরণ বর্দ্ধমান গ্রহের আলোচনার বাহিরে। সাধারণ বিশদ-তালিকার সেগুলি এবং অতঃপর বাহা সংগৃহীত হইয়াছে সমস্ত পাওয়া যাইবে।

ইহার পর আরও কয়েকটি শফর করা হয়। ৮ই ডিসেম্বর হইতে ১০ই ডিসেম্বর

পঞ্চাঙ্গ কালিকুরির (বর্জমান) বিষমকল মঠে যাই। চক্ৰিশ পরগণা ও হাওড়ার সয়ার হাট, গুঠারি মৌলতপুর, মহাদেবপুর, বুড়ুল, পাশখালি, গঙ্গা চণ্ডীপুর, নলদাড়া, বাঘাণ্ডা, তেঁতলিপাড়া, পালপাড়া, শাবলপুর, হীরাগঞ্জ, বিড়লাপুর, চড়িয়াল ও বজবজ বাওরা হয় ২৬-২-১২৪৮ হইতে ১২-৩-১২৪৮ তারিখের মধ্যে। ১২৪৮ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে শুক্রবার ও মেমারী অঞ্চল হইতে পুঁথিবিভাগের কর্মকর্তা শ্রীমান শঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনেকগুলি পুঁথি সংগৃহীত হয়। কর্মসচিব মহাশয়ের নির্দেশক্রমে আমি বেহালা চতুপাঠী হইতে স্বামী জ্ঞানানন্দের সংগ্রহ এখানে লইয়া আসি ২৫-৪ তারিখে। ২৪।২।এ মে বাঁকুড়ার ভাটুলে গ্রামে গিয়া শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয়ের বিরাট পুঁথিসংগ্রহ দেখিয়া আসি। শতাধিক বাউল গান-সংগ্রহ, সম্পাদিত শুভকরী গ্রন্থ, অস্ত্রান্ত পুঁথি ও প্রাচীন চিঠিপত্রাদির নকল প্রেরণ করিয়া শ্রদ্ধেয় পালিত মহাশয় আমাদের পুঁথিবিভাগের সহিত অজ্ঞাবধি যোগরক্ষা করিয়া চলিতেছেন। ইতোমধ্যে আমি বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে সহস্রাধিক প্রাদেশিক শব্দ ও পাঁচ শতাধিক মেয়েলি ছড়া, প্রবাদ প্রবচন ও নানাপ্রকার লোক-সঙ্গীত সংগ্রহ করি।

১২৪৮ সালের শেষের দিকে সিউড়ি রতন লাইব্রেরীতে রক্ষিত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের সংগৃহীত অবশিষ্ট পুঁথি হইতে শ্রীযুক্ত অমলেন্দু মিত্র মহাশয়ের নিকট ৩৫৫০খানি বাঙ্গালা পুঁথি ক্রয় করা হয়। ১২৪২ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে পুঁথিগুলি এখানে আসিয়া পৌছায়।

ইহা ছাড়া বিগত কয়েক বৎসরে আমাদের পুঁথিবিভাগে উপরূক্ত পুঁথি গ্রহণ করিয়াও সংগ্রহ পুষ্ট করা হইয়াছে। প্রদাত-মহোদয়গণের প্রদত্ত পুঁথিসমূহের প্রাপ্তিস্বীকার বিশ্বভারতী-নিউজে যথাসময়ে করা হইয়াছে। সেইসকল পুঁথিও সাধারণ বিশদতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এবং এইভাবে বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথিসংগ্রহের মোট সংখ্যা আজ দাঁড়াইয়াছে ৫৫০০।

শঙ্করসঙ্গীদের দত্তবাদ জানাই। প্রথম শব্দে সাহায্য পাইয়াছি, শ্রীযুক্ত ভোলা-নাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বারিক, শ্রীযুক্ত শিবদাস নন্দী, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র দে, শ্রীমান্ তায়কদাস মোহান্ত, শ্রীমান্ অনিলকুমার মণ্ডল, জনাব মজিদ মিক্রা মহাশয়-গণের। দ্বিতীয় শব্দে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালোকানাই ঘোষাল, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দে, শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ভোমগণ্ডিত; তৃতীয় শব্দে শ্রীযুক্ত মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ভবানীদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবকালী বন্দ্যোপাধ্যায়; চতুর্থ শব্দে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হর্যোদন দুলে, শ্রীযুক্ত ককির

হুলে; পঞ্চম শকরে শ্রীযুক্ত মহাদেব চট্টোপাধ্যায়; ষষ্ঠ শকরে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার করাল মহাশয় আমাদের সাহায্য করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত দান বাহিন্যের পাওয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ, শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুন্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত পারালাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ঘোষ এম্-এ, শ্রীযুক্ত ললিতমোহন ভট্টাচার্য্য বি-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত বিমলকুমার দত্ত এম্-এ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন মিত্র, শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ গিরি, শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মেধা, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মহাপাত্র, শ্রীযুক্ত সত্যনাথ ভট্টাচার্য্য, স্বামী জ্ঞানানন্দ, শ্রীযুক্ত রাখাগোবিন্দ কর।

॥ বাঙ্গালা পুঁথির কথা ॥

মুষ্টিমের লোক ছাড়া বাঙ্গালাদেশের সকলেই “অম্লমত” ও “অসংকৃত”; কিন্তু তাহীদের লইয়াই আসল বাঙ্গালী সমাজ। এবং শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, এখন বাঙ্গালা পুঁথির মালিক প্রধানতঃ তাহারাই। কিভাবে মালিক হইলেন বলি।

এদেশে ছাপাখানা বসিবার আগে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সঙ্কলনেরা নিজেদের চৌপাড়িতে বিশাশয় বা ততোধিক পড়ুয়াদের পঠন পাঠনেই সগৌরবে ব্যাপৃত থাকিতেন। পড়ুয়া-দের খুজিতে থাকিত অমর, জুমর, মাঘ, নৈষধ, রবু, পিঙ্গল, রামায়ণ প্রভৃতির হাতে-লেখা পুঁথি^১। মঙ্গলদ, মন্তব্য, মাত্রাসাতে এবং সাধারণ ভদ্র মুসলমানের বাড়িতে থাকিত কোরাণ, কালাম, কেহ্‌লা, বয়েতের পুঁথি নসখ, নস্তালিক কিম্বা শিকস্তা^২ হাতে লেখা। ব্রাহ্মণের জাতিদের ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা। সেখানকার কৃতিত্ব ছিল সাধারণতঃ কঠিন কঠিন অঙ্ক প্রকাশ করাতেই। অটকোঠা, অটশব্দী, অমর প্রভৃতির অধ্যাপনা অধ্যয়ন চলিত সেখানে সুখিরাম খাঁ-এর মতো তিলির ছেলের কর্তৃত্ব^৩। সেখানেও অবলম্বন হাতেলেখা পুঁথি। বৈষ্ণবের আখড়ায় থাকিত চৈতন্তজীবনী ও পদাবলি; বাউলের আখড়ায় থাকিত গোষ্ঠ-গৌণীচাঁদের হেঁয়ালী; মাঠে ঘাটে ছিল শাক্তপদাবলি; মঙ্গলকাব্যের মন্দিরা বাজিত সমাজের সকল স্তরে; কান্দীরাম কৃতিবাগ পুজিত হইতেন ঘরে ঘরে। কোকশাস্ত্র, কবিরাজি পুঁথি, হেকিমি তিব্-তাহারও বহুল প্রচলন ছিল হাতে লিখিয়া। ভাট, দৈবক, ঘটক মহাশয়দের

১ রঙ্গরামের খর্ব্বমঙ্গল (দেন-মঙ্গল), পৃ ১৮, ১৯

২ *Vivra-Bharati Annals*, vol IV. p 55 (F. M. Asiri M. A. লিখিত গ্রন্থ *Ohandar Bhan Brahman and his Chahar chamar* উইব্য)

৩ এম্বত গ্রন্থ, পৃ ১০

বগলে কিরিত হাতেলেখা গ্রন্থ কুলঙ্গী, পঙ্গী এই সবের। সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে পুরান পাঠ ও কথকতা হইত। তাহাও হাতেলেখা গ্রন্থ হইতে। অর্থাৎ পুঁথিব্য-ক্রমে ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, আচারব্যবহারের এই সকল সনাতন ধারা দেশের শিরায় শিরায় বিশেষ করিয়া বহিত হাতেলেখা পুঁথির মাধ্যমে।

এই সকল হাতেলেখা পুঁথির নকল হইতে নকলে দেশের সর্বত্র ব্যাপ্তি ছিল। প্রথম যুগের ইংরেজরাও এদেশে হাতেলেখা পুঁথিই কাজে লাগাইতেন*। তখন প্রত্যেক ভক্ত্যবরেই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ সাধনার জন্য পুঁথি রাখা ছিল অপরিহার্য। এই সকল পুঁথি নকল করা ছিল তখনকার দিনের এক প্রধান পেশা। হস্তাকর ভালো হইলে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ জাতিধর্মনিবিশেষে এই পেশা গ্রহণ করিতেন। শর, শকুনের পালক, ককি বা লোহার কলম দিয়া বড়ো এবং পোক্ত ছাঁদে বিশেষ প্রকার কালির* দ্বারা সাধারণতঃ তুলোটি কাগজের লম্বা ফর্দে বা তালপত্রে এই সকল পুঁথি লেখা হইত প্রাচীনতর আদর্শদৃষ্টে। অধোমুখে শুক্ক দৃষ্টিতে পিঁড়াসিদ্ধ হইয়া দিনের পর দিন বসিয়া বসিয়া লেখকের পিঠ, কোমর, ঘাড় ঝাঁকিয়া বাইত যন্ত্রণায়। তবুও বিরাম ঘটিত না অমূল্যধনে।

সাধারণ কাব্যসাহিত্যাদি লেখা হইত তুলোটির উপর; বিশেষ পূজাপদ্ধতির পুঁথি লেখা হইত তালপত্রে। তাগা ভাবিজ মাহুলি দেওয়া হইত ভুজ্জপত্রে লিখিয়া। তেরেট পাতা, তুঁত, নোনা, বট ইত্যাদি গাছের বাকল বা পশুচর্মের উপর লেখা বাকলা পুঁথিও তুল্লভ নয়। অলঙ্কারের দিকেও পুঁথির লিপিকর বা পাঠকদের দৃষ্টি কম ছিল না। হরিতাল, অম্রাদি তুলোটি কাগজে প্রলিপ্ত করা হইত পোকামাকড়ের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত। ছত্রের নীচে ও প্রত্যেক পৃষ্ঠার কিনারে চিত্রবিচিত্র করা রহিয়াছে ইহাও বহুস্থলে দেখা যায়। লিপিতে ভ্রম থাকিলে তাহা ছত্রসংখ্যা দিয়া উপরে বা নীচে লিখিয়া দেওয়া হইত। অক্ষর বা শব্দ কাটিতে গিয়া চিত্ররূপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ পুঁথিও দেখা যায়। বিষয়বস্তুর উপর ছবিআঁকা বাকলা পুঁথিও পাওয়া যায়। পুঁথির মধ্যস্থলে ছিত্র করিয়া উপরে সাধারণতঃ কাঠের পাটা দিয়া সজোরে বন্ধন করিতে হইত বায়ুপ্রবেশ বন্ধ করিয়া। পুঁথিকে দীর্ঘস্থায়ী করিবার ইহা একটি পন্থা। বন্ধনে শিথিলতা পুঁথিকে দীর্ঘস্থায়ী করার পক্ষে প্রবল অন্তরায়। প্রবাদ আছে, পুঁথিকে পুত্রের মতো পালবে আর শত্রুর মতো বাঁধবে। পুঁথির

* Catalogue of the Bengali and Assamese Manuscripts in the Library of the India office, J. F. Blumhardt M. A. p. 2

মলাট হিসাবে প্রায়ই দেখা যায় শাল শেগুন কাঠের পাটা। চামড়ার খোলও করা হইত। তালপাতার বিছনির উপর বেতির স্থান কাজ তাহাও আছে। একই পুঁথিতে তালের বিনানো বাগড়া, চামড়া ও কাঠ সবই মলাট ও তাহার স্থায়িত্বের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। কাঠের পাটার উপর নানা নক্সা, চক্রাদি, চিত্রণাদি আধুনিক শিল্পাচার্যদিগেরও বিশ্বরের বস্তু।

পুঁথির পুস্তিকাপদে লিপিকরের আত্মকাহিনী মহা মূল্যবান উপকরণ সমাজতত্ত্ব বিষয়ে গবেষক প্রত্যেকের নিকট। পুঁথি নকল করার নিমিত্ত কে কত দক্ষিণা* পাইলেন, কাপড়, গামছা, কোড়ি বা তুচ্ছ কে কত পাইলেন, পুঁথির মালিক কে, পাঠক কে, তাহার বিবরণ ও স্ততিবাদ, কোথায় বসিয়া লিখিলেন, কখন পুঁথিনকল সমাপ্ত হইল তাহার সন তারিখ, বার, বেলা, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহর, দণ্ড, পল, কোন মুখে বসিয়া লেখা, পরগণা, ভৌজি, সাক্ষি, মোকাম, এগনে ওসারার সমস্ত বিবরণ আমরা পাই গ্রন্থের শেষ দিকে, লিপিকরের পুস্তিকাপদ বা অংশ হইতে। আবার লিপি করের আত্মকাহিনী, ধর্মমত, সাধুআহ্লাদ, ষাতি, অপবাদ, গৃহবিবাদ, মৃত্যাদোষ সবই পাওয়া যায়। এবং এইগুলি যে কোনো দিনলিপির চেয়ে কোনো অংশে কম মূল্যবান নহে। গ্রন্থ নকল করায় এবং করানোতে পুণ্য ও শ্রীমন্ত হওয়া, হরণ করায় দৌরবনরক প্রাপ্তি, হরণকারীকে মাতাপিতার শূকরী ও গর্ভভ হইবার, কিম্বা সমাজবিগহিত অপকর্মের বা গোত্রান্ধবধের অভিশাপ, নকলে ভুল থাকিলে মূনির মতিভ্রম, ভীমের রণে ভঙ্গ, সরস্বতীর কথা বিচলিত হওয়া, হাতীর পা টলা ইত্যাদি নজির দেখাইয়া উহার স্বাভাবিকত্ব প্রমাণ করার রীতিও চলিত ছিল। হিন্দু বা মুসলমানদের ব্যবহারের নিমিত্ত পারসিক অক্ষরে গ্রন্থ হিন্দু আচারে হিন্দুরাও নকল করিয়া দিতেন^১। মুসলমানেরাও রামায়ণাদির গ্রন্থ নকল করিয়াছেন এই নজিরও দ্রষ্টব্য নয়। নকলের পর খান, দুর্দী, স্থপারি দিয়া মজলাচরণের পর পোখার বহিরাবরণে ভোর পড়িত। এবং নূতন গামছা, কাপড়, চেলী বা নামাবলীতে আবৃত হইয়া প্রছাভরে ও সন্তর্পণে ঠাই পাইত চণ্ডীমণ্ডপের কুলুদীতে। বাহাই ইউক, ফলকথা হইতেছে, সামাজিক ইতিহাসের টুকরা হিসাবে প্রত্যেক গ্রন্থের এই সকল পুস্তিকা অংশের প্রতি প্রত্যেক গবেষকের আলোচনা নিবন্ধ হওয়া একান্ত উচিত।

কাল বদলাইল। দেশে ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হইল। হ্যাল্‌হেডের ইংরেজিতে

* পুস্তিকা, অষ্টম পৃ. ভা. ১৮৬

১ অষ্টম V. B. Annals IV, p 66

বাকাল্য ব্যাকরণে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে বাকাল্য টাইপ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইল। টমাস, কেরি, ওয়ার্ড, মার্শমান প্রভৃতি বিদেশীয়গণের উদ্যোগে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ দেশীয় লোকদের আগ্রহে শ্রীরামপুর ও কলিকাতার বটতলা হইতে কৃতিবাল, কাশীরাম প্রভৃতির প্রধান প্রধান কতকগুলি বাকাল্য গ্রন্থ ছাপা হইল। তখন ইংরেজি সংস্কৃতি ধীরে ধীরে তাহার গদ্যময় সমৃদ্ধতর সাহিত্যাদি লইয়া এদেশে প্রবেশ করিতেছিল। ইংরেজি শিক্ষায় পক্ষপাতী সকলে তখন সেইদিকেই টলিয়া পড়িলেন। ক্রমেক্রমে তাহার বেগ প্রবলতর হইল। দেশের লোকে দেশের সাহিত্য, হাতেলেখ্য পুঁথিপত্রাদির কথা ভুলিতে লাগিল। ভুলিতে লাগিল বিশেষ করিয়া দেশের আলোকপ্রাপ্ত উচ্চতর সম্প্রদায়ের সকলে। পুঁথি ভুলিতে লাগিল মাত্র বাড়ির ইংরেজি-না-জানা মেয়েরা আর নিম্নবর্ণের লোকেরা। পাঁচালীর বদনামে দেশের কাব্য, সঙ্গীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষের গ্রন্থরাজি একেবারে উপেক্ষিত হইয়া পড়িল পাশ্চাত্য-সংস্কৃতিমুগ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট।

সংস্কৃতির চর্চা করেন অথচ ইংরেজা জানেন না এইরূপ ব্যক্তিদের নিকট পুঁথির আদর এখনও কম নহে। বহু স্থানে এখনও সশ্রদ্ধ সংস্কারে গ্রন্থ নকল হইতেছে আমি জানি। বিশেষ করিয়া তিলি, মালি, সদগোপ, কামার, কুমোর, তাঁতি, ছুতার, বেনে, মাহিষা, ঘুগী, পোদ, রাজবংশী, ধোপা, কলু, বাগদৌ, ডোম, চাঁড়াল, নমঃশূদ্র প্রভৃতি এই সব বর্ণের বাইরা পূজাঅর্চনা লইয়া থাকেন তাহাঁদের “পণ্ডিত”, “দেয়াসৌ”, “দেউলে” শ্রেণীর দরিদ্র লোকের ভিতর। তাহাঁরা বিভিন্ন পূজা পর্বে এখনও মঙ্গলকাব্যাদি গান করিয়া থাকেন। কোথাও কোথাও চোপাড়ি পরিচালনাও করেন। দুর্গাপূজায় চণ্ডীমঙ্গল, মনসাপূজায় মনসামঙ্গল, ধর্মঠাকুরের বারমতি গাজনে ধর্মমঙ্গল গান এখনও বহুল্লে “বাঁধা-আসরে” হইয়া থাকে। এখন সাধারণতঃ ব্রাহ্মণে করেন কথকতা আর রামায়ণ মহাভারতের গান। ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সকলে করেন আর সমস্ত পাঁচালী গান। আগে ব্রাহ্মণেও করিতেন। কেবল লিখিয়াই কান্ত হইতেন না।

দেবদেবীর স্বপ্নাদেশ, কচিং বদান্ত ভূম্যধিকারীর পৃষ্ঠপোষকতায় মঙ্গলকাব্য তথা লোকসাহিত্যের জের সমাজে আজ পর্যন্ত চলিতেছে। বিশেষ করিয়া লৌকিক দেবদেবীর বিশেষ পূজায় এইগুলি নিয়মিত গান করা হয়। সেই জন্য বিপুল রকম বিশ্বাসে তাহাঁরা এখনও ছাপা বই ব্যবহার করিতে চাহেন না। মুদ্রিত প্রাচীন পুঁথির ভুলত্রুটিও তাহাঁদের চোখ এড়ায় না। স্মৃতবাং ছাপা বইএর উপর তাহাঁদের স্বাভাবিক ঘৃণা। কিন্তু দেখিয়াছি গ্রন্থ-নকলের আয়াস এবং ছাপা বইএর স্বলভতা তাহাঁদের এই মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করিতেছে। ছাপা বই

পাইলে তাহার বাহ্যিক মোহে অনেকে পুঁথি দিতে রাজি আছেন দেখিয়াছি। বাক্সালা পুঁথিসংগ্রাহকদের নম্র রামকুমার দত্ত মহাশয় মুদ্রিত গ্রন্থের পরিবর্তে বহু সহস্র পুঁথিসংগ্রহ করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়া গিয়াছেন^৮। তাহাঁদের অজ্ঞাতপূর্ব, একমাত্র গ্রন্থের প্রচার হইবে, তাহাঁদের নাম ছাপা হইবে, সর্বোপরি তাহাঁদের গৃহদেবতার জহরা জাহির হইবে, এইসব আশ্বাস অবশ্যই দিতে হইবে। গায়নদের ও “পণ্ডিত”দের বাড়িতে পুঁথির চর্চা এখনও অব্যাহত আছে। ইহারা প্রসন্ন হইলে ইহাদের বাড়িতে জীর্ণ আধারে রক্ষিত জীর্ণতর পুঁথিস্তূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহাতে তাহাঁদের অজ্ঞাতে পুরুষানুক্রমে নানা বিষয়ের গ্রন্থ সঞ্চিত থাকে। এইরূপ একটি পুঁথিস্তূপ বহুভাগ্যে আশ্রয় হইলে প্রাচীন বাক্সালা সাহিত্যের নানাদিকে আলোকপাত করিতে পারা যায়। সুতরাং আমাদের এদিকে অবহিত হওয়া বিশেষ দরকার। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অবহিত হইলেই সংগ্রহ হয় না। বাক্সালা পুঁথিসংগ্রহ বড়ো কঠিন ব্যাপার।

॥ পুঁথিসংগ্রহ ॥

পূর্বেই বলিয়াছি, এদেশে ছাপাখানার পত্তন হইতেই বাক্সালা পুঁথির কপাল পুড়িল। ছাপাখানা বসিল কিন্তু ছাপার যোগ্য বাক্সালা পুঁথি খুঁটিয়া সংগ্রহ করা হইল না। মুদ্রিত পুস্তকের প্রচলনে কোনঠাসা পুরাতন পুঁথিরাশি অস্বস্তে উপেক্ষায় কালক্রমে ধ্বংস পাইতে লাগিল। পোকামাকড়, ইঁদুর, জলহাওয়া, বাদলবৃষ্টি, ভূমিকম্প, অগ্নিদাহ, জলোচ্ছ্বাস, জলপ্রাবন তো আছেই। উপরন্তু রাজনৈতিক বিপদায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা। রাঢ় অঞ্চলে পেশা হিসাবে বাক্সালা পুঁথি এখনও যাহাঁরা ব্যবহার করিতেছেন তাহাঁরা নিয়ন্ত্রণের। তাহাঁদের নিকট হইতে সহজে পুঁথি সংগ্রহ করা সম্ভবপর নহে। উচ্চশ্রেণীর যাহাঁদের বাড়িতে পুঁথি আছে অনেক স্থলে তাহা গৃহস্বামীর অজ্ঞাতসারেই ঘরের পরিত্যক্ত ও স্তূপীকৃত আবর্জনার মধ্যে পড়িয়া আছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, চাহিতে গেলেই সেই আবর্জনাস্তূপের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। “নষ্ট হয় আমার ভিঁটায় হটক, পৈতৃক পবিত্র জিনিষ হাতছাড়া করা চলিবে না,” এই সংস্কার সর্বত্র দেখা যায়। নাছোড়বান্দা হইলে না-দিবার যোখই চড়িতে থাকে। চরমে চড়িলে পুঁথি উবিয়া যায়।

^৮ *The Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts, vol. II (c.u), pp. Intro. vii-xii*

অথচ পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথি অনাদরে ঠাই পাইয়াছে তাহাদের খুঁটের বাচার, রাজ্যঘরের শতদলে, গোদালঘরের পুরাতন আবক্ষনাস্তূপের অন্তরালে, বড় জোয় ভাঙ্গা সিঁড়কের গুমোট গম্বরে। বাঁশতলার, সারকুড়ে, পুকুরের জলে, নদীর প্রোভেও বাঙ্গালা পুঁথি কম বিসজ্জিত হয় নাই। বাঙ্গালা পুঁথি রোগশয্যায় ঠেকাইয়া বাঙ্গালী রোগমুক্তির চেষ্টাও করে। আবার দেবতা বা উপদেবতা পুঁথিতে স্তব করিয়াছেন এইপ্রকার সংস্কারবশে সভয়ে এবং শ্রদ্ধাচিত্তে বাঙ্গালা পুঁথির স্তূপ দাহও করে। তান্ত্রিক বাঙ্গালী মন্ত্রের মতো পুঁথিকেও গোপন করিতে চাহে। বংশানুক্রমিক এই আচার লঙ্ঘন করিলে “হানি” হইবে সত্যিকার এই আতঙ্কে পুঁথিদেখার প্রব্রূই অনেক স্থলে ওঠে না। যন্ত্র লইব কবুল করিলেও বিশ্বাস করে না। জাত খোয়াইয়াও পেট ভরে না। “স্বানের দল” করিয়া বা ছাপাইয়া তাহাদের এই গুপ্তবিজ্ঞা ফাঁস করিয়া দিব এই আশঙ্কা। গভর্ণমেন্টের গুপ্তচরও ভাবে। “ট্যাক্স” বসাইবার জন্য দেবতার সম্পত্তির খুঁটিনাটি ভিতরের কথা জানিয়া লইবার গোপন উদ্দেশ্যে আসিয়াছি এই কথাও রটিয়া যায়। লোকজন অন্তরালে রাখিয়া আমি ছদ্মবেশে আসিয়াছি; পুঁথিগুলি হস্তগত করিয়া তাহাদের দেবতার সম্পত্তি দখল করিয়া লইব তাহাদের এই ভুল ধারণা অনেকস্থলে কিছুতেই ভাঙিতে পারি নাই। তাহাদের লক্ষ্য প্রহরাতোও একটিবার পুঁথির একখানি পাতাও অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখিতে পাই নাই। আবার পুঁথি আনিবার নিমিত্ত নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া কাপালিকের আঙ্ডায় পড়িয়াছি। প্রাণ লইয়া টানাটানি চলিয়াছে। অবশেষে স্নেহেদের করুণায় উদ্ধার পাইয়াছি, এইরূপ লোমহর্ষণ কাহিনীও আছে। সহরে বা সহরঘেঁষা পুঁথির হালিকদের বারোয়াড়ীআতঙ্কও অভিজ্ঞতালব্ধ। ইয়োরোপ আমেরিকার বাঙ্গালা পুঁথির বাজার আছে এই ধারণাও জন্মিয়াছে।

ব্রাহ্মণের টোলের গ্রন্থ আমাদের দরকার নাই। সেখানে সংস্কৃত লইয়াই কারবার। এবং সেইসব সংস্কৃত পুঁথি সাধারণতঃ বহবার ছাপা হইয়া গিয়াছে। তবে সেগুলি বাড়িয়া পুরাতন চিঠিপত্র, চিত্রকূটাদির আশার আমরা তাহা সংগ্রহ করিতে ছাড়িব না। আমাদের বিশেষ আকর্ষণ ব্রাহ্মণ ছাড়া যে কোনো জাতির বাড়িতে এখনও রক্ষিত পুঁথিগুলির প্রতি। বিশেষতঃ বাহায়া পাচালীগায়ক এবং লৌকিক দেবদেবী বিশেষতঃ ধর্মঠাকুরের পূজক। তবে তাহাদের ধারণা, “ধর্মপণ্ডিত নিরস্ত্র,” এই পুঁথিগুলিই তাহাদের “অস্ত্র”। স্মৃতরাং পুঁথি হাতছাড়া করা তাহাদের পক্ষে মোটেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু এইসকল ‘অস্ত্র’-ই আমাদের কাছে সংগ্রহ করিতে

হইবে। নকল করাইয়া বরং একখণ্ড তাহাদিগকে দেওয়া যায়। কিন্তু পুঁথি আমাদিগকে চাই। জাতীয় সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় পাইতে হইলে লুপ্তাবশিষ্ট এই পুঁথিগুলি খুঁটিয়া সংগ্রহ করা প্রাথমিক কর্তব্য। “যশ্কের ধন” তাহাঁরা সহজে আমাদের হাতে ভুলিয়া না দিলে আধুনিক “অস্ত্র” আমাদিগকে প্রয়োগ করিতে হইবে।

বাংলা দেশে বিশেষ করিয়া রাঢ় অঞ্চলের নানা জেলায় বিভিন্ন গ্রামে ঘুরিয়া আমাদের ধারণা জন্মাইয়াছে, পুঁথিসংগ্রহ অতি কঠিন ব্যাপার। শুধু কঠিন নয়, অনেক স্থলে অসাধ্য। ছলে, বলে, কৌশলে, সং এবং অসং কোনো উপায়েই প্রবেশ করা যায় না এমন স্থান অনেক রহিয়াছে। অথচ সেখানে বিশেষ বস্তু আছে। এবং এখনও তাহার কিছুই উদ্ধার হয় নাই।

তবে গ্রামে সহস্র লোক নাই তাহা নহে। তাহাঁদের মার্কং পুঁথির মালিকদের বিশ্বাস জন্মাইতে হইবে এবং পুঁথিগুলির উদ্ধার, সংরক্ষণ ও প্রকাশের যথাযথ বিবরণ সম্পর্কে প্রত্যয় করাইতে হইবে। কোথাও অবরুদ্ধতা চলিবে না। কোনো প্রকারে বাগে আনিতে হইবে। অবরুদ্ধিতে পুঁথি উধাও হইবে। যাহাঁরা এখনও পুঁথি দেখিয়া গান গাহিয়া জীবিকা অর্জন করেন তাহাঁদিগকে গ্রন্থের মূল্যবোধ অর্থ সাহায্য করিতে হইবে। তাহাঁদের প্রয়োজনমতো গ্রন্থের নকল বা ছাপা বই দিতে হইবে। কাহারো বাড়িতে গৃহদেবতা থাকিলে তাহার নামে দর্শনী বা নিত্যসেবা বাবদ স্থায়ী বৃত্তি সাহায্য দিবার সফল প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। অনেক স্থানে তাহাঁদের উপযুক্ত দীনহীন আচরণ করিতে হইবে; তাহাঁদের মন যোগাইতে হইবে দিনের পর দিন। তবে যদি “কায় মন চিত্ত লাগাইয়া” বহু কৃচ্ছ সাধনার পর আসে অভাবনীয় সফলতা। এইভাবে হাজার হাজার পুঁথিসংগ্রহ করিয়া আমাদের এইরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে।

॥ আলোচনা ॥

ছোট বড়ো, সাধারণ অসাধারণ, লঘু গুরু নানা রকমের পুঁথি বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। ছোট, সাধারণ ও লঘু পুঁথিগুলি কেন আলোচিত হইয়াছে সে প্রশ্ন অবাস্তব হইলেও দুই এক কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমাদের মতে অজ্ঞাত ও অপ্রকাশিত বাংলা কোনো পুঁথিই তুচ্ছ নয়। মুদ্রিত গ্রন্থের পুঁথিও নহে। তুচ্ছ নয় স্বতন্ত্র বর্ণ্যাদায় বা মূল্যবান পাঠান্তররূপে। বাংলা পুঁথি আজ পর্যন্ত বেশী ছাপা হয় নাই; দুই একখানি ছাড়া ঠিক ছাপাও হয় নাই। কাজেই গ্রন্থ প্রকাশের অন্ত এবং যথাযথ পাঠ নির্ধারণের অন্ত বাংলা পুঁথির প্রত্যেকখানি পাঠ্য বিশেষ মূল্য আছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার অনেক উপকরণ

বর্তমান কালে আমাদের হাতে আসিয়া জমিয়াছে। বঙ্গবাহীর বরপুত্র কণকজয়া হই এক জন এদিকে বিশেষ অবহিতও হইয়াছেন। ইহা আশার কথা। তবে বর্তমান পর্যন্ত বাকী পুঁথির একখানি পাতাও সংগ্রহ করিতে বাকী থাকিবে ততদিন পর্যন্ত কোনো বিষয়ে শেষ মতামত প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। বাকী পুঁথি লোকের ঘরে ঘরে অবহেলায় অনাদরে প্রতিদিন ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। প্রাচীন বাকী সাহিত্য বিষয়ে শেষ কথা বলিবার জন্ত সমস্ত পুঁথি নিঃশেষে সংগ্রহ করিবার সুসময় চলিয়া যাইতেছে। সুতরাং ছোটো বড়ো, সাধারণ অসাধারণ, লঘু গুরু যে কোনো পুঁথি এখনও টিকিয়া আছে অবিলম্বে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া তালিকাভুক্ত করিয়া ফেলা আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। দ্বিতীয় কর্তব্য তাহাদের বিবরণী সঙ্কলন করিয়া ফেলা। তাহার পর তাহাদের মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় আসিবে।

কবির জন্ম আয়নার মতো। যে কালে জাতীর জীবনে যে ভাব ফুটিয়া উঠে, তাহার সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রতিপত্তি প্রণালী পদ্ধতি সব কিছু সেই কালের কবির কাব্যে প্রতিবিম্বিত হয়। এই হিসাবে কবি তাহার কালের ঐতিহাসিকও বটেন। তাহাদের রচনায় সেই সময়ের ইতিহাসের ছায়া পড়ে। পতন অভ্যুদয়ের ছায়া। কেবল ভালো এইরূপ ঘটনা জগতে কখনো ঘটে না। মন্দ না থাকিলে ভালোর ভারসাম্যও থাকে না। সুতরাং ভালো মন্দ বিজড়িত ঐতিহাসিক দলিল বলিয়া কোনো পুঁথিই ফেলিবার নহে। একটু দরদ কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি থাকিলেই ধরা যাইবে যে তুচ্ছ ও একঘেয়ে পুঁথির জীর্ণ পাতাগুলির প্রত্যেকটি ছত্রে একটা জাতির অতীত কথা কহিতেছে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তুচ্ছ রচনাগুলি প্রাচীনতর কোনো বড়ো সাহিত্যবিশেষের টুকরা। সেটিতে অনেক ভুলিয়া যাওয়া ইতিহাস উকি দিতেছে বেশ বদলাইয়া। এই স্বত্র ধরিয়া সন্ধান করিলে আমরা সেই মূল সাহিত্যের উৎসে গিয়া পৌছিব ইহা নিশ্চিত। প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ যেমন কালক্রমে নানা আকারে নানা নামে ছড়াইয়া পড়িয়া কোথাও প্রত্নবস্তু, কোথাও নিত্য ব্যবহার্য্য তৈজস, আবার কোথাও লৌকিক দেবদেবীর আকারে ভোল বদলাইয়া থাকে এই তুচ্ছ পুঁথির টুকরাগুলিও অনেকটা সেইরূপ আকারে বর্তমান কালে আসিয়া পৌছিয়াছে। এইরূপ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দিই। দেখিয়াছি একটি গ্রামে বেশ পুরাতন একটি সিংহরাজার খিলান বগীচাকুর বলিয়া মেয়েদের পূজা পাইতেছে, ছইটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি দ্বিদিষ্টাকরূপ বলিয়া মুচি পণ্ডিতের দ্বারা পূজিত হইতেছেন, একটি বুটপরা সুর্য্যমুর্তির উপর খিড়কী ঘাটে বাসন মাজা হয়, কাপড় কাচা হয়, বিগ্রহহীন মাটির

তিবিকে রামসোতার ভালা বলিয়া উল্লেখ করা হয়, গ্রামে যত্রতত্র ঘোটা বানি ও ছোট ইট সর্বদাই দেখা যায়, এক মাইল বিস্তৃত একটি প্রায় মজা দীর্ঘিকায়ে ছাতাদীঘি বলিয়া অভিহিত করা হয়। এবং ইহা রাজা ছত্রসিংহের বনিত বলিয়া প্রচলিত প্রবাদ আছে গ্রামবুদ্ধদের মুখে মুখে। এখন এইগুলি জুড়িয়া আমরা অনায়াসেই এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি, প্রাচীন রাত অঞ্চলের ছত্রসিংহ (বা -ধর -পতি) নামে কোনো হিন্দু রাজা এই দীঘিটি কাটাইয়াছিলেন। এখানে দেবালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ; এবং এই সকল বিগ্রহ সেই সকল মন্দিরে পূজিত হইতেন। সেই যুগের এই সকল কৃতি এই কালে এই বেশে আসিয়া পৌছিয়াছে। পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথি সম্পর্কেও এই ধারা চলিয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও বিশদ হইবে। ৪৮০ সংখ্যক পুঁথিটি ধরা যাউক। দেড় শত বৎসর আগেকার দিনের এটি সাপের বিষ নামানোর একটি মন্ত্র। এই মন্ত্র এখনও “সজীব”। গ্রাম অঞ্চলে পেশাদার “গুণিনের” এখনও ইহা অম্ববন্ত্র সংস্থানের কাজে লাগে। কিন্তু কিভাবে এই মন্ত্রটির আবির্ভাব হইল সেই ইতিহাস আলোচনা অতীব কৌতূহলের বিষয়। মন্ত্রটির প্রথম বন্দে মন পবন, মনরৌপ, নিরঞ্জন, দ্বিতীয় বন্দে ডাউকার বোড়ি, মনসাদেবি, তৃতীয় বন্দে জলে নাচে, কালকুটি বিষ, ভীমসরের মা, ভীমসরের পানি, লক্ষ্মিন্দরের কাহিনী, চতুর্থ বন্দে পথে জাতে হল বা ডানে বাঞ্চে কাড়ে রা, আফুটা ঠাই নিঃসংশয়ে নির্দেশ করিতেছে গোর্খ-বিজয়ের দর্শন ও কাহিনী, মনসামঙ্গলের কাহিনী ও ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব আখ্যা-ছন্দে। ধর্মমঙ্গলের জালালি কলিয়া তথা চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফিরুজ-শাহ তুঘলকের উড়িয়া অভিযানের শোচনীয় কাহিনী লুকাইয়া আছে ২১১ সংখ্যক পুঁথির “অখন দেয়ান গাই জবই করিল” ইত্যাদি অংশটিতে। ৪৮১ সংখ্যক পুঁথির “তিউড়ি” চর্যাগীতিকে আবার ১২৬ সংখ্যক পুঁথির “কংকালি,” “ফুলরা” স্থানীয় পীঠস্থানকে নির্দেশ করিতেছে। প্রত্যেক মন্ত্রই উল্লিখিত ‘হাড়িবি’কে অনেকে ময়নামতী বলিয়া অস্বীকার করেন। এইরূপ টুকরাগুলির আলোচনা চলিলে আমরা মূল উৎসের সন্ধান পাইব। তবে এই ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস জুড়িতে সাহিত্যিকের ও ঐতিহাসিকের মিলিত অধ্যবসায় আবশ্যক।

তুচ্ছ টুকরা পুঁথি সম্পর্কে আর একটি কৌতুককর ব্যাপার আমাদের গোচরে আসিয়াছে। এক পাতা আথ পাতার তুচ্ছ পুঁথিতে হয়তো দৈবক্রমে কোনো অজ্ঞাতপূর্ব গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল। সেই গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের নামটি

নথীভুক্ত করিয়া রাখা হউক। পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থ কোথাও না কোথাও পাওয়া যাইবেই। সম্পূর্ণ গ্রন্থ আবিষ্কার যিনিই করুন গৌরব প্রথম আবিষ্কারকেরই হইবে।

উপরন্তু রচনা যত তুচ্ছই হউক একদা কিছু লোকের যে তাহা চিন্তাবিনোদন করিতে পারিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। স্মৃত্যায় বর্তমান কালে অচল সেই রচনাগুলি অতীত ইতিহাসের আলোচনার জন্য অপরিহার্য উপকরণ। সাহিত্য-রসেও “স্বাদপ্রভেদ এবং তারতম্য”^{১০} আছে। সত্যিকার সাহিত্যরসিক উন্নাসিক হইতে পারেন না। তাইরা কেবল সাহিত্যপ্রাসাদের উচ্চশিখরে বসিয়া মলয় মারুতই সেবন করেন না, আঁকা বাঁকা গ্রাম্য গলিপথে বা শেওলাঢাকা ভাঙ্গা ঘাটে বসিয়াও সমান তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। জীবনের যোগে বাণীতে যেখানে সত্যের স্পর্শ লাগিয়াছে তাহা সার্বজনীন এবং তাহা দরদি পাঠকের কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবেই সন্দেহ নাই।

পুঁথি-পরিচয়ে বিবৃত প্রত্যেকখানি পুঁথি লইয়া বা কোনো পুঁথি লইয়াই আমি বিশেষ আলোচনা এখানে করিব না। ভবিষ্যৎ গবেষকদের নিমিত্ত এই বিষয়ে ভূমিপ্ৰস্তুতির কাজ করিয়া রাখা গেল। ইচ্ছা করিলে যে কেহ ইহা হইতে ফলফুল ধরাইতে পারিবেন। আমি মাত্র এখানে বিশেষ কয়েকটি পুঁথির কথা বলিব যেগুলির সর্বভারতীয় অন্ততঃ পুর্বো মাগধীয় ভাষাগোষ্ঠীর রূপ আছে। তবে এই পুঁথিগুলি সম্পর্কেও শেষ কথা বলা শক্ত। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে গবেষক ছাত্রদের এই বিষয়ে আমি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। এবং তাইরা বাহাতে এইদিকে অবহিত হন এবং এই প্রসঙ্গে কাজ করিতে সূত্র খুঁজিয়া পান তাহারই হৃদিশ দিবার চেষ্টা করিতেছি। আমাদের বিশ্বভারতীতে এই বিষয়ে কাজ করিবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যস্থতায় ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যেমন সংহত হইয়াছে তেমনি প্রাকৃতের ও লৌকিক সাহিত্যের মধ্য দিয়াও সমান তালে মেল বন্ধনের কাজ চলিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাকৃত ও লৌকিক সাহিত্য সমগ্রভাবে আলোচিত হইলে ভারতবর্ষের সমন্বিত সংস্কৃতি বিশ্ববাহরূপে আমাদের নিকট ফুটিয়া উঠিবে। কেবল “হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচেষ্টা” নহে, রাজনৈতিক কারণে প্রদত্ত প্রাদেশিকতার কৃত্রিম গণ্ডী উন্নিয়া যাইবে। ঐক্যের উন্মুক্ত অন্তরে ভারতবর্ষ সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করিবে। সমগ্র ভারতবর্ষের নাড়ীর স্পন্দন একই ছন্দে অম্লভূত হইতে থাকিবে।

বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের ৮০৫ পৃষ্ঠায় ডাক্তার মুকুতার সেন মহাশয় লিখিতেছেন, “পীর-মাহাত্ম্য কাব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে সত্যনারায়ণের পাঁচালী। এই পাঁচালীর সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কাহিনী পশ্চিমবঙ্গে উদ্ধৃত হইয়া সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। এমন কি অর্ধাচীন পৌরাণিক সাহিত্যেও চুকিয়াছে। স্বল্পপুরাণের রেবাখণ্ডে যে কাহিনী আছে তাহাতে ককীরের বদলে পাই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।”

বর্তমান গ্রন্থে সত্যপীর পাঁচালীর অজ্ঞাতপূর্ব লেখকের পুঁথি (২, ৩, ১১, ১৩, ২৩, ৩৬, ৭৬, ২২৫ ও পরিশিষ্ট (ক)-এ ৮২, ৪৩১) আছে। ইহাতে মোট দুইটি (কাঠুরিয়া, সদাগর) গল্পকাহিনী আছে। আরও প্রধান তিনটি (মদনমুন্দর, লালমোন, মালকা), অপ্রধান কয়েকটি (শিশুপাল রাজার পালা, হীরা মুচির পালা, শশী বেন্দ্রার পালা, বগজোড়ের যশস্বন্ত সাধুর পালা, বনগ্রামের শুদ্ধি সওদাগরের পালা) কাহিনী বাঙ্গালাদেশে জানা আছে। “মনোহর কাসিমারার” বাঙ্গালী পুঁথিও ছাপা হইয়াছিল। এই সত্যপীর সাহিত্য (মুগলমানপ্রধান অঞ্চলে “পীর” এবং হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে “নারায়ণ”) সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া আছে। অন্ততঃ ওড়িষ্যার যে প্রকৃত পরিমাণে আছে তাহার নজির দিতেছি। এবং ওড়িষ্যার বেশীর ভাগ রচনাই বাঙ্গালী কবির নামাঙ্কিত। বিদ্যভবনের ওড়িয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুন্তবিহারী দাস মহাশয় এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

ওড়িষ্যায় অস্তাবধি সত্যপীর সম্পর্কে মোট চব্বিশটি গল্পকাহিনী পাওয়া গিয়াছে এবং মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কবি কর্ণের ১৭টি, ভৃগুরামের ১টি ও আরও ৬টি পালা বিভিন্ন লেখকের নামে চলিত আছে। শ্রীযুক্ত দাস অসুস্থ হইয়াছিলেন ওড়িষ্যায় সত্যপীরের দ্বারা বাঙ্গালাদেশে হইতে গিয়াছে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় বাঙ্গালাদেশে অস্তাবধি প্রধানতঃ ছয়টির বেশী কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। ওড়িষ্যায় প্রধান যে ১৭টি পালা কবি কর্ণের নামে চলে সেই কবি কর্ণ আসলে অজ্ঞাতপূর্ব একজন বাঙ্গালী কবি। আনুমানিক সপ্তদশ শতকে তিনি জীবিত ছিলেন। ভনিতায় তাহার বাঙ্গালীত্বের পরিচয় মাত্র এইটুকু পাওয়া যায়,

- (১) দীন গোপীনাথ স্মৃত কবি কর্ণ বিরচিত দয়া কর প্রভু পীতাম্বর
- (২) দ্বিজ কবি কর্ণ কহে ভাবি নারায়ণ
- (৩) ওড়িয়া বাঙ্গালী আর ফারসী পড়াইবে
- (৪) ওড়িয়া বাঙ্গালী ফারসী পড়িলে সে পাঠ, সকল বিভাগে বাহা হইল গরিষ্ট।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে কবি কর্ণের বিজ্ঞাধরপালা ও মনোহর ফাসিয়ারা (“ফাসিয়ারা” নহে) পালার ওড়িয়া পুঁথিসংগ্রহ আছে (৪০৮৪এ, ৪০৮৪ বি) ।
দ্বিতীয় পুঁথির (৪০৮৪ বি) ভনিতা এই,

শ্রীকবি কর্ণতে গাএ সত্যপীর পাএ, হরি হরি বল ভাই পালা তৈল সাএ ।
পুঁথিকা,

শুভমন্ত । ইতি শ্রী মনোহরপালা সম্পূর্ণ হইল । শ্রীসত্যনারায়ণ মহাপ্রভু রক্ষা করিবে অধম অরক্ষিত লেখনকারকু । বীরকিশোরীদেব মহারাজক ২ অক সন ১২৬২ সাল মীন ২২ দিন মঙ্গলবার এই পুস্তক সম্পূর্ণ হইল । শ্রীনরায়ণ শরণ ॥

পুঁথিকায় ওড়িয়া ও বাঙ্গালা সাল ব্যবহৃত হইয়াছে । পুঁথিটি পাওয়া গিয়াছে বাঙ্গালাদেশে । শ্রীযুক্ত দাস অহুমান করেন কবি কর্ণ মেদিনীপুর ও ওড়িয়া সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী । তাঁহার ভাষা ওড়িয়া শব্দবহুল বাঙ্গালা । এই বিষয়ে দাস মহাশয়ের অপ্রকাশিত প্রবন্ধ “পালা” দ্রষ্টব্য । মুদ্রিত বই ওড়িয়া ভাষায় “বোলপালা”, অরুণোদয় প্রেস, কটক, প্রকাশিত ১৯৪৬, ৪৭ ইত্যাদি । বহুবার ও বহুস্থানে ছাপা হইয়াছে । বহুল প্রচলিত । কবি কর্ণের রচিত ১৭টি পালা যথাক্রমে এই,

(১) সত্যপীরজয়পালা (উজির-সাহাজাদী-সত্যপীরের মা-ডাকিনীপ্রসঙ্গ, ব্যাভ্র-ফোজের কথা আছে, রায়মঙ্গলের অমুকরণে) ।

(২) পদ্মলোচনপালা (বরুণসহরের রাজা-হাড়ি-দিবালোচন-ব্যাভ্রফোজ-রাজ-কণ্ঠা কাহিনী) ।

(৩) মর্দগাজীপালা (চম্পাবতী-গজেন্দ্র-মর্দগাজী কাহিনী) ।

(৪) বিজ্ঞাধরপালা (ভৈরব দেশের রাজা নৃসিংহ-কর্ণটিরাজ-বিজ্ঞাধর-রাজকণ্ঠা কাহিনী) ।

(৫) মদনসুন্দরপালা (সপ্তগ্রামের সানন্দ বিনোদ-মদনসুন্দর, স্মৃতি-কুমতি-কুন্তলা কাহিনী ; এই পালাটি বাঙ্গালা দেশে শ্রীকবিরচিত ভনিতায় চলে) ।

(৬) সদানন্দ সদাগরপালা (স্মৃতি কুমতির মঞ্জুয়া ভাসিয়া যাওয়া ; মনসামঙ্গল কাহিনীর ছায়া আছে, সানন্দ-বিনোদ-মদন-সদানন্দ-রাজপুত্র কাহিনী) ।

(৭) শঙ্করগুড়িআপালা (কাঞ্চনপুরের শঙ্করগুড়িয়া-সাত পুত্রবধূ-কনিষ্ঠা অম্বা-হামাম হামাম কাহিনী) ।

(৮) দুর্জয়সিংহপালা (অধিকানগরের রাজা তেজ-যুবরাজ প্রসঙ্গ) ।

- (৯) হেরাচান্দপালা (মানিক সহরের সনাতন মানিক-কলাবতী-লীলাবতী-সত্যপীর-গোলাপফুল-সত্যপীর-সন্ধান হেরাচান্দ কাহিনী) ।
- (১০) উগ্রভারাপালা (হস্তিনানগরের গৃহবাসী মহাজন-সত্যপীর-উগ্রভার-জামাতাকে সর্পদংশন কাহিনী ; মনসামঙ্গলের দ্বারা আছে) ।
- (১১) কাঠুরিআপালা (কন্দপরাণের রেবাথণ্ডের প্রচলিত কাহিনী) ।
- (১২) লক্ষ্মণকুমারপালা (বিনায়ক দেশের রাজা শিলিপী-শতপুত্রনাশ-শম্ভুচড়-লক্ষ্মণ প্রসঙ্গ) ।
- (১৩) অভিন্নমদনপালা (বীরসিংহ-স্থলী-অভিন্ন মদনকে বিজ্ঞান জয় করিয়া বিবাহ প্রসঙ্গ) ।
- (১৪) শ্বেতবসন্তপালা (নীলধ্বজ রাজপুত্র-বড়ই (বর্জকি)-জোষোড়ার চাপা সত্যপীর-শ্বেত বসন্তর সেই ঘোড়ার চাপিয়া উড়িয়া যাওয়া ; গোৰ্খ-বিজয় কাহিনীর দ্বারা আছে ; -মালিনী-চন্দ্রকলা প্রসঙ্গ) ।
- (১৫) মনোহরকান্তাড়া বা রক্তলতাপালা (বাকলা বই মুদ্রিত আছে । স্বর্ঘটন দেশের রাজা যুগল-সত্যপীর-সদানন্দ সদাগর-জয়ানন্দ-রক্তলতা-মনোহর কান্তাড়া-বাকামাটীপড়া-মালিনী প্রসঙ্গ) ।
- (১৬) হরিঅর্জুনপালা (মণিবংশের রাজারানী-গোদা সত্যপীর-চন্দ্রাবতী-মালিনী-জানমেই-হরিঅর্জুন-কাঠের ছেলে-রানীর দুর্ভোগ-আশী হাজার বাধাসনা ; ঐষ্টব্য বার মঙ্গল ; যুদ্ধ-অমৃতাপ-শিরনি কাহিনী) ।
- (১৭) অর্গারোহণপালা (সমগ্র বোল পালায় সার কথা) ।

ভৃগুরামের নামে ভ্রমরবর পালা (মানিক সহরের সনাতন-লকাবতী-কৃপণ সদাগর-ছোটছেলে ভ্রমরবর-রাজকন্তা রক্তলতা-গর্ভবতী স্ত্রী-সন্দেশ-জন্মলে দেওয়া-সত্যপীর-অবন্তীনগরের রাজা হওয়া-রক্তলতার না আসা-ছেলের যুবরাজ হওয়া-শিরনি দেওয়া ; ও কলাবতী-লীলাবতী কাহিনী) মুদ্রিত আছে । পালাটি বিভক্ত ওড়িয়া ভাবায় লেখা । ইহা ছাড়া আরও ছয়টি পালা ওড়িয়া ভাবায় মুদ্রিত আছে বলিয়া শুনিয়াছি ।

বাহাই হউক বাকলা দেশের পীরমাহাত্ম্যচক এই একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক ধারা বাকলার বাহিরে গিয়া পল্লবিত হইয়াছে । বাকলা কবিদের রচিত এই কাহিনীগুলি বাকলাদেশের নিজস্ব অস্তিত্ব কাহিনীগুলির সহিত মিশিয়া বিশেষভাবে বিবর্তিত হইয়াছে । বাকলাবাসী এই সকল কাহিনী ভুলিয়াছে । প্রতিবেশী রাজ্যে ভিন্ন অক্ষরের অন্তরালে এই সকল কাহিনী আত্মগোপন করিয়া আছে । এই বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনার নিমিত্ত উভয় ভাষার অভিজ্ঞ গবেষকদের অবিলম্বেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত ।

বিজ্ঞানভবনের ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক কে. ভেকটরমেনের নিকট শুনিয়াছি, দাক্ষিণাত্যে মহীশূর অঞ্চলে “সত্যনারায়ণ” পূজা প্রায় ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। “সত্য-পীর” সেখানে অজ্ঞাত। এই বিষয়ে কানাড়ী ভাষায় মুদ্রিত সাহিত্য আছে। উত্কাশম্ হইতে ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন,^{১২} কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে সত্যনারায়ণ বিশেষ লোকপ্রিয় দেবতা। কানাড়ী ভাষায় লেখা “পূজা-কথা” নামক মুদ্রিত পুস্তকে সত্যনারায়ণ-ব্রতকথা বিবৃত আছে। এই সাহিত্যে দ্রুত গল্পকাহিনীগুলি লইয়াও আলোচনা করিলে বাদ্বালী গন্ধ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করি।

হিন্দী ভোজপুরী ও অবধীতেও সত্যনারায়ণ-সাহিত্য আছে এবং উহাতে প্রচলিত কাহিনীগুলিও বাদ্বালা দেশ হইতে গিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ “ব্রাহ্মণ, সাবধান !” নামক গ্রন্থের মতামত এই আলোচনার পরিপূরক হইতে পারে। (ব্রাহ্মণ, সাবধান !, শ্রীসম্পূর্ণানন্দ, জ্ঞানমণ্ডল (পুস্তক-ভণ্ডার) লিমিটেড প্রকাশিত, কালী, ২০০৪ বিক্রম সংবৎ, পৃ ১০-১৩ দ্রষ্টব্য^{১৩})। গ্রন্থকার মাননীয় সম্পূর্ণানন্দজী লিখিতেছেন, “আজ উত্তর ভারত ঔর মহারাষ্ট্রমে সত্যনারায়ণ ব্রত ঔর কথা সর্বত্র লোকপ্রিয় হৈ”। প্রথমেই বলা হইয়াছে, স্বন্দ পুরাণের রেবাখণ্ডের কাহিনীটিই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে (যেমন বিষ্ণু-নারদ সংবাদ এবং “সত্য-ফকীর” স্থলে দণ্ডী স্বামী জুড়িয়াছেন উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণেরা) ভারতবর্ষের সর্বত্র বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতে লোকপ্রিয়। তবে এই কাহিনীটি যে বাদ্বালা দেশেরই নিজস্ব লৌকিক বস্তু তাহা পণ্ডিত বিনোদপ্রসাদ মিশ্রের পত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে মাননীয় লেখক মহাশয় বলিতেছেন, “‘রস্তাফলম্’ ‘অভাবে শালিচূর্ণ বা’, ‘গঙ্গা সিন্ধুসমীপে’, ‘রত্নসারপুরেরমো’ আদি বাক্য উসকে বজ্রীয় উদ্ভবকা অন্তঃসাক্ষ্য দে রহে হৈ”। এই মন্তব্যগুলি ধোপসহ কি না বিচার করিয়া দেখা দরকার।

বিজ্ঞানভবনের উর্দ্ধ অধ্যাপক জনাব ফজলে মাহমুদ আগিরি বলেন, পঞ্জাবে জালন্ধরে সত্যপীর আছেন। সত্যপীরের মেলা হইত। তাহার নাম সণ্ডের মেলা। সেই মেলায় বহু দূর হইতে যাত আসিত। খানপুরে থামিত। খানপুর শিখদের গ্রাম। হিন্দু, শিখ, মুসলমান নির্বিশেষে সেই যাতে যোগ দিত। খানপুর হইতে যাত্রা করিয়া থামিত কাপুরথালার রাজ্যের স্থলতানপুর লোদীতে গিয়া। যাত চলিত রাজ্যে। থামিত দিনে। প্রত্যেক যাত্রীই এক একটি প্রকাণ্ড পতাকা

১২ ২৬-৩-১৯৫১ তারিখে লিখিত পত্র (D. O. No. ১৭৬-৬৪৪), পরিশিষ্ট (ক) দ্রষ্টব্য

১৩ এই বইটির প্রতি বিবর্তারতী হিন্দীভাষার উপাখ্যান শ্রীযুক্ত রামপূজন তেওয়ারী ও গবেষক শ্রীযুক্ত শিবনাথ আসার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

বহন করিত। সেই পতাকার নীচেই বিজ্রাম করিত দিনের বেলায়। রাতে আবার যাত্রা শুরু করিত। অবশেষে তাহাদের গন্তব্য মূলতানে পৌঁছিত। এই মূলতানে পীর বা সত্যাপীরের পূজা করিত। পথে পয়সা কড়ি দক্ষিণা বাহা মিলিত তাহা দিয়াই সত্যাপীরের পূজা হইত। পূজার বিবরণ জানা যায় নাই। মুদ্রিত কোনো সাহিত্য আছে কি না তাহারও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। যাহাই হউক এই অমুঠানে সত্যাপীরের সহিত বাঙ্গালা দেশে ধর্ম্মঠাকুরের গাজনের মিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া অমুমান হইতেছে।

এদিকে সাঁওতালদের ভিতর সত্যাপীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে।^{১০} তাহা নিশ্চয়ই প্রতিবেশী বাঙ্গালীর প্রভাব। বাঙ্গালা সাহিত্যের এই একটি সর্ব্বভারতীয় রূপের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার নিমিত্ত যথেষ্ট উপকরণ সংগ্রহ করা আমাদের প্রাচীন বাঙ্গালা গবেষণা বিভাগের গবেষক ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য কর্তব্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যে শুভকরীর আখ্যা ও স্তোত্র (৬) বিশেষ পরিচিত। ওড়িয়ায় “লীলাবতীমুদ্র” মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার ছন্দ আখ্যা। পড়িতে বা গীত হয় “বঙ্গলা-ত্ৰী” রাগে। এই দিকেও সূত্রাহুসন্ধান ও তুলনামূলক আলোচনা খুবই দরকার।

অন্ধদের রায়বার (১৭)-এর সহিত ওড়িয়ার ‘অন্ধনপড়ি’-র (মুদ্রিত) তৌলন আলোচনা প্রয়োজন। বারমাস্তা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। হিন্দী গুজরাটী কাব্যে “বারহমাসা” যথেষ্ট আছে। অসমীয়াতেও আছে। ওড়িয়া ভাষায় শঙ্করদাসের “বারমাসী কোইলি” (১৭ শতক), বলরাম দাসের “কাস্ত কোইলি” (১৬ শতক) সীতার বারমাসী জাতীয় রচনা। বর্তমান গ্রন্থের ৩৩ সংখ্যক পৃথিবীর সহিত তাহার তুলনামূলক আলোচনা চলিতে পারে। অক্ষরবর্ণন (২৪)-এর বিস্তার প্রণালী ওড়িয়া এই “কোইলি” জাতীয় রচনার অমুরূপ। “দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে” বলিয়াছেন কৃষ্ণদাস তাহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে। হরিবংশে আছে। সে হরিবংশকে ডাক্তার সুরকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন “লৌকিক হরিবংশ”^{১১}। অর্থাৎ ভাষার নৌকাখণ্ডের সংস্কৃত রূপ। ইহা সম্ভবপর। ভগবান চন্দ্র বিশারদ কেম্যানন্ডের মনসা-মঙ্গল সংস্কৃতে অমুবাদ করিয়াছিলেন^{১২}। গোর্খ-বিজয়ের ভূমিকায় ভাষার সংস্কৃত হওয়ার আরও অনেক নমুনা দেখাইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সময় হইতে গোপাল-বিজয়-

১০ ত্রুইব্য *The Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, vol. xii, pt II, pp. 145-157. শরৎচন্দ্র দিগ্গি লিখিত প্ৰবন্ধ *On a Satya Pir Legend in Santali Guise*.

১১ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ, ২য় সং, পৃ. ৩৩৪

১২ ই ই পৃ ৪৭০

এর^{১৭} দ্বারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে নানা কবির নামাঙ্কিত নৌকাখণ্ড পাওয়া যাইতেছে। আমাদের নৌকাখণ্ড আছে বলরাম দাস (৫২), জীবন চক্রবর্তী (৮৭), জগদ্বাণু দাস (২১), অজ্ঞাত (২০১) ভনিতায়। ওড়িয়াতে “নাবকেলি” আছে দীন কৃষ্ণদাসের ভনিতায়। অজ্ঞাত প্রাদেশিক সাহিত্যে আছে কি না খোজ করা দরকার। এইসব লৌকিক ছড়ার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য, প্রাচীনতর উৎস কোথায়, এবং অভিন্ন কি না আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। বাঙ্গালাদেশে ওড়িয়া চৌতিশার পুঁথিও অনেক পাওয়া গিয়াছে। ওড়িয়া “হাটবোলির” সহিত আমাদের “হাটপতনের” (৫৫) তুলনা চলিতে পারে।

ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব আত্ম আগম পুরাণের (: ৯) এক খণ্ডিত ও জীর্ণ পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। পুঁথি (৬৭), ত্রিধর্মপুরাণের প্রথম দিকে “আপতত্ত্ব” অংশ আছে। অজ্ঞত^{১৮} কিছু টুকরা পাইয়াছি,

৭ শ্রীশ্রীযামঃ। জন্তাস্তং নাদি মধ্যং ন চ করচরণং নাস্তি কায়া নিনাদং নাকারং
নাদি রপং ন চ ভয় মরণং নাস্তি জ্ঞাতসোক সকল দলগত সর্ব সঙ্কল্পহীনং অমরপদে
প্রার্থিবং সন্নিমুর্তি নিরাঙ্কনায় নমঃ ॥

ধর্মের ধ্যান ॥ নিলানিল সমুৎপন্ন নিষ্টৈ পুত্র নিরাঙ্কনাং নিত্য সত্যং পরম ব্রহ্ম
তমো ধর্ম নমোস্তুতে। সর্বব্যাপি হরৈকৈব সর্ব পাপ হরানহরাপরং। সর্ব সিদ্ধন্ত কামার্থ
তমো ধর্ম নমোস্তুতে ॥

অভেদ ভেদ ব্রহ্ম হেন বস্তুতত্ত্ব কর সার

সকল বেদে ব্রহ্ম ভবনদৌ হইলা পার।

সেই সে ব্রহ্ম জে বেদ অবৈদ সে ব্রহ্ম গগন মণ্ডপে।

আপেক্ষান্তে স্বর্ন্য মধ্যে ধরে ধ্যান

সেলে ব্রহ্ম জগতে পূজ্যমান

জ্ঞান উত্তরি নাহি পান।

বেদ বেদ করি ব্রহ্ম পাতয়ন্তি বোল

চারি বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র ব্রহ্ম জো বন্ধ করি বল।

আপেক্ষান্তে স্বর্ন্যমধ্যে অষ্ট ঘণ্টা নাসিকা তালুকা সন্ধি আপোন জ্ঞান

সেলে ব্রহ্ম জগতে পূজ্যমান।

অভয় মহারস কণ্ঠা ভরি পেও

১৭ বি. ভা. পু. সং ২৩২৪; বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ৩য় খ, ৩য় সংখ্যা, পৃ ১০৮-৯ ট্রটবা।

১৮ ত. ম. স. “কুটুম্বিতার বিবরণ” পুঁথির উটাপিঠে খতব্রতাবে পাওয়া গিয়াছে।

নাথ বলন্তি ব্রহ্মা হেন তত্ত নহ পরমান ।
 না ভাবিহ ভেদ ইহাকে বলি ঋকবেদ
 ই ধ্যানে হয় পাপের ছেদ ।
 সাধিলে হয় অমর কার
 কহিয়া দিয়াছেন ব্রহ্মাকে জীবন উপায় ।
 ঋকবেদ সমাপ্ত ।

এই অংশ গোষ্ঠ-বিজ্ঞয়ের দার্শনিক অংশের সহিত ধর্মপূজাবিধানের মিশ্রণ ।
 এই অংশের ধারাবাহিকতা ও ব্যাপকতার কথা গোষ্ঠ-বিজ্ঞয়ের ভূমিকায়
 বিস্তৃত বলিয়াছি । ওড়িষ্যায় “জ্ঞানোদয় কোইলি” (মুদ্রিত, অরুণোদয় প্রেস, কটক
 ১৯৩২) আছে । “আপত্যস্তম্ব” অংশের পরিপূরক হিসাবে “জ্ঞানোদয় কোইলি” হইতে
 বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধার করিতেছি ।

কোইলি, কালিন্দী শিখরে যাই, কমল ফুটি অছই,
 কমলমধ্যে ত্রিবেণী, কক্কুছি হংস শূন্তে ভ্রমি লো,
 কে কহ হংস মহিমামুখে, ক্রৌড়া করে হংস অমনশিখে লো ।

খেলুঅছি হংস শূন্ত মন্দিরে লো ।

গোলোক বৈকুণ্ঠধারে, গঙ্গা যমুনা মধ্যরে, গুন্ডাকু ফিটিছি বাট,
 গোলাহাট পরে পাইবু ভেট লো, গুপতে শূন্তে রহিছি হংস,
 গর্ত ভিতরে পুরাই অশেষ লো ।

চন্দ্রস্বর্গ্য বন্দী কর, চেতনা ঘরে চৈতন্তকু ভব লো ।

ঝকছি ত্রিবেণী ধার, ঝর মুণ্ডে নিরাকার,
 ঝলক জ্যোতিষ পরে, ঝটকুছি হংস শূন্তমন্দিরে লো ।

নীল কল্লবটমূলে, নিত্যে খেলে হংস যমুনা জলে লো ।

লেউটি হংস পিউছি পানি, লাজরে ঝট তা দেউছি হাণি লো ।

টলুছি পদ্মরে পানি, টেকতু বায়ু উজ্জানি,

টেক ব্রহ্মরক্ষু পরে, টাকি চৈতন্যকু রথ সেঠারে লো ।

ঠিকে নাথিআকু বুঝাই দেলে লো ।

চেউকু জগি চোরকু ধর, ঢুলাইলে ঘরে পশিব চোর লো ।

ত্রিবেণী ত্রিকুট স্থান, তথি পরে নিরঞ্জন, তুটিব পাপ তোহর ।

তোহরি ঘটে তোতে তু চিহ্ন, তুহি সিনা অটু পরমব্রহ্ম লো ।

ধয় কর পঞ্চ মন, থাকিতে রথ পবন,

ধয়ে ণ জ্ঞাপন্তি কেহি, ধবির হোইতু দিঅ অনাই লো ।

দৌপকু জালি দিঅকু দেখ, দি'অ রহিঅছি দেউল শিখ লো ।

ঋবমগুল মধ্যরে, ধ্বনি অনাহত দ্বারে, ধ্যান দেই তহি' রহ ।

ধ্বনি অনাহত শবদ পাঅ লো ।

ধর তু হৃদয়ে গুরু শবদ, ধইলে পাইবু এ ব্রহ্মপদ লো ।

পরমহংস ঘরকু, পড়িছি বাট ঘিবা কু,

পশিলে পাইবু ব্রহ্ম, পথ নিকট ঘিবা কু হুগম লো ।

বুলুছি শৃগমগুলা, বিন্দুমধো হংসলীলা,

বোহছি পবন তহ', বেদ শবদ উদে অন্ত ঘহ' লো,

বাজুছি পঞ্চ শবদে বাজ, ব্রহ্মাণ্ড ভেদি শুভুঅছি নাদ লো ।

ভজ্ঞ ত্রীগুরু কহিলে বাহা, ভজ্ঞি ন পারিলা লোকনাথিআ লো ।

মহাশূন্য মণ্ডপরে, মণ্ডলাঅ বাই ঘরে,

মশাপোড় প্রায় বাট, মাড়ি ষাউছি মন্ত গজ খাট লো ।

জগ তু জ্যোতি দুআর, যাই বিজে নিরাকার,

জ্যোতি পরে জ্যোতি গোপা, যামিনী পাহি জলুঅছি দীপ লো ।

যতন করি অগিবু যেবে, যুগে যুগে যোগী হোইবু তেবে লো ।

রমণী রস ফেরাই, রসরে তা মুণ্ডে নেই, রস বিন্দুর উপর,
রবিঠারে নেই চন্দ্রকু ধর লো, রহিবু চন্দ্র দু'আর মাড়ি, রস বন্দী কর কাল
ঘউড়ি লো ।

বুঝাইলে বুঝু নাহঁ, বোল কিম্পা করু নাহঁ,
বইন্নী তোর করুনা, বুঝি বল ঘেনি কাট তা ডেপা লো ।
বহুছি বার অকুলে বাই, বাকিলে রহিব বহুস্তা নষ্ট লো ।
শ্রীঘট পাটনা ধারে, স্বধূম্নার মধাবে, শূন্য ঘরে ছন্তি রহি স্বধূম্নাকু গর্ভরে পুঝাই লো,
সতাটি এহি গুরুবচন, সিদ্ধমানকর সম্মালি ধন লো ।
সিকুলি তল ছন্দাকু, বোল ডমক ভেরকু, সর্পকণা গতি ভেড়,
শক্রকু জিগি জয় কর গড় লো ।
সাখিলে সিদ্ধি হোইব ফন্দ, সারস্বত মন্ড্রে জীবকু শোধ লো ।
সরস্বতী নদীতটে, গঙ্গা ধূম্না নিকটে,
সিদ্ধু দিশুঅছি অনা, সূচী অগ্রে বাট সে ঘরে সিনা লো ।
শকর জগুআল সেঠাবে, সূচী অগ্রে বাট সিনা সে পুরে লো ।

হেট বৃক পরে ঘাই, হংস রহিঅছি উলট হোই লো ।

ছাড়না এবে মুক্তি বাট, ছার নাথিআ জিলোচন চাট লো ।

গোথ'-বিজয় সম্পর্কে কোতূহলী যে কেহ কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই এই অংশটি হইতে নানা তথ্য অনুসন্ধান করিতে পারিবেন । প্রসঙ্গতঃ সারগীতা (১৪), পাতড়া (৪২), "দেহতত্ত্ব" (৬১), সপ্তবার কখন (১১০) এই পুঁথিগুলি আলোচ্য । শ্রীধর্ম-পুরাণের (৬৭) শেষাংশে জাজপুরের কাহিনী আছে । পুঁথি (৬৮) শ্রীধর্মপুরাণ-এ ধর্মঠাকুরের ভুবনেশ্বর নাম লইয়া ওড়িঙ্গায় ঘোষিত হওয়া, কনারক বেশকৈ বিন্ধ্যত না হওয়া, জাজপুরবাসে শুচি হইয়া পণ্ডিত বলাইএর গাজন ভিতরে আসা, ধর্মঠাকুরের পূজার মাধ্যমে বাজালা এবং ওড়িঙ্গার যোগাযোগকে স্পষ্টতঃই নির্দেশ করিতেছে । এই জাজপুর ওড়িঙ্গায় অবস্থিত বলিয়া ডাক্তার স্বকুমার সেন মহাশয় দৃঢ় অভিমত পোষণ করেন । অংশটিতে ওড়িয়া শব্দও অনেক আছে । "জানোদয় কোইলির" উদ্ধৃতিটিতেও বাজালা শব্দ, পদবিজ্ঞাস, সর্বোপরি নাথযোগীর উল্লেখ সর্বিশেষ

লক্ষণীয়। স্তত্রাং ইতিহাসে, ধর্মতত্ত্বে ও ভাষাতত্ত্বে বাঙ্গালা ও ওড়িয়ার নিবিড় যোগাযোগ গোষ্ঠ-বিজয় ও শ্রীধর্মপুরাণের দুই ধারাতেও ঘটিয়াছিল তাহার নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

পুঁথি (৬৮)-র ধর্মঠাকুরের “পদের যুগল কুর্খ উপর”, পুঁথি (৬৯)-র “কর্মঠাকুরেত-গবতঃ” এতৎসম্পর্কে বিরোধী পক্ষকে নিরাস করিবে। এখানে ধর্মঠাকুরকে আমরা “অন্ধ কুট” হরণ করার দেবতারূপেই (৬৮) দেখিতেছি। কলিতে “হুকার শব্দ” (অর্থাৎ নাথযোগ), আর “পঞ্চম বেদ” (অর্থাৎ ধর্মপূজাবিধান) স্তনিলে যথাক্রমে পাপচ্ছেদ ও ধনপুত্রলাভ হয়, ধর্মঠাকুরের দোহাইয়ে এই বাকসিদ্ধ আশীর্বাদ্যও অর্থপূর্ণ। পুঁথি (৬৯)তে কৌসিক ঋষির স্ত্রী কন্দলিকে কদলী হইয়া পৃথিবীতে জন্মাইবার অভিশাপদানের কাহিনীটিও অভিনব।

পুঁথি (৬৩, ২৩, ১০১, ১২২, ১৩১, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০) বাঙ্গালা মন্ত্র। বাঙ্গালা দেশের লৌকিক সংস্কৃতিসময়ের এইগুলি দুর্লভ নিদর্শন। এইগুলির মূল্য যে কোনও নূতন পুঁথির চেয়ে কোনও অংশে কম নহে। চর্যাগীতি-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে শুরু করিয়া গোষ্ঠ-বিজয়, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, রামায়ণ, শিবায়ন, দাদু, কবীর প্রভৃতির দোহা এবং মুসলমানি নানা কাহিনী, কেছা, কালাম, বয়েত, নানাপ্রকার ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন ইত্যাদির মূল্যবান টুকরা, স্ততাকাটা, জালবোনা ইত্যাদি গ্রাম-জীবনের অত্যাবশ্যক পেশার রূপক এইগুলিতে স্থানীয় প্রসিদ্ধ দেবদেবীর দোহাইয়ে উক্ত হইয়াছে দেখা যাইবে। মূল কাব্যগুলি হইতে বিশেষ বিশেষ অংশসমূহ জুড়িয়া তাহাতে পবিত্রতা ও গোপনীয়তা আরোপ করিয়া কিভাবে কালক্রমে এই মন্ত্রগুলি সৃষ্টি করা হইয়াছে তাহার ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক হইবার কথা। এইরূপ মন্ত্রের পুঁথি অজস্র এখনও পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে স্ত্রীপুংস ও হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে এখনও “গুণিন” রহিয়াছেন। নানা প্রকারের মন্ত্র গুরুপন্থ্যরায় এখনও তাহাঁদের কণ্ঠস্থ। কিন্তু অতি গোপনে। কারণ ফাঁস হইলে মন্ত্রে আর “কাট” করে না। গ্রামসমাজে তাহাঁদের অত্যাধি বিশেষ আদর ও সম্মান। তাহাঁরা এখনও এই সব মন্ত্র কাজে লাগাইয়া থাকেন। গবেষকদের এই দিকে প্রবেশ করা কঠিন। তবু এই বিষয়ে সন্ধান, সংগ্রহ ও গবেষণা হওয়া উচিত।

১৬৫ সংখ্যক পুঁথিতে উল্লিখিত মিশ্রী চণ্ডীদাসের প্রতি পুঁথি-পরিচয়ের পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টি পড়িবে আশা করিতেছি। ১৫৮ সংখ্যক পুঁথির করিষাহারও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১২২, ১৭১ সংখ্যক পুঁথিতে নান্দুরনিবাসী জগদুর্লভ ভ্রাতালঙ্কারের উল্লেখমাত্র করিয়াছি। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হরগুরুতুলা, স্বাধ্বাশপক

ভট্টাচার্য মহাশয় দক্ষিণ বীরভূমের দিকপালরূপে বর্তমান ছিলেন। তাহার রচিত ও অঙ্কলিখিত অনেক পুঁথি আমাদের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। অনেক চিঠিপত্র তিনি লিখিয়াছেন “সর্পবন্ধ” ও “নৌকাবন্ধ” ইন্দ্রে। স্মৃতির ব্যবস্থা দিয়াছেন বহু। প্রশস্তিপত্র লিখিয়াছেন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে গুণিমান্ত্রের। তাহার জন্ম ও মৃত্যু সন ও ব্যক্তিগত পরিচয় এখনও সম্পূর্ণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ১২৪৩ বঙ্গাব্দের উল্লেখ মুদ্রিত প্রতিলিপিতে পাওয়া যাইবে। ১২০৩ বঙ্গাব্দের উল্লেখও এই পত্রেই আছে। নাহুর গ্রামে তাহার বংশধর অজ্ঞাপি বর্তমান। আমরা তাহার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতেছি। পরবর্তী “প্রাচীন চিঠিপত্রাদিতে সমাজচিত্র” গ্রন্থে আমরা বিগত শতাব্দীর বীরভূমের সমাজব্যবস্থার জ্ঞানলাভের দান সম্পর্কে আরও আলোকপাত করিতে পারিব বলিয়া ভরসা করি। প্রথম নির্ঘণ্টে দ্রুত মূল্যবান ও অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, দলিল দস্তাবেজ, ভাষা, হিসাবাদি সেই গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে। সেইজন্য এইখানে সেগুলি আলোচিত হইল না। (১০৬) ও (১০) সংখ্যক পুঁথিতে বিজ্ঞ মহানন্দ রহিয়াছেন। তাহার নিবাস ছিল স্বকল। বর্তমান শ্রীনিকেতনের সন্নিহিত সুবিখ্যাত গ্রাম। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা মহানন্দের কোনো পরিচয় কাহারও মার্ফৎ এখনও কিছুই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় সম্পূর্ণ সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই। তিনি লিপিকর পঞ্চানন আস। নিবাস ছিল বড়চতুরী-গোয়ালপাড়া গ্রামে। ইহা শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত “বিবিধবিজ্ঞাটবৌসকার-পঞ্চানন”^{১১}-জীবীকন-সমলকৃত প্রাচীন কালের গৌরবোজ্জ্বল একটি গণগ্রাম। সাম্যক্রোধহেতু তাহার বাড়ি ছিল। সাম্যক্রোধ গোয়ালপাড়ার সংলগ্ন গ্রাম। দীর্ঘকাল ধরিয়া আস মহাশয় পুঁথি নকল করিয়াছিলেন। এমন কি সারা জীবনের অভ্যাগবশে জন্মজন্মান্তরেও তিনি পুঁথি নকল করিবার বাসনা লিপিবদ্ধ^{১২} করিয়াছেন। তাহার অঙ্কলিখিত অনেক মূল্যবান ও প্রাচীন পুঁথি আমাদের সংগ্রহে আছে। লিপিকর নামজাণা হইলে তাহার নামে লিপির ছাঁদের নাম প্রবর্তিত হইত।^{১৩} লিপিকরের প্রসিদ্ধিতে একদিকে যেমন ছাঁদের নাম পর্যন্ত চলিত, তেমনি আবার ভক্তিমান ও ধৈর্যশীল লিপিকরের পুঁথিনকলে এইরূপ আন্তরিকতাও অভুলনীয়।

১১ বি. ভা. পৃ ১৭০৭

১২ প্রকৃত প্রকৃ, পৃ ২৮ ও পরিশিষ্ট (ক) উইব্য।

১৩ বাজালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, ১ম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা, মূল দ্বীপীকন করির সন্নিহিত, পৃ ১৫০

পুঁথি (১)-এ রামরাজত্বের আভাস ও রামায়ণে নৃতন চরিত্রের উল্লেখ পাওয়া যাইবে। পুঁথি (৫) আবদুল করিম সাহেবও দেখিয়াছেন। কিন্তু মুদ্রিত গ্রন্থ এখনও আমাদের গোচরে আসে নাই। পুঁথিসংখ্যা ১৫-কে^{১১} আমরা প্রথম পাঁচ শত পুঁথির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। পুঁথি (২১)-এ উদ্ধৃত পদের প্রথম ছত্রগুলিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আভাস আছে। পুঁথি (২৮)-এ মনসামঙ্গলের কোতুককর পরিণতি লক্ষিত হইবে। পুঁথি (৬৩) একটি দুর্লভ আবিষ্কার। প্রাচীনকালে দেশে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চর্চার বিষয়ে কিছু আলোকপাতও করিতে পারে। পুঁথি (৬৫) একটি ঐতিহাসিক চিত্র। রাঢ়ী আমরা “বান” কি, “হড়কা” কি তাহা ভালোভাবেই জানি। কিন্তু এখন ধ্বংসপ্রায় গ্রামের উপর দিয়া বস্তার যে তাণ্ডব বহিয়া যায় তাহা আমাদের সহিয়া গিয়াছে। আমাদের জড় দেহ ও মনে তাহার বিশেষ কোনো ছাপ রাখে না। যখন আমাদের এইরূপ হস্তে দশা ছিল না তখনও অগভীর পাহাড়ী নদীতে বান হইত, কুল ছাপাইয়া হড়কা পড়িত; দুই ভাই “ডাক”, “ডেউর” প্রচণ্ড বিক্রমে মাতিয়া উঠিত প্রলয়লীলায়। অনেক ক্ষতি করিত। অভাবিত দুর্দ্দেবের আকারে তখন তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে অতিক্রমিত বিপর্ষ্য করিয়া দিত। সাত-আট পুরুষ আগেকার কালের ময়ূরাকী ও অজয়ের এমনি মর্যাদাসিক একটি আশ্বিনে অকাল বানের কাহিনী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রঙ-ফলানো মূল্যবান রচনা এই কবিতাটিতে পরিবেশিত হইয়াছে। পুঁথি (৮০), (৮২)-তে মধ্যযুগে বাঙ্গালীর বর্ণসজ্জা আধুনিক বাঙ্গালীর মনেও গৌরব জাগায়। রামবিষয়ক পদ (৮৮), দোহা (১৩৯)। দোহাটি সন্ত কবিদের অমূল্য রচনা; পরটি কল্পনাসম্পন্ন ও অদ্বিতীয়। পুঁথি (৮৯) ধর্মপূজাবিধানের উপর নূতন আলোকপাত করিবে। অপ্রকাশিত বিশিষ্ট বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি সম্পাদনার অপেক্ষায় আছে। স্মৃত বৈষ্ণব নিবন্ধাদির আলোচনা বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, ২য় ও ৩য় সংখ্যার সাহায্যে করিলে সুবিধা হইবে। ডাক্তার স্কুমার সেন মহাশয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত পুঁথি-পরিচয় আলোচিত হইলে বিরূত প্রত্যেকখানি গ্রন্থের মান সহজে নির্ণয় করিতে পারা যাইবে।

পুঁথি (৭৮) কেতকাদাস কেশবানন্দের দিগ্-বন্দনা, (১৩০) শ্রীঠাকুর সকলের পাট, (১৬৫) নিরঞ্জন পুরাণের ৮ক-৯খ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সোমসোমের যাত্রাপথ, (১৬৯) গঙ্গাস্নানযাত্রার ছড়া—আগেকার কালের রচনা, বিশেষ করিয়া বর্জমান-বীরভূম

অঞ্চলের এইসকল গুরুত্বপূর্ণ গ্রামের নামগুলি উদ্দিষ্ট ও বন্দিত হইয়াছে। শীর্ষকের অন্তরালে ইহাতে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ আত্মগোপন করিয়া আছে, একটু খোঁজ করিলেই দেখা যাইবে। উপরন্তু, তাহাদের স্থানীয় আকর্ষণ উশেকা করিবার নহে। দিগ্-বন্দনায় উল্লিখিত সেই সকল গ্রামের সন্ধানেও আমাদের গবেষক ছাত্রদের পাঠানো উচিত। সেখানকার লৌকিক দেবদেবীর বিশেষ ইতিহাস, তাহাদের পূজাপদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ, কোনো পুঁথি পাওয়া যায় কি না এবং সেই সকল গ্রামের পূর্ব ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থার সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমরা এইভাবে কাজ করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম।^{১৩}

বিশ্ভারতী বিদ্যাভবন, শান্তিনিকেতন
শিবচতুর্দশী, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

২৩ বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ডাক্তার প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় এই গ্রন্থের সুখবক লিখিয়াছেন। পূজাপাঠ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিরতন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও সহকর্মী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লুৎফর ভট্টাচার্য মহাশয় নানা বিষয়ে আমাদের উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে আমার সজ্ঞাত অভিবাদন নিবেদন করি।

॥ সঙ্কেত ॥

- আ. — আত্মমানিক
ক . — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি
গ — গভর্ণমেন্ট-সংগ্রহ (এসিদ্ধাটিক সোসাইটি)
ত.ম.স. — তপনমোহন-সংগ্রহ
প — বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুঁথি
পৃ — পৃষ্ঠা
স — বর্ধমান সাহিত্যসভার পুঁথি
সা-প-প — সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা

১ রামকাণ্ড রচয়িতা ভবানীদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩। পত্রসংখ্যা ৮। খণ্ডিত। আকার ১২" X ৩২"। আ. ছত্রসংখ্যা ১২৮। লিপি আ. ২০০ বৎসরের প্রাচীন। উত্তরাকাণ্ড। আখ্যানভাগে নৃতনস্থ আছে। প্রসঙ্গতঃ গবর্ণমেন্টের সংগ্রহ (এশিয়াটিক সোসাইটি) ২৫২৫, ৩৭১৬ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫১৪ ইত্যাদি পুঁথিগুলি দ্রষ্টব্য। ভূমিতা, (ক) এত বুলি অন্তর্ধান হইলা নারায়ণী, রামকাণ্ড অমৃত জে কহে দাস ভবানী। [৪ খ] (খ) ভবানীদাস কবী শ্রীরামের চরণ সেবি গাইল নাচাড়ী রসাল। নমুনা,

শ্রীরাম বোলেন সুনহ প্রজাগন, নরবির তোমা সবার করিবে পালন।
স্থিপুত্র লঞা নানা উপভোগ করি, দানপুণ্য করিঞা আসীহ স্বর্গপুরী।
বাহড় বাহড় প্রজা বাহড়িঞা জায় ঘরে, এই বুলী শ্রীরাম ডাকএ উচ্চবরে।
না স্নেহে বচন প্রজা ধাএ রড়ারড়ী, ঘরবার ধন জন স্থিপুত্র এড়ী।
ভোজন করিতে কেহো এড়িল ভোজন, রন্ধন করিতে কেহো ছাড়িল রন্ধন।
সমন করিঞা কেহো আছিল সজ্জায়, শ্রীরামের পাছে সতে উর্দ্ধমুখে ধায়।
গ্রিহকাথে ছিলা জেবা ঘরে দিঞা মন, সত্বরে ধাইল সতে স্নানী শ্রীরামের গমন।
যুবতীর সনে জেবা করিছেন কেলী, তুরিতে চলিলা সেহো আউদচুলী।
গুরুর পালন করে কেহো অন্তের শিক্ষা, নৃত্যগিত গাএ কেহো কেহো মাঝে ভিক্ষা।
পুরাণ স্ননীতে কেহো স্তত সঙ্গ আছে, সত্বরে চলিলা সতে শ্রীরামের পাছে।
পুরহীত সঙ্গ কেহো করিছেন শ্রাদ্ধ, পণ্ডিতে পণ্ডিতে কেহো করিছিলাত বিবাহ।
রামের গমন স্ননী কেহ নাহি থাকে, সকল ছাড়িঞা প্রজা জাএ একমুখে।
বিভা করি ছিল কেহো লঞা বন্ধুজন, সত্বরে চলিলা স্নানী রামের গমন।
কেহ জজ করিছিল কেহ নানা দান, কেহ করিছিল ইষ্ট মিত্রের সন্মান।
বাণ মাএর সেবা কেহো করিছিলা ঘরে, রামের গমন স্ননিঞা ধাইল সত্বরে।

এতেক করুন করী কান্দএ উর্মিলা, প্রবোধ বচনে তাকে তোসএ কৌসল্যা।
না করিহ সোক তুমি উর্মিলা রানী, স্থির চিত্ত হঞা বধু স্নন বোর বানী।
তোমার ক্রন্দ[ন] দেখি প্রাণ নহে স্থির, কত না রাখিব আমি আখের নীর।

আমি কি করিব দৈব বলবান, মোর বোল ধর কর সোক সমাধান ।

দুই পুত্র আছে তোমার ভাস্কর পুস্কর, ইহা নিঞা রাজা কর মোর বোল ধর । । ১৮৭ ।

॥ দির্ঘছন্দ ॥ পঠমঙ্গরী রাগ ॥

প্রভু বাম বাম সঙ্গে লইঞা জায় সভাকে কমললোচন
কি করিব ধনজনে জাইব তোমার সনে

ইহা বুলি কৈদে প্রজাগণ ॥ ধ্রু ॥

তোমার রাজ্যতে বসি নানা স্থখ বিলাসি
আনেক করিল উপভোগ

নাহি ক্ষিধা পিআস জন্মের নাহিক ত্রাস
না জানি সরির মাঝে রোগ ।

সেই পুত্র লঞা বঙ্গে বঞ্চিল তোমার সঙ্গে
অনেক করিল তোমার সেবা

দেখিল সকল মুনী স্থনিল বেদধনৌ
দেখিল ব্রহ্মা আদৌ দেবা ।

স্থনীলা গন্ধর্বের গিত অগুরার দেখিল নৃত্য
জস্ত দান দেখিল অনেক

দুষ্টের [কৈলে] দমন সিষ্টের কৈলে পালন
কত রাজার কৈলে অভীশেক ।

নির্মল চরিত্র বানর রাক্ষস মিত্র
অহুর জনাকে তুমি কাল

বেদবিভা অহুরস্ত দেব দ্বিজ গুরুভক্ত
সখা জার গুহিআ চাণ্ডাল ।

সত্যের কারণে বঞ্চিলে দণ্ডক বনে
ধরিলেন জটা বকাল

দৈবের নিজে [জি]ত স্থগ্রীব সনে হইল মিত্র
ম[হা]রিলেন বালি মহাবল ।

বাঙ্কিলেন সাগর দিঞা গাছ পাথর
রাক্ষস সনে কৈইলেন যন

ইন্দ্রজিত আদি করি মারিলেন্ত দেবের বৈরী
 আর সে যে মারিল রাবন ।
 লক্ষা কনকপুরী বিভিন্ন কৈল অধিকারী
 সিতা বলিলে অগ্নিপরীক্ষা
 মর[তে] অদ্ভুত বাণী নাহি দেখি নাহি স্থনৌ
 মরা বাপ জাকে দিল দেখা । [৪৫ খ]

২ সত্যনারায়ণ পাঁচালী

রচয়িতা দ্বিজ শিবরাম

পুঁথিসংখ্যা ৫ । লিপিকর বৈষ্ণনাথ দেবশর্মা, সাং নালবি । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৩০ ।
 জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে । আকার ১১½" X ৩½" । আ. ১৫০ বৎসরের প্রাচীন লিপি ।
 ভনিতা, স্থন স্থন-আরে ভাই না করিহ সন্দেহ, শিবরাম দ্বিজ ভনে সত্যপীরের পাঁচালি
 প্রবন্ধ । [২২ খ] । নমুনা,

সকল দেবের পায় করিয়া প্রণতি প্রণমহো সত্যদেব পরম [গ]তি ।
 পূর্ব কথা অল্পক্ৰমে স্থনেছি সকলি শিবরাম দ্বিজ ভনে সত্যদেবের পাঁচালি ।
 স্থন ভাই সাবহি[তে] সত্যদেব জেনমতে
 প্রধিবিতে হইলা প্রচার
 বড়ই অপূর্ব কথা জে জনা স্থনিবে জখা
 ঘুচিবে মনের অন্ধকার ।
 বিষ্টু নামে বিপ্র এক দুখ পায় অতিবেক
 গোড়রাজ্যে ক[র]য়ে বসতি
 আপনে দারিত্র [ব]ড় ধর্মপথে মোন দড়
 ভিক্ষা বিহু অন্ত নাহি গতি ।
 দৈবজ্ঞোকে একদিন সেই বিপ্র'ভাগ্যহীন
 ভিক্ষার্থে করাছে গমন
 হেনকালে সত্যপীর হাথে লঞা নরশির
 ফকির রূ[পে] দিলা দরসন ।
 পুছিলেন এই বাত আর কেহো নাহি সাথ
 কহ কোথা চলাচ ঠাকুর

বিক্রম বোলে হুন ভাই ভিক্ষা করিবারে জা [ই]
 নিয়ম কহিব কতদূর ।
 কোন দূরে জাও [চলি] উপদেশ আমি বলি
 তাহে তুমি না হয় বিমুখ
 আমার বচন হুন সত্যপিরের সিরি মান
 খণ্ডিবে তোমার জত দুখ । [২৫]

বিষ্ণু নামে আছিল এক দরিত্র ব্রাহ্মণ সত্যপিরের সিরিনি দিঞা পাইল বহু ধন ।
 সিন্নির বিধান ভাই কহিঞাছেন তিনি আজি কাষ্ঠ বিকি দিঞা করিবা সিরিনি ।
 কাঠুরিয়া জায় এখন হরসিত হঞা নগরে চলিয়া জায় কাষ্ঠের বোঝা লঞা । [৬ক]

দৈবজ্ঞানে সেই দেসে রাজার অন্তপুরে, চুরি করি সোনার হার লোইলেক চোরে ।
 কোতোআলে বোলে রাজা তর্জন গর্জনে, অন্তপুর হইতে হা[র] লইলৈ কোন জনে ।
 চোর বন্দি করি বেটা দিবি এই ক্ষণে, চোর আনিঞা বেটা না দিস কি কারণে ।
 চোর বন্দি করি বেটা না দিস বৈকালে, তোর গোষ্ঠি স্বরা আনি কাটিঞা দিব তো
 মোসানে । [২খ]

জামাতা সস্তর দেখি হরসিত মোন ধান্য দুর্বা লঞা করে ডিঙ্গার বরণ ।
 সদাগর উঠে শনে জামাতা লইঞা সত্য সত্য সত্যপির মোনেতে ভাবিঞা ।
 সস্তর জামাতা তবে হরসিত হইঞা সেই স্থানে সত্যপিরের সিন্নি করিঞা ।
 সওয়া সহস্র মুদ্রা তবে করিঞা ভুক্তিত করিল পীরের সিন্নি জে ছিল চিত ।
 তুষ্ট হঞা [২১খ] সত্যপীর তাহে দিলা বর ধনে ধান্তে পুত্রে পৌত্রে বাড়ে নিরন্তর ।

হুন হুন অহে ভাই অপূর্ণ কাহিনি কলি জুগে সত্যপির প্রচার আপনী ।
 সিন্নী দিঞা এই পুস্তক করিবে শ্রবন মোনরথ হবে সিদ্ধি পাপ বিমোচন । [২২খ]

৩ সত্যদেবের পাঁচালী

রচয়িতা রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী

পুঁথিসংখ্যা ৬ । লিপিকাল ১১১৮ সাল, তা ২৫ জ্যৈষ্ঠ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১০ ।
 আকার ১০" × ৩" । ভনিতা, (ক) সত্যদেব কৃপাময় বিজ্ঞ রামকৃষ্ণ কয় এড়ুয়া
 জাহার বসতি । [১১ক] (খ) রজনীর অবশেষে রাজার সিয়রে বস্ত্রে স্বপ্নকথা রামকৃষ্ণ
 ভনে । [৬ক] (গ) বিজ্ঞকূলে অবতংশ ডিঙী করিব বংশ চক্রবর্তি রামকৃষ্ণ ভনে ॥ [৩খ]
 নমুনা,

বিকু শর্মা নামে এক ছিল বিজবর বড়ই দরিদ্র সেই মথুরায় বস ।
 নিতি নিতি ভিক্ষা করে পাঞা বড় ক্লেশ সঞ্চল না জোড়ে তার তলু হইল শেষ ।
 দৈবজ্ঞানে একদিন নির্জর কাননে গতানাবরণ দেখা দিলেন ব্রাহ্মণে ।
 বিজের বেশ ধরি প্রহু সনাতন ব্রাহ্মণে জিজ্ঞাসা করে মধুর বচন । [২৪] ।

জামাতা উঠিল তটে বিপক্ষির বল টুটে
 ঘন বাজে হুন্দুভি বাজনা
 শত শত গধি মেলি ডিঙ্গা মকলিতে চলি
 ঘরে ঘরে আনন্দ ঘোষণা ।
 করে লঞা দুর্বা ধান নিছিয়া পেলৌল পান
 মোড়লা বাঙ্কিল ডিঙ্গাশিরে
 কাণ্ডার বাকাল দেখে কায়েতে কাগজ লেখে
 ধন রাখে মানিক ভাণ্ডারে ।
 বলদে শকটে বয় আগে পাছে শয় শয়
 সর্ব্ব ধন কল্য সম্বরণ
 টাকা ছিল দশ শত তাহাতে পচিশ ছুত
 সত্যের করিতে আরাধন ।
 জত বজ্রলোক ছিল সতে আমন্ত্রণ দিল
 বিরচিল পরিসর স্থান
 জত লোক দেশে দেশে সাধুর মন্দিরে বসে
 আগে বিপ্র করিল পয়ান ।
 গামারের পিড়া পাতে বিচিহ্ন বশন তাতে
 চারিদিকে পোতে চারি তির
 বরন কুমরি বাক্সা উপরে টানায় চান্দা
 তার মাঝে পুজে সত্যপির ।
 কপালে ঘুড়িয়া কোটা বসিলা ব্রাহ্মণ ঘটা
 চৌদিকে লোকের নাই অস্ত
 বাজয়ে হুন্দু[ভি] দামা জ্বরের নাহিক সিয়া
 সদাগর বড় ভাগ্যবন্ত । [১০৪]
 চিনি কেনি পাটে পাটে শত শত জন বাটে
 সতে দেখে আচল ডরিয়া

পুঁথি-পরিচয়

বশন ভূশন পান দ্বিজগনে করে দান
ঘর জায় আশিষ করিঘা ।
তবে জ্ঞাতি বন্ধুগনে পূজা করে জনে জনে
বিচিত্র বশন অলঙ্কারে
সদাগর চন্দ্রপতি লোকমাঝে বড় ক্রাতি
ধন্য ধন্য সকল সংসারে ।
কি কব সাধুর কথা কর্ণের সমান দাতা
শুধে বস্ত্রে আপন ভুবনে
নিত্য হরিগুণ গায় ব্রাহ্মনে হাটক দেয়
প্রভুর রূপায় দিনে দিনে ।
অধ্যায়ের সমাধান ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দান
পাঠকে বন্ধন করে পুঁথি
সত্যদেব রূপাময় দ্বিজ রামকৃষ্ণ কয়
এড়ুয়ারে জাহার বসতি ॥ [১১ ক]

৪ মহাভারত

রচয়িতা গঙ্গাদাস সেন, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ বামচন্দ্র, সঞ্জয়,
কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী

পুঁথিসংখ্যা ৯। লিপিকাল ১১৩৯ সাল। লিপিকর জগত্তরাম দাস, দিনমণি
দেবশর্মা-পক্ষে। লিপি সম্পূর্ণ করিতে তিন বৎসরের অধিক সময় লাগিয়াছিল। খণ্ডিত।
পত্রসংখ্যা ৫২৫। আকার ১৬½" × ৫½"। আদি হইতে অশ্বমেধ পর্ব পর্য্যন্ত আছে। বিস্তৃত
আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১খ, ২সং, পৃ ৪৬৫, ২২৩-২২।
ভনিতা,

গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব,
ব্যাসমুনির বাক্যে অষ্টাদশ পর্ব [৪ ক]
গঙ্গাদাস কবি কহে রচিয়া পয়ার,
মহাভারতের কথা অমৃতের সার। [৯ ক]
ষষ্ঠীবরস্কৃত সেন পদবন্ধ সঙ্কেতন
গঙ্গাদায়ে রচিল পয়ার। [১০ ক]

নিত্যানন্দ ঘোষে বোলে স্নান সর্বজন,
 আগে এহি অষ্টাদশ পর্ব বিবরণ । [২৩ খ]
 নিত্যানন্দ [ঘো]ষে বোলে নাহিক অন্তথা,
 পাঁচালি কহিব স্নান আদিপর্ব কথা । [২৪ ক]
 সভাপর্বে জরাসন্ধ বধ বিবরণ,
 কহে দ্বিজ রামচন্দ্র ভাহু নারায়ণ । [৬৪ক, খ]
 সভাপর্বে বিবাহ বিহুর দুর্ধ্যোধনে,
 কহে দ্বিজ রামচন্দ্র ভাহু নারায়ণে । [২৫ ক]
 সঞ্জএ কহিল তবে পয়ার প্রবন্ধে । [১৪৮ খ]
 সঞ্জএ রচিয়া কহে তাহার কাহিনি । [১৪৯ ক]
 পয়ার সূগম করি কহিল সঞ্জয় । [১৫২ খ]
 ভীষ্মপর্ব মহাপোথা কহিল সঞ্জয় । [১৫৪ ক]
 জয়মুনি কহিল কথা কহিল সঞ্জয় । [১৫৫ ক]
 ভীষ্মপর্বে রাত্রিশেষে ইসব কথন,
 সঞ্জয় কহিল গুপ্ত দিন বিবরণ । [১৫৭ ক]

ইহা ছাড়া ১৬০ক, ১৬৩খ, ১৬৪খ, ১৬৮ক, ১৮৬ক, ১৯৭খ, ১৯৮খ, ২০৫ক, ২০৯ক,
 ২১১খ, ২১৩খ ২১৪ক, ২১৯ক, ২২৫খ, ২২৭ক, ২৩৩ক, ২৩৭খ, ২৪২খ, ২৪৫খ, ২৫৫ক,
 ২৫৭ক, ২৫৮খ, ২৭১খ, ২৭৩খ, ২৭৬ক, ১৭৭খ, ২৭৯ক, ২৮২খ, ২৮৬ক, ২৮৭ক, ২৮৮খ,
 ২৯০খ, ২৯২খ, ২৯৬ক, ২৯৭খ, ৩০০ক, ৩০১খ, ৩০৫ক, ৩০৬ক, ৩১০ক, ৩১১ক, ৩১২খ,
 ৩১৭ক, ৩২৩খ, ৩২৭ক, ৩২৮ক, ৩৩০ক, ৩৪৭ক, ৩৭৩খ, ৩৯০ক পৃষ্ঠায় মধ্যবর্তী ছয়টি
 পর্বেও সঞ্জয়ের ভূমিতা বা উল্লেখ আছে । ইহার পর ।

লঙ্কর পরাগল [খান] ধর্ম অবতার,
 কবিন্দ্র পরমেশ্বর রচিল পয়ার । [৪০২ খ অমুশাসনপর্ব]
 অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃতলহরি,
 পায় করে ভক্তজনে কর্ম বট তরি ।
 ছুটি খান লঙ্কর জে মহাভক্ত অতি,
 তার পাছে কি হইল পুছিল ভারথি ।
 শ্রীকর নন্দীএ কহে দেখিয়া গজিতা,
 জয়মুনি রচিল ভাব অদৌব্য কথা । [৪২৫ ক]

শ্রীকর নন্দীএ কহে বিচারিয়া পোষা,

ভয়মনি জেনমতে রচিল সজিতা । [৪৩৫ ক]

খান পরাগল স্তুত সর্বগুণে অদভূত

ছুটি খান ধর্ম অবতার

তাহা লজা দেশবাণি শ্রীকর নন্দীএ পুনি

রচিলেক মধুর পয়ার । [৪৩৭ খ]

.....য় কহে পাচালি রচিয়া । [৫২২ খ]

অতঃপর ৫২৫ খ পৃষ্ঠার পর পুঁথিখানি খণ্ডিত। পুঁথিখানি মুদ্রিত হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্পদ্বৃদ্ধি হইবে।

৫ সামুদ্রিক গ্রন্থ

অম্ববাদক (?)

পুঁথিসংখ্যা ১৬। লিপিকর শ্রীরাম হাজরা (?)। খণ্ডিত। পত্র সংখ্যা ১০। অসমাপ্ত। আকার ১২½" X ৩"। গদ্য। আ. ৫০।৬০ বৎসরের পুরাতন লিপি। নমুনা,

এই সামুদ্রিক গ্রন্থ দৃষ্টি করিলে মানব জ[া]তীয়দিগের করতলস্থ রেখা ও চিহ্ন সকলের দ্বারা সূচিত ফল জানিতে পারা যায় [১] নর কিম্বা নারীর হস্তমধ্যে যে সকল বিবিধ রেখা ও চিহ্ন আছে তাহাই জন্ম মিত্য পরমায়ু প্রভৃতির লক্ষণ অর্থাৎ স্ত্রী অথবা পুরুষের জন্মবিবরণ পরমায়ুর সীমা জীবনকালের বৃত্তান্ত স্থখ দুঃখ ভোগ যত বয়স্ক্রমে ঘেঘটনা পুত্র কন্যা নপুংসক ইত্যাদি বিবরণস্থলিত সম্ভাবনাংপত্তি কিম্বা বন্ধাস্থ নিশ্চয় দায়সংখ্যা স্ত্রীসন্তোগ এই সকল চিহ্ন দ্বারা জানিতে ১খ] পারা জায় এবং রাজ্য হইবেক কি প্রজা হইবেক ইহাও চিহ্ন দ্বারা সূচিত [১]... ..এ সকলের বিবরণ সামুদ্রিক গ্রন্থে স্থপষ্টরূপে বিস্তারিত আছে কিন্তু সে পুস্তকের বাহ্যরূপে প্রচারাভাবে ভূরি ভূরি লোক ২ক] এ বিষয়ে অজ্ঞ হইয়া আছেন [১] অতএব বহু পরিশ্রমে উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গোড়ীয় সাধু ভাসায় অম্ববাদপুর্ষক মুদ্রিত (?) করা গেল।

শ্রীশিবতন্ত্র সামুদ্রিক শাস্ত্রমধ্যে হস্তরেখার শুভাশুভ ফল সম্পূর্ণরূপে বিবরণ করিয়া কহিয়াছেন[১] সেই শাস্ত্র জানিলে পুরুষ কখন শোক পায় না অর্থাৎ হস্তরেখার লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া স্থখ দুঃখ ও সদসদবহার নির্ণয়করণে জ্ঞান হয় স্তুরাং কোন অবস্থায় মুখ না হওয়াতে স্থখী হয় ॥ [৫ ক]।

যদি কোন পুরুষের হস্ততলে অঙ্গুলের চিহ্ন কিম্বা কুণ্ডলের চিহ্ন অথবা চক্রের চিহ্ন থাকে তবে তাহার রাজ্যালাভ হইবেক অর্থাৎ এই সমগ্র ভিন রেখা থাকিলে তৎপ্রভাভে

সে ব্যক্তি মহারাজচক্রবর্তী হইয়া সাম্রাজ্য ভোগ করিবেক [১] যদি দুই চিহ্ন থাকে তবে রাজার দ্বায় ঐশ্বর্য ভোগ করিবেক আর যদি এক চিহ্ন থাকে তবে সামান্য রাজ্য ভোগ (অসমাপ্ত) [১০ক]।

৬ স্তাখত

নারায়ণ দাস, শুভকর দাস, গোপাল, হরেকৃষ্ণ ঘোষ, রামনারায়ণ, (বিজ) রামচন্দ্রলাল
রায়, শোভারাম, কিস্কর, নন্দরাম, কৃপারাম (দাস) দেব

পুঁথিসংখ্যা ১৭। লিপির তারিখ ১০৮২-২৩ সাল, (সম্রাট নহে) ১২ কার্তিক, বঙ্গাব্দ।
লিপিকর গোপীচরণ দাস, সাং কোণা-কৃষ্ণপুর, তৌজি বর্জমান, আখড়া নন্দনপুর, তৌজি
বিষ্ণুপুর। খণ্ডিত খাতা। পত্রসংখ্যা ১৭। আকার ২১×৬½"। তনিতা,

- (ক) নারায়ণ দাসে কহে নেহ লেখা কর্যা।
- (খ) কহে গোপাল বৃক্কে সেয়ান।
- (গ) শুভকর দাস কহে বণিক বৃক্কান।
- (ঘ) কহেন হরেকৃষ্ণ ঘোষ গুরু ধোয়াইয়া
নেত্র হাজার পক্ষ লও পূর বাণ দিয়া।
- (ঙ) শ্রীরামচন্দ্রলাল রায় গরিব ব্রাহ্মণ
বাগাতে নিবাস কৈল খড়ির বর্নন।
- (চ) শুভকরে সদাকাল করিয়া প্রণাম
স্তাখত[ট]ম[ট]হন ইহা কহে শোভারাম।
- (ছ) একুন করিয়া দেখ অত কড়ি হয়
রতি প্রতি তত কড়ি নন্দরামে কয়।
- (জ) কিস্কর কহেন লাভে মূলে দব লক্ষ পাবে।
- (ঝ) কৃপারাম দেব কহে শুন ছাওলগণ ;
কৃপারাম দাস কহে ভাব নারায়ণ।
- (ঞ) রামনারায়ণ বলে শুন কায়েন্তের বাল্য
লকল চাকের মাঝে রত্ন তবে গাখিবে মালা।

নমুনা,

- (ক) শ্রীশুকচরণ বলা করিয়া রত্নকে পত্রের নিয়ম কিছু কহির সহস্রপে।
শিত্যামহো মহালয় করিয়া প্রনতি সেবকান লেবক বলিয়া লিখি পাতি।
জেঠা খুড়া শিতা রায় অত সমভুল জেঠ রথায় আর খয়র সাভুল।

জ্ঞাতি বন্ধু আদি জ্ঞাত শুক্লজন সেবক প্রণাম করি লিখি নিবেদন ।
 পরম পুঞ্জনিয়ম বলি দিবে শিরনাম পত্রের নিয়ম এই সুন সাবধান ।
 ছোট ভাই পুত্র আদি ভাগিনা জ্ঞাত থাকে পরম ভূতাসির্বাদ বলি লিখি তাকে ।
 মধ্যম উপ নিজ করি লিখিব আসিষে পরম কল্যানিয় বলি শিরনাম সেষে ।
 ভগ্নিপতি হয় [জদি] অতি স্থলক্ষণ আজ্ঞাকারি বলি তারে লিখি নিবেদন ।
 মধ্যম কনেষ্ট জদি হয় ভগ্নিপ[]ত নমস্কারা বলিআ তাহাকে লিখি পাতি ।
 সস্তরের পুত্র জদি নারির হয় বড় তাহাকে লিখিতে ভাই বুদ্ধি চাই দড় ।
 ধনে বানে কুলে সিলে থাকয়ে সন্তোষ, আজ্ঞাকারী বলিয়া লিখিতে নাঞি দোষ ।
 পুত্র নাহি নারির স্বামীকে লিখে জদি পোস্ত সেবক বলি লিখিব যুবতি ।
 পরম পুঞ্জনিয়ম বলি দিব শিরনাম [অতঃপর খণ্ডিত]

- (খ) রাজা দিল তহা বাজি কিনিবারে, লক্ষকে পঞ্চম হয় কিনিলা সফরে ।
 এরাকি টাঙ্গন তাজি তোরগি বাহন, উকিল পাঠায়া দিল করিয়া জতন ।
 বাজি মহারাজা দেখি হইল আনন্দিত, কোন ঘোড়ার কত মূল্য কহত নিশ্চিত ।
 কহেন হরেকৃষ্ণ ঘোষ গুরু ধেয়াইয়া, নেত্র হাজার পক্ষ সও পুর বাণ দিয়া ।
- (গ) অষ্টাদশ ছাণ্ডাল পড়িছে নিরস্তর অষ্টশকী আদি করি পড়িল অমর ।
 বিবিধ প্রকারে অন্ধ শিখিআছে সতে অষ্টকোঠা অষ্টপদ শিক্ষা করে ইবে ।
 সরকার বেড়িয়া সতে বস্ত্রে ডানি বা . অধ্যয়ন করাইছে সুধিরাম থা ।
 তিলির নন্দন তার নারাজিতে বাস কঠিন কঠিন অন্ধ করিছে প্রকাশ ।
 শ্রীরামচুলাল দ্বিজ কবিহান্দে কয় অন্ধ হল্যে অস্থির স্থস্থির কর্যা লয় ।
- (ঘ) রিতু রসে রাগে গিয়া ঝাপ দিল বানে বেদে দৃষ্টী কর্যা গেল সমুদ্র সদনে ।
 হরসে হরিস হায়া সমুদ্র পাইল পয়োধি জলের মাঝে বহু মিল্যা গেল ।
 জনে জনে পক্ষ লক্ষ পন নিল কড়ি জমাণ্ডে আঁটিতে বাড়ে পনে ডেড় বুড়ি ।
 শ্রীরামচুলাল দ্বিজ করিল বর্ণন সঙ্গত করিয়া লেখা কর সর্বজন ।
- (ঙ) সত্য করি প্রবাস গেলেন প্রাণনাথ দিব্য করি গেলা দুটি শিরে দিয়া হাথ ।
 বিরহে ব্যাকুল চিত না শুনে বারন নিঠুর হইয়া নাঞি আলা প্রাণধন ।
 তিলে শতবার মরি লেখা দিব কত দণ্ডকে সহস্রবার হই মুচ্ছাগত ।
 রাগ বল বাণ বহু একত্র করিয়া গরাসি তেজিব প্রাণ বাণ ঘুচাইয়া ।
 শ্রীরামচুলাল দ্বিজ বলে শুন গণি জে কহিলে তাই দিব্যা নিগি বুঝা দেখি ।
- (চ) মকা সহরে আছে পীরের দস্তগির শতকোটা বিধা জমি তাহার আগীর ।

শত শীসে গোছ হয় শীসে শত ধান	পীরের দোয়ার ফলে সকল সমান ।		
বিধা পরিমাণ হয় শত কাহন গোছে	কেতা ধান হয় পীর কায়েন্তকে পুছে ।		
(ছ) আধা মতি চোরে নিল সেজে চৌটি পায়			
ছয় ভাগের রত্ন রাণীর গলায় ।			
বস্তিষ পাইল রায় ।			
অত মুক্তা পাইল রায় হস্ত দিয়া পুরহ তায়			
বুধের ভাগে হয় অত মুক্তাহার পড়ে তত ।			
আধা চোরে নিল	ভূমে চৌটি	ছয় ভাগের ভাগ	বস্তিষ
		রাণীর গলায়	পাইল রায়
১২২	২৬	৬৪	৩২

একুনে মুক্তা ৩৮৪

হার জমা

(জ) চারি সিব চারি হাটে থাকে তাহার পর এক সদাকর থাকে হেনকালে
ফরমাইষ চাকরকে কহি তুমি জাহ হাট করিতে কীছ কোড়ি নহ কোড়ি লইয়া জায়
এক এক সিবের কাছে কীছ কীছ দিল সেসের সিবের কাছে অন্ত কোড়ি হারাইল
কত কোড়ি আনেছিল কহ কাএশ্বের বালা হিসাব করিয়া দেহ ।

(ঝ) এক গোষ্ট ত্রিপদ গামী সপ্ত শুক্রে পিয়ে পানি
নব বিক্ষে তলায় সোয় তের গোপে গাভি দোয় ।

সম্বাধা

বেস যে বালরাম

সাতে পুরিলে গোষ্ট জান ।

তিনে হরিলে পথ চলি জান

সাতে হরিলে পানি খায় ।

নয়ে হরিলে নিশ্চয় জানি

তেরতে হরিলে দুএ আনি ॥

পাতন ভাগ ৩ ৫ ১

রামচন্দ্রলাল রচিত একটি অপূর্ণ ভ্রাম্যসঙ্গীত পুঁথিখানির আকর্ষণ বাড়াইয়াছে ।
আরম্ভ, কত রঙ্গে নাচিছে জোগিনি । শেষ, ত্রিয়ারামচন্দ্রলাল বলে পো দেহ স্থল বাড়ুল
চরণ দুখানি, তেজহ রণময় ঘুচুক আপদ বাজারে বহুক ধরনি ।

স্যাখত সম্পর্কে আলোচনার জন্য ব্রহ্ম বাবালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড,

২য় সং, পৃ. ৮৭৩-৭৬। বাকুড়ার শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ পালিত মহাশয় সাখ্যত ও গণিত সম্বন্ধে স্থানীয় অঞ্চলে প্রচলিত ছড়া ও তাঁহার সংগৃহীত পুঁথিগুলি সম্পাদন করিয়া (“ভট্টকরী”) আমাদের পুঁথিবিভাগে পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্যের অপেক্ষায় আছে।

৭ রাধার কলঙ্কভঞ্জন

রচয়িতা দ্বিজ কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ১২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৮ (২-১০)। আকার ১০"×৩"। ভনীতা, রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ, দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের নন্দন। [১০খ]। দুই প্রকার হস্তাক্ষর আছে। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

৮ স্মরণমঞ্জল

নিবন্ধকার নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ২০। লিপিকাল সন ১১৮৪ সাল, ৪ কার্তিক, শনিবার। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং সামাক্ষীদহ। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১২। আকার ১৪"×৫"। অষ্টকালের আখ্যান। প্ৰবৰ্ষষেণ্টের সংগ্রহ (এসিয়াটিক সোসাইটি) ৩৭৩০ ও সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা ৮, পৃ ৪২ প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য। শেষ ও ভনীতা,

আচমন করি বলিলেন রত্নসিংহাসনে প[?]ত্রাবশেষ পাইলেন সখীগণে।

তবে সেই কুসুম শয়ন শয্যাপরি বসয়াল সে তাহাতে বসিলা গিরিধারী।

রাই সঙ্গে সখীগণ তাহাই আইলা কৃষ্ণের বামপাশে রাইরে বৈসাইলা।

নানা রস পরিপাটি তাম্বুল ভক্ষণ ছাড়া করি বাইরে আইলা সখীগণ।

.....চৌদিগে.....রচিত তাথে সখীগণ আসি হৈলা উপনীত।

বরখা গবাক্ষ দ্বারে নেত্র আরপিঞা দুহ মুখ নিরখএ আনন্দিত হঞা।

মদন আলসে তবে স্মৃতিলা দুইজন শ্রীরূপমঞ্জরী করে চরণ সেবন।

শ্রীরতিমঞ্জরী করে চামর বাতাস উথলিল শত শত চন্দের প্রকাশ।

বিদগ্ধ নাগর রসে অবশ হইঞা মধুকর মধু পিয়ে কমলে পসিঞা।

ছহ অবগাহনে ছহ ভেল ভোর চন্দ্র অমিয়া জেন পিয়রে চকোর।

দুহ মুখ কমলহি দুহ করু পান দুহক অধরজলি চতুর স্বজান।

দোহার পরসে দুহ দুহ ভেল ভোর জেন কাঞ্চন যনি লাগল জোর।

কন্দাবনে বস্ত কুঞ্জ কুটির বিলম্বই রস ছহ রতিদধারী।

কিরি কিরি এই যত করেন বিলাস সখি বিহু নাহি জানে অন্ত কোন দাস ।
 যুগল কিশোর প্রেম অমৃতের সিক্ত দুইকব কৰ্মক্ষেত্রে মোরে না দিলে এক বিন্দু ।
 উবেগা করিয়ে মাত্র কিছু অহুসারে লিলাকে করিএ স্তুতি দয়া কর মোরে ।
 শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলী পাদপদ্ম করি ধ্যান সংক্ষেপে কহিল অষ্টকালের আখ্যান ।
 শ্রীকৃষ্ণ চরণ পদ্ম সতে করে আস, অঙ্গনমঙ্গলা ভাঙ্গা কহে নবোত্তম দাস ॥ [১২খ]

২ নিগম গ্রন্থ (বৈষ্ণবানুভূত)

রচয়িতা গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ২২ । লিপির তারিখ সন ১১৮১ সাল, ৬ ফাল্গুন, রোজ রবিবার...
 সন্ধ্যাকাল । লিখিত বাশিনাম শ্রীগদাধর আস, পাঠক শ্রীপকানন আস, সাং
 সামাজীদহ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৮ । আকার ১০২" x ৫" । আরও প্রতিলিপি,
 পূর্বর্ণমেষ্ঠ সংগ্রহ (এসিয়াটিক সোসাইটি) ৪২২৬. ৪২৫১, ৪২৬৫ ও ৫৪৪৫ । ভনিতা,
 নমুনা ও শেষ ।

প্রভু বলে শুন রাই জন্মভেদ কথা স্নানকালে গেলাম বৃন্দাবন কথা ।
 রথে আমা গমন কৈল বাহুদেব মোর সেই এক নাম মোর কংস কৈল জোর ।
 তুমি নাম অপি আমি খেএ বনে থাকি তে কারণে আকুল হইল সব সখি ।
 কহিএ বিশেষ কথা শুন এক মনে তিলেক না ছাড়ি আমি শ্রীবৃন্দাবনে ।
 রাই বোলে দুই অবতার কলা কহিল প্রিয় বৃন্দাবনে জারা সম্পূর্ণ কৈল ।
 রাই বলে প্রভু তুমি মোরে কী বলিলে কলিকালে কোন কলাএ কালট কৈলে ।
 কৃপা করি বল প্রভু ইহার উত্তর ।
 প্রভু বলে কৈলো মোর বৈরাগ্য ধর্ম হয় মোর গোড় তোমার প্রেমতে পূর্ণ হয় ।
 দুর্জয় পাষণ্ড জত থাকিবা সংসারে তোমার প্রেমার গুণে শভার সংসারে ।
 দুই প্রেম ভক্ত মোর পাঠাইএ দিল সংসারে অগ্নিএণ তবে মৃৎ জন্মাইল ।
 অগ্রেতে নয়াইব তবে গোড় ভুবন তাহারে নয়াইলে [৭খ] নয়াইব জীবগণ ।
 জীবহিংসা না পাইব বৈরাগ্য আচরণ তোমার প্রেমতে ভাসাইব সব ভক্তজন ।
 এই কথা জান তুমি শুন প্রিয় রাই বিলম্ব না কর চল নবযৌব জাই ।
 এই কথা শুনি রাই আনন্দিত মন অতঃপর চল জাব গোড় ভুবন ।
 জয় জয় কৈল প্রভু গোলোক ইন্দর প্রিয় রাধা সঙ্গে আইল গৌড়ভুবন ।
 জয় জয় সংকীর্ণন সঙ্কেতে আনিল জয় জয় শ্রীবৃন্দাবন প্রকাশিল ।
 জয় জয় পৃথিবী মণ্ডল অহুশাম জাহাতে বৈরাগ্য চৈতন্ত কৃষ্ণ নাম ।

জয় জয় বৃন্দাবন নবরূপ পুরী জাহাতে করিলা লীলা কিশোর কিশোরী ।
 জয় জয় চৈতন্ত নিত্যানন্দ রায় হরিনামে নিস্তারিল এ জীব সভায় ।
 হেন অবতারে জেবা না করে আশ্বাদন আনন্দ হইঞা ভক্ত বন্দিব চরণ ।
 শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত রায় জেবা জন বলে তার দুই পদ দুটি রাখি নিজ গলে ।
 নিজ গ্রন্থ [হয়] এই নিগম বচন হেন রসে আছে তারা বৃন্দাবন ।
 কহএ গোবিন্দদাস হৃদএ আকুল বৈষ্ণব চারি যুগে হয় মূল ।
 বৈষ্ণব ঠাকুরের পদ না সেবে জেই জন সংসার মধ্যেতে তার দিক জীবন ।
 বৈষ্ণবের পদরেণু জেবা করে আশা কহেন গোবিন্দ পদ ধূলি প্রত্যাশা ।
 বৈষ্ণব গোসাঞী জাহার আশয় সেই সব লোক মুক্ত এই কহিল নিশ্চয় ।
 বৈষ্ণবের পদধূলি লাগিল মোর অঙ্গে জয়ে জয়ে থাকি বৈষ্ণবের সঙ্গে ।
 কহেন গোবিন্দদাস বৈষ্ণব [চক] চরণে গৃহকারাগারে মন ফিরে নিরন্তরে ।
 আপনকার গুণে যদি প্রভু করে দয়া তবে সে পাইতে পারি বৈষ্ণবের পদছায়া ।
 এই গৃহ কারাগারে মোর গতি নাই অপরাধ ক্ষেমা কর বৈষ্ণব গোসাঞি ।
 দৃঢ় বিশ্বাস করি ধর বৈষ্ণব গোসাঞী সকল ভুবনে দেখ আর কেহ নাঞী ।
 মহং আশ্রয় কর্যা থাকে জেবা জন যুগ যুগান্তর দুঃখ না পায় কখন ।
 ইহা জানি ভজ ভাই জার জেবা ইচ্ছা কেবল কৃষ্ণের নাম আর সব মিছা ।
 শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ অবতারে কলিযুগে প্রেম নাম তা সভার করে ॥
 ইতি শ্রীনিগমগ্রন্থসংপূর্ণ ॥

নম শ্রীকাল সত্যায় জগন্নাথ সত্যায় চ সপুত্রায় সকল জায়তে নম নম । আজ্ঞাহ-
 লস্বিত ভুজেকিলকার দাড়ো সংকীর্ণনে কপিতরো কমলায় তা মো বিশ্বস্তরো দ্বিধবর্ণো
 যুগধর্মপালো বন্দে জগৎপ্রিয় কলৌ করুণাবতারো ॥ অথ দৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকে।
 দোষ নাস্তিকং ॥ [চখ] ।

১০ গোবিন্দমঙ্গল

গ্রন্থকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১১ । প্রসাদচরিত্র পালা (১-৮) ; কৃষ্ণকর্ণের রায়বার, কৃষ্ণকর্ণের নিত্যানন্দ
 ১ পত্র । খণ্ডিত । আকার ১০২" x ৫" । আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন লিপি ।
 ভনিতা, হরিকথা শ্রবণে আশেষ পাপ নাশে, গোবিন্দমঙ্গল গীত গান কৃষ্ণদাসে । [৪ক] ।
 দ্রষ্টব্য পুঁথি গ ৫৪০১ । কৃষ্ণদাসের সমগ্র গোবিন্দমঙ্গলের পুঁথি এখনও আবিস্কৃত
 হয় নাই ।

১১ সত্যদেব সংহিতা

রচয়িতা রামভদ্র

পুঁথিসংখ্যা ২৫। লিপিকাল ১২২৬ সাল, ২৮ অগ্রহায়ণ। লিপিকর রামকিঙ্কর ভট্টাচাৰ্য। উক্ত প্রতিলিপি হইতে স্কুলের ভৈরবনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সন ১৩১৪ সালের ১৩ই কার্তিক, বুধবারে সন্ধ্যার সময় বর্তমান পুঁথিখানি লিপীকৃত। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৫। সংখ্যা ইংরেজীতেও দেওয়া আছে। বালির কাগজ দোভাঁজ করা। আকার ১১"×৪২"। প্রসঙ্গতঃ সা-প-প ৮, পৃ ১৩১-৩৬ দ্রষ্টব্য। নমুনা ও ভনিতা,

[১১খ সহস্র সুবর্ণ করি পরিপূর্ণ রাখিল পূজার তরে
আনন্দিত হৈয়া রাত্রি দিবা বেয়া গেলেন গৌর নগরে।
সাধুর ঘরগী সহিত নন্দিনী সত্যদেব পূজা করে
প্রসাদ বাটিতে শুনে আচাৰিতে দেশে এলা প্রাণেশ্বরে।
সাধুর দুহিতা হইল্যা বিশ্বতা ভূমিতে প্রসাদ ফেলে
আনন্দিত চিন্তে জননী সহিতে ডিঙ্গা উলটিতে চলে।
সত্যনারায়ণ হইয়া কোপমন চন্দ্রকেতু সদাগরে
তরগী সহিতে ডুবান স্বরাতে লোকে হাহাকার করে।
জামাতার শোকে সাধু হানে বৃকে ডুবিয়া মরিতে চায়
সাধুর ঘরগী সহিত নন্দিনী ভূমে গড়াগড়ি যায়।
তিনজননে মেলি কান্দে গলাগলি কান্দে রামা উচ্চ করি
রামভদ্র ভনে প্রসাদ কারণে বিড়ম্বিল সত্যহরি ॥ [১২ ক]

যে জন একথা শুনে সর্ব দুঃখ বিমোচনে
অঙ্ক কুষ্ঠ দরিদ্র বিনাশে
রাজ্যভট্ট রাজ্য লভে রামভদ্র সেইভাবে
সত্যদেব সঙ্গিতা প্রকাশে। [১৩খ]

১২ অন্তলোকপাল কথা

রচয়িতা মালাধর বসু

পুঁথিসংখ্যা ২৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১-৫। আকার ১৪"×২২"। লিপি ২৫০ বৎসরের পুরাতন বলিয়া অনুমান হয়। প্রসঙ্গতঃ পুঁথি ক ৩০৮৭, ৫২০১ লক্ষণীয়। বিজ কালিদাসের (ক ২৮৬৭) ও রামজীবন বিভাভূষণের (মৌলবী আবহুল করিম,

সাহিত্য ১৩১০, পৃ ১০ ও সা-প-প ১৩ দ্রষ্টব্য) সূর্যমঙ্গল পাচালীতে যে আখ্যানিকার অবতারণা করা হইয়াছে বর্তমান পুঁথির কাহিনী তাহা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হইলেও নামে বৈচিত্র্য ভাষায় প্রাচীনত্ব ও কাঠামোয় অভিনবত্ব আছে। ভনীতা, চারিযুগে প্রলম্ভ (?) বড় দেব[া]দি বানর, মালাধর বহু বোলে রবির কিঙ্কর। [৫খ] নমুনা,

আরম্ভ, শ্রীসূর্যায় নমঃ। বন্দে ত্রিদশসঙ্ঘাৎ জগদ্রাথঃ সনাতনং, সংসারস্থষ্টি-
কর্তারং লোকনাথং দিবাকরং ॥

অষ্টলোকপাল গোসাঞি সংসারকারণ জগত প্রকাশ হেতু সহস্র কিরণ।
স্বরলোক সেবি গোসাঞি ত্রিভুবনের সার জগত প্রকাশ হেতু জাহার অবতার।
স্বরগে খণ্ডে দুঃখ দারিত্র্য সকল বিপদ বন্ধন ব্যাধি জ্ঞাএ রসাতল।
অন্ধ কুষ্ঠ পাপ ব্যাধি নিগড় বন্ধন স্মরণ করিলে হয় সর্ববি মোচন।
স্বিহার মহিমা কত বলিবারে পারি এক চিন্তে পূজিলে জয়লোকে তরি।
রবিবারে অমৃতদয়ে সজ্জাতে বসিঞা অষ্ট তণ্ডুল দুর্বা পনসপত্র লঞা।
কোঠলির অষ্ট রেখা মণ্ডন করিঞা সুনন্তি দেবের কথা এক চিন্ত হঞা।
পূর্বে দ্বারকা পুরি ধর্ম্মাঙ্গদ রাজা উচিত ব্যবহারে তিহৌ পালেন্তি পরজা।
নিজবিস্তি অমৃতগত সর্বপুত্রি জনে ধর্ম্মশাস্ত্র জিজ্ঞাসা করেন্তি সর্বকণে।
অমৃত পুরিখণ্ড ইন্দ্রপুরি সমা ভুবন হ্রসভা পুত্রি নাইক উপমা।
তথি মধ্যে দ্বিজবর নামে বিজ্ঞাপতি বেদবিজ্ঞা অমৃতগত বিমুখতে ভকতি।
দৈব নিবন্ধ তার খণ্ডন না জায় ভিক্ষাটন করি সে নগরে বেড়ায়।
দিন অন্তে ভিক্ষা করি করেন্তি গমন দম্পতি দোহিতা লঞা করেন্তি ভোজন।
বিধাতার নিবন্ধ দুঃখ খণ্ডন না জায় মইল ব্রাহ্মণি তার দুখের সময়।
জয়া বিজয়া দুই দুহিতা লইঞা নিবসন্তি বিজ্ঞাপতি দুঃখীত হইঞা।
প্রভাতে বিষ্কার কাজে নড়িলা দ্বিজবর দুই বহিনে গেলা অরণ্যে ভিতর। ১ক]

এতকাল শুনিএ অষ্টলোকপালের কথা কবু ত মনুষ্যের গন্ধ নাই পাই এথা।
এতকালে এথাএ হইল বিপরীত স্ত্রী বা পুরুষ হয় [হও] উপনীত।
তিন ভাকে জবে আশ্রয় দিব তারে বর ভাকে না আইলে তাকে সাপিব বিস্তর।
নিয়ম করিঞা ভাক দিল তিনবার দুই বহিনে আসি কইল নমস্কার।
তা সভারে পুছেন্তি বিজ্ঞাধরী গণে কেনে ভোমরা দোহৌ ভ্রম অরণ্যে।
কহন্তি সকল কথা বিজ্ঞাধরী স্থানে কথা হুনি সময় হইলা বিজ্ঞাধরিগণে।
সুন সুন দুই কস্তা আহার বচন আজি হইতে দুঃখ ভোমার হয়ে বিবোচন।

অষ্টলোকপালের কথা জে জন সুনয় অঙ্ক কুঠ পাশ ব্যাধি দারিত্র পালায় ।
 পূর্বে দেবরাজ গোসাঞি অষ্টলোকপাল বিবাহ নাহিক কোপ বাড়িল বিশাল ।
 মোনে কোপ করি গেলা স্মেরু পর্বতে ত্রিভুবনে দিবানিশি নাহিক সংসারে ।
 কি হইল কি হইল বোলে সব দেবগণে যুক্তি করিতে গেলা ব্রহ্মার স[হ]নে ।
 কি কারণে দিবানিশি নাহিক সংসারে কোথা গেলা দিনমণি কহত আমারে ।
 দেবের বচন ব্রহ্মা শুনি এক মনে চিন্তস্থির করি ব্রহ্মা বসিলা খেয়ানে ।
 বিবাহ নাহিক হয় তথির কারণে স্মেরু আশ্রমে গেলা স্তন দেবগণে ।
 তথাই চিন্তিঞা ব্রহ্মা মন স্থির করি বিশ্বকর্মার কন্ডা আছে সর্বাত্ম স্তন্দরী । ১৭]

[২ক ব্রহ্মার বচনে বিভা করিল দিবাকর ভার্যা লইঞা গেলা গোসাঞি আপনার ঘর ।
 পুনরপি দিবানিশি হইল সংসারে সকল দেবতা গেলা আপনার ঘরে ।
 কথোক দিনে সন্ধ্যার গর্ভে হল্য কুমারী কুমার
 জম নামে কুমার ধর্ম অধিপতি কুমারী জমুনা নামে হইলা নীর[ব]তি ।
 দিনমণির তেজ কন্ডা সহিতে নারিল আপন ছায়াতে এক কন্ডা হুজিল ।
 ছায়া নাম করি তথাতে রাখিল
 মোর রূপ ধরি ছায়া রহিয় এই স্থানে করিহ গোসাঞি সেবা বিবিধ বিধানে ।
 ছায়া নিজোজি সন্ধ্যা অস্ত রূপ ধরি পালাঞা স্মেরু গেলা ত্রিদশস্তন্দরী ।
 ছায়ার শূঙ্করে গোসাঞি বড় স্থখ পাইল শনি নামে পুত্র তার গর্ভে উপজিল ।
 গ্রহরাজ হইলা শনি বাপের উদ্দেশে জম সনে কন্দল বাজিল আর দিবসে ।
 জম বড় শনি ছোট কন্দলে না পারি চরণ গ্রহারে জম শনি খঞ্জ করি ।
 কান্দিঞা জানাইল শনি মাএর চরণে পাদ খঞ্জ জম আমার কইল কিবা বলে ।
 পুত্রের বচনে ছায়া বড় দুঃখি হইল ক্রোধ করিঞা ছায়া জমেরে শাপিল ।
 সাঁপ পায়ে বেকুল হইল জম করেস্তি ক্রন্দন জিজ্ঞাসিল দেবরাজ মধুর বচন ।
 জমের পায় মঘন হইল কি কারণ মাএ সাপ দিল গোসাঞি তথির কারণ ।
 ধ্যানে আনিল গোসাঞি ত্রিদশঅধিকারী যা নহে সত যা ছায়া ত স্তন্দরী ।
 জমকে ডাকীঞা বোলে দিবাকর তুমি হইলা ধর্মরাজ জিজ্ঞাসা (?) ইশ্বর ।
 জমুনাকে কহিল ত্রিদশঅধিপতি এই স্থানে থাক তুমি হইঞা নদিবতি ।
 শনিকে দিল গোসাঞি গ্রহ অধিকার আহাকে পিড়িবে তুমি তাহার
 নাহিক নিস্তার ।
 ধ্যানে[তে] আনিল ত্রিদশঅধিপতি মাএর সাঁপে পুত্রের নহে ত দুর্গতি ।

মনে চিন্তিঞা গোসাঞি ধোয়ানে বসিলা অশ্বিনিকূপে সন্ধ্যা স্নেহরূপে গেলা ।
 অশ্বরূপে জাঞা ২ক] তথি শৃঙ্গার করিল অশ্বিনিকুমারবয় তথিতে জন্মিল ।
 দৌহে পরিচয় হইল নিজরূপ ধরি বাশের ঠাঞি জান সন্ধ্যা করিতে গোহারি ।
 তীত্র তেজ দেখি বাপু বড় হইল ভয় কিএর বচনে বিশ্বকর্মা বোলয় ।
 তোমার তেজ বীৰ্য্য কত্তা সহিতে নারিল করুণ করিঞা কত্তা আমারে বলিল ।
 খানিক শ্রম কর স্নান অধিকারী কথোক তেজ তোমার কুন্দ চক্রে ধরি ।
 সর্বস তেজ তোমার ...ব করিঞা সিদ্ধ তেজ করি তোমার কুন্দে নির্ধাইঞা ।
 কুন্দ চক্রে শ্রম পাইল দিবাকর রক্ত চন্দন সৃষ্টি হইল সকল ।
 রক্ত চন্দন জবাপুষ্প তাত্রপাত্রে লঞা, এক মনে অর্ঘ্য দিল দুর্বা জল দিঞা । ২খ]

স্বপ্ন দেখি ধর্মরাজ উঠিলা আর দিনে বিদ্যাপতি ব্রাহ্মণে দিল শ্রাদ্ধদানে ।
 ধর্ম আদি করিঞা দিল নানা দান পাত্রবর করিঞা তার বাড়াইল সন্মান ।
 আর দিন রাজার পাত্র ধামাইতকরণি ডাক দিঞা দিল কত্তা জৌতুক রত্নমণি ।

ক্রোধমতি বিজবর ভার্য্যার বচনে দুই কত্তা লঞা জায় দণ্ডকঅরণ্যে ।
 কথা লঞা জাহ বাপু কহত উত্তর তোমা সভা লইঞা জাই মাহুয়ার ঘর । ৩ক]

তখন চিন্তিল কত্তা ত্রিদশগোসাঞি, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে গোসাঞি আইলা
 তথাই । ৩ক]

অরণ্যের কথোক দূরে অজোধ্যা নগরী মুংগরী নামে রাজা ভাষ রাজ্যের
 অধিকারী ।
 ডম্বাপতি [নামে] তার আছে পাত্রবর মুগয়া করিতে আশা অরণ্য ভিতর । ৩ক]

পাশ্চ অর্ঘ্য আচমন দিল দুইজনে দুইজনে বিভা দিল গন্ধর্ব্ব বিধানে । ৩ক]

বিবাহ করিলা গোসাঞি অরণ্য ভিতরে তার মুখে অগ্নি উঠে পোড়ে বাসঘরে ।
 স্নিগ্ধ জাসিত রাজা হইলা তখনে মাএ পোএ বনবাস দেহ ত এখনে ।
 মাএর বচনে গেলা পুত্র অজোধ্যা নগরী উ[ক ?]পতি নামে অথা পাত্র
 অধিকারী । ৩খ]

হাড়ি সাত জন দেখে রাজা বিশ্ববীত মনে তোমার সাত পুত্র হাড়িনি জিল
কেমনে ।

হাড়িনি বোলে গোসাঞি আমি কিছুই না জানি মহাদেবী কহিল যোরে দেব-
কথাখানি ।

অষ্টলোকপালের বরে জিল সাত পুত্র শুনিঞা দ্রাসিত রাজা হইলা অধভূত ।
হেন কথা জান তুমি না কহ আমারে হেন ব্রতকথা তুমি কহত কাহারে ।
রাজ্যের মহারাজা তুমি নৃপতি চূড়ামণি অপসর না পায় তুমি স্থনিতে কাহিনী ।
অহমতা বরিবারে জ্ঞাত ব্রাহ্মণী তাহাকে কহিল কথা রাজ্যের মহারাজী ।
মনহিত বর মাক শুন দ্বিজহতা প্রলম্ব গোসাঞি মোর জিদশদেবতা ।
অন্ধ শবুর মোর শান্তি দুঃখমতি চক্ষুদান দেহ তাহাকে জিউক নিজ পতি ।
তবে ত প্রসন্ন হইলা দেব দিবাকর স্বামী জিয়াইঞা ব্রাহ্মণী জায় ঘর ।
শুনিঞা ক্রোধিত [বড়] হইলা নৃপবর হেনক অদ্বুত কথা কহে ঘরে ঘর । ৫ক]

১৩ সত্যনারায়ণ ব্রতকথা

লিপিকর (?) দ্বিজ আত্মারাম

পুঁথিসংখ্যা ২৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩-৫। আকার ১৩"×৪"। ভনিতা, [৪ ক] নারায়ণে হয় নতি কথা শুনে কলাবতী সখিগণে করিয়া সন্তাষা, দ্বিজ আত্মারাম বলে পড়িলাম বিষম ভোলে শ্রীচরণে কেবল ভরসা। দ্বিজ আত্মারাম সন্তবতঃ লিপিকর, লেখক মুকলনিবাসী দ্বিজ মহানন্দ। দ্রষ্টব্য বর্তমান পুঁথিসংখ্যা ২২৫।

১৪ সারঙ্গীতা

নিবন্ধকার গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ২২। লিপিকাল সন ১১৮২ (২) সাল। লিপিকর গোলোক মুখা। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১১। আকার ১২½"×৩½"। ভনিতা, [১১ক] অগম্যোতে গম্য কর চিত্তে পরসিঞা, বলেন গোবিন্দদাস পয়ার রচিঞা। প্রসঙ্গতঃ কোচবিহার দরবারের পুঁথি ২৭, ২৮, ৫৭ ও গোবিন্দমিশ্রের ভগবদ্গীতার অহুবাদ মুদ্রিত "গীতাসার" বা "যোগেশ্বর গীতা" গ্রন্থখানি আলোচ্য। আমাদের পুঁথির বিষয়বস্তু হঠযোগশাস্ত্রাঙ্গ। আরম্ভ,

১/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা । শ্রীশ্রী সত্য ।

প্রথমহো নারায়ণ প্রভু নিরঞ্জন আত্ম অস্ত নাহি তাঁর জনম মরণ ।

নাহি তাঁর রূপ রেখা নাহি তাঁর দেহ নিকটে আছএ ব্রহ্ম না জানএ কেহো।
 উদয় না হইছে সে না আইব অন্ত আর্দ্র উর্দ্ধ ভেদ নাহি ব্যাপক সমস্ত।
 নহে বাহু অভ্যাস্তর নাহি হৃদ্য দূর আশু পাছু ভেদ নাহি আছে ভরিপুর।
 নিগুণ পরম ব্রহ্ম সর্ব গুণবান নিষ্কলা সকলা নহে নাহি স্থিতি ধ্যান।
 সত্ত রজ তম গুণ তাহার স্বজন ব্রহ্মা বিষ্টু মহেশ্বর এহি তিন জন। [১৭]

উদ্ধারে উর্দ্ধে সে জেই উঠে মহাধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদীয়া সেই অকথা কাহিনী।
 সেই বাউ সর্বক্ষণ করে চলাচল ত্রিবিনি ঘাটে আসি হইব অচল। [৪৬]

ধ্যানে ধ্যানে প্রতি তবে বাড়িব সদায় স্থির ত হইব দেহা অবনির প্রায়।
 বিবিধ প্রকারে হংস তাহাতে চরয় মধ্যগতে স্থিতি সেই বহিমণ্ডলয়।
 ধায় হঞা ধ্যান তাতে করিব অর্চন অন্তগতি পশিবেক শুনহ কারণ।
 তবে পিঙ্গলাতে পুনি করিবেক মন পিঙ্গলার পূর্বে গতি করিব তখন। [৬ক]

১৫ রাধারসকারিকা

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩১। লিপিকাল ১২৩৩ সাল ২৮ মাঘ। লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং
 বড় চাতুরি। সম্পূর্ণ। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৪" × ৪২"। ভনিতা, [২খ] সাধ্য
 কোন বস্তু হয় সাধন কোন আশ, শ্রীরাধারসকারিকা কহে কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাসের
 ভনিতায় এই গ্রন্থ আর পাওয়া যায় নাই। আরম্ভ,

॥ ব্রজের নিগূঢ় ॥

নিগূঢ় ব্রজের রস জগতে বিহবে অজ্ঞজন নাহি বুঝে রহে অতি দূরে।
 বৈকুণ্ঠ ভিতরে নাহি নাহিক বাহিরে সেবন্ত জগতে আছে ভকত ভিতরে।
 কেবা ভজ্ঞে কেবা জ্ঞে সাধ্য কে বা হয় সাধক সাধিব কারে করিঞা নিশ্চয়।
 কৃষ্ণদাস হঞা নিত্য সেবা করে কার সেবা করি কৃষ্ণ পায় কোন তবে সার।
 নাএক গৌরব জাথে মনে নাহি রহে সেই বস্তুপ্রাপ্তি কৃষ্ণকারিকাতে কহে।
 নিঃসেসেতে রস হয় স্বরসেতে রস সেই রসে কেবা ভজ্ঞে কেবা তার বশ।
 এক মধ্যে দুই রস সাধ্য সাধারণী অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা সমধায় গতি।
 বস্তু বহু দূরে রহে নাহি জানে রতি ভাবপ্রাপ্তি নাহি হয় সেভাব শিরিতি। ১ক]
 ২ক পৃষ্ঠায় অসমাপ্ত অংশ, ॥ আত্মজিজ্ঞাসা ॥ ওঁ অথ তুমি কি। আমি জিব।

তটস্থ জীব ॥ থাক কোথা ॥ ভাওে ॥ ভাও কীরূপে হৈল্যা । তববস্ত হৈতে হৈল্যা । কি
কী তববস্ত ॥ ইত্যাদি ।

১৬ হংসদূত

অম্ভবাদক নরসিংহ দাস

পুঁথিসংখ্যা ৩২ । লিপিকাল সন ১১৮৩ সাল, ৩০ তিরিঙ্গা কান্তিক । বোজ
মঙ্গলবার, তিথি দ্বিতীয়া, বেলা চারি দণ্ড থাকিতে । লিপিকর পঞ্চানন আস । সাং
সামাঞ্জিহর । সম্পূর্ণ । পত্রসংখ্যা ২১ । আকার ১৩২" X ৭২" । ভূমিতা, প্রধান
গোপীর ভাব সভাকে উজ্জল, ইহাতে বঞ্চিত নরসিংহ গোপীশাদকমল । [২১খ] ।
প্রসঙ্গতঃ পুঁথি প ৩০০-৩০৫ ; গ ৪২৬৪, ৫৪০৮, ৫৪৪২ ও গা-প-প ৬, পৃ ৭৯-৮০ দ্রষ্টব্য ।
নমুনা,

[১ক গোপীর বিরহকথা না জায়ে কখন শ্লোকছন্দে দাস গোসাঞি করিল রচন ।
স[ং]ক্ৰতে কৈলা পুঁথি বুঝয়ে স্বপ্ননে মূর্খে ইহার কথা না জানে মরমে ।
অতি সে নিগূঢ় কথা ভক্তির লক্ষণ গোপীর জেমন ভাব করহ শ্রবণ ।
কৃষ্ণ রহি মধুপুরে গোপী ব্রজপুরে এক ঘাটি শত দূত পাঠাইল বারে বারে ।
কৃষ্ণের সংবাদ কেহো আনিতে না পারে সম্বাদ পাইঞা গোপীর আন্তি
নাহি স্ববে ।

হংসকে দূত করি পাঠাইব অবশেষে কহিব তাহার কথা শুনহ বিশেষে ।
দাস গোস্বামীর চরণ বন্দীঞা ভাষাছন্দে রচি কিছু তব্ব না বুঝিঞা ।
শ্লোকছন্দ শুনি মোর হইল প্রতিআশ হংসদূত কথা কহি নরসিংহদাস ।
বল দেখি সেই শ্রাম কোথা গেলে পাব নিতি নব অম্বরোগে পরাণ হারাব ॥ ৬ ॥

পুন্সিকা শ্লোক, [২১খ ছকুলঃ বিভ্রানোদনিত হরিতাল দ্যুতিহরংস্মালস্ত্রামাঙ্গ
দরহসিত নীলাঙ্কিত মুখ । পরানন্দ ভোগক্ষুরতী হৃদিমে কোপি পুরুসনন্দনন্দনস্ত ।১।
কদাচিং খ্যেদায়াং বিঘটয়তুমঙ্গলং তমসৌস্বহানিভিঃ নেভিস্বরণিভুম্ম । জায়নতটিং
চিবাদস্তাচিভং পরিচিত কুঞ্জ কুটিরাব কলনা । দবস্তাতস্থাব ফুটমপীতুস্বপ্তে সহচরিং ।
২ । জদা জাতো গোপিহৃদয়ে মদন নন্দ সদনান মুকুন্দ গাক্তিতুণয়মন বজ্জং মধুপুংসিঃ ।
বক্তিচ্ছিত্তা স্বরতি শ্বন ঘূর্ণা পরিচেষ গাধায়ং বাধাময় পয়সি বাধা বিরহিনীঃ ॥ ইতি ॥

১৭ অজদের রায়বার

রচয়িতা কৃতিবাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৩ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১-১০ । আকার ১৩" X ৪২" । লিপি আ.
১৫০ বৎসর পূর্বের । আরম্ভ,

আদিকাণ্ডে রামের জন্ম সীতাদেবীর বিভা। অজোধ্যাতে ছত্রভঙ্গ কন্দনের প্রভা।

অরণ্যাকাণ্ডেতে সীতা হরিল দশকন্ধে কটক সক্ষয় [ি] মন্ত্রলাভ

কিঁচকীন্দা কাণ্ডে।

শুন্দরাতে সেতবান্ধি রাম হৈলা পার লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ রাজা সবংসে সংহার।

ছয় জে কাণ্ডের কথা উত্তরাতে পড়ে, উত্তরা গাইলে সপ্ত কাণ্ড জে নিবড়ে। ১ক]

ভনিতা, কুলে রাম লক্ষণ রাবণ সভা করি বৈসে, লঙ্কাকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত

কীত্তিবাসে। ২ক]

১৮ ভারত সংহিতা

গ্রন্থকার দ্বিজ অভিরাম

পুঁথিসংখ্যা ৩৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৭-৩৪। আকার ১৪" X ৪১"। লিপি আ.
১৭৫ বৎসর আগের। ভনিতা, (ক) শুন রাজা যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে, ভারত সজ্জিতা
দ্বিজ অভিরাম ভনে। ১৭ ক], (খ) এত বলি হাথে ধরি তুলিল কৃষ্ণরে, দ্বিজ
অভিরাম কহে সেবি গদাধরে। ২১ক]। জৈমিনীয়-সংহিতা অনুসারে 'অশ্বমেধ-পর্ব'।
প্রসঙ্গতঃ ক পুঁথি ১৫৪২, ১৭২১, ১৭৪৭, ৪০১৪, ৫০৪৮, ৬০০৫ দ্রষ্টব্য। নমুনা,

মধুমাগে সুপূর্ণিমা শুভক্ষণ যুগে, সঙ্কল্পিয়া আরম্ভিল অশ্বমেধ জাগে। ৩০প]

পুস্তক আচার্য্য হৈল ব্যাস মহামুনি, জজ্ঞহোতা পুরোহিত ধোম্য জে আপুনি।

জজ্ঞেতে বসিল। দ্বিজ বিংসতি হাজার, বিধিমত দিল দান বস্ত্র অলঙ্কার।

ভূমি সমস্কার করি কুসাগ্রে লিখন, চতুষ্কান্দে কৈল তার মিত্তিকা ভক্ষণ।

অগ্নীস্কারি তথায় জে করিল স্থাপন, দক্ষিণে স্থাপিল ব্রহ্মা দেব সমুদিত।

স্থাপিল প্রতিভাপত্র জজ্ঞের দক্ষিণে, কুসে গড় করি জাগ বক্ষার কারণ।

সুপ সকা দেহ [আর] ঘুতের আহুতি, স্বহায়ে বিনে অস্ত কিছু নাহি শুনি তথি।

আদিত্যাদি নবগ্রহ পূজে সবিধানে, ইন্দ্র আদি পূজে দশ দিগপালগণে।

আনিয়া জজ্ঞের ঘোড়া করিল বরণ, পুষ্পমালা দিল অঙ্গে কুঙ্কম চন্দন।

সর্বপত্রে বাদিভাবে লিখন করিয়া, জানাইল জজ্ঞ হয় নিজ নাম দিয়া।

ধবল বরণ ঘোড়া বস্ত্রি লক্ষণ, সেই [অ] স্ব নানা দেশে করিব ভ্রমণ।

জেবা জার নিষ্ট থাকে এ মহিমণ্ডলে, ধরিয়া বান্ধিব বাজী নিজ বাহুবলে।

আপন প্রতাপে বাজী করিব উদ্ধার, জয়পত্রে বাজে গলে এইমত প্রকার।

তুরঙ্গ রাখিতে নিজোজিল ধনজ্ঞএ, ভারত সজ্জিতা দ্বিজ অভিরাম ভনে। ৩১ক]

১১ হংসদূত

অম্ববাদক নরসিংহদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১১। আকার ১৩৫" × ৪৫"। লিপিকাল
সন ১১২২ সাল, তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ। লিপিকর সনাতন দস্ত, সাং রূপপুর। পুঁথি-
সংখ্যা ৩২ দ্রষ্টব্য।

২০ গানের পাতড়া

রচয়িতা বিজ্ঞ নরচন্দ্র, শ্রীনাথ দাস, বিজ্ঞ রামহন্দর, কমলাকান্ত,
বিজ্ঞ বিজয়নাথ, রামলোচন

পুঁথিসংখ্যা ৩৮। রচনাকাল (?) ১২১৬ সাল। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার
১৪" × ৩"। নমুনা,

(ক) তোমার এ কী রক হে গোরাঙ্গ শ্রামাঙ্গ লুকায়েছ,
তেজি রাখাল সবে রাখার ভাবে এবে গোউর হয়।
তেজিঞা মোহন মুরারি হঞাছ রায় দণ্ডধারী
পীত বসন তিয়ারিঞা খণ্ড কপিন পরেছ,
কুমকুম চন্দন বস্ত্রে লেপন তেজিঞা [অঙ্গে]
জাহ্নবী মুক্তিকা লঞা শ্রামাঙ্গতে লেপেছ। ১।
আনন্দ মহি[ত] হঞা গো শ্রামা নিরানন্দ কর না।
তোমার উ দুটী চরণ বিনে মোর মন অন্তর্ভা কীছ জান না।
ভবানী বলিয়া ভবে জাব চলে মনে ছিল এই বাসনা,
ভবের মাঝারে ডুবাবি আমারে স্বপনেতে ইহা জানি না।
বিজ্ঞ নরচন্দ্রে বোলে বার সো সোল শালে বলেছি তা কিছু মনে নাই,
আমি [যদি] মরি হরসোন্দরি দুর্গানাম কেউ লবে না। ২।

(খ) আমি জে মরি গো তারা তাহে নাহি ভয়।
মুকুতি স্বকৃতি তারা তব তো তব তনয়।
জননী জঠরে জখন জনমিয়াছি মরিতে হবে তখন মনে করেছি গো
অস্তিমকালে দুখ দিবে অতিশয় জেনে শুনে শ্রীচরণে লঞাছি আশ্রয়।
ভবানী জেবা নেয় বেদাগমে বোলে তারে রক্ষা কর তারা সে সময়কালে।

শ্রীনাথের দাসে[র] বাখা মনে নাহি লয়
মা আমি মনে জানি জারে জা হতে জা হয় ॥

রামহৃন্দরের গান :

- (গ) এসেছ গো ব্রহ্মমই পুরাতে কার বাসনা ॥৫॥
আমি বুঝিলাম অই রবিসুতজই হল সেজনা ॥চি॥
জে পাদপদ্ম অতি করিঞা জতন সদত হৃদয়ে রেখেছেন ত্রিলোচন
কার এমন ভাগ্যমেনে লাল জবা সচন্দনে
মনের সাথে শ্রীচরণে দিয়াছে অই দেখনা ॥১॥
কে বুঝিতে পারে তারা তোমার মায়া কী গুণে গো কারে তুমি কর গো দয়া ।
কালকেতু কদাচার কী গুণ ছিল তাহার
গুণিকারূপেতে তার ঘৃচাঞাছ জনতনা ॥২॥
ভক্তি বিনে তোমায়ে কেহ না পাই শুনি নধনে নগুণে নন্দনে জননি
দ্বিজ রামহৃন্দরে বোলে সবার সনি সার কালে
আমায় দিনহিন বোলে ভুলে জেন থেক না ॥৩॥
- (ঘ) তোমার সকল দুর্গতি জাবে দুর্গা বোল মুখে ॥৫॥
না মরিলে কলিকালে মুক্তিপদ নাহি মিল
তেই বলি কালি বোলে কাল কাট স্থখে রে ॥৩॥
- (ঙ) আমার হল না মা ভজন পূজন তারা গো যোই পাকে ॥৫॥
উদর হইল কাল নিবেদি তোমাকে ॥চি॥
উদর নিমিতে ফিরি দেশদেশান্তর তখাচ পাপিষ্টি ভাবে না পুরে উদর ।
জেন যুগতুষ্টার গ্রায় ভ্রমণে দিবস জায় ইবড় বিসম দাই ঘটেছে আমাকে ।
মায়াৰূপে বেড়ি মোর লেগেছে চরণে মিয়াদি আসামীর মত খাটি রাত্রদিনে ।
বেড়ি ভেগে পালাইতে পারি না মা কুন মতে
চৌকিদার দারাসুতে আগলিঞা থাকে ।
পর্যাণে পালিত্য সদা পরাধীন হয় এইমতে জন্মাবধি কাল গেল বয়া ।
দ্বিজ রামহৃন্দরে বোলে সিনাতে হয় ছুলে জারে
ই ছার উদরের তরে আঞ্জা বলি তাকে ॥
- (চ) কৃপণতা করনা করুণাময়ি আর ।

কমলাকান্তের গানের নুটী :

- (ছ) এমন পাষণ্ডী ॥৫॥ ডাকি নিরবধি অবিশ্রাম ॥চি॥
 (জ) আর কর না রে দিবানিগি বিষয়বাগনা ॥৫॥
 (ঝ) জাননা রে মন করণকারণ কালি সামান্য মেয়া নয় ॥৫॥
 (ঞ) জত ডাকি মা বুলিঞা তত দায় জন্তনা । (?) [১খ]

বিজ বিজয়নাথের গান :

- (ট) জে জন তারার দাস সে কেনে নৈরাশ করণাপ্রকাশ হৈবে কবে ।

ভনিতা :

আর জালা দিলে তার খেতি নাই মা ইথে মোর
 আপন অধ্যাত্তি কর ভনে বিজ বিজ[য়]নাথে । [২ক]

রামলোচনের ভনিতা :

- (ঠ) মুড়া[ম]তি পাপাচারে রাখনা কটাক্ষে হেরে
 নিগুণা এ রামলোচনে নাথ না বেঁধে কুপাড়োরে । [২খ]

২১ বাজানা

রচয়িতা অজাত

পুঁথিসংখ্যা ৩২ । সম্পূর্ণ । পত্রসংখ্যা ৩ । আকার ১৩৫"×৭৫" । লিপি আ.
 ১৭৫ বৎসর আগের । আবস্ত :

আলাপ চাপড় লিখতে ॥ তাখিটি তা খো : খিটিভা খেনো : তিনি তিনি তিনি
 খেটা :ঘাত সমাপ্ত ॥ প্রথমখানিতে বাইবেন গা ॥ ১খ] সমতান
 গান ॥ বড় দয়ার নিধি প্রাণ গৌরাক ॥ সমতান বাজানা ॥ তাতিনি খেটা :
 তিনি তা তিনি খেটা : । সমতান সমাপ্ত ॥ ...রূপক ভাল লিখতে ॥
 ফিরি নাচে নটরায় কত ধারা বহুধার ॥ নথানা ॥ তিনি খিটাভা :
 তে তে তেইয়া রূপকভাল সমাপ্ত ॥ দ্ব্যকোষী বাজানা গায়না লিখতে ॥
 জিব লাগি আকুল হইয়া ॥ ঝাঁকটে ঝাঁতি নিতা..... পহিলা নথানা ॥
 ২ ক] চাপড় ॥ খেত তা তা খেটা : খিতিনিতা..... দ্ব্যকোষী সমাপ্ত
 আক ॥ জতি গায়না বাজানা লিখতে ॥ জামুনদ তহু বয়ান অহুজ ॥ ধৈ অ
 তত ধৈ : তি তি খেটা তিনিতা..... ॥ চাপড় ঘাত ॥জতি সমাপ্ত আক ॥

আড়তালা গায়না বাজানা লিঙ্কতে ॥ দেবলোক সত্যবাক্য ব্রহ্মা আদি বেজে (?) ।
 আয়ল নখানা ॥ ধোতিত্তা ধোগার্তি তিঁ অতত তাধেতিঁ.....আড়তালা সমাপ্ত
 আক ॥ বিষম দয়কোষী গায়না বাজানা লিঙ্কতে ॥ ২ খ] কাননে কাননে
 আওএ চলি : লোচন হেরই ॥ তাল ॥ ঝাঁঝেঁতে ঝাঁঝেঁতে ঝাঁঝেঁতে : তিনি
 খেটা বিষম দয়কোষী সমাপ্ত আক ॥ ছোট খিনা বাজানার তাল ॥ নিলজ
 কানাই বড় নিলজ কানাই, পর ধন পর চীত মাগীলে কী পাই ॥ বাজানা ॥ তাতা :
 অতুত তিক তিক..... ছুটা বাজানার গান তাল ॥ বড় দয়ার অবধি রে গুণনিধি ॥
 তা তা তা ধেইয়া : তি তি তি ধেইয়া.....ছুটা বাজানা সমাপ্ত তাহার আক ॥
 দাষপাড়া বাজানা গান ॥ কাহার নাগর জায় দেখ বাহির হইঞা, চৌদীকে চাহিঞা
 জায় নয়ান নাচাঞা ॥ বাজানা ॥ খেন্দা খিটিটানা তাখি খিটিনা.....দাষপাড়া
 সমাপ্ত তাহার আক ॥ আর এক আলাপ চাপড়া ॥ অবোধিয় অবোধিয় তিনক
 তিনক তা :.....৩ক]অ ত ত তাকা খি তাক তাদ ততা ॥ ৩ খ]

২২ যোগাধ্যায় বন্দনা

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪১ । লিপিকাল সন ১২১১ সাল, তাং ৬ আশ্বিন । পাঠক শ্রীকান্ত
 নন্দী । খণ্ডিত । পত্র সংখ্যা ২ (১,২) । আকার ৯½" × ৩½" । এই বিষয়ের পুঁথি
 ভূমিতাহীন (স ৯৩, ৯৪; গ ৫৩৭২, ৫৩৭৬ ; ক ১৭০৩ ইত্যাদি), কৃত্তিবাসের ভূমিতায়
 (ক ১৪৯১), দ্বিজ দয়ারামের ভূমিতায় (ক ২৭১০), পরমানন্দ দাসের ভূমিতায়
 (ক ৫২০৫) পাওয়া গিয়াছে । আমাদের ৪০৩ সংখ্যক পুঁথিতে দ্বিজ বাহ্যারামের
 ভূমিতা আছে । আরম্ভ—[১ক ৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অগোধ্যায় বন্দনা লিঙ্কতে ॥

জয় মা জোগধ্যা বন্দো খিরগ্রামে বাসি, অবনিতে সিদ্ধপিট মা গোপ্ত বারানসি ।
 দক্ষিণ হস্তে খর্প মাএর বাম হস্তে খাণ্ডা, রাবণের ঘরে মাগো ছিল উগ্রচণ্ডা ।
 তব পূজা রাবন রাজা কৈল চিরকাল, তোমায়ে পূজিঞা রাজা জিনিল পাতাল ।
 মহিরাবণের তরে বিধি হৈল বাম, কাঞ্চনাতে লঞা গেলা লক্ষণ শ্রীরাম ।

শেষ :

বল্লিক বলে ঠাকুর আমি তকা নাহি নিব, সংসার কারণ মাএর দরসন পাব ।
 ভারথে আমার বংশ জন্ম দিন জিব, বৎসর অন্তরে মাকে সঙ্ঘ পরাইব ।
 অদৈবধি সেই সঙ্ঘ পরেন মাহেশ্বর, অগোধ্যায় পিরিতে গভে বল হরি হরি ॥

২০ সত্যনারায়ণ পাঁচালী

রচয়িতা দ্বিজ রঘুনাথ

পুঁথিসংখ্যা ৪৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২-৬। আকার ১৩½" X ৩½"। লিপি
আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। নমুনা ও ভনিতা :

- [২ক কলিতে গৌরাক্ষ প্রভু হল্যা অবতার, হরিনামে অক্ষ সদা পুলকে জাহার।
তাঁহাব অমুখ বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ, হরিনাম স্থনো জার সদাই আনন্দ।
বাহ্যকল্পতরু গোসাঞি জীবের জীবন, আচাণ্ডালে যাচিঞে বেড়াল প্রেমধন
হরি[সং]কীৰ্তন সংগীতকলারসে, স্থনিঞে আনন্দ প্রেমপয়োধিতে ভাসে।
সংক্ষেপে বন্দনা ভনে দ্বিজ রঘুনাথ, রঘুপতি পদাযুজে করি প্রণিপাত ॥
- [৩খ কান্ধীপুর নাম গ্রামে ছিল দ্বিজমণি অতি হীন দ্বিজবর সর্বলোকে জানি।
যাচিঞা করিঞে দ্বিজ ফিরে ঘরে ঘরে ভিক্ষাবস্তি করি নির্ভা করে দ্বিজবরে।
বনিতা পয়ের ধাত্ত ভানে নিতি নিতি তৈলবিবজ্জিত তার মলিন মুরতি।
সত ছিঁড়া বাস অঙ্গে যুবাকালে বুড়ি অন্নকটে দৌহাকার গাএ ওড়ে খড়ি।
এইরূপে দ্বিজবর খান ভিক্ষা করি নগরে নগরে ফিরে আওরি আওরি।
একদিন দ্বিজবর ভিক্ষা হেতু জায় পথে সত্যনারায়ণ দেখা দিল তায়।
ধরিঞে দ্বিজের বেস ত্রিদসদৈশ্বর দরিত্র ব্রাহ্মণে দয়া কৈল গদাধর।
কিবা রূপে দেখা দিল অতি মনোহর [৪ক খর্ব্ব তহু শ্রাম অন্ধ দেখিতে স্থানর।
করে দণ্ড কমণ্ডলু মুখে বেদধ্বনি কোটি চন্দ্র জিনি মুখ তেজ ভাহু জিনি।
- [৪খ ভনে দ্বিজ রঘুনাথ সত্যের কীৰ্তন, রঘুপতি পদাযুজে দৃঢ় করি মন।

২৪ কালিকা বন্দনা

রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ৪৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩½" X ৩½"। আ. ১৫০
বৎসর আগের লিপি। আরম্ভ, /৭ শ্রীহরি ॥ অথ কালিকা বন্দনা ॥

কালিকা কলুষহরা করুণানিল পায় কর পূর্ণ মনের কামনা,
কি বলিব স্তুতিবাণী কবীন্দ্র কমলা প্রাণী কামরিপু করেন অর্চনা।
শেষ ও ভনিতা :

চরণ কমলবন্দ নখর বিমল চন্দ্র জড়িঞা তিমির করে নাশ,
হৃদয়সরোজে ভাবি রচিল নোতন কবি বিরচিল শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ॥

২৫ বৃন্দাবনলীলাস্থান বর্ণন

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৪৬। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, তারিখ ১৬ মাঘ, শকাব্দা ১৭৫০। নকলকর অতি দীনহীন পঞ্চানন আস। সাক্ষিয় বড় চাতুরি। পুঁথিকা, অতি বৃদ্ধ মুণ্ডি নিকট মরণ, লোভে মাত্র লিখি কিছু না জানি মরম। জদি জন্ম হয় পুন সংসার ভিতর, ইহাতেই লোভ জেন থাকে নিরন্তর। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১৪" x ৫"। প্রতিলিপি ক ১৩৮৮ দ্রষ্টব্য।

শেষ ও ভনিতা :

[৩খ রামঘাটের পূর্বে দুই [৪ক ক্রোশ গোপিঘাট, গোপীর বস্ত্র হরি কৃষ্ণ কৈল
নিত্য নাট।

গোপীঘাটের পূর্বে দুই ক্রোশ নন্দঘাট বরুণ হরিঞা কৃষ্ণ নিল নিজ পাট।
বৃন্দাবনের পূর্বে মানসরোবর নানা বৃক্ষ নানা লতা দেখিতে সুন্দর।
সংক্ষেপে কহিল এই বৃন্দাবন ধাম সাধক জে জনা হয় করিবেক ধ্যান।
কে কহিতে পারে বৃন্দাবনের মহিমা শিব ব্রহ্মাদি দেবে দিতে নায়ে সীমা।
সাধক জে জন ইহা মন দৃঢ় করি জেখানে জে লীলা কৈল সাধনে আচরি।
চৌরাশি ক্রোশ হয় শ্রীব্রজমণ্ডল তার মধ্যে সংক্ষেপে কহিল সকল স্থল।
সাধক লাগিঞা স্থল নির্ণয় করিল মুণ্ডি জে অধম জন দোষ না লইহ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ শ্রীবৃন্দাবন ধাম কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥
ইতি ॥ কৃষ্ণদাস বিরচিতং ॥ শ্রীবৃন্দাবনলীলাধামস্থল বর্ণনং সমাপ্ত ॥ ইতি।
পূর্ব গ্রন্থ নকল।

আরম্ভে বিজ্ঞাপতির এই বিরহ-পদটি আছে, সখি হে বিরাট তনয় দেহ দান ইত্যাদি।
অতঃপর, ৭শ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥ শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা লিখাতে ॥ ঝাদস বন নির্ণয় ॥ শ্রীবৃন্দাবন
জো দেখা লোকং স্থানস্তু মনিস্তুলেন নানা রত্ননির্মিতং ইত্যাদি শ্লোকাবলি।
“তৎপর পয়ার” ॥ ১ক] লিখিয়া বন্দনায় ১খ পৃষ্ঠাতে গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে।

শেষে, মুকুন্দদাসের “মধুরে অমুগত হৈতে সাধ থাকে জার” পদটির পর অষ্টমঙ্করীর
বিবরণ আছে।

২৬ আগম

রচয়িতা যুগলকিশোর দাস

পুঁথসংখ্যা ৪৭। লিপিকর পঞ্চানন আস দাস, সাক্ষিয় গোয়ালপাড়া দিগ্বর বড় চাতুরি। লিপিকাল শকাব্দ ১৭৩৮, সন ১২২৩ সাল, তারিখ ৩০ ফাল্গুন, বোজ বুধবার। নকলকারের জন্ম সন ১১৬৩ সালে প্রবর্ত ১২২৩ সাল.....পূর্ণ ৬০ বর্ষ। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৪" X ৫"। আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম, ২য়, পৃ ৪২১, ১০১৩। শেষ ও ভিত্তি :

চৈতন্তের জত গুণ কেবা দেবে সীমা কে কহিতে পারে তার অপার মহিমা।
 অনন্ত সহস্র মুখে না পারে কহিতে পঞ্চ মুখে আমি তাহা না পারি বলিতে।
 জার পদরেণু লাগি আকুল সদা বিধি জুগিগণ ভাবিঞা জার না পায় অবধি।
 জাহার চরণ লাগি ত্রিভুগত বিকল সেই পাদপদ্ম লাগি আমি সে পাগল।
 তোমায়ে কহিলাম দেবী পরম আগম এ তিন ভুবন মধ্যে নাহি কৃষ্ণ সম।
 গৌরাক্ষবল্লী আসি ভাসালা সংসার পণ্ডিত রহিলা উচ্চ বান্ধিঞা টিটকার।
 তপনের তাপ তার সহিতে না পারি উল্লক রহিলা জেন বৃক্ষডাল ধরি।
 আকিত পণ্ডিত তারে বিধি বিড়ম্বিল প্রিথিবিতে জন্ম তার ত্রথাই হইল।
 সেই বস্তায় ডুবিল জগাই মাধাই প্রেমজল পাঞা নিস্তার হইল দুইভাই।
 ভকত হইল্যা ভলে কুস্তির মকর আনন্দ হইঞা ফেবে কারু নাহি ডর।
 কলিতুজ্ঞে জিব জত খাঞাছিল্য হরিনামমন্ত্র পাঞা আপন প্রাণ পাল্য।
 ঠাকুর গৌরাক্ষের গুণ কহনে'না জায় অনন্ত মহিমা সে পুরাণে না পায়।
 সংক্ষেপে কহিলাম কিছু আগম ভাসা শ্রীগুরুচরণ মোর বিপদবিনাস।
 জে হয় রসিক সে করিবে শ্রবণ ইহাতে জানিবে ভক্ত সকল কারণ।
 পয়ার প্রবন্ধ শুনি না দুসিয় ভাসা শ্রীকৃষ্ণকথারসে নাশে বিপদবিনাস।
 শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ হৃদে করি আস শ্রীভগবানতত্ত্বকথা কহে শ্রীযুগলকিশোরদাস।
 ইতি আগমকথা সমাপ্ত ॥ ২৬।

১ ক পৃষ্ঠা, ৭ শ্রীগুরু শ্রীধর্ম দোহাই ॥ লিখিতঃ শ্রীগৌতম আজ্ঞা ॥

১১১	১১২	১১৩	১২১	১২২	১২৩
১৩১	১৩২	১৩৩	২১১	২১২	২১৩
২২১	২২২	২২৩	২৩১	২৩২	২৩৩
৩১১	৩১২	৩১৩	৩২১	৩২২	৩২৩
৩৩১	৩৩২	৩৩৩			∴

১১১ যে ভাবহ সে কার্য সিদ্ধ হইবেক ১১২ উভলা না হও দেখিয় য়

୧୧୦ ଏখন ନା ହିବେ ବିଲସେ ହିବେକ	୧୨୧ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିବେକ
୧୧୨ ଜେ ଭାବହ ସେକାଳ ଗେଲ	୧୨୩ ହୁଏ ଗେଲ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବେକ
୧୦୧ ଏখন ନା ହବେକ କାଳ ଗେଲ	୧୦୨ ସେମନ ଇଚ୍ଛା ତାହା ଶିକ୍ଷ ହବେକ
୧୦୦ ଏଥ [ନ] ନା ହବେ ବସିଣ୍ଡା ରହ	୨୧୧ ସେ କାମନା କରହ ତାହା ଶିକ୍ଷ ହବେକ
୨୧୨ ଚିନ୍ତା କରହ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବେକ	୨୧୦ ସେନ ସାହିବା କତ ପାହିବା
୨୨୧ ଏବନ ନାହି ହବେକ ବସିଣ୍ଡା ରହ	୨୨୨ ବାମ ରାବଣେ ଉକ୍ତ ପାରାନ୍ଧ
୨୨୦ ଆଲ ଦେଖିଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ କରହ	୨୦୧ ଚିନ୍ତେ ଦୋନ ଆଛେ
୨୦୨ ଏখন ନା ହବେକ କେନ କରହ	୨୦୦ ସେ କାମନା କରହ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବେ
୦୧୧ ଏখন ଥେମା କରହ	୦୧୨ ଧ୍ୟାଣ୍ଡା ଯନ୍ତ୍ରି କାର୍ଯ୍ୟ ହଣ୍ଡାଛେ
୦୧୦ ଉତୋଲା ନା ହବେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବେକ	୦୨୧ କାର୍ଯ୍ୟ ହଣ୍ଡାଛେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ
୦୨୨ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହବେ ଶେଷ	୦୨୦ ଭାବନା ନା କରହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହବେ
୦୦୧ ଏখন ନହିବେକ ସମଏ ହବେକ	୦୦୨ ଜାହିଣ୍ଡା ଦେଖହ ଦୋନ ଆଛେ
୦୦୦ ସର୍ବତ୍ର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହିବେକ	୦୦୦ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବନାମ । ୧୧୧]

୨୭ ଭଗ୍ନସାତ୍ରୀ ପଦ

ରଚୟିତା ଦ୍ଵିଜ ଦାମୁଦର

ପୁଂସି ସଂଖ୍ୟା ୧୦ । ପଦସଂଖ୍ୟା ୫ । ଆକାର ୧୦୫" × ୧" । ଲିପିକାଳ ସନ ୧୨୫୨
ସାଲ, ତା: ୫ ଅଗ୍ରହାୟଣ । ଉପବା ବାକ୍ସାଳା ମାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ୧ମ ଖ, ୨ମ, ପୃ ୬୭୧ ଓ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଂସିସଂଖ୍ୟା ୧୧ (କୃଷ୍ଣେର ଉତ୍ସବ) । ଆରମ୍ଭ :

[୧୫ ହେବା କୃଷ୍ଣେର ଆଦେଶ ପାଣ୍ଡା ଜୋଗମାଆ ଆସି, ଦୈବକୀର କାରାଗାରେ ଆସିଣ୍ଡା ତ ପସି ।

ଦୈବକୀର ଗର୍ଭ ମାୟାକରା ଆକର୍ଷଣ ବୋହିଣ୍ଡା ଗର୍ଭେ ରାଧେନ ଦେବ ସନ୍ଧର୍ଷଣ ।

ମାସକ୍ରମେ ବୋହିଣ୍ଡା ଦଶମାସ ହିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦ୍ରତୁଳା ସେତ ବର୍ଣ୍ଣେର ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିଲ ।

ଦୈବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ତବେ ଆସି ହିଲ୍ଲା ସର୍ବ ଗୁଣାୟିତ ଜୋଗ ହେନକାଳେ ହିଲ୍ଲା ।

ନଦୀତେ ପ୍ରସବ ହିଲ୍ଲା ଜଳ ସେ ନିର୍ମଳ ବୋହିଣ୍ଡା ନକ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମେ ବିକସେ କମ୍ବଳ ।

ବ୍ରାହ୍ମଣେତେ ବେଦ ଛୁତି ହିଲ୍ଲା ଆସି ମୁଖେ ଦଶଦିଗ ପ୍ରସବ ହିଲ୍ଲା ପ୍ରସବ ଲୋକେ ।

ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁ ହିଲ୍ଲା ମେଘାଗମ୍ବ ନିଶି ଅନ୍ଧକାରେ ଆଳା କୈଳା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ।

[୧୫ ଦୈବକୀର କୋଳେ ଜେହି ମହାମାଆ ଦିଲ୍ଲା ନିଗୁଡ଼ ବନ୍ଧନ ଭତ ପୂର୍ବମତ ହିଲ୍ଲା ।

ମଥୁରାମଣ୍ଡଳେର କଥା ଏତ ଦୂରେ ମାୟା ମୋକ୍ଷେର କଥା କିଛି ଦାମୋଦର ମାୟା ।

ଜଗନ୍ନାଥ ହନ୍ଦରୀ ହେବା ହିଲ୍ଲା ପ୍ରସବ ଗଗନ ଭରିଣ୍ଡା ସବ ହିଲ୍ଲା କଳରବ ।

ଜଗନ୍ନାଥ ନନ୍ଦଦୋଷେ ଡାକେ ହାତମାନେ ଜନମ ସଫଳ ଦେଖ ପୁତ୍ରେର ବନ୍ଦେ ।

শেষ :

[৩ক তবে নন্দ স্বর্ণের শূক দিল রজতের খুর স্বরভি সমান গাভি পহিলে বাছুর ।

ভিল দান কৈল নন্দ অতি বিপরীত মুক্তাদি পঞ্চরত্ন করিল মণ্ডিত ।

ভিল হলত্র দধি একত্র করিঞা ঢালিছে সবার সিরে জয় জয় দিঞা ।

ভৈল হলত্র দিল ধবলির গায় ভাগুর ভাঙ্কিঞা ধন ব্রাহ্মণে বিলায় ।

খই কড়ি দেয় নন্দ আর পাকা তাল নানাবিধ ফল দিল নারিকেল কাঁঠাল ।

পূর্ণ কুন্ড দ্বারেতে করিল রচন আশ্রয়াধা দিঞা কৈল তাহার সোভন ।

নানা শব্দে বাজ্ঞ করে মঙ্গল বাজন নর্তক নর্তকী সব করএ নর্তন ।

এই মত নন্দগৃহে আনন্দলহরী স্বর্গমর্ত্য পাতালেতে ত্রিভুবন ভরি ।

স্বাবর জন্ম কিবা আর সিদ্ধজল প্রফুল্ল হইল সব বিকসে কমল ।

পূর্ণচন্দ্র গোকুলেতে হইল উদয় কৃষ্ণের উদ্ভব দ্বিজ দামুদর গায় ॥

ইহা ছাড়া পুঁথিটিতে এই পদগুলি আছে :

(ক) জয় জয় কলরব নদিয়া নগরে (বাসুদেব ঘোষ), (খ) তবে মিশ্র পুরন্দর মনে বিচারিঞা (বাসুদেব ঘোষ), (গ) নীলাচলে নবকাকন গোরা (গোবিন্দদাস), (ঘ) ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন (জয়দেব), (ঙ) কুঞ্জলতার তলে লো মাধবীলতার তলে (মুরারি), (চ) এই নিধুবনে রাই নব নিধুবনে (গোবিন্দদাস), (ছ) রাই জাগ রাই জাগ সারিগুণ বলে (জ্ঞানদাস) ।

২৮ মনসাঝল

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৫১ । শেখর রায়ের “দণ্ডাঙ্গিকা লীলা” পুঁথির ভিতর দিকে (পত্র ২৩ক-২৬ক) কাঁচা হাতের প্রতিলিপি । ২৭ সংখ্যক পত্রখানি না থাকায় অসমাপ্ত কিনা বোঝা গেল না । ২৮ পত্রের ভাঁজের ভিতর পিঠে রামায়ণকাহিনী ও অজ্ঞানত খণ্ডিত পত্রগুলির ভাঁজে ভাঁজে শ্রীগোবিন্দলীলাপ্রসঙ্গ বিবৃত আছে । আকার ১১২ ”×৪২” । পত্রসংখ্যা ১২ । খণ্ডিত । মূল পুঁথির লিপি আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন । কিছু অংশ কীটদষ্ট । পুঁথিগুলির মধ্যে মনসাঝল কাহিনীটিতে বৈচিত্র্য আছে বলিয়া সমগ্র অংশটি মুদ্রিত হইল ।

৭ সিব বিষ্ট হলধর

ভুবনে মহিমা জায়

অবতার না জাঅ গমন

মোহিনিবেশের ছলে সাগর মথনকালে
কুরংজি স্বকরাণ বদন ।
অম্বুকুল হঞা আসি বিবাহ সমাদ লাগি
হেন রূপ ভৈল দামুদরে
দেখি রক্ত সুরঙ্গিনী তুলিল অনাদিমণি
করপুষ্টে ধাইল অস্থরে ।
কহিব এসব নিষ্ঠ মংকলাচণ্ডির কিত্ত
মনসা মহন গুণকথা
পড়িলে জাহার কোপে জলে হিয়া অতুতাপে
কেবা রক্ষা পাইঞাছে কোথা ।
টুলিঞা পড়িল হর কাপে তহু জত আর
হলাহল খাইঞা গরলে
কে জানে কথা এ ধাম কে দেবী মনসা নাম
দেববাণী স্থনি ভুমঙলে ।
কান্দে নন্দী মহাকাল আর মত্ত মহিপাল
কান্দে দেবি এ বাকবাহিনি
উথলি সাগর বারি কান্দে শৈলস্রতা নারী
সভে কান্দে লুটাএ ধরণি ।
মহিপাল কহে তাঅ কি স্থনি এ অভিলষ
ভুবনমঞ্চল হেন কথা
জার কালিদহে বারি স্মৃৎকল বিষহরি
পুঞ্জিলে জাইবে দুখ বেথা ।
পুঞ্জই পার্শ্বতির বারি মনসা স্মরণ করি
ঝট আসি ঝালিনি বসিল
কি হই[ল] স্থলপানি দেখি পড়িঞাছে ছানি
না বাচিবে নিষ্ঠঅ কহিল ।
কুটিল এ হলহল খাইঞা পড়িল জাল
কান্দে গলা জটার ভিত্তরে ।
গড়ুর মিনতি হঞা পাখার বাস্তাল দিঞা
ডাড়াঞা বঞ্চে একশাসনে

পরসি ধনস্তরি শুভকণে বিবহরি
 স্থির ভেল জাহার পরসে ।
 ভুবনে অভয় সংকা মনসা নাশের ডকা
 সেই দিন হইল সংসারে
 জারে নাহি দিঞা ফুল মজিল চান্দর ফুল
 মৈল বালা নহার বাসরে ।
 মৈল সাত পুত্র নাতি আছিল তাহাতে সতি
 পুত্রবধু বেহলা স্বন্দরী
 আশন মাথার খুলি তাহাতে দিপক জালি
 আরাধিল মনসার বারি ।

... ..

[২ক টলে [এ]জনো মটুক মাথার
 কান্দিছে মেনকা সতি কোলে লঞা ছুটি নাতি
 দুখে তহু ধুলার ধূসর ।
 পূর্ণিত বিলাস অতি দেখিঞা সভার মতি
 কহে চণ্ডি মনসামঙ্গল
 তুমি কহ পতি তোরা জানই জনক [এ]ম[া]র
 হইল পাপের বৃক্ষফল ।
 তুমিহ আমার সভা সতিনি তোমার কথা
 ইথে দুখ হই নাহি গণি
 মা হঞা কঠিন মন কহিল কতেক জন
 আর বল চেংকমুড়ি কানি ।
 মেনকা নাতিনি বলি এল ছুটি বাহ তুলি
 সকলি খেমবি দোস মরে
 তুমি দেব ধনস্তরি পুজিব তোমার বারি
 অত জুগ ভারথ ভিতরে ।
 মনসার হেট মাথা দেখিঞা সৈলের স্ততা
 বাহ বেড়ি তুলি নিল কোলে
 চাপিল বিশ্বের ভর ইতি জন হলধর
 ধরিল বেড়িঞা ভুজ ধলে ।

চলে জন বান্দি পাখা গুবুত্যা কালের ডাকা
আসি দেখা দিল জনে জন ।
রাজসাপ বুড়ি বুড়ি সাজে কত ঢোড়া ঢোড়ি
আর সংস্খুড় বলি জারে
তক্ষক ধরিঞা ফণা চলিল নাগের খানা
বানিকিনি ভাবে জখাকারে ।

দুপদি ইতি ॥

[৩খ হিতা বেউলা তেজিঞা সে চম্পানগর করিল দেবীর পূজা ভুবন ভিতর ।
আইলা চাঁওকা দেবী জে বাগবাহিনি আগে পাছে চলে নাগ হাকিনি কাকিনি ।
নাগের হাঙ্গুলি গলে নাগের পাহুলি নাগের বেগর হুলে নাগের টিকুলি ।
অঙ্গুল মকুর তাহে নাগের অঙ্গুরি নাগের বন্ধন সিঁথি মা[ধা]র কবরি ।
হালাগোছা গলে নাগ করের কঙ্কণ নাগের দুবাই সংস্খু বড়ই চিকন ।
বাকপাইঞা নাগ ফণাকরা চাঅ নিতম্বে নাগের ফণা দেখিএ বিস্ময় ।
নাগের কাচুলি বঙ্গ হিআর উপরে বস্মিতে না পারি নাগ সঅন সমরে ।
জঅ দিঞা পুজ়ে বেউলা দেবি ভগবতী এহকাল পরকাল তুমি মর গতি ।
সদঅ হইঞা দেবি দেহ পতি দান বাসরে বিদবা তাপ এ ছার পরান ।
না করি তমার পূজা চান্দ সদাগরে মরিল তাহার বালা নহার বাসরে ।
কান্দে বনপস্থ পাখি নগরিআ নকে বাণিক বার্ণনি তারা কত ঝাকে ঝাকে ।

[৩ক দিতে পতি মর দান পুজিব তোমার পদ সকল কলান ।
ছ কড়ি ... তে কড়ি বেগানি কান্দিছে বেরুণা কত নেতার সরনি ।
বুলাতে পড়িঞা র গৃহিনি হের বৃক্ষপত্র সব খসিছে আপুনি ।
সদঅ হইঞা বলে দেবি ভগবতি মনসা আমার নাম গ্রামের দেবতি ।
নগরে আমার পূজা ভারত ভুবনে করিলে পঞ্চমি নাগ না জাঅ সেখানে ।
অভাগিআ বণিক সেদিন খেল ভাত কখন সপনে নাহি দিল ফুলপাত ।
নহার বাসরে রাখি বালা লক্ষ্মিনর না করে আমার পূজা এত অহঙ্কার ।
এবে তুমি পাইঞা বেউলা[র] ফুলপানি বর নেহ তোর পতি জিএছে এখুনি ।
পড়িঞা দেবীর পদ ধরিল স্তম্বরি ছুটি পদ খোআইলা নআনের বারি ।
তখুনি তাহার স্বামী বাচিল সন্তরে বাচিল চান্দর বেনো মনসার বরে ।
বগা পঞ্চমির দিনে ধূপ দিপ আনি সঙ্গাগর পূজিল মনসা ঠাকুরাণি ।
আর ছঅ পুত্র ছিল আনি দিল তারে পাতালে আছিল কেহ জন্মের নগরে ।

দিনে দিনে স্বপ্নে নিসি পহাইল সেসে পূজিতে মনসা বেগ্যা জানি দেসে দেসে ।
 ধনে ধান্য জেমন বাড়িল সদাগরে এমতি রাখএ দেবি জে ভাবই তারে ।
 কাচাপাকা হালামালা ছেল্যাশিলা জার, জলে খালে কালে দেবি তুমি পারাপার ।
 অপহেলা করে জেবা মদ অহকারে না জানি পড়িবে কবে তমার খাপরে ।
 জানি বা নাজানি পদ ভাবই তমার সিঙ্গগড়ে খেড়ে বড়ে দেবি কর পার ।
 সখা সের আতব হল দেবাংকা... ধূপ গন্ধ চন্দন সুপারি পঞ্চ বুড়ি ।
 আলিপনা দিঞা করে ঘটের স... ...তুলসি সংখ্য বন্দুগণ অরি ।
 সিন্নির নিঅম নাহি জেবা জাহা পার বেলাতে বন্দু ডাকি ঘরে ঘরে ।
 পুজার নিঅম পুঁতি পঞ্চমির দিনে ...চলিল্যা কহি সাধুর নন্দনে ।৪৬]

২২ স্বরূপবর্ণন

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৪ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৪-৬ । আকার ১৪ ১/২" X ৫" । লিপি আ.
 ১৭৫ বৎসর আগের । আরও প্রতিলিপি স ২৫৭, প ৩১৭ । সা-প-প ৮, পৃ ৪২-৫১
 প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য । নমুনা, ভনিতা ও শেষ,

[৫খ পতিত অধম আমি নীচ নীচাচারে শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ কৃপা করিল যোরে ।
 মস্তকে চরণ দিঞা কহিলেন যোরে অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোরে ।
 শ্রীল শ্রীরঘুনাথভট্ট পতিতপাবন ভরসা হইল চিতে লইল সরণ ।
 চরণমাধুরি আমি কিছু না জানিল তথাপি আমারে অতি কৃপা বহু কৈল ।
 আমার প্রভুর প্রভু গৌরাক্ষসুন্দর এত শুনি ভরসা মনে বাড়িল বিস্তর ।
 তার গুণে লিখি তার লীলারসগুণে কি লিখিএ ভাল মন্দ না জানো সন্ধান ।
 শ্রীগৌরাক্ষের লীলামৃত করিল বিস্তার লীলাক্রম না জানিএ কিবা সারাসার ।
 তথাপি লালসা মনে বাড়ে অহঙ্কণে তবে রাখাক্ষ জানি জাহার শ্রবণে ।
 তবে শেষে এই পদ করিতে ঘটন প্রভুর নিসেধ হৈল না কৈল ব ৫খ]র্ণন ।
 আমার অভাগ্যকথা শুন সর্বজন প্রাপত্যাগ না হয় করিতে কারণ ।
 সভে মেলি একদিন রহিএ নির্জনে গৌরলীলা অপ্রকট স্থনিলাম কানে ।
 শ্রীগোপালভট্টের সিস্ত আচার্য্য শ্রীনিবাস তার স্থানে রহু সধা বৃন্দাবনে বাস ।
 শ্রীলোকনাথ গোস্বাক্ষির সিস্ত তার কহি নাম ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অস্থ্যাম ।
 আচম্বিতে আইলা সভে প্রভুর অগ্রতে, কোথাকারে গেলা সভে না পাই দেখিতে ।

তথাপিও প্রাণ মোর সরিরে রহিল সেসব বিচ্ছেদলীলা বর্ণন করিল ।
 একদিন কুণ্ডলমধ্যে বসি তিনজন আজ্ঞা হৈল শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বচন ।
 মোর ভ্রাতৃপুত্র শ্রীজীবগোসাঞি গ্রন্থের অধিকার দেহ তাহারে আনাঞো ।
 শ্রীজীব আনিঞা গ্রন্থ অধিকার দিল শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা বহু কৈল ।
 অনেক স্থলভ গ্রন্থ কৈল মহাহর নিত্যলীলা স্থাপন জাথে ব্রজরসপুর ।
 শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলা করিল বিস্তার পরকীয়া মত তাহা করিল প্রচার ।
 পূর্বে সেই মত তাহা গ্রন্থে বিবরিল নিজ গ্রন্থে স্বকীয়া তাহা আচরিল ।
 একে চুখে মরি আর তাহে এসকল কখন লজ্জাএ প্রাণমাত্র করিএ ধারণ ।
 একদিন নিবেদন করিল তাহারে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা হইল আমায়ে ।
 তিন জনে কৃপা কৈল কিছু গ্রন্থের সার গোড়দেশে লঞা তাহা করিব বিস্তার ।
 তিহো কৃপা করিল গ্রন্থে এই তিন জন নমস্করি গোড়দেশে করিল পয়ান ।
 শ্রীকৃষ্ণআজ্ঞা তাহে রাখাক্ষণী ৬ক] লা, স্থখে গোড়বাসি লোক তাহা আচরিল ।
 শ্রীকৃষ্ণরঘুনাথপদে জার আশ স্বরূপবর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস ॥

৩০ চৈতন্যভট্টসার

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৬। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, তারিখ ১২ মাঘ, শকাব্দা ১৭৫৩।
 লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড়চাতুরি। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার
 ১০২" × ৫"। দ্রষ্টব্য পুঁথি প ৩২২, ৩৪০। নমুনা,

[১ক আপনে আইলা গৌর শুন তার কথা শুনিতে লাগয়ে হৃদয় লীলামৃতগাঁথা ।
 ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজে হৈলা অবতার পরমহুন্দরী রাখা সখিগণ আর ।
 এই সব লৈঞা কৈল বহু স্থখ উলাষ তার সবশেষে কিছু করিব প্রকাশ ।
 তিন বাঞ্চা অভিলাষী নহিল পূরণ এই হেতু অবতীর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
 শ্রীরাধিকার বর্ণ গৌর করিল ধারণ সেই তিন বস্ত্র গৌর করিল আচ্ছাদন ।
 জেইকালে সেই ভাব পড়ি জায় মনে আচ্ছাদন রাখানন্দ স্বরূপের সনে ।
 আর জে পূর্বের কথা হুন মন দিঞা অষ্ট যুগেশ্বরী সঙ্গে জন্মিল্যা আসিঞা ।
 অষ্ট অষ্ট করি হয় চৌবটা গণন তা সভায় নাম কিছু করিব রচন ।
 অপূর্ব নিগূঢ় কথা শুন সর্বজন বিস্তার না করিহ কথা রাখিহ গোপন ।
 ললিতা সখি রত্নরেখা তার শুন নাম আচার্য্যরত্ন বলি তাহার আখ্যান ।
 রত্নগর্ভ ঠাকুর তার নাম লিখি ]

তৃতীয় হুভদ্রা বলি তার সঙ্গে সখি চন্দ্রসেখরাচার্য্য তাঁর নাম লিখি ।
তারপর লিখি মা১কল্যাণি ঠাকুরানি আচার্য্য বনমালী ঘটক বিশ্বামিত্র মুনি ।
বিধবাস্ত্রতা কল্পিনি সাক্ষাত বিষ্ণুপ্রিয়া সনাতনমিত্রঘরে জন্মিলা আসিঞা ।
কল্পিনি জে হইলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী সেইমত কাশীনাথ জানিহ আপনি ।

[৪ক ভাগবতি দেবানন্দ জেন ভাগ্যমনি তেমতি লিখিএ জেমত সাধুশাস্ত্র শুনি ।
চৈতন্তের ভক্তগণের গুঢ় অবতার আগম নিগম খিতি বেদবিধিপার ।
প্রিয় ভক্তগণমত্ত সর্বতত্ত্ব জানে সর্বভাবেব ভক্ত শ্রীচৈতন্তের মনে ।
কে কহিতে পারে সব লীলার তরঙ্গে ।
অনন্ত বৈষ্ণব জন্মিলা পৃথিবীতে কত রূপে বৈষ্ণব ফেরে কে পারে কহিতে ।
নিন্দুক পাসও সব বড় দুঃখ পায় আলাকালি দিঞা সব উঠিঞা পালায় ।
বৈষ্ণবচরণে মোর এই নিবেদন নিন্দুক পায়ওসঙ্গ না করিহ কখন ।
বৈষ্ণব গোসাঁঞি হন পতিতপাবন রাধাকৃষ্ণলীলা জার স্বরণ মনন ।
বৈষ্ণবচরণে মোর বহ আস শ্রীচৈতন্ততত্ত্বসার কহেন কৃষ্ণদাস ॥

[৪খ আরতির পদ । (ক) শঙ্খ বাজে ঘটা বাজে বাজে করতাল (বীর বল্লভদাস),
(খ) জয় জয় আরতি গৌরকিশোর (রাধাবল্লভ দাস), (গ) শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর আরতি
সাজে (দীন কৃষ্ণদাস) । ৪খ(১)]

৩১ বৈষ্ণবামৃত

নিবন্ধকার নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৭ । লিপিকাল সন ১২৪২ সাল, তা ২ কা্তিক, রোজ রবিবার ।
লিপিকর পঞ্চানন আস, সাং বড়াচতুরি । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৫ । আকার
১০৫" X ৫" । দ্রষ্টব্য পুঁথি গ ৪২৮২ । আরম্ভ,
[১ক/৭শ্রী রাধাকৃষ্ণ । বৈষ্ণবামৃত লিঙ্কতে ॥

আনন্দে বোলহ হরি ভজ বৃন্দাবন ঠাকুরবৈষ্ণবপায় মজাইঞা মন ।
বৈষ্ণব গোস্বাঞি ভাই অপার মহিমা আপনি কৃষ্ণ জার দিতে নারে সীমা ।

[৪খ ইহার গুণ জাহার চিত্তে থাকএ অস্তথা পাণ্ডবের বনবাস দেখত সর্বথা ।
সহস্র ব্রাহ্মণ রাজা কর্যাছে নিয়মে সহস্র পুণ্য হৈলে রাজা করেন ভোজনে ।
বৈষ্ণবমহিমা আর রাজার মন শুধিবারে, এক ব্রাহ্মণ না আইল রাজা চিন্তিত অন্তরে ।
হেনকালে এক অকিঞ্চন বৈষ্ণব আইল আনন্দিত হঞা তারে ভোজনে বসাইল ।
প্রভু দিঞাছেন সখ্য সংখ্যা পুণ্যন্তরে সহস্র পুণ্য হৈলে সখ্য বাজে একবারে । ৪খ]

[এক সেই বৈষ্ণব এক গ্রাস করিল ভোজনে, সঘনে সংজ্ঞানি হয় রাজা বিস্ময় মনে ।
 দেখিঞা জ্ঞাপি জুখিটির ভক্ত ঘর তখাচ কৃষ্ণের তব না জানে গভীর ।
 ভক্তাধিন কৃষ্ণচন্দ্র ভক্তে জানাবারে উপনীত কৃষ্ণচন্দ্র রাজার গোচরে ।
 কৃষ্ণ দেখি সবে মেলি পড়িলা চরণে অনাথের নাথ প্রভু করো নিবেদনে ।
 তোমার মায়া প্রভু কে বুঝিতে পারে ইহার বিশেষ প্রভু कहিবে আমারে ।
 সহস্র ব্রাহ্মণ আমি করিল নিয়ম সহস্র পুণ্য হৈলে আমি করিএ ভোজন ।
 আজি কেনে দেখি প্রভু তোমার বিড়ম্বনা এক ব্রাহ্মণ না আইল পাইএ জাতনা
 কৃষ্ণ কহে রাজা তুমি দুঃখিত কেন মনে তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে গণনে ।
 দেখ এক বৈষ্ণব আজি করিল ভোজনে দস কোটি বিগ্রহ নহে তাহার সমানে ।
 তথাহি

ন মে ভক্তাং চতুর্কেদি মন্তুক্ত সপচঃ প্রিয়ঃ তস্মৈর্দ্বৈতং ততো গ্রাহং স্ব চ পুণ্যং
 যথাচ্যুতং ॥১৩॥

কৃষ্ণবাক্য স্থনি রাজা মনতুষ্ট হৈল বৈষ্ণবের মহিমাগুণ গাইতে লাগিল ।
 বৈষ্ণব ভজরে ভাই দেখ বৈষ্ণবমতিমা আপনে প্রভু জ্ঞার দিতে নারে সীমা ।
 শ্রীমৎ আচার্য্য প্রভুর চরণ করি আস বৈষ্ণবামৃত রচিল শ্রীনরোত্তমদাস ।
 ইতি শ্রীবৈষ্ণবামৃত সমাপ্ত ॥

৩২ মনঃশিক্ষা

নিবন্ধকার যত্নন্দন দাস

পুঁথিসংখ্যা ৭৮ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৪ । আকার ১৩৫"×৫" । লিপি
 আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন । আরম্ভ, [১খ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং ।

গুরো গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়স্থ স্বজনে গুরুগণে স্বমন্ত্রে শ্রীনাথি ব্রজ নবযুবকন্দ শরণে ॥
 সদা দম্ভং হিঙ্গা কুরু রতিমপরী মতিতবামদেহাস্ত ভ্রাতৃচটুভিরভিয়া চে যুত পদঃ ॥১॥
 বড়ারি ॥

শুন মোর ভাই মন

গুরুগোষ্ঠী যত জন

আর যত ব্রজবাসিগণ

ব্রাহ্মণবৈষ্ণবস্থানে

দম্ভ ছাড় অহুঙ্কণে

ধর ধর এই নিবেদন ।

রাধাকৃষ্ণ নামমন্ত্র

সর্ব শাস্ত্র বেদভঙ্গ

শরণ লইঞা সেব তায়

অত্যন্ত আপুর্ন রতি বাঢ়াই সদাই মতি
 জাচাইএগা ধর দুই পায় ॥ তথাহি ॥
 [৪ক কীর্তন শ্রবণ নতি ধ্যান পুষাএ বিরতি
 এই পঞ্চামুতে কৃষ্ণরাধা
 সেবা কর গোবর্দ্ধনে সদা হঞা নিমগনে
 ইহাতে না হবে কোন বাধা ।
 এই মনশিক্ষাগণ পড়ে শুনে ঘেই ঘন
 শ্রীকৃপের জুখমধ্যে হঞা
 সে রহে গোকুলমাঝে রাধাকৃষ্ণ সেবাকাজে
 শুন মন কহিল জানিঞা ॥

মনশিক্ষাদ্যেকাদশ করব মেতন্মধুরয়া গিরা গায়ত্যাচৈ সমদিগত সর্বাথতি যঃ ।
 সযুথ শ্রীকৃপানুগঃ ইহভবন গোকুল বনে জনো বাধীশুন ভজন রতঃ স লভতে ॥১২॥

মনশিক্ষা কথামুতে রঘুনাথমুখোদিতৈ
 সংস্কৃতে শ্লোকবন্দে হয়
 প্রাকৃতে কহিল এথা মন বুঝাইতে কথা
 এ জহ্ননন্দনদাস কয় ॥

৩৩ শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী

গ্রন্থকার রসময় দাস

পুঁথিসংখ্যা ৫২ । লিপিকাল সন ১১৭২ সাল, তারিখ ২৬ ভাদ্র, রোজ রবিবার ।
 লিপিকর গোলাম ঘোষ, সাক্ষি সামাঞীদহ । পাঠক ভাগবত ভূই, সাক্ষি
 সামাঞীদহ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১৮ । আকার ১৪" X ৫" । আরম্ভ,

[১খ/৭ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥

শ্রীগুরুচরণে করোঁ অনন্ত প্রণতি যাহা বিহু জীবনে মরণে নাহিঁ গতি ।
 জয় জয় মহাপ্রভু গৌর ভগবান তোমার পাদারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ।
 জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু রূপার সাগর ভক্তিদান দিঞা কর আপন কিঙ্কর ।
 শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু দিনহুঃখীর জীবন দস্তে তৃণ করি মাগোঁ দেহ প্রেমধন ।
 গদাধরপণ্ডিত ঠাকুর শ্রীনিবাস ভক্তি দিঞা কর মোরে আপনার দাশ ।
 স্বরূপ জগদানন্দ প্রভু হরিন্দাস তোমা সভার পাদপদ্ম জন্মে জন্মে আশ ।
 শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন তোমা সভার পদধূলি মস্তকভূষণ ।

শ্রীকৃষ্ণগোসাঞি আর প্রভু সনাতন দৌহার পাদারবিন্দ আমার জীবন ।
 শ্রীগোপালভট্ট প্রভু ভট্টরঘুনাথ জন্ম জন্ম দৌহার দাসের হও দাস ।
 রঘুনাথদাসপদ হিয়ামাঝে ধরি শ্রীজীবগোসাঞির পাদপদ্মে নমস্করি ।
 শ্রীনিবাস আচাধ্য ঠাকুরমহাশয় তোমার পাদারবিন্দে করিএ বিনয় ।
 অনন্ত বৈষ্ণব সব করিল বন্দন নিজাভিষ্ট পদধূলি মন্তকভূষণ ।
 ইষ্টদেব স্বরণ করিলে ভক্তি মিলে মহাস্ত বৈষ্ণব স্থখি সর্বশাস্ত্রে বলে ।
 শ্রীকৃষ্ণগোসাঞির কথা অনন্ত অপার আপনে গৌরাঙ্গ কৈল শক্তির সঞ্চার ।
 রসামৃতসিদ্ধি নাম গ্রন্থ মহাস্বর রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা বিলাস প্রচুর ।
 অতি স্নেহাঢ্য কথা আছেয়ে লিখন অল্পমাত্র আশ্বাদ করিতে হয় মন ।
 চর্ষণ করিব তার চর্কিত প্রসাদ শ্রীকৃষ্ণগোসাঞি মোর ক্ষম অপরাধ ।
 গ্রন্থের আরম্ভে কৈল মঙ্গল ঘটনা বস্তুনির্দেশ কৃষ্ণচন্দ্রের বর্ণনা ।
 গ্রন্থের ১খ] প্রথম শ্লোক করিতে বিচার শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দে করি নমস্কার ।
 শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র দীপ্ত কলেবরে বৃন্দাবনে বাসস্থলী তাহার অন্তরে ।
 ষাটশ রসের মূর্তি নন্দের কুমার শাস্ত আর দাস্ত সখা বাৎসল্য শৃঙ্গার ।
 হাতাঙ্কিত বীর করুণ রৌদ্র বীভচ্ছ ভয় কৃষ্ণের বিলাস ইথে সর্বশাস্ত্রে কয় ।
 সর্বরস করস্থিত ত্রিভঙ্গস্থন্দর বৃন্দাবনে উদয় করয়ে নিরন্তর ।
 প্রসরণ অঙ্গের কান্তির ছটা দেখি বশীভূত হইলেন পানিতারা সখী ।
 আত্মসাধ করিলেন শ্রামা ললিতাবে রাধিকার প্রতিকর্ষা নন্দের কুমারে ।
 চন্দ্রপক্ষে এইমত আছেএ লিখন শ্রীজীবটীকার অর্থ অতি বিলক্ষণ ।
 ভক্তিহীন মুঞি অর্থ বৃষ্টিতে না পারি শ্রীকৃষ্ণউচ্ছিষ্ট মুখে আশ্বাদন করি ।
 অত্যন্ত নিগূঢ় অর্থ না পারি বৃষ্টিতে যথা তথা কহিমাাত্র আপনা শোধিতে ।
 রাধার প্রাণনাথ কৃষ্ণ অম্ব সর্বকাল সর্বোতকর্ষ পঞ্চশ্লোক পরম রসাল ।২ক]

শেষ,

[১৮ক এই ত প্রেমের কথা সংক্ষেপে কহিল অগ্ন গ্রন্থকথা হৈতে বহুত লেখিল ।

সাধ্য সাধনতত্ত্ব কহিবার তরে ভাবভক্তি প্রেমভক্তির কহিল বিচারে ।
 ইহার অবগে ভাব প্রেমভক্তি জানি শ্রীকৃষ্ণপাদারবিন্দ আজ্ঞা অহুমানি ।
 নিজকৃত নহে কিন্তু গ্রন্থের বচন কৃপা করি আশ্বাদ করিবে ভক্তগণ ।
 নিজাভীষ্ট চরণে করিয়ে বহু নতি কহিতে ই কথা মোর কিসের সক্তি ।
 দুই এক শ্লোকমাত্র করিল বিচার ভাবভক্তি প্রেমভক্তি সাধন আচার ।
 শ্রীকৃষ্ণচরণে বহু প্রণাম আচরি প্রেমভক্তিলাহরি কহিল যত্ন করি ।

কৃষ্ণভক্তি-বর্ণিবার গ্রন্থসকল। হুনিলে পরম হৃৎ পাইবে সর্বথা ।
 শ্রীশুকপাদারবিন্দ নিজ শিবে ধরি শ্রীরূপগোলাক্টির পাদপদ্মে নমস্করি ।
 বলিঞা সকল মহাত্মের পদধূলি রসময়দাস কহে কৃষ্ণভক্তিবরী ।
 ইতি শ্রীকৃষ্ণভক্তিবরী সমাপ্ত ।
 প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য সা-প-প ১৩, পৃ ১৬৯ ।

৩৪ সীতার বারমাস্তা

রচয়িতা কৃষ্ণিবাস

পুঁথিসংখ্যা ৬১ । পত্রসংখ্যা ১ । অখণ্ডিত । আকার ১৪"×১০" । লিপি আ.
 ১৭৫ বৎসর পূর্বের । শেষ,

পোষে প্রবল শীত বস্ত্র নাহি পাশ হিমালয়পর্বতে আস্তা দাক্ষণ বাতাস ।
 শীতে তনু ধরধর দন্তেদন্তে বাজে তিন দিবে তিন জন অগ্নি কর্যা মাঝে ।
 শীতেতে কাতর হঞা বসি দুইজন কাঠ ভাঙ্গিঞা আনেন আপনে
 নারায়ণ ॥১০॥ ধূয়া ॥

মাঘে মকরজাতী কর্ণাঙ্কি দুর্গতি সীতার কপালে লেখা সোনার মুগিটি ।
 মুগি খেদাড়িঞা গেলা শ্রীরামলক্ষণ সীতা হর্যা লঞা গেল পাপীঠ রাবণ ।
 সীতা হর্যা লঞা রাখে অশোকের বনে ছয় মাস মধ্যে দেখা নাঞী পক্ষ
 পক্ষি সনে ॥১১॥ ধূয়া ॥

ফাল্গুনে দুগুণ দুখ সীতার অন্তরে রঞা রঞা পড়ে মনে অজ্ঞানগরে ।
 রঞা রঞা পড়ে মনে কোশল্যা শান্তুড়ী চকল হইল মন রহিতে না পারি ।
 বারমাসে তের পদ নেহ ত গুনিঞা, এত দুখ পাল্যে সীতা বনবাসে জেঞা ॥১২॥
 বার মাসের দুখ সীতা কহে সখিপাশ সীতার বারমাস্তা গান পণ্ডিত
 কীৰ্ত্তিবাস ॥ইতি

৩৫ কবিরাজী পাতড়া

গ্রন্থকার অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৬৫ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৫২ । স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে ।
 কীটমট । আকার ৭"×২½" । লিপিকাল শকাব্দা ১৭৫৪, আগ্রহবাসীশ ঠাকুরদেব
 ঘরের গ্রন্থ দৃষ্টে নকল । নমুনা,

কুক্কর কামড় ভাল হয় তাহার ঘোষণা । আকস্মিক আসাড়িয়া শোকা ৭ সাতটী

বাটীয়া খাইলে কুঃকুর কামড় ভাল হয়। ঘোড়ার নারি কাল্যাণ্ড দুই পনে বাটীয়া খাণ্ডাবেক। কুঃকুর কামড় ভাল হয়। আকড়ের সিকড় বাটীয়া উষ ঘুতের সহিত পান করিবেক তবে উষ ঘুত মাখিবেক তবে কুঃকুর ও ঝিঝালে কাটিলে ভাল হয়। ৩ক, ৪]

জন্মকাসের ঔষদ ॥ মরিচ গুড়্যা বয়ড়া গুড় কটু তৈল এসাং প্রতি ৫ এক তোলা বড়ি করিয়া সাত রোজ খাইলে স্নেহকাস সেত সেত কোকিলা কেরপোঁজ ছাগ-দুধের সতিত গুলিঞা মধুপরিধ দিঞা খাইলে জন্মকাস বোচে ॥ বাসকপত্র চিনি দিঞা পান করিলে রক্তকাস বোচে ॥৮॥ ২খ]

হারিস মন্ত্র ॥ হারিসের মন্ত্র এবং ঔষদ ॥

সাকরজর সংকরচরিতে জে শুনএ এহ চরিতে তাকর না হয় হারিসে ।

গুজ্জি হারিষ অস্ত হারিষ দস্ত হারিষ নাক হারিষ জুর্ভ । হারিষ

জে জানএ এই চরিতে তাকর বংশে না হয় হারিষে

জানিঞা জে না কয় গোঃহত্যা ব্রহ্মহত্যার পাতকি হয় ।

দো [হা]ই সদাসিবেয় ॥

৩৬ সভ্যগীর-পাঁচালী

রচয়িতা ফকিররাম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৬৭। লিপিকাল সন ১২০৮ সাল, তাং ১৫ বৈশাখ, সোমবার, বেলা দুই প্রহরের মধ্যে সমাপ্ত। লিপিকর বক্র...ব সর্মা, সাং স্বরুল। ঋণ্ডিত। পত্র-সংখ্যা ২২। আকার ১৪"×৫"। জোঁর্ণ ও কৌটদষ্ট। ভনিতা, [২১খ] বনিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিয়া অশদি ছন্দ রচিত ভিশক ফকিররাম। [৪খ] দৈবকৌন্দলন বলে আসিয়া বটের তলে দ্বিজববে বলেন ফকির। [১৩ক] পীরের কৌর্ন্তনে ফকিররামে ভনে রামপদ-সরসিজে। [১৬খ] ফুকের ফকির ফকির ছলে, কবিরাজ ফকির কবিত্ত বলে। [৩ক] ফকিররাম কবিরাজে কয়, আজু বড় দেখি মদলময়। [১১ক] কবিরাজে কৈল কন্তা এক হইল পূর্ণ শশধরপার। প্রসঙ্গতঃ পুঁথি স ৩৫১ ও সা-প-প ৪, পৃ ৩৪০, ৭৬ ব্রষ্টব্য। [৬ক বর্ষাকালে বিষ্টী আমার গায় পড়ে ধারা ঘরমে সোকর গরেশকৌ আসমান

কী তারা ।

বসিতে তিলক ঠাঞী নাই একোন ওকোন বুলি মেবো ঘরমে সাতার বহে
পেট পিয়া হান্ধুলা ।

দুয়ার বাটে জল জান জে শুনিতে বিসম লাড়। ঘোচ করকে মাছ পাঁকড়ে
ঘড়মে ঘেঁকে লাড়া ।

জল খরিলে স্ত্রীপুরুষে খোলায় করে সেচি

হাম দরোজে সাঙ্গড়া জোড়ে

সিউনি পিছাপিছি।

[৭ক] দুঃখ হুনি দেজের দেওয়ানে দম্মা লাগে কৃপা করি কহেন কালাল বিপ্রভাগে।
তেরে তাপতা কহি বিদরে মেরো বুক তও হাম ফকীর সঙরে তোর দুখ।
দোয়াগির দেওয়ান দিজেরে কহে পুন এক বাত বাতাঙ মেরে বাত হুন।
সত্যপির সাহেব আউল্যাজিকে পুজ সব দুখ জাএগা মেরে বাত বুঝ। ৭ক]

[৭খ] প্রচারিয়া পূজার পত্তন জথাবিধি বিবরিয়া ব্রাহ্মনে বলেন দয়ানিধি।
তোম জো শৌ মোকাম করগে তওটাম তেশহি চলগা বাবা হুনিয়া তামাম।
দিজ বলে দেওয়ান উত্তম কহ তুমি জবনের দেবতা পূজিব কেন আমি।
সব জাইয়া কেবল আছেন মাত্র জাতি তাও পারা মজাবে এমন দেখি ভাতি।
কাহে বাওয়া কেসুরে জাওগে তেরা জাত রামচেলা হোকে তোম এছা কহ
বাত।

দেখ জাকে পুরান কোরান দেখ জেই রাম শোই রহিম দোনোই এক।

তেরে দিল একিদা শাহেব তোর নাম রাম আওর কেশন বেশন সাব হাম। ৭খ]

[৮ক] কি বলিলে ফকির আবার দেখি কও হাম রাম রহিম দোনহ তোম হোও।
দেখাও আগে মুরতি তবে জাই এতবার ওরে আও ব্রাহ্মন হইও খবরদার।
এত বলি ঠাকুর হইলা চতুর্ভূজ চারি হাতে শোভে সংস্কারগদামবুজ।
আরোহন গরুড়ে গলায় বনমালা চারিদিগ রূপে[র] কিরণে হইল আলা।
দিজন্তম নয়ান ভরিয়া রূপ দেখে চিত্রকর চিত্রের পুতলি জেন লেখে।
মূর্ছা হইয়া ব্রাহ্মন পড়িলা সেইখানে অদর্শনে ঠাকুর গেলেন নিজস্থানে।

শেষ,

[২০ক] পিরের পুস্তক হইল সায।

তব পদে আরজ করিয়ে সত্যপির বিপ্রবর্গে পাইয়া হইবা দোয়াগির।

[পূত্র] কত্যায়ে বাটীবে অতিরত পাত্রমিত্র সিকদার ওজার আদি জত।

মণ্ডল মুখ্যাগনের মঙ্গল চিন্তয়নে ২০ক] ... প্রহরি প্রভৃতি প্রজাগনে।

নায়েকর কল্যান করিহ... তাঁর সিদ্ধ করা মনের বাসনা প্রভু জার।

কথকের রহ পরিপূর্ণ দয়াময় দাসের দুষ্টের দর্পচূর্ণ।

য়েই সত্যপিরের কথা হয় জেইখানে সাংজাত... ... হব সেইস্থানে।

সত্যপিরে সঙরি সমরে জায় জে সুরাসুর সমুহে সজ্জিত হয় সে।

জপ করি জে নাম জায় শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্টিএ দেখিতে নাহি পার।

কাকবন্ধা জন্মবন্ধা মৃতবন্ধা নারি ধনপুত্রে লক্ষিতে গাড়ি ।
কবিমুখে কত না কহিব ফলস্বতি হরি বল সবাই সমাপ্ত হইল পুঁথি ॥ ২৩খ]

৩৭ বৈষ্ণবমঙ্গল

গ্রন্থকার ভরতপণ্ডিত

পুঁথিসংখ্যা ৬২ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৩-৪৭ । আকার ১৪"×৪২" । লিপি
আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের । দ্রষ্টব্য প্রতিলিপি গ্. ৫০০১ ; সা-প-প ৪, পৃ ৩২২ ; বাঙ্গালা
সাহিত্যের ইতিহাস ১খ, ২ সং, পৃ ১০৩০ ।

নমুনা ও ভনিতা,

[২২খ সকল তীর্থের জলে স্নান আচরিয়া মৃত্তিকা পাষণ আদি প্রতিমা পূজিয়া ।
শরীর শুধিআ পরকালে শুদ্ধি পাই বৈষ্ণবদর্শনে মহাপাতক এড়াই ।
ভক্তবৎসল হরি স্বস্থান তেজিয়া ভক্তর পশ্চাত বুলে ভাবে বসাইয়া ।
বৎসকের পাছু জেন ধায়ে ধোয়গণ তেনমত ভক্তর পশ্চাত নারায়ণ ।
হেনক বৈষ্ণবে ভক্তি সংসারে প্রধান করতলে মুক্তিপদ ইথে নাহি আন ।
বিষ্ণুভক্ত জনের মহিমা তোরে কহি সংক্ষেপে তাহার কথা শুন ছাত্র ভাই ।
চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমলে ভরতপণ্ডিত বলে বৈষ্ণবমঙ্গলে ॥

৩৮ রাধাকৃষ্ণবিলাস

গ্রন্থকার ভবানীদাস ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ৭৮ । দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড । লিপিকাল সন ১১২২ সাল ; শকাব্দ
১৭০৭ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১৬ । আকার ১৩"×৫" । দ্রষ্টব্য সা-প-প ৮,
পৃ ৩৮-৩৯ ; আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ ফাল্গুন, ১৩৪৬ সাল । আরম্ভ, ১/৭ শ্রীহরিরূপ
সহায় ॥ শ্রীগচিনন্দনঃ । তত্রৈব গঙ্গা জমুনা চ তত্র । সর্সানি জীর্খানি বসন্তি তত্র
জত্রাচ্যুতাদার কথাপ্রসঙ্গ ॥ সরস্বতিচরণ]স্বরূপঃ ॥

তাহার উদ্দেশে আমি কহিয়ে বিশেষে নারায়ণস্বরূপ ব্যাস মহাকবি লাসে (?) ।
আগে চণ্ডিদেবী বন্দো পাকে দিনরবি
বধুনায়ে মহাকাব্য কবি কালিদাস আগে পার্কীতী বন্দো মহাদেব পশ্চাৎ ।
জয়দেবপুস্তক দেখহ সাক্ষাতে আগে রাধা বন্দিব মাধব পছাতে ।
আগম পূরণ বেদ বৃধমু[র্]খ শুনি সেই অমুসারে রচিল দাস ভবানী ।
পাতগুলিবালী ঘোষ ভবানী অবোধা জনক জাদবানন্দ জননী জশোদা ।

ভাত্রবাল কৃষ্ণক নন্দউৎস[ব] দিনে বিপ্ররূপে আজ্ঞা প্রভু করিল আপনে ।
 তাহার আজ্ঞাএ দানখণ্ডনৌকাখণ্ড করি হৃদাসিদ্ধ মাঝে জেন আনন্দ হঞা হরি ।
 বিপ্রবৃদ্ধি জত গুরু পদ করি আশ ভবানিদাস কহে রাধাকৃষ্ণর বিলাস ।
 দানখণ্ডনৌকাখণ্ড কবিত্ব রচিত শ্রীভাগবৎ কথা শুনহ নিভৃত । ১৫]
 ভনিতা,
 ভবানীদাস বলে দানখণ্ড পূর্বখণ্ড রাধাকৃষ্ণ পরিহাস্ত অমৃতের ভাণ্ড । ইতি
 দানখণ্ড সমাপ্ত ॥ নৌকাখণ্ড আরম্ভ ॥ ১২ক] ;
 দানখণ্ড নৌকাখণ্ড রচিল ভবানীদাস জে জনা শুনএ তার গোলোকে হয় বাস ।
 ইতি দানখণ্ড নৌকাখণ্ড সমাপ্ত ॥ ১৬খ]

৩২ অর্থযুক্ত চাণক্য শত অষ্টোত্ত[র] শ্লোক

অনুবাদক অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৭২ । অগমাপ্ত (?) । পত্রসংখ্যা ১০ । আকার ১৪" X ৫" । লিপি
 আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের । আরম্ভ, / ৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ॥ চাণক্যশ্লোক লিখ্যতে অর্থযুক্তাঃ ॥
 নানা শাস্ত্রো কৃতং বক্ষ্যে রাজোনিতি সমুচ্চয়ং, সর্বং বিজয়িদং শাস্ত্রং চাণক্যঃ সার
 সংগ্রহং ॥১॥ অথ নানা পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে আনিত অথচ উৎকৃষ্ট সংগ্রহ এবং
 রাজাদীপের সকল গতি এবং সকলের বিজয়রূপ জে চাণক্য তাহা আমি বলিব ॥১॥
 শ্লোক ॥ মূলসূত্র প্রবক্ষ্যামৌ চাণক্যেন জথোদিতং, যেন বিজ্ঞান মাত্রেণ মোর্খৌ ভবতি
 পণ্ডিত ॥২॥ অর্থ ॥ চাণক্যপণ্ডিত জেমন মূলসূত্র কহিঞাছেন তেমন আমি কহিব
 জাহা জানিবারাত্রি তেহ মূর্খ জে মনস্তা তিনি পণ্ডিত হএন ॥২॥ শ্লোক ॥ পঠ পুত্র
 সদা নিত্যং অক্ষরং হরয়েৎ কুরু, সদেশে পূজ্যতে রাজা বিজ্ঞানি সর্বত্র পূজ্যতে ॥৩॥
 অর্থ ॥ পুত্রকে সর্বদা পাঠ করং এবং নিত করাদি বর্ণ মনে কর জে হেতুক রাজা
 তাহারা আপন দেশে পূজিত হন কিন্তু বিজ্ঞানি সর্বস্থানে পূজিতা হএন ॥৩॥ শ্লোক ॥
 কামধেনুসমা বিজ্ঞা অকালে ফলদাইকা, বিদেশে সদৃশি মাতা বিজ্ঞারত্ন মহাদনং ॥৪॥
 অর্থ ॥ কামধেনুতুল্যা জে বিজ্ঞা তিনি অকালে ফল দেন এবং বিদেশে মাতার সমান
 হন এই হেতুক বিজ্ঞাকে মহারত্ন ধন বলেন ॥৪॥ ১৫]

৥ শ্লোক ॥ অর্থনাশ মনস্তাপং গৃহে দুঃস্বপ্নানি চ, পণ্ডেনাকাপমানক মতিমাহু ন
 প্রকাশয়েৎ ॥ ১০৮ ॥ অর্থনাশ ও মনদুঃখ আর গৃহের জে মনাকর্ষ এবং নিদ্রা ও
 অপমান এই সকল বুদ্ধিমান যে ব্যক্তি সে কখন প্রকাশ করিবে না ॥ ১০৮ ॥ অষ্টোত্তার-
 সত শ্লোক অর্থযুক্তসমাপ্ত ॥ ১০৮ ॥ উপশ্লোক ॥ দ্বাদ্ধ শীঘ্রি অয়সেব লক্ষ্যনয়ন খা-

দন্তি ফলং হি বিক্যা পয়ষটাং কিং ফলমুত্ত সস্তা পয়স্পকারয় সতা বিভূতি ॥১॥
 হুজন সজনিকতু জত্রে নাপী নস্ত তেজ নৌকান্তন সংসক্তা রক্তং পীবন্তি নামৃতং ॥ ২ ॥
 অহংবহুমিত্রস্ত দ্বিধ্যগ্রীব খরন্তখাত্রকোন কুংকুর্ষট্চব গড়েতে গায় কোতুসা ॥৩॥ এ-
 কেহুতপা চিতা স্বর্গ গড়তি এএ নিরাস্তরং ধন্তা সাধু খরনিদেবি কিং ন জাতি রসাতলং ॥৪॥
 ১৩খ] অসমাপ্ত ? ।

৪০ সাধ্যাপ্রেমচন্দ্রিকা

নিবন্ধকার নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৮২ । লিপিকর পঞ্চানন আস দাসস্ত দাস, সাং বড়চাতুরি । লিপিকাল
 শকাব্দা ১৭৫৫, সন ১২৪০ সাল, তারিখ ৩ অগ্রহায়ণ, বোজ রবিবার, শুক্লপদ ॥
 অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৬ । আকার ১০২" X ৫" । আরম্ভ, ৭শ্রীশ্রীধারকৃষ্ণচরণ
 সহায় ॥ অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং, তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে
 নমঃ ॥

- [১খ শ্রীধারকৃষ্ণ প্রাপণতি জীবনে মরণে শ্রীগুরু হইতে ভাই পাই সর্বজনে ।
 এমন দয়ার সিদ্ধ শ্রীগুরুগোসাঞি জাহার কৃপায় মুঞি হেন ধন পাই ।
 প্রথমে মন্ত্ররূপা করি কুল উদ্ধারিল অন্ধকার ঘুচাইঞা মাশিক বাগাইল ।
 তারপর কর্ণনা বিস্তার করিঞা বর্ণাশ্রম কৈল দূর দাসাখ্যান দিঞা ।
 সাধক পাইল তবে দাস নাম ধরি তৎপর খুইল নাম সিদ্ধমঞ্জরী ।
 সাধ্যের সিধ্যের জত কারণ করণা সংক্ষেপে কহিব কথা হুন সর্বজন ।
- [২খ সদা অমুগার আর ভাবনা করিঞা সরস চাতুরি আর আত্মা নিবেদিঞা ।
 জেষ্ঠ তাঁরে ভাবনা করে সেই লাভ হয় জাহারে দেখিলে চমৎকার জনময় ।
 ইহার প্রমাণ দেখ আছে কুমারিয়া মাটির ঘরে কিছা মারি রাখএ মুনিঞা ।
 পূর্ব জন্ম ছাড়িঞা চমৎকার জন্ম হয় জেমং দেখি তেমং সাক্ষাতে জানয় ।
 এতেক জানিঞা ভাই ভজনে কর মন ভজনে সকল সিদ্ধি জানিয়া কারণ ।
 ত্রিধামত কর ভজন ত্রিধামত দৃষ্টি আপন স্বভাব লইয়া একমত প্রাপ্তি ।
 গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনেতে সাধিব তিনে একতা করিলে এক আত্মা হইব ।
 আর কোন জন দেখহ না পাই কৃষ্ণেরে আত্মা সঙ্কে কৃষ্ণচন্দ্র মিলেন তাহারে ।
 কৃষ্ণসঙ্গ গুরু জানিবা কারণ গুরু আত্মা বৈষ্ণব করিবে ভাবন ।
 আত্মা ছাড়িঞা শরীর জিববা কেমনে শরীর নহিলে আত্মা রহিব কেমনে ।
 অস্ত্রএব এই তিনের সাধনের গতি পথ হইতে নীর জেন পন্থা বাড়ে নিতি ।

[৩ক গোপীবল্লভ দাস মনে আর নাহি আশ
রাধাকৃষ্ণ সদাই ধ্যান
নাহি করোঁ জ্ঞানকর্ম নানাবিধি বেদ ৩ক] ধর্ম
রাধাকৃষ্ণ পরাণের পরাণ ॥

॥ মঙ্গল গুঞ্জরি রাগ ॥

প্রাণ হরি হরি হেন দশা হইব আমার ।
হুহ মুখ নিরশিব হুহ অঙ্গ পরশিব
সেবন করিব-হুহাকার । ইত্যাদি

অতএব সাধুসঙ্গ ভজনের মূল অস্ত্রা স্বতন্ত্র কাম সব কর দূর ।
ভক্তিতে সাধনে হয় প্রেম লতাভক্তি সদাই আনন্দ তার প্রেমের পিরিতি ।
সদা নাম গুণ গান করহ ভাবেতে গুরুমন্ত্র আশ্রমন্ত্র জপহ যুঁতাতে ।
সেইসব অল্পসঙ্গে মন ঘটাইঞা এসব প্রেমের কথায় বেড়াএ কান্দিঞা ।
সভারে করিব ভাই প্রেম দিঞা বন্দী ভক্ত রাখ আপনা দিঞা প্রেমভক্তি ।
শুন রে সুবুদ্ধি তাই ভক্তসঙ্গগুণ কতেক উদয় হয় না হয় বিগুণ ।
সার চন্দন বস্ত্র আছিল জেই ঠাঞী সেয়ড়া নায়েন্তে বৃক্ষ আছিল তথাই ।
সঙ্গগুণ সৌরভাতে স্নগন্ধ ধরিল এইমতে সাধুসঙ্গ জানহ সকল ।
জেই সঙ্গ ৩খ] জেই করে সেই সঙ্গ ধরে অনন্ততা লইলে দেখহ বিচারে ॥

[৪ক ॥ জথারাগ ॥

হরি হরি আর কি এমন দশা হব
এ ভব সং৪ক]সার তেজি পরম আনন্দে মজি
কবে আর ব্রজভূমে জাব । ইত্যাদি

[৪খ অতএব জ্ঞান সার সদাই দস্তভাব সদাই করহ মনে প্রেমের প্রভাব ।
প্রেমভাব ভক্তি বিনে নাহিক সুসার এই তিন আশ্বাদিতে সাধক সিদ্ধ আর ।
প্রেমকথা জ্ঞান মধু বৈরী হয় কোণে মধু পাইলে জেন শিগীলা ঐ নাশে ।
ভক্তি জানিঞা সেই পাএ ঐরিতাকে অমনি নাশয়ে ভক্তি কটু হইলে চিত্তে ।
পূরব ধন জন ভাবের অভিপ্রায় অলঙ্কিত প্রভাব জেন লক্ষি ছাড়ি জায় ।
সেহ সে উত্তম সাধু আনিহ নিশ্চয়
প্রকট প্রকৃতি দুই করে হৃদিবাল সংপ্রকটাক্তি প্রকট নাহি ছাড়ে পাশ ।

আপনা ঐশ্বর্য স্বভাব প্রকৃতি জেমন জানিবা, তিন আপ্তভাব হইলে ঐমনি পাইবা ।
 সাধন করিবে অবৈ প্রাপ্তি সেই হয় সাধিবা করিলে ভক্তি সাধক নিশ্চয় ।
 সাধকের নাম প্রাপ্তি দেখহ বিচারে ধনসাধ্য করিলে জেন নানা জবাব পরে ।
 এমনি সাধনমূল করিতে পারিলে প্রেমভাব ভক্তিসাধন স্বভাব ধরিলে ।
 সেই পাবে রাধাকৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় এমতি সাধন করে হইয়া নিশ্চয় ॥

[৫ক হরি হরি হেন দশা আমার কবে হবে
 ছাড়িঞা প্রকটদেহ হইব প্রকৃতিদেহ দুহ অঙ্গে চন্দন দিব কবে ।

[৬ক কবে এমন দশা হবে সঙ্গ পাইমু
 বৃন্দাবনে ফুল পাঁখি দুহারে পরাইমু ।
 শেষ ও ভনিতা,

[৬খ কারু বোলে না তুলিহ সদাই খেআন রাধাকৃষ্ণ আন ভাই পরাণের পরাণ ।
 গভীর শীতল হইআ করহ ভজন আপন স্বভাবে কর সাধ্য সাধন ।
 প্রভু মোরে করোঁ দআ রসভক্তি দিঞা, ভালোঁ করোঁ সদা করনা দিব ছাড়িঞা ।
 স্মরণ মনন এই জান দড় চিত্তে গোপনীয় ভাব ভাই রাখিহ মনেতে ।
 শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম মনে করি আস সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা কহে নরোত্তমদাস ॥
 ইতি শ্রীসাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥
 সর্বশেষে এই পদটি আছে,

[৬খ গোষ্ঠে বে চলিলা ষড়মণি দিঞা শিখা মুরলীর সানি (রামদাস) ॥

৪১ হরিনামার্থ

রচয়িতা রাধাবল্লভদাস

পুঁথিসংখ্যা ৮৪ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৪"×৫" । লিপি আ.
 ১৭৫ বৎসর আগের । আরম্ভ,

[১ক /৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ধ্যান ॥ ত্রিভঙ্গভঙ্গিমারূপ বেহুবাগুরুপল্লবং গোপিমগুল-
 মধ্যস্থঃ শ্ৰীভীতে শ্রীন্দ্রের নন্দনঃ ॥ ইতি ॥ হরিনামে[র] ধ্যানঃ ॥ ইতি ॥ ইতি নামের ধ্যান ॥
 একদা কৃষ্ণবিরহাৎ ধ্যায়ন্তি প্রিয়সঙ্গম মনব্যাক্ষা নিরাসাং জল্পন্তি নিঃস্বাহমুহ ॥ অর্থ ॥

এককালে রাধাকৃষ্ণ বিরহে ব্যাকুল। প্রিয়সঙ্গ ধ্যান করি কহিতে লাগিলা ।
 মনের উৎসাহ সব নিরাসের তরে হরিনাম মহামন্ত্র অপে নিরন্তরে ।
 সখোদনে স্তন নাম উচ্চারণ করি পূর্ণ অভিলাষে কহি নামের মাধুরী ।
 অষ্ট হরের নাম আর চারি কৃষ্ণনাম চারি রামনাম জাতে পূর্ণ সর্ব কাম ॥

শেষ,

সংক্ষেপেত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় হরিনামবস্ত্রদীপিকা করিল নির্ণয় ।
হরিনামবস্ত্র কহে রাধাবল্লভদাস বৈষ্ণবের আজায় পআর করিল প্রকাশ ॥ ইতি
নামার্থদীপিকা পআর বর্ণনঃ সংপূর্ণ ॥১॥ ইতি হরিনামের নির্ণয় ॥ ১খ]

৪২. আশ্রয়নির্ণয়

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৮৫ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৫ । আকার ১০"×৪" । লিপি আ. ১৭০
বৎসর আগের । আরম্ভ, ৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ অথ আশ্রয়নির্ণয় ॥

আশ্রয় পঞ্চপ্রকার । কি কি পঞ্চ প্রকার । নাম আশ্রয় ১ ॥ মন্ত্র আশ্রয় ২ ॥
ভাব আশ্রয় ৩ ॥ প্রেম আশ্রয় ৪ ॥ রস আশ্রয় ৫ ॥ এই ত পঞ্চপ্রকার । তথাহি
রসভক্তিচন্দ্রিকায়াং ॥ আশ্রয়ের কথা কহি করি নিবেদন, জেমতে আশ্রয় [হয়] শুন
শ্রোতাগণ । এই ত আশ্রয় হয় পঞ্চপ্রকার, ক্রমে ক্রমে কহি কিছু করিঞা বিস্তার ॥ ১খ]
শেষ,

[৫খ শ্রীকৃষ্ণের রতি সোল কলা ॥ লোভ সাধুসঙ্গ ৮০ ভজনক্রিয়া । ০ অনর্থনিবৃত্ত
। ৮০ নিষ্ঠা ॥ ০ রুচি ॥ ৮০ আসক্তি ৮০ ভাব ৮০ প্রেম ১৮০ ॥ কামগাত্রি মন্ত্র হএন কৃষ্ণের
স্বরূপ, সাড়ে চব্বিষ যক্ষর তার হয় । সেই যক্ষর চন্দ্র হয় কৃষ্ণে করে উদয়, ত্রিভুগত
কৃষ্ণ করিলা কামময় ॥ সাড়ে চব্বিষ চন্দ্র যজ্ঞে ॥

চরণ ১০	কামবিজে	পদ্য যষ্ট দোহার	শ্রীমতির হার	মালা
হস্ত ১০	চরণ ১০	চরণপদ্য ২	রত্নহার ১	বনোমালা ১
মুখচন্দ্র ১	হস্ত ১০	হস্তপদ্য ২	মুক্তহার ১	বৈজন্তিমালা ১
গণ্ডস্থল ২	মুখপদ্য ১	মুখপদ্য ১	কাঞ্চনহার ১	মুক্তমালা ১
ললাট ১	গণ্ডস্থল ২	নেত্রপদ্য ২	৩	৩
যক্ষরেখা ॥০	ললাট ১	নাভিপদ্য ১		
২৪ ॥০	সিন্দূর ১	৮		

অক্ষরেখা ॥০

৪০ মনুস্মৃত্তসারাবলী

গ্রন্থকার রাধাদাস

পুঁথিসংখ্যা ৮৬। লিপিকাল ১২৪৮ সাল, তারিখ ২ ভাদ্র। লিপিকর বিশ্বস্তর দে, সাং সোনাপটি, গ্রামবাজার। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১১। আকার ১৪" X ৫"। আরম্ভ, ৭ শ্রীশ্রীবাধাকৃষ্ণঃ ॥ অথ মনুস্মৃত্তসারাবলি গ্রন্থ লিখতে ॥ তথাহি ॥ বন্দে গুরুন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্য মাহুষং বিগ্রহং। সদানন্দ স্মৃতির হৃদয়ং দীপ্তদিন্দু বরাহং। শ্রীমৎ-ব্রাহ্মসহস্রদিত্যো পুষ্পবন্তো স্বরূপং। সর্বং ভূতানি নিবিড় তিমিরৌ নাশং চমৎকারো-কারি ॥ ইতি ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ জগত বাঙ্কিলা দোহে দিএ প্রেমফাঁন্দ।
 জয় জয় অধৈত আচার্য্য সীতানাথ কৃষ্ণ অবতারি জেহঁ তারিলা জগত।
 জয় রূপ সনাতন বড় কৃপাবান ভক্তিশাস্ত্র করি জীবগণে কৈল জ্ঞাপ।
 জয় জয় রঘুনাথ ভট্টমহাশয় পরম কৃপালু তেহ বড় [দয়া]ময়।
 জয় শ্রীজীব গোপালভট্ট কৃপাবান চরণে শরণ নিত্য কর পরিজ্ঞাপ।
 জয় রঘুনাথদাস বৈরাগ্যের সীমা অতি দীনহীন জনে করহ করুণা।
 জয় প্রভু রাধামোহন পতিতপাবন স্বগুণে তারহ প্রভু দেখি দীনজন।
 জয় জয় রূপদাস দয়ার সমুদ্র নিজগুণে কৃপা কৈলা দেখি কীট ক্ষুদ্র।
 জয় স্বরূপ গোসাঞী মোর প্রাণবন্ধু অদ্ভুত দয়ালু প্রভু করুণার সিদ্ধ।
 মো হেন পতিতে প্রভু না করিলা ঘেনা দীনহীন পাতকীরে অধিক করুণা।
 জয় শব্দে বন্দি গৌরভক্ত সভাকারে অপরাধ ক্ষেমি সতে কৃপা কর মোরে।
 গৌরভক্তগণ বড় করুণাসাগর অতি কৃপাবান সতে দীনের উপর। ১খ]

[২ক গৌরভক্ত হএছেন হবেন জত জত দস্তে তুণ ধরি বন্দি হইএ প্রণত।
 অতঃপর লেখি তিন মাহুষের তত্ত্ব স্বতঃসিদ্ধ সংস্কারী আর অজ নিত্য।
 ইথিমধ্যে আশ্চর্য্য মাধুর্য্যের বিচার বুঝহ সকল লোক করি সারোদ্ধার।
 অধোনিগম্ববা মাহুষ জতেক অমর সংস্কারী মাহুষ জতেক আছে নর।
 স্বতঃসিদ্ধ মাহুষ একা চৈতন্যগোসাঞী তাহা বিনে প্রেম দিতে আর কেহ নাই।
 নিত্যানন্দ চৈতন্য দোহেই একদা উদ্ভিত প্রেমবন্তায় দোহেই ভাগাইল্যা জগত।
 সহজ মাহুষ মোর বৃন্দাবননাথ কৃষ্ণকীড়া করে নিতি গোপীকার সাধ।
 সেই প্রভু অবতীর্ণ হৈল্যা কলিকালে জিজগত ভাগাইল্যা প্রেমবন্তাজলে।
 রসরাজ রসিকশেখর গৌরচন্দ্র জগত বাঙ্কিলা জেহো দিএ প্রেমফাঁন্দ।

বিদগ্ধ শেখর নাগর সে সৎচিদানন্দময় স্বতঃসিদ্ধ মাহুঘ তেহু জানিহ নিশ্চয় ।
 বৃন্দাবননাথ তেহু গোপিনন্দচোরা প্রেমরসে খেলে সদা রসের ভ্রমরা ॥
 [৬ক] প্রপঞ্চাদি কুটী নাটী কিছু নাহি রাখে রাগেতে আত্মিক চিত্ত সদানন্দ থাকে ।
 স্বাভাবিক থাকে সদা গর গর মন রত্নসিদ্ধ করি করে সামাগ্রকরণ ।
 কিছু কঁন্দ নাহি করে স্বাভাবিক বিনে স্বাভাবিক জন তারে কহে বুধগণে ।
 সাধক সিদ্ধ হয় পুন সেই মহুঘোতে সিদ্ধত্ব প্রকাশে রতি সাধিতে সাধিতে ।
 বিজ্ঞান শরীরে কাম রতিসাধ্য করে রত্নসিদ্ধ হইলে জায় বিরজার পারে ।
 বিরজার পারে হয় নিতাবৃন্দাবন অখণ্ডমণ্ডল ভূমি সে নিত্যভূবন ।
 সেই স্থানে সদা বাস করে সিদ্ধ হইলে মাহুঘসাধন এই মহাজনে বলে ।
 [১১খ] ফলকূলে পূর্ণ সেই বন চমৎকার রসি[ক]শেখর তাহে কয়েন বেহার ।
 নব বৃন্দাবনধাম নিত্য সে আনন্দ নিত্য আনন্দরস সুপ্রভা জাথে হয় ।
 নিত্যরূপা তরুণী বিলসে কৃষ্ণসনে কোকিল মউর নিত্যরূপা বৃন্দাবনে ।
 তমালশু স্বক্করূপে বিপিনবেষ্টিতা বৃন্দাবিপিন হয় জে অতি প্রফুল্লিতা ।
 ষড় ঋতুগুণ তাথে অতি দীপ্তমান মহুঘভূবন এই সর্বোপরি ধাম ।
 ভূবি বৃন্দাবন নাম সৌন্দর্যের সীমা প্রেমোতে পূর্ণিত নাম অতি মনোরমা ।
 স্বতঃসিদ্ধ মানবলোকা বিহরে তাহাতে স্বপ্নে কামজ্ঞাতা করে নানামতে ।
 স্বতঃসিদ্ধ মাহুঘ সে রাধাকৃষ্ণ হয় ভূবি বৃন্দাবনে দৌহে সদা বিলসয় ॥
 তথাহি রসভক্তিদীপিকায়্যং ॥ শ্রীকৃপ বাক্যং ॥
 এহেন মাহুঘধাম পায় এ সাধনে রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় পিরিতিসাধনে ।
 পিরিতিসাধনে হয় বৃন্দাবনপ্রাপ্তি সত্য সত্য এই কথা নহে অল্প ভাঁতি ।
 শিক্ষাগুরু গত হএ সাধএ সাধনে এই কথা ফুকারিয়া কহে মহাজনে ।
 শ্রীকৃপস্বরূপপদে সদা করি আশ মহুঘতত্ত্বসারাবলি কহে রাধাদাস ॥
 ইতি মহুঘতত্ত্বসারাবলি গ্রন্থ সংপূর্ণং ॥ শ্রী ॥

৪৪ বৃন্দাবনপরিক্রমা

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৮৮ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১০২" X ৫" । লিপি আ.
 ১৭৫ বৎসর পূর্বের । দ্রষ্টব্য সা-প-প ৫, পৃ ২০৩ । আরম্ভ, ৭শ্রীকৃষ্ণ ॥ শ্রীবৃন্দাবন-
 পরিক্রমা লিখ্যতে ॥ দ্বাদশবন নির্ণয় ॥ শ্রীবৃন্দাবন জন্মকা লোকং স্থানন্ত মনিসত্ত-
 পেন নানারত্ন নিম্নিতং ইত্যাদি । .. ইতি ॥ শ্রীবৃন্দাবনপরিক্রমা ॥

বায়ব্য হইতে জমুনা আইলা বৃন্দাবনে, শ্রীবৃন্দাবন প্রদক্ষিণ করি মধুরা প্রদক্ষিণে ।
 প্ৰোকুল প্রদক্ষিণ করি গেলা পূর্বমুখে পৈরাগে পক্ষার সঙ্গে খেলা হুহু হুবে ।
 শ্রীবৃন্দাবনের বায়ব্য কোনে ভ্রুবন অষ্ট ক্রোশ জমুনাগার বিচিত্র কানন ।
 নানা পক্ষ নানা লতা জমুনার ধার তাহে গোচারণ কৃষ্ণ করেন আপার ।
 শ্রীবৃন্দাবনের উত্তর জমুনাগার শ্রীবন নানা পক্ষ নানা লতা বিচিত্র কানন ।
 বহুত শ্রীফল তাহে কৃষ্ণ করেন পান শ্রীফলের লোভে কৃষ্ণ গোচারণে জান ।
 শ্রীবৃন্দাবনে নৈরিত কোনে লোহবন নানা পক্ষ্য [অন্তঃপর খণ্ডিত]
 স্বতন্ত্র একটি পত্রে (আকার ৮½" × ৪½") এই পদ দুইটি আছে,
 (ক) কি করে তিলকে লগাট ঝলকে কি করে কপিনডোরে (লোচনদাস)
 (খ) হেঁট পিরিতি জে জনা করে (লোচনদাস)

৪৫ দেবীর সঙ্ঘপর্য্য

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৪। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ২" × ৩½"। লিপি আঃ
 ১৫০ বৎসর আগের। নমুনা,

[৮ক দেবীর চরণে বেন্যা প্রণাম করিল সংখ পরাইয়া বার্মিক খিরগ্রামে গেল।
 কি কর কি কর ঠাকুর গ্রিহেতে বসিঞা, তোমার কঙ্জাকে আইলাম সংখ পরাইঞা।
 দ্বিজ বলে এ কি বল অসম্ভব কথা একটি পুত্র বই আমি কঙ্জা পাব কোথা।
 সাধারি কহএ ঠাকুর কহিএ নিকটে, তোমার কঙ্জা সংখ পরেন ধামসার ৮ক] ঘাটে।
 বার্মিক বলেন মিছা কপট কর আমার সাক্ষাতে, মা বল্যাছেন
 পক্ষ তকা আছএ তাকেতে।

এতেক বলিয়া দ্বিজ গন্তিরেতে গেল, গন্তিরের তাকেতে পক্ষ তকা পাইল।

তাকেতে দ্বিজবর পক্ষ তকা পাইঞা বাস্তার নিকটে পড়ে অঙ্গ আছাড়িঞা।...

৪৬ আত্মজিজ্ঞাসা

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৬। লিপিকার সন ১২৩৩ সাল, তারিখ ১০ মাঘ। লিপিকর
 পঞ্চানন আস দাসস্ত দাস। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১০½" × ৫"।
 দ্রষ্টব্য পুঁথি স ৩১৮; সা-প-প ৬, পৃ ৩১, ৪২। শেষ ও ভনিভা,
 [৪খ স্বরূপ হইবে। স্বরূপ হইলে আবস্ত রূপ পাইবে। স্বরূপ বা কি। রূপ বা

কে। রূপের ধ্বংস নাই। ধ্বংস নাই কার। নিত্যের ॥ সেই নিত্যরূপা তাঁর বন' বস্ত্র জে ধারণ করিবেক সেই স্বরূপে অভেদ ।

প্রকৃতির দর্শনে হয় আনন্দিত মন মন হরিণ হঞা সে কর[এ] গমন ।
 ধন্যরূপ হঞা থাকে নাহি জানে আন সেইরূপ নিরবধি করয়ে ধোআন ।
 সেইরূপ আসি তার হৃদয়ে পসিল হৃদয়ের মধ্যে সেই প্রকৃতি হইল ।
 প্রকৃতি হইঞা করে প্রকৃতির সঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে তার উপজিল রঙ্গ ।
 রঙ্গের তরঙ্গে পড়ি নাহি জানে আন রসেতে মগন সদা করে রসপান ।
 রসপান করিবে জেই সেই সে পাইবে রঙ্গের মরম জানি প্রভুরে ভুজাবে ।
 প্রভুর হৃথের হৃথী হঞা সেবে জেই জন অবশ্য মিলিবে তারে নিত্যবন্দাবন ।
 সহজ তত্ত্ব আশ্বাদিতে মোর বহু আশ আশ্বজিজ্ঞাসাতত্ত্ব কহেন কৃষ্ণদাস ॥
 ইতি শ্রী আশ্বজিজ্ঞাসা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

৪৭ প্রার্থনার পদ

পদকর্তা নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ৯৭। লিপিকাল ১২০০ সাল, তারিখ ২১ আষাঢ়, বোম্বাই শুক্রবার।
 লিপিকর পঞ্চানন আস দাস, সাক্ষিম বড়চাতুরি। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৮। আকার
 ১০½" × ৫"। পদসূচী (১-৩৩ নরোত্তম দাস ; ১ রাধাবল্লভ দাস),

(১) গৌরান্ধ বলিতে কবে পুলক শরীর (২) ধন মোর নিত্যানন্দ প্রাণ মোর
 গৌরচন্দ্র (৩) ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করুন এই নিবেদন (৪) শ্রীগোবিন্দ গোপিনাথ করো
 মোরে আশ্বগাথ (৫) হরি হরি কিয়ে মোর করম অভাগি (৬) হরি হরি আর কি এমন
 দশা হব (৭) হরি হরি আর কবে পালটিব দশা (৮) করঙ্গ কপিন [ল]ঞা ছেড়া কাথা
 গাএ দিঞা (৯) হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাসী (১০) হরি হরি কি মোর করম গতি
 মন্দ (১১) হরি হরি আর কি এমন দশা হব ব্রজে বৃকভানুপুরে (১২) হরি হরি আর কি
 এমন দশা হব ছাড়িঞা পুরুষদেহ প্রকৃতি হইব (১৩) হা হা প্রভু করো দয়া মহিমা
 তোমার (১৪) রাধা রাধা ভক্ত ভাই জিয়নে মরণে (১৫) শ্রীরূপমঞ্জরীপদ (১৬) হরি হরি
 হেন দশা হইব আমার (১৭) রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর (১৮) হরি হরি কবে
 মোর হব শুভদিনে (১৯) হরি হরি কবে মোর হইব সুদিনে (২০) আরে ভাই ভক্ত
 আমার গৌরান্ধচরণ (২১) হরি হরি কবে নাকি হেন দশা হব (২২) হরি হরি কত দিনে
 হেন দশা হব (২৩) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে (২৪) বৃন্দাবন রম্য স্থান (২৫)
 জে আনিল প্রেমরস করুণা প্রচুর (২৬) নিতাইপদকমল (২৭) হরি হরি বড় দুখ

রহিল মরমে (২৮) গৌরাজের দুটি পদ (২৯) হেদে রে পায়র মন (৩০) পরহ কপিন (৩১) কোথা গেলে কৃষ্ণ পাব (৩২) হরি হরি কেনে বা জনম হৈল্য মোর (৩৩) লোকনাথ প্রভু মোরে (৩৪) পতি বিনে সতী কান্দে । (১) শ্রীচৈতন্য কৃপা হইতে রঘুনাথ দাস চিন্তে (রাধাবল্লভ দাস) ॥

৪৮ রসালদর্পণ

নিবন্ধকার গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৯৮ । লিপিকাল সন ১২২৩ সাল, ১৮ ভাদ্র, রোজ রবিবার । লিপিকর মুরলিমোহন দাস ঘোষ, সাক্ষিম নেংটখালি, মোকাম নিজবাটি । মালিক পুস্তক শ্রী বোষ মজুমদার কেহ দাবি করে বাতিল । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৩ । আকার ১৩" X ৬" । প্রসঙ্গতঃ ভনিতাহীন পুঁথি গ ৪২৭২ দ্রষ্টব্য । আরম্ভ,

[১খ ৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায়ভ্যাং নমঃ ।

শুন শুন ভক্তগণ এবে নিবেদন জেরূপে আকার হৈল শুন দিয়া মন ।
শত সিন্ধিনায়ক আছে অখণ্ডভুবন তার তত্ত্বকথা কিছু কর অবধান ।
এই চন্দ্র পোয়া দেহ মূল প্রধান ইহাকে জে আকর্ষয়ে তাথে বলি প্রাণ ।
প্রাণ নহিলে দেহ তিলেক নাহি রয় দেহ নহিলে প্রাণ কি কার্য করয় ।
কামান ব্লাইআ দেহ অমৃত সঞ্চারিয়া আকর্ষণ কৈল জয় শনি[ত]গুরু দিয়া ।
লোম আদি অস্থি সজ্জি স্থানে স্থানে নিরুপিল হস্তপাদ মুখভঙ্গ সকল গড়িল ।
চক্ষুজুতি দন্তপাতি কর্ণমূল নাসা এইরূপে সাকার হৈল বালাদশা ।
বাল্যকালে ভক্তি নাহি রসগন্ধহীন শুনপান দুহু পিয়ে এই তার চিন ।
মাতাকোলে বর্ধে শিশু কি তার জ্ঞান ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তাবৎ অভিমান ।
দয়া জানি দীক্ষাগুরু অবতীর্ণ হৈল রাধাকৃষ্ণমন্ত্রবীজ কর্ণমূলে দিল ।

[২খ সাধুসঙ্গ কভু মিথ্যা নয় রসালদর্পণ যেন হৃদয়ে উদয় ।

মহাজনের পথ এই ইথে নাহি আন বুঝিবে রসজ্ঞ জন জথে আছে জ্ঞান ।
রাধাকৃষ্ণ দ্বিঞা মন্ত্র মাছুষ করিল শিক্ষাগুরু বড় দয়াল অন্তরে জানিল ।
কহয়ে গোবিন্দদাস মুঞি সে অজ্ঞান লঙ্কের মধ্যে কেহো জানয়ে সজ্ঞান ।
সাধু ভজ ভজ না করিহ আগ্র আশ রসালদর্পণ কহে গোবিন্দদাস ।

শেষ, [৩খ ব্রজলীলা সংক্ষেপে লিখ্যতে । প্রকট লীলাতে কি । মদনগোপাল : গোবিন্দজী : গোপীনাথ : এই তিন । গৌরলীলাতে কি । নিত্যানন্দ চৈতন্য অষ্টৈত । প্রমাণ কি । স্বয়ং রূপতদেকান্তারূপাবেশনাম । প্রথমে এই তিন রূপে রহে ভগবান ।

বর্তমান কিসে দোহ। প্রমাণ কি। কাই কি : বাচ কি : মানসি : এই তিন বর্তমান।
কাই কি : অশেষত। বাচি কি : নিত্যানন্দ। মানসীক মূল ত্রৈচৈতন্যগোসাই : চৈতন্য
দেন : ক্ষম্যে ধরয়ে নিত্যানন্দ চৈতন্য : এসব সিদ্ধান্তে সে পাইবে আনন্দ।

অত্যাপি সেই লীলা করে গৌররায় কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।
অভয়েব জার বস্ত তাতে নিরুপীঞা সদা ব্রজে বাস কর মনহুঙ্কি হঞা।
ইতি জীবানাং মুক্তির সংপূর্ণঃ ॥

৪২ পাতড়া (?)

ভনিতাকার বিদ্যাপতি, সারঙ্গ

পুঁথিসংখ্যা ৯২। অবগুণ্ঠিত। পত্রসংখ্যা ১ (৩?)। আকার ১৩"×৫"। লিপি
আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের। নমুনা,

[৩ক নিশিতে উদয় ভাঙ্গ দীপে জলে বাতি মুখকে ধরিয়া খায় ময়মন্ত হাথি।
পর্বতের চূড়ার উপর গন্ধার তরঙ্গ গাড়রে জিনিলে নর হারিলে মাতঙ্গ।
পর্বতের চূড়ার উপর অজুতের হাথি জননীর গর্ভমধ্যে কন্যা গর্ভবতী।
কোথা বা রহিল গুরু পলাইল ডরে তলাসিয়া জিজ্ঞাসিল মন্ত্র দিল কারে।
বাঠি হাজার আগে হইল শিষ্যের জনম গুরু না জন্মিল জন্ম হইল কেমন।
শুন রে সাধক ভাই মন কর দড় জাবার বেলায় কুকুরের লজ্জা দড় করি ধর।
মন খায় মন্ত্র খায় আচার দাও ছাড়ি। কারে কর অপতপ গুরু বনে পড়ি।
সেতথানায় আসন কর না ছোও তুলসী ফুটাই কাকের ডিঘ শূন্যরে বসি।
খাও গুরু মার বামন তন মন কর বশ কদাচিত গন্ধার জল না কর পরশ।
কাকমাংস পাক করি ইষ্টীপূজা কর লম্পটনগরে জাঞা চোরের চরণ ধর।
পাতাল দুয়ারি ঘর উপরে দুটি পাতা লেখানে ত একজন বসি আছে তথা।
বাসি ছাই দিঞা তার মুখের কর শোভা তার ঠাঞি জানি গিঞা তোমার
গুরু কেবা।

জননী বেড়া তার না ছোয় পুরুষ পিতা না জন্মিল জন্ম হইল বৈমুখ।

ভনয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস শুভ বুঝয়ে রসিকজন না বুঝয়ে মুড় ॥১। ৩ক]

[৩খ সবিস্ময়গুণ কুটি কুটি পুঁথিমার শশী জিনিয়া অজের কিরণ শোভে সুধারশি।
নির্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কিরণবরূপ সবিশেষ ব্রহ্ম হয় ভিত্তরে বস্তুরূপ।
অতি গুরুস্তর বস্ত হয়ত নির্জন প্রতি আমি বেদে কার না পায় অবেষণ।
সচ্চিত আনন্দ তত্ত্ব চিদানন্দরূপ সেই ত সন্ধিনী শক্তি আনন্দরূপ।

শত ব্রহ্ম[?] বসি জারে বেদে ভ্রণ গায় সারসজীবন সেই চরণ আশ্রয় ॥১॥
 হলাদিনী সন্ধিনী শক্তি ব্রহ্ম একরূপ অভিন্ন অভেদ বস্তু একই স্বরূপ ।
 সম্বিত আনন্দ শক্তি জাহার আশ্রয় সেই ত সন্ধিনী শক্তি সত ব্রহ্ম জানি ।
 নিজ আত্মা ভিন্ন শক্তি হয় জেইকালে সহিতে না পারে জ্যালা বিরহআনলে ।
 মণিহারী ফণী মণি সদাই চিন্তন রাগের স্বরূপ শক্তি আনন্দকারণ ।
 বৈভববিলাস ছিষ্ট কারণস্বরূপ এক রূপে বহু রূপ শক্তি বস্তুরূপ ।
 নিত্যরূপে যোগেশ্বরী পরম প্রবল স্বভাব হৃদয়ে শক্তি কয়ে ঝলমল ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে শক্তি প্রবেশ করিলা নিত্যধামে গুঢ় বস্তু স্বরূপে রহিলা ।
 গোপন হইয়া সেবে যুগলচরণ সেই ত সন্ধিনী শক্তি সারসজীবন ॥২॥
 চিত্তশক্তি এক রূপ ত্রিবিধ প্রকার সত চিত্ত আনন্দরূপ সম্বিতের সার ।
 চিদানন্দময় তমু কৃষ্ণদেহধারী নন্দের নন্দন তিহো ব্রহ্মঅধিকারী ।
 অতি গুহ্যস্তর বস্তু বেদ অগোচর অনন্ত স্বরূপ শক্তি জাহার অন্তর ।
 চিদানন্দময় শক্তি ত্রিবিধ আভাস ক্রিয়াভেদে বস্তুভেদ স্বরূপ প্রকাশ ।
 পুরুষ প্রকৃতি শক্তি চিদানন্দরূপ সারস কহেন শক্তি বস্তু একই স্বরূপ ॥৩॥
 পুরুষ প্রকৃতি বস্তু নপুংসক রূপ অনন্তস্বরূপ বস্তু ব্রহ্ম এক রূপ ।
 সর্ব স্বখানন্দ বস্তু মধনের সার জাহার মহিমাগণ নাহি পারাপার ।
 সর্ব শক্তিময় বস্তু সর্ব গুণধাম সর্ব চিন্তা কর্ষয়ে সেই পূর্ণানন্দ নাম ।
 নিত্যলীলা পূর্ণানন্দ হলাদিনী সংগ্রাম সারস কহেন সেই পূর্ণানন্দ নাম ॥৪॥ ৩খ]

৫০

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১০০। লিপিকর পঞ্চানন আস। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।
 খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩" X ৫"। প্রসঙ্গতঃ পুঁথি ক ১৩২৭ ("দণ্ডাস্থিকা")
 দ্রষ্টব্য।

শেষ,

[৩ক রাগাচ্ছগা হঞা করে সাধ্য সাধন সিদ্ধ দেহে কর সদা মানসসেবন।
 সাধক জেজন সেবানির্ঘয় জানিঞা জেসমএ জে সেবা করহ চিন্তিঞা।
 ক্রীকপরঘুনাথপদে জার আস চৌবট্ট দণ্ডের সেবা কহে কৃষ্ণদাস ॥৬৪॥
 ইতি দণ্ডটীকা সংপূর্ণ ॥

৫১ বুদ্ধাবনপটল

রচয়িতা দামুদর দাস

পুঁথিসংখ্যা ১০১। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, তারিখ ৭ মাঘ। লিপিকর
পঞ্চানন আস, সাং বড়চাতুরি। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৪"×৫"। দ্রষ্টব্য
পুঁথি ক ২৬০৬। আরম্ভ,

[১ক ৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ জয়তাং ॥ শ্রীচৈতন্যচরণ স্বরণং ॥

শুন শুন অরে ভাই শুন সর্বজন শ্রীবুদ্ধাবনপটল করিব রচন।
সেইত সাধন রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রজুষ্টি ভাবি ইহা কহিল নিশ্চয়।
শ্রীরূপগোসাঞি কৈল সংস্কৃত রচন পআর করিঞা তাহা করিএ কখন।
শ্লোকছন্দে সেই সব বৃত্তিতে না পারি প্রাকৃত ভাষায় তাহা কহিএ বিস্তারি।
মূর্থ হঞা কি করিব তাহার বর্ণন জার সীমা নাহি পায় সহস্রবদন।
জুড়বার আরতি অতি মনের বাসনা তেঞি সে করিতে চাহি তাহার বর্ণনা।
পটল করিব মনে এই বড় আস গদাধর গৌরাক্ষ প্রভু পুরাহ মোর আশ।
প্রভাতে উঠিঞা রাত্রিবাস তেআগিব শ্রীগুরুচরণারবিন্দে সাধন করিব।
ধ্যান পূজা জপ আদি মানসে করিব জপ সমগ্নন করি দণ্ডবৎ হব।
রাধাকৃষ্ণ ধ্যান পূজা মনেত করিঞা গুরু আদি রাধাকৃষ্ণ প্রণাম করিঞা।
মগ্ধাহু স্নান করি তিলক করিব প্রথমেত শ্রীচৈতন্যের পূজা সে করিব।
কালিন্দীর কূলে তেস্তড়ির তলে দিব্যাসনে শ্রীচৈতন্য গদাধরকোলে।
প্রথমেতে গৌরাক্ষের ধ্যান [জ্ঞে] করিব পাণ্ডর্য্য দিঞা তবে তাহারে পূজিব ॥

শেষ,

[৩খ রাধাকৃষ্ণ জুগল মন্ত্র জেবা নাতি পায় তার কৃষ্ণপ্রা[ি]প্ত নাহি কহিল নিশ্চয়।
কৃষ্ণমন্ত্র লঞা যদি রাধামন্ত্র লয় জুগল করিঞা তাহা শাস্ত্রে নাহি কয়।
যুগল অভিন্ন মন্ত্র অভিন্ন শক্তি অভিন্ন গায়ত্রী অভিন্ন যুগতি।
ভিন্ন ভিন্ন বিনে কেহ যুগল নাহি পায় সেই মন্ত্র দিঞা তাহে জুগল কয়।
সনৎকুমারসংহিতায় ইহার আছে ভেদ জাহার বাসনা থাকে তাহা কয় খেদ।
স্বাক্ষরি মন্ত্র তাহা করিব সন্ধান তাহা হৈতে হয় জুগলপ্রাপ্তির বিধান।
এই ত কহিল প্রাপ্তি ভক্তির কারণ ইহা জানি কর গুরু কহিল নিয়ম।
গদাধরপদে মোর বহক বিশ্বাস রামচন্দ্র প্রভুপাএ সদা মোর আশ।
এই ত নিগুঢ় রস নাহি দেহ কারে ভক্ত হয় যদি তবে শুনাবে তাহারে।

শ্রীশঙ্করগোপিনাথচরণ ভরসে শ্রীস্বন্দারনপটল কহে দামুদর দাসে ।
ইতি শ্রীস্বন্দারনপটল এতদ্বরে সমাপ্ত ॥ ইতি ॥

৫২ নৌকাখণ্ড

রচয়িতা বলরায় দাস

পুঁথিসংখ্যা ১০২ । লিপিকাল ১১৮৪ সাল, তারিখ ১৫ কাত্তিক । খণ্ডিত ।
পত্রসংখ্যা ১ (২১ ক, খ) । আকার ১৩২" X ৫" । আরম্ভ,
/৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

... ... কৌতুকে
দূরে গেল না থানি একেলা রহিল বলি
ভয় পেঞা নেআ বলে ডাকে ।
তোমরা জতেক সখী মোরে একাকিনী রাখি
আশু সে তোমরা হইলে পার
কী আছে করমে মোর ভাবিআ না পাইলাও ওর
কিবা গতি হইবে আমার ।
শুনিঞা সিদ্ধিনিগণে ধারা বহে ছু নঞানে
করজোড়ে কহে মৃত বানি
তুমি হেন বন্ধু জার তরে কি তরিতে ভার
কি ভাবিআছ মনে নাহি জানি ।
পুলকে পুরল গা অমনি ফিরাইলা না
আসিঞা লাগাইলা রাইএর কাছে
তখন ফুকরি ফুকরি কান্দএ কিশোরী
আরবার রাখে জাও পাছে ।
হাসি কহে শ্রীহরি কত তুমি দিবে কড়ি
চুকাইঞা নাএ চাপসিঞা
শুনিঞা নাইয়ার বাণী কহিতে লাগিলা ধনি
কেনে বা করিবে পার মজুরি না পাইঞা ।

লঙ্কের পসার তাহে বেশভার তোমায়ে করিব প[া]র
ইহার মজুরি হিআর ওপরি আছয়ে মতিহ হার ।

শুন নরহরি নবীন কাণ্ডারী ধনি কহে বায়ে বার
 সবে পণ তিন পসারার মূল্য মজুরি মতিম হার ।
 পার করিবে মজুরি পাইবে ওপারে যেস না ধুঞা
 একথা কহিঞা হাসিতে হাসিতে নাএতে চাপিলা জেঞা ।
 রসেতে আকুল বাহে কেরআল কহে হুমধুর বাণী
 শ্রীহরি শ্রীহরি বলয়ে কিশোরী মাধব হাসঅ শুনি ।
 জমুনা আনন্দভরে অধিক ওথলে পরে ঢেউ উঠে গুড়ার সমান
 দেখি সব গোপিগণে ধারা বহে ছনআনে জমুনাতে হারাইলা পরাণ ।
 জত তরণী টলমল করে থরহরি কাপএ ডরে আইলাম ২১ক] আপনা খাঞা
 ...

আসি প্রাণ হারাইলাম নেয়া ।
 তুমি কেমন করিঞা বাহিছ না দেখিঞা তরঙ্গে হানিছে গায়
 [নাএ]র উপরে উঠিল জল পসরা ভাসিঞা গেল সকল ॥
 শুন ধনি না থানি ডুবিবেক পাছে
 তোমার ডালা পসরা জতেক আছে
 তাহাতে করিঞা ছিচহ জল দধি দুগ্ধ ফেল সকল-
 মজুরির কড়ি থাকে হে কাণ্ডারি আমরা ছিচিব জল ।
 ডহরে বসিঞা ফেলাব ছিচিঞা এত কার আছে বল
 বসন ভূষণ বেসর হার তাহাতে লণক নাশএ ভার
 ভাসিলা সোন্দরী নআনজলে কান্দিয়া পড়িলা নাগরকোলে
 কান্দিয়া কিশোরী হুবাছ পসারি ধরিলা শ্রামের বেহে
 রাখা কোলে করি রসিক মুরারি ঝাপ দিলা সেই জলে
 ভাসিতে ভাসিতে আসিঞা লাগিলা কুসমকানন বনে
 মনে জেবা ছিল বিধি ঘটঅল বলরামদাসে ভনে ॥ ২১খ]

৫৩ স্মরণীয় টীকা

নিবন্ধকার নরেশ্বর (?)

পুঁথিসংখ্যা ১০৪ । লিপিকাল তারিখ ২৪ আশ্বিন, রোজ রবিবার ; আ. ১৭৫
 বৎসর আগে । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৮ । আকার ১৩" X ৪২" । ভনিতা, [৪খ] মহা-
 প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা অনুসারে, নিত্যের নির্ণয়কথা কহে নরেশ্বরে । প্রসঙ্গতঃ পুঁথি

গ ৪২৭৩, ৪২১৫ ; স ৮০, ৩১২ ও সা-প-প ৮, পৃ ৪০ জড়ব্য । আরম্ভ, ১৭ শ্রীহরি ।
অথ শ্রীজীবগোস্বামি ঠীকা অহুসারেণ শ্রীম্মরশির ঠীকা ক্রিয়তে । বন্দেহং শ্রীশুক
শ্রীযুত পদকমলং শ্রীশুকং বৈষ্ণবাসুচ শ্রীমদ্রূপং সাগ্রজাতং সগুন রবু নার্ষিতং তস জিবঃ
সাত্ততঃসাবধৌতং পরিজনসহিতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণপাদাহু সগুন ললিতা
শ্রীবিগাথা নিতাশৌ শ্রীরূপ সনাতন সংবাদ ।

অষ্ট বর্ষ আগে রূপ গেলা বৃন্দাবনে সনাতন ছাড়ি তথা স্থথ নাহি মনে ।
রাত্রি দিনে ভাবে রূপ গৌরাক্ষচরণ সনাতন সঙ্গে পুন করাহ দর্শন ।
এই বাঞ্ছা করি মনে ফেরে বৃন্দাবনে জুগলকিশোরপদ করিঞা সাধনে ॥
তথাহি ॥ অস্মাকং দৈবজ্ঞোগেন গতং দূরে মহাপ্রভু । নদীনাগগমজুতং সত্তে
সনাতন বৃণুহিত ইতি ॥

পাৎসার উজির হইঞা ছিলা সনাতন রূপ লাগিঞা সদা স্থির নহে মন ।
গৌরাক্ষপাদপদ্ম করে আরাধন বিষয়বন্ধন মোর করহ মোচন ।
বিষয়বিষের জালা সহনে না জায় হৃদয়ে পুড়িঞা মরি কি করি উপায় ।
এইভাবে দিবা রাত্রি কাঁপে সনাতন না ধরে নয়নের জল বিরহবেদন ।
দেখিঞা সজ্জের লোক খেজমতকার মনে মনে ভাবি তাহা হয় চমৎকার ।
জুক্তি পরামর্শ সতে করিঞা ইসানে সত্বরে জানাইল গিঞা পাৎসার কানে ।
সাহেব সেলাম আমার আরম্ভ আছে এক উজিরঠাকুর কান্দে নাহি জানি

ভেদ । ১খ]

[৪খ অনন্ত কোটি ব্রজাণ্ডের পরে জেই স্থান তাহার অবধি শুন হঞা সাবধান ।
অখন আছিল সব ঘোর অন্ধকার চম্পকনাম সূর্য্যের আকার ।
নপুংসক শরীর আপনে একেশ্বর দশবীজ মুক্তি অঙ্কলাবণ্য সুন্দর ।
বৈকুণ্ঠের পরাংপর অখণ্ডেশ্বর সকলের টল আছে নাহি তার টল ।
তাহার উপরে আছে গোপ্তচক্রে গ্রাম সেইস্থানে আছেন চম্পককলিকা নাম ।
খুদা তুফা নীত উয়া একুই না হয় জয় জরা মৃত্যু ব্যাধি নাহিক সংশয় ।
পরম পুরুষ সেই নাহি তার পর আদি অন্ত কহিতে না জানে মহেশ্বর ।
চারি বেদে জার গুণ গাইঞা না পায় হাহাকার ৪খ] করিঞা ব্রজা কান্দিঞা
বেড়ায় ।

চম্পককলিকানাম চারি বেদের পর জে সরি[র] হইতে হয় জুগল কিশোর ।
শুনিঞা এসব কথা সনাতনমুখে শ্রীকৃপে পোছেন তত্ব পরম কৌতুকে ।
রজবিন্দু বিনে জন্ম কেমন প্রকার রূপা করি আগ্যা হএ এ ভেদ তাহার ।

কর্ণে শুনি আখে দেখে হৃদয় প্রবোধ তিলেক পাইনে বুঝি মনঃ মৃগধ ।
 বিজ্ঞা গর্ভবালে জন্ম নাহি কোন লোকে অজ্ঞানিগন্তবা জন্ম হএ কোন রূপে ।
 নাহি শুনি জে জে কথা এ জোগপুরাণে বহুভাগ্যে হেন কথা শুনিলাও শ্রবণে ।
 জন্ম জন্মান্তরের পাপ জে ছিল লিখন খণ্ডিল সকল দুঃখ জন্মের কারণ ।
 ইহা বলি অশ্রু বহে নয়নযুগলে পড়িলা কাতর হঞা সনাতনকোলে ।

শেষ,

শ্রীযুত কস্তুরি মঞ্জুরী বএস তের হয় কামিসির অঙ্গকাস্তি জানিহ নিশ্চয় ।
 কাচের বরণ বস্ত্র সর্কক্ষণ পরে নিরন্তর দোহার হেমদক সেবা করে ।
 এই ত কহিলাও ইহা না হয় আন এই অষ্ট মঞ্জুরী শ্রীরাধিকার প্রাণ । ৮খ]

৫৪ অক্ষরবর্ণন

নিবন্ধকার শ্রীকৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ১০৫ । লিপিকাল সন ১২৪৩ সাল, তাং ১৭ পৌষ । লিপিকর পঞ্চানন
 আস, সাং বড়চাতুরি । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৩ । আকার ১০২" × ৫" । ভনিতা,
 [৩খ] সাবধানে শুন ভাই মনে করি আশ, অক্ষরবর্ণন ইহা কহে শ্রীকৃষ্ণদাস ॥ জয়দেবের
 ভনিতায় "শ্রীকৃষ্ণ-চৌতিশা" মিলিয়াছে (দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড,
 ২য় সং, পৃ ১০৩০) । আরম্ভ ও নমুনা,

[১খ / ৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ॥

- ক । কঃ বলে কৃষ্ণকথা সুন এক মন হঞা কহিব কৃষ্ণের কথা চৌতিশ অক্ষর লঞা ।
 কলিকালের মধ্যে কারন্ত হরিনাম শ্রীকৃষ্ণভজনে হয় তরিবার কাম ॥ ১ ॥
- খ । খঃ বলে খেতিতলে মনস্ত দেহ প্যাঞা খানিক থাক যে ভাই সাধুসঙ্গ লঞা ।
 খেনে খেনে পরমাই খিগ হঞা জায় খেমা দিঞা মহা মদ ভজ হরি পায় ॥ ২ ॥
- গ । গঃ বলে গোবিন্দ নাম বড়[ই] মধুর গোবিন্দ ভজএ জেই সে বড় চতুর ।
 গোবিন্দ না ভজে প্রাণী তথা জন্ম জায় গব্য ছাড়িঞা জেন গরল বিষ খায় ॥ ৩ ॥
- ঘ । ঘঃ বলে ঘোর বড় কলিজুগের ম[ি]অ ঘুমাঞা রঞাছ জীব অচৈতন্ত হঞা ।
 ঘরে ঘরে মাআচোর ফেরে নিরন্তর ঘুচাই ঘুমের ঘোর স্মোঙর গদাধর ॥ ৪ ॥
- ঙ । ঙঃ বলে ঙমাপতি ত্রিদেশেশ্বর ঙমন্ত হইঞা কৃষ্ণ ভজ নিরন্তর ।
 ঙমার অভার কি ভাবিঞা দেখ ভাই অগোর চলন রাধি গাএ মাখে ছাই ॥ ৫ ॥
- ঞ । ঞঃ বলে ঞ্জিত কেহ না করিহ মোরে ঞ্জিত্তে সকল তব বঝাব সভারে ।
 ঞ্জিআদি এমত পতন হঞাছে কত কত, ঞ্জিন্দার্থে ক্ষমা দিঞা কৃষ্ণে হও রত ॥ ১০ ॥

ক। কঃ বলে কণে কণে ৩ক] মোর মন উচাটন, কণেকে পড়এ মনে গোবুল বৃন্দাবন।

কণেকে কৃষ্ণেতে ভাই আর মন রয় তার তরে কৃষ্ণচন্দ্র হন দআময় ॥৩৪॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণের চৌতিস অক্ষরের বর্ণনং সম্পূর্ণ ॥ পুষ্পিকা শ্লোক, শিতরো ধন লাক্ষী চ রাজা খড়্গধর স্তথা দেবতা বলিমিচ্ছন্তি কো য়াং জাতা ভবিষ্যতি ॥১॥ বপুস্কির-পাক অলক জয়তা দিগম্বরেন্নে নিবেদিতঃ বহুবরেষু জ্ঞান যুগাক্ষি যুগ্যতে তদন্ত কিং বস্তমপি ত্রিলোচনে ॥২॥ নব নব সতদলমরচরণং সতপসরন গত ভবভয়হরনং ॥৩॥

৫৫ হাটপতন

রচয়িতা রামেশ্বর দাস

পুঁথিসংখ্যা ১০৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৩৫" x ৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের। হাটপতন নরোত্তম দাসের ভনিতায় (দ্রষ্টব্য গৌরপদতরঙ্গিনী পৃ ৪৭২) ও হাটপতন (বা হাটবন্দনা) বলরামদাসের ভনিতায় (দ্রষ্টব্য সা-প-প ৬, পৃ ৮০) পাওয়া গিয়াছে।

[১খ আরম্ভ ১৭ শ্রীশ্রীহরি ॥

প্রণমহো কলিজুগ সর্ষজুগসার নামসংকীর্ণন জাতে করিল প্রচার।

ঘোর কলি পাপপ্রিত অঙ্ককারমই পূর্ণ শব্দর জাতে চৈতন্তগোসাঞি।

শেষ ও ভনিতা,

সোহাগামিশ্রিত তাতে রস পরকীয়। গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশল দিঞ।

প্রেমের হাট প্রেমের ঘাট প্রেমের তরঙ্গ প্রেমে প্রভু মত্ত হইল্যা পূর্বলীলা রঙ্গ।

নরোত্তম ঠাকুর আর ঠাকুর চিনিবাস অলঙ্কার ঝালাইঞ করিল প্রকাশ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম করি আশ হাটের পতন গায় রামেশ্বর দাস ॥

১ক ও ২ক পৃষ্ঠায় গৌরচন্দ্রপদ আছে,

(ক) কলিজুগ মত্তমাতঙ্গ জয়রদলে কুমতিকরিনী দূরে গেল (বলরাম দাস)

(খ) প্রেমসিদ্ধু গোরারায় নিতাই তরঙ্গ তায় করুণার বাতাস চারিদিকে (কৃষ্ণদাস)

(গ) যে জন গৌরান্ধ ভজিতে চায় (বৃন্দাবন দাস)

(ঘ) নিতাইপদকমল কুটি চন্দ্র শীতল (নরোত্তম দাস)

৫৬ গৌরাজপদ

রচয়িতা বিশ্বম্ভর

পুঁথিসংখ্যা ১০৭। লিপি আ. ১৭৫ বংসর আগের। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩২"×৫"। পদসংখ্যা ১। পুঁথিটির আরম্ভে সার্বভৌমবিরচিত ত্রিচৈতন্যষ্টক সম্পূর্ণ আছে। পদটি এই,

তপত কাকন কচির চৌর, নদীয়া নগরে আসিবে গৌর।
 জুবতী জৌবন লোটিবার তরে, ভুরুয়া কামান নয়ান শরে
 গুণবাণ জুড়ি নগরে ফেরে, তাহারে জ্বিনিতে কেহ না পারে।
 নারায়ণ বক্ষে জাহার বাস, তাহার ধৈর্য করল নাশ
 একজন্য বলে শুন গ মাই, এ চোরা আছিল কোন গ ঠাই।
 ত্রজপুর বলি আছএ জোথা, জীবনমরণ সকলি তোথা
 সে দেশে অসম্মা অপার ধনে, তাহা লোটি লোটি রাখ্যাছে বনে।
 এমতি জানিহ ধনেরি ধোর, কখন না ছাড়ে তাহার লোভ
 সে চোরা আসিবে নদীয়াপুরে, হানা দেবে কোন রমণী ঘরে।
 এ তিন লোকেতে হইব জানা, নয়ান প্রহরী রাখিব থানা
 তবে আসি যদি মহলে জায়, ভুজলতা দিঞা বান্ধিব তায়।
 হৃদয় কারাগারে রাখিব ফেলি, বিশ্বম্ভরে বলে বল্যাছ ভালি ॥

৫৭ মঙ্গলারতি

নিবন্ধকার নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ১০৮। লিপিকাল সন ১২৩০ সাল, তাং ১৩ পৌষ। অখণ্ডিত। পত্র-
 সংখ্যা ১। আকার ১৪"×৪২"। সমগ্র নিবন্ধটি এই,

/৭ ত্রিহরিঃ ॥

ত্রিফলচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র অধৈতআচার্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
 জয় জয় শচিন্দ্র গৌরাক্ষন্দ্র জয় জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোণ্ডর।
 জয় জয় সীতানাথ অধৈতগোপাঞি, জাহার রূপ[১]তে পাইলাম চৈতন্য নিতাই।
 জয় জয় গুরু গোস্বাই করুণ[১]সাগর তো সভার পদধূলি শিরে রহ মোর।
 জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।
 এই ছয় গুরু করি চরণ বন্দন জাহাঁ হৈতে বিষনাশ অভীষ্টপূরণ।

জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ ।
 জয় জয় গদাধর জয় হরিদাস জয় জয় রামানন্দ জয় শ্রীনিবাস ।
 জয় জয় গোপালভট্ট ভকতবংশল নবঘন জিনি তহু পরম উজ্জল ।
 জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর পুরীগোবিন্দপ্রিয় লাগি জঁর নাম কিরিচোর ।
 জয় জয় নীলাচলে চন্দ্র অগ্ন্যাথ মো পাণীয়ে কৃপা করি' করো আত্মসাথ ।
 জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন জয় জয় রাধাকৃষ্ণ গিরি গোবর্দ্ধন ।
 জয় রস নাগরী জয় নন্দলাল জয় জয় মোহন মদনগোপাল ।
 জয় জয় কালিন্দী জয় জমুনা জয় জয় বংশীবট জয় পুলিনা ।
 জয় জয় দ্বাদশবন কৃষ্ণলীলাস্থান ভালবন খজুরবন বেহলাবন নাম ।
 জয় জয় মধুবন মধুপানে স্থান জাহাতেই মধুপান করিলা বলরাম ।
 জয় জয় শ্রামকুণ্ড জয় ললিতাকুণ্ড জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রভাপ প্রচণ্ড ।
 জয় জয় বৃক্‌ভাতপূর নামে গ্রাম জয় জয় সবেত রাধাকৃষ্ণলীলার স্থান ।
 জয় জয় জাবট গ্রাম অভিমতালয় সবিসন্ধে রাই জাহাঁ সদা বিলসয় ।
 জয় জয় নন্দঘাট জয় অক্ষয় বট জয় জয় শ্রীঘাট জমুনা নিকট ।
 জয় জয় বেলবন খদির বেহলা জয় জয় কুমেদ কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা ।
 জয় জয় রামঘাট পরম নির্জন জাহা রাসলীলা কৈল্য রুহিনীনন্দন ।
 জয় জয় বিমলকুণ্ড জয় নন্দিশ্বর জয় জয় কৃষ্ণকৈলি মানসরোবর ।
 জয় জয় সখিগণ ললিতাসুন্দরী জয় জয় রাধা ইন্দু অনঙ্গমঞ্জরী ।
 জয় জয় পূর্ণমাসী বলি জোগম[?]রা মায়া আত্মাদিঞা কৈল রাধাকৃষ্ণলীলা ।
 জয় জয় বিরা বৃন্দা কৃষ্ণপ্রিয়ভূম রাধাকৃষ্ণলীলা কৈল অতি মনোরম ।
 জয় জয় রত্নকুণ্ড রত্নসিংহাসন দেবের অগোচর স্থান কন্দর্পসাহন ।
 আনন্দে বলহ হরি ভজ বৃন্দাবন শ্রীগুরুবৈষ্ণবপায়ে মজাইঞা মন ।
 শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোর পুরাহ মনের আশ মঙ্গলারতি কহে নরোত্তম দাস ॥
 ইতি ॥ মঙ্গলারতি এইখানে সমাপ্ত ॥ ১খ]

৫৮ পদাবলি

রচয়িতা চণ্ডীদাস

পুঁথিসংখ্যা ১১৩। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১।
আকার ১৪" × ৫"। পদসূচী, (ক) দিবস রজনী গুনি গুনি কি হল্য দারুণ বেথা
(দ্বিজ চণ্ডীদাস), (খ) পিরিতি রসের সাগর দেখিঞা নাইতে নামিলাম তায় (চণ্ডীদাস)।
পুঁথিটির আরম্ভে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যবিরচিত সম্পূর্ণ অষ্টতাষ্টক আছে।

৫৯ আশু আগ[ম] পুরাণ

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১১৮। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর পূর্বের। অসমাপ্ত। পত্রসংখ্যা ১।
আকার ১৩" × ৩৩"।

১৭শ্রীশ্রীহরি ॥ আশু আগ[ম] পুরাণ লিখ্যতে।

স্বর্গমর্ত্য না ছিল না ছিল জে পাতাল উতপতি না ছিল না ছিল কোন কাল।

সহছিল স্বীপুরু[ম] মেলা ধর্মঠাকুর ভেসে বুলে শূন্তে ধরে ভেলা।

আচম্বিতে হল্যা ধর্ম ছয় মাসের মড়া

তপস্তাতে বল্লুক.....পুন গমন ব্রহ্মার নিকটে গিএ দিল দরশন।

ব্রহ্মা বোলে পাণিষ্ট কৃষ্ট কোথা হৈতে আইল আসিয়া আমার স্তব ভঙ্গ [জে]
করিল।

তথা হতে ধর্মরাজ করিল গ[ম]ন বিষ্টুর নিকটে গিএ দিল দরশন।

বিষ্টু বলে পাণিষ্ট কৃষ্ট কথা হত্যা আলি আসিএ আমার তপভঙ্গনরূপে...

৬০ খোঁটা অজদের রায়বাবর

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২১। লিপিকাল সন ১১৮৪ সাল। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১।
আকার ১০½" × ২½"। আরম্ভ,

সমুদ্র পার হোকে রাম খাল্লা হোকে বৌঠা

দোন আঁখ পর ধুঞ্জিলে কানা মাকার্ত্ত রাঙন চোটা।

তাজেন্নি আব্দুবান পৌহছা মুহুরা জাকে শুহুরা

দস্তক পর মুহুর হকুম হয় চোপদার ভেজো দোস্তা।

প্রভু করে মজি দেকৈ হুগ্গীব পায়া সন্ধ্যা
বেদিল যদ্যদ কেক্সা করু দূত গড় তোড়ে জাঅ লকা ।
হুগ্গীব কহে বাবা যদ্যদ স্তম্ভ মেরি বাৎ
রাউন লেয়ানে দস্তক হুয়া তেরা হুয়া হায়েলাৎ ।
বহৎ খুব বহৎ খুব ককে যদ্যদ সিরপর উঠায়া হাত
গর্জন তোড়কে সির লেণায় জো ফরমাঞী রঘুনাথ ।
হুগ্গীব কহে বাবা ফয়সাদ মকাম নাহি সীতা বিক্কে জাও
তলয়ার বান্ধ জবর হোকে থর্কির লেকে ঘাওঁ ।
তওজত জবর সিরপর গোভে বালি বীরকা বেট্টা
দোন কানমে মতি দোলে খোন্তে রহে গালপাট্টা ।
প্রভু সে মেলি কদম কা খোলি সির পর কর্কে লিয়া
ঝাঁটি ঝাপটকে লকা পোহুছা জাকে ধাঙসা দিয়া ।
নাথ নাথা ডকে কেওঁড়া তোড়কে যদ্যদ লাগায়া ধুম
দরয়ান সব দড়বড় ভাগা রাউন সুনকে গুম ।

শেষ,

হাবার ডাহার কো পাহাড় তোড়কো কৈলাস কিয়া কাবু
জমকী গলিম জে হাল চড়ায়্যারাম হোএ কোন বাবু ।
য়াসম তোড়োহকি পাসাণ বনায়া ইজ্রকো দেয়া তোপ
চান্দে সুরুজ কো কাবু কায়্য চোরি কীয়া সুরলোক ।
যদ্যদ কহে রাউন রাজা তেরা তরোডাঞী হোয়া
বালি বীর তোঝে বান্দকে নেজে সপ্ত সাগরমে সন্ধ্যা কীয়া ।
যহি বালি কা বেট্টা হৌ কুহরাৎ দেথত মেরা
কনক লকা দিয়াত ডকা বুয়া হাল কীয়কা তেরা ॥

৬১ “দেহতত্ব”

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২৩ । লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ ।
আকার ১৫” x ৫” । পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত গোৰ্খ-বিজয়ের পাঠ বলিয়া পুঁথিটি মূল্যবান ।

১/৭ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

শ্রীকৃষ্ণ সোনাতন মেরো নিস্তার সাঞী স্নানকা মদিনা খবর জাহা হৈতে পাই ।

রাত্রিশেষে একত্রে বলিয়া দোন ভাই, দেহের খবর পুঁছেন রূপ সোনাতনের ঠাঞী ।
লোহা কাঞ্চন আর থাক দরসন একত্র করিয়া ছুনিয়া আলম পয়েদা হৈল

কোনখানে জায়ে ।

নাভিমূলে হাড়জোড়া বিরলে বহিল উঠিয়া সোনাতন রূপের কদম ধরিল ।
মায়ের চারি বাপের চারি খোদাএ দিয়া দশ আঠারো মোকামের মধ্যে

খেলে মহারস ।

মহারস বলিতে হয়ে নিরঞ্জন অস্থি চর্ম রক্ত নাহি স্তনহ কারণ ।

পানি চেহে পাতল কে পাথর চেএ ভারি লোহা চেএ শক্ত কে কহ সত্য করি ।

লোহা চেএ শক্ত কে ছুনিঞায়া উপরে এহি চারি গুপ্ত বাত কহিবেন আমারে ।

পানি চেহে পাতল বাতাস দেখা নাহি জায় হাড় হাড়ি নাহি কিছু

কেতাবেতে কয়ে ।

পাথর চেহে জানিহ দিল বড় ভারি, লোহা চেহে শক্ত মোর মুশীদেব কদম ধরি ।

আগুন চেহে গরম চক্ষের পলকে শুখায় তহু পুরুষের হাড়িমজ্জা করিয়া

জায় থিহু ।

এত শুনি সোনাতন হৈল ধবরদার আরজ্ঞদগু করিয়া বাত পুঁছে আর বার ।

কাণা রাজা কালা পাত্র কাণা কাল গুই কার্ণার সনে কালা চলে জায়

হাজার দুই ।

নগরে মনিষ্য নাই বসতি চালে চালে, আন্ধলেতে দোকান করে খরিদ করে কালে ।

পথুরেতে পানী নাই পাহাড় কেন বোজে আগা আছে ছাও নাই পয়ার

কেন উজে ।

জে ধড়ে জানিবে মোর মুশীদেব আগাজ নাই সেই ঘর আন্ধিয়াবা কহিলাম

তোমার ঠাঞী ।

দুই চক্ষু সমান গুরুকা পয়ার উজে সেই জে পথুরের পানি পলকেতে বোঝে ।

সোনাতন বলে সাঞীজি আমি কিছুই না জানি জে বাত কহাও সাঞী সেই

বাত কহি আমি ।

কোথা গুরু কোথা শিষ্য কহিবা এহি বাত, শিষ্য আর গুরু বৈসে কতেক তফাত ।

জবানেতে গুরু বৈসে শিষ্য দম সনে এত বাত জানিবা তুমি কহিলাম হামে ।

সাঞীজী কহেন বাত শুন কহি আমি গুরু আর শিষ্য বৈসে আশমান

আর জমীন ।

তবে সোনাতন বোলে আরজ করি রাজা পাএ এত দূর থাকি মুবশীদেব

দিদার কেমনে হয়ে ।

চাতকসাধনে জেন মেঘে জল দেয় সেবকসাধনে গুরু এইরূপে মিলয়ে ।
আশমানে থাকে গুরু সেবক জমীনে থাকে বস্তা আশমান থাকিতে
মুর্শীদের দস্ত পড়ে বস্তা ॥১॥

৬২ গাঁজা ও তামাকুর গান
রচয়িতা ষিঞ্জ (গ্রাড়া) রামানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১২৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৯"×৩"। লিপি আ.
১৫০ বৎসর আগের। পল্লীকবির সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত রচনা কৌতুকরসের কবিতার
ভালো ও পুরানো উদাহরণ বলিয়া রচনাটি সবিশেষ মূল্যবান।

১/৭ শ্রীহরিঃ ।

মনের গৌরবেতে চিন্তি না রে অরে গাঁজাখোর ॥ ধূয়া ॥

গাঁজার পাতা জলে ভাসে তাহা দেখি ভান্ধি হাঁসে

আর যেক ভান্ধি ওয়ে বলে জাহাদ এইল মোর ।

মনের ইত্যাদি ॥১॥

ভান্ধা ঘরে স্রুণা থাকে গগনেতে তারা দেখে

আর এক ভান্ধি উঠা বলে বালাখানা মোর ।

মনের ইত্যাদি ॥২॥

রামানন্দ নাড়ায় বলে এক ছিলুম গাঁজা খাইলে চক্ষে হয় ঘোর ।

মনের ইত্যাদি ॥৩॥

মা মৈলে জেন গুড়াকু তামাকু পাই ॥ ধূয়া ॥

উঠি অতি নিশিভোরে হঁকাটি লয়িয়া করে

গোয়ালি ছয়ারে ছয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই ।

[মা] মৈল্যে ইত্যাদি ।

কয়্যা জাব তনয়েরে মৈল্যে জখন শ্রাদ্ধ করে

কুশ পটো টেত্তা ফেলা

কৌচাড় তামাকু গুড় দিয়া পিণ্ডি দেয় তাই ।

ষিঞ্জ রামানন্দে ভনে স্থান দিয় শ্রীচরণে

জোড়া নলে তামাকু খাইয়া স্বর্গে চল্যা জাই ।

[মা] মৈল্যে ইত্যাদি ।

অপর পৃষ্ঠায় “ইন্দ্ৰ বিষ্ণু দুটি বুন ইত্যাদি” একটি মজার ছড়া, “খোলাসুঁচির বস্ত্র, জলের শিকড় প্রভৃতি” মিশাইয়া একটি মর্দনের ঔষধের ব্যবস্থা ও “গৃহস্থরত্নাকর”-এর একটি শ্লোক আছে।

৬৩ প্রাচীন গল্প (দিনলিপি ?)

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০" X ৩½"। লিপিকাল ও রচনাকাল শকাব্দ ১৭১৫, তাং ১৭ বৈশাখ।

১/৭ খ্রীশ্রীহরিঃ ॥ সকাব্দা ১৭১৫ ॥ তাং ১৭ বৈশাখ ॥ বৈকালিক নিদ্রা চইতে উঠিয়া কৃষ্ণ রাম গোবিন্দ স্মরণ করিলাম ২৩ চন্দ্র শর্মা দ্বারে ডাড়াইয়া কহিলেন তোমার এটা কষ্ট করলনা ২বার কহিলেন এবং হাস্য করিলেন শুনিলাম উত্তর করিলাম না ১২ রোজ এক পয়্যার চাহিলাম কহ লিখি তাহাতে বড় বেজার হইলেন এবং মুখ নামিয়া রহিলেন আমিহ দেখিয়া পুঁথি বাঙ্কিলাম ক্ষণেক পরে কহিলেন পাঁচ জন একত্রে বসিয়া হাঁসিবা একারণ নিতেছ আর কিছু নহে শুনিলাম উত্তর করিলাম না পরে ২৫ পচিসা রোজ [কু]ঞ্জ সরকারে[র] সহিং বৈকালিক গ্রন্থ লৈয়া আলোচনা করিতেছিলেন তথা জাই...ন উপক্রম করিতেছি[লার্ম] ... দেখিয়া ২৩ শর্মা উদ্ভাসিত হইয়া কহিলেন ইহার নিমিত্তে কোন কথা কহিতে পাই না এ বড়ই জঞ্জাল শুনিয়া কিছুমাত্র কহিলাম না বুঝিলাম যে বড়ই অনাদর এই নিমিত্তে উইারা জখন কৃষ্ণকির্তন করেন তখন আমিহ বসিলা মধ্যে মধ্যে স্নেহ বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিলেন তাহাতেয় উত্তর করিলাম না ইহার পূর্বে উইার অন্তরঙ্গ কেহ কহিলে ঠাকুর বাটিতে আছেন নিত্য কৃষ্ণকথা আলাপ হইতেছে তবে আমার বাটা জাবে কেন তাহাতে কহিলেন ঠাকুরকে লৈয়া ক[া]ষ্ঠচর্চণ মাত্র রসের কি জানেন তন্মুখাৎ শ্রবণ করিয়া রহিলাম পুনচ্ছ ৩৪ গ্রামস্থা কহিলেন আপি কৃষ্ণালাপ কি জানেনা তাহাতে কহিলাম জানিলে সস্ত্র অসাখ্যাৎ এমৎ কথা কহেন কেনো আর জে কহিয়াছেন তাহা লিখনের গুণ কি হৈতে তা হল বে...[অতঃপর খণ্ডিত]।

৬৪ বাজালা মন্ত্র

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১২৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪ "X ৩২"। লিপি
আ. ১৫০ বৎসর আগের।

১/৭শ্রীদুর্গাসরণং ॥

॥ আশ্বসারং ॥

মনিমুক্তা দোলে মা মনসা[র] গলে
আমাকে দেখিয়া ভূত পিষাষ না চলে
ডানি ডাকিনি প্রেতভূত তোমরা পঞ্চ ভাই
আমার সরিরে আসি কারু সাধ্য নাই
কাণ্ডুরি কামিকা মা চণ্ডীর আজ্ঞা হারিষির পা
দই মা কংকালি দই মা ফুল্লরা দই মা কালি ॥১॥

॥ জলপড়া ॥

অকল বরুন আর যত দেবগন
জলের ভিতরে লভে করিয়া করন
ভূতপ্রেত ডানি ডাখিনী জে ইহার অঙ্গে আছে
সিঁধ সিঁধ যাঅ তুমি
মহাদেবের আ[জ্ঞা]
সে জে অমূকের অঙ্গে করে ঘা
সে আপন গুরুর মুণ্ডে পাখালে বাম পা
সিঁধ গুরু বন্ধ পা ধন্য কামিখ[ট] মা
জায় জায় ডানি ডাকিনি জে আছে ইয়া[র] অঙ্গে সিঁধ জায়ত ॥

॥ হাতচালা ॥

হাত চালাও নিসান চালাও ধরম চালাও
কুরমু চালাও পাতালে বাহুকি নাগ চালাও
ওরে হাত তোকে চালাও তো চলীতে দেবী চলে
দেবি চলে আউট হাত মিত্তিকা ভিড়িয়া চলে
চল রে হাত চল জাই বস তাঞি চল
নাঞি বস ডানিনে বাঞে চলছে চোরে মিথ্যা চল

ইশ্বর মহাদেবের পিঙ্গিতে ঝাঙরে চালিস চৌচরে
সিঁধ চল হাড়ি কাটা মাতা মকর
কার আজ্ঞা মা মনসার আজ্ঞা ইত্যাদি ॥

৬৫ বানের কবিতা
রচয়িতা দ্বিজ দ্বারকানাথ

পুঁথিসংখ্যা ১২৭। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল, ২৪ শ্রাবণ। লিপিকর শ্রীনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়, সাং গোয়ালপাড়া। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" X ১০"।
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রঙ থাকায় রচনাটি সমধিক মূল্যবান।

১/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা ॥

কেহ বা চড়ি গাছে কেহ বা চড়ি গাছে ভেসে জেছে করিয়া বিকুলি
ধরে আটকা দিব টাকা দেখায় কোমর তুলি।

কেহ মধ্যে ভাসে কেহ মধ্যে ভাসে চালে বসে স্ত্রীপুত্র লইয়া
তারি উপায় না দেখে ডাকে গোবিন্দ বলিয়া।

ডেকে কয় রাখ হরি ডেকে কয় রাখ হরি শীত্র করি দুকুল পাথারে
জগন্নাথ নাম তব ঘোষএ সংসারে।

পড়িয়া ভবকোপে পড়িয়া ভবকোপে জেবা ডাকে জপে তপ নাম
তরি জায় জম দায় কোন তুচ্ছ বান।

ভাবিয়া চক্রপানি ভাবিয়া চক্রপানি মুক্ত জানি রহিতে না পারি
বিস্করূপ হয় জলে রহিলেন শ্রীহরি।

বানে ঘর এল ভেসে বানে ঘর এল ভেসে লাগিল এসে সেই বিক্ষম্বে
হাথে ধরি পুত্র নারি নয় উঠে কূলে।

বানেতে গরু ভাসে বানেতে গরু ভাসে উর্দ্ধ্বাসে কি কহিব কথা
মধ্যে জলে ভেসে বুলে দিষ্ট হয় মাথা।

ভাসে মোষ পাএ ছান্দা ভাসে মোষ পাএ ছান্দা শুনে ধান্দা দেখ বানের রক্ত
শৃগাল কুকুর ভাসে মাংসে বহু জল।

ভাসিল সাওঁতাল ভাসিল সাওঁতাল কলু মাল ক্ষেত্রির স্ত্রুত
বনজন্তু [জী]বন্ত ভাসএ ভল্লুক।

বানেতে ভাসিল জারা বানেতে ভাসিল জারা কেহ তারি রক্ষা নাহি পায়
ভাসি কাএতের দপ্ধর কলম গুজা তায়।

ভাসিল রক্তপূত ভাসিল রক্তপূত অমৃত বিক্রমে বিশাল

কোমর বেড়া ধড়া পড়া পিঠে বান্ধা ঢাল ।

ভেসে জায় কুলু মালি ভেসে জায় কুলু মালি কোলে করি আপন সন্তান

স্বনার বেজা ভাসিল নয় হরপি নিশান ।

ভাসিল তাত্তি ভেয়া ভাসিল তাত্তি ভেয়া হাথে নয় তাত্তি বুনবের স্বাকু

উলবন মনে পড়ে করে হাঁকুপাকু ।

বানে জায় টাকা তোড়া বানে জায় টাকা তোড়া সিক্কুভরা হাজারে হাজার

ভাসে বিক অতি দির্ঘ করে হুড়পার ।

জত সব করে আলিস জত সব করে আলিস ভাসিল বালিস ছাপরখাট খোড়া

স্থানে স্থানে বানে ভাসে আবাল বিহু জুবা ।

কি কব দুখের কথা কি কব দুখের কথা কৈতে বেধা শরাণ বিদরে

নিদ্রাগত ছিল জত গাছের উপরে ।

মুদিয়া হুনয়ান মুদিয়া হুনয়ান মনে বান না ছিল জাহার

ঘুমের ঘোরে বানে পড়ে হইল সংহার ।

পাইয়া বনের ধাকা পাইয়া বনের ধাকা ভাসে হুকা জাতমজাবের গন্ধ

বানে ভেসে লাগিল এসে হাড়িভরা নার ।

বানেতে মাড় বানেতে মাড় ভাসে রাড় চরকা বুকে দিয়া

হাথের ক্ষেসে জায় ভেসে তুরি ডুবিস্কেয়া ।

বানেতে ছাড়ে ডাক বানেতে-ছাড়ে ডাক ভাসে বাগ করিয়া বিকুলি

বেনের ঝাল আলখাল ভাসিল পুটুলি ।

ভাসিল কাটা পাঠা ভাসিল কাটা পাঠা মুড়ি খুটা ভেড়া পালে পাল

ভাসে ঢাক লাখে লাখ খোল করতাল ।

ভাসিল কুলুর ঘানি ভাসিল কুলুর ঘানি বানে আনি চালে ভাসে পৈ

চামর চন্দন ভাসে [ভাসে] গোলার দৈ ।

ভাসিল কুস্তকার ভাসিল কুস্তকার চক্র জায় হাড়িপাতনা জাড়

নাপিতের সন্তান ভাসে বগলে করে ভাড় ।

ভাসিল কর্ণকার ভাসিল কর্ণকার কিছু আর না-হিল ধরে

হাতেনে এসে লাগিল ভেসে বুপের ভিতরে ।

ভাসিল শুড়ি জত ভাসিল শুড়ি জত কৈবর্ত নাহি জায় চিনা

মল গোষ্ঠী গেল ছিষ্টী ভাসিল মনের গোলা ।

ভাসিল মছলমান ভাসিল মছলমান হতজ্ঞান করি হায় হায়
 তার বিবি সোভে নবি ডাকএ খোদায় ।
 ভাসিল মল্লা জত ভাসিল মল্লা জত শত শত লম্বা লম্বা দাড়ি
 বানে এসে লাগিল ভেসে গোঁফেতে খাণ্ডুরি ।
 কান্দে কয় মলাম মলাম গেলাম গেলাম বক্ষা কর খোদা
 ভাঙ্গিল ফিরের আস্থানা ভাসিল পিরজাদা ।
 ডাকে কয় কোথা নানি ডাকে কয় কোথা নানি গেলাম আমি কি হৈল প্রমাদ
 কোথা রইল ফুপু চাচা কোথা রইল্যা দাদ ।
 দেখে ভাই দৈবগতি দেখে ভাই দৈবগতি ভাসে হাথি মোরক্ষির বানে
 জীবজন্তু না রহিল নদীর পশ্চিমে ।
 বানেতে করে তোরো বানেতে করে তোরো ভাসে ঘোড়া অজ্ঞের জলে
 মরে জত নাহি অস্ত ভেসে ভেসে বোলে ।
 ভাসিল জত মড়া ভাসিল জত মড়া হল্য খড়া নদীর কিনারা
 লাগে ভয় অতি ভয় দেখে ঢাকপারা ।
 লাগিল ঝোপে ঝোপে লাখে লাখে জলে স্থলে বোলে
 স্বকুনি গিদিনি মড়া খায় কুতূহলে ।
 দেখিয়া লাগে ধন্ধ দেখিয়া লাগে ধন্ধ দোগন্ধ হইল অতিশয়
 খাতা জাহা লেখে তাহা পণ্ডনে না হয় ।
 কারু বা কর্মফলে কারু বা কর্মফলে গঙ্গাজলে ভাসে মৃত কায়
 কেহ বা ঝোপে বালি চাপে ঈশ্বরের মায়া ।
 পরিয়া খাসাজোড়া পরিয়া খাসাজোড়া চড়ি ঘোড়া জাস্তা করে কেউ
 কেউ বা গাছে বসে আছে খেএ বানের ডেউ ।
 এমনি দুখ জত এমনি দুখ জত কৈব কত নাহি তার অস্ত
 পোনের আশ্বিন হইতে দশমি পজাস্ত ।
 বিষ্টি ঘোরতর বিষ্টি ঘোরতর ধরাধর হইল হৈল নিবারণ
 আচম্বিতে আশ্চিতে সব স্বমিরণ (?) ।
 পাইয়া জগৎপ্রাণ পাইয়া জগৎপ্রাণ ছোট্টে বান তারা হেন ছোট্টে
 গাছে হৈতে সর্বজন নামিল ভূমিতে ।
 বানেতে ভাঙ্গিল জত বানেতে ভাঙ্গিল জত কৈব কত করিয়া বিস্তার
 তিউ হইতে দুই ভিতে জাহুবীর ধার ।

হইল সমভূম হইল সমভূম সর্বজন স্নোঙরে ঐহরি
 চিনিতে না পারে কোথা ছিল ঘর বাড়ি ।
 করিয়া কলরব করিয়া কলরব কান্দে সব গণিয়া হাতাস
 কারু হৈল পৌষ মাস কারু সর্বনাশ ।
 মাটেতে ছিল ধান মাটেতে ছিল ধান পেয়ে বান আখালি পাখালি
 ছিল ইন্ধু অতি দির্ঘ চেপে গেল বালি ।
 রাজকর কিসে দিব রাজকর কিসে দিব কি খাইব অন্তরে ভাবিয়া
 স্থানান্তরে কেহ গেল দুখিত হইয়া ।
 কহে বিজ দারকানাথে কহে বিজ দারকানাথে কুকুটাতে নিবাস থাকিয়া
 জেট ভাই কমলা তার আঞ্জা পায় ।
 দুখ বারে বারে দুখ বারে বারে [কব কারে] আর কত নয়
 ক্ষমির লোভে মরিবে সতে কুলবার্দ্ধা কি রয় ॥
 ইতি বানের কবিতা সমাপ্ত ॥

৬৬ পদ

রচয়িতা গোঁসাই গোরাচাঁদ

পুঁথিসংখ্যা ১২৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ২৫"×৪"। লিপি আ.
 ১২৫ বৎসর আগের।

জায় কৃষ্ণবরগমনি রাই কিশোরী কিশোর ভেটিতে ॥ ৫ ॥
 একে সোনার ব[র]ণি সোনার গায় হেম কুচগিরি শোভিত তায়
 অপরূপ হের ললিতে ।
 রেএর চঞ্চল মতি হের গো মম্বর গতি
 রতিপতি জয় করিতে ।
 বদন মদনচান্দেদি ফান্দ চান্দ জিনি ধনির ও মুখচান্দ
 চান্দ লুকায়ল লাজেতে ।
 রেএর নীল বসন যেন নবঘন শোভে হেমগিরি পরেতে ।
 রেএর পদার্পণে খলি দিনমণি
 শশী রাশি রাশি পরে ভোমেতে ॥ ২ ॥
 লাজে ঘোর রজনী হেম কমলিনী বিশেষ মোহিনীরূপেতে
 রেএর লাবণ্য জেমন দামিনী সমান বসন ঝাঁপিআ পরিছে ॥ ৩ ॥

যেএর নাগার বেসর জেমত চকোর উড়ে স্বধর আশেতে
কহে গোসাঁই গোরাচান্দ হের গো দিনমণি ফান্দ
কৃষ্ণদাসপদআশেতে ॥৪॥

৬৭ শ্রীধর্মপুরাণ

ভনিতাকার রামাঞীপণ্ডিত, রামদাস, শ্রীরামপণ্ডিত,
দ্বিজ শ্রীরামপণ্ডিত, পণ্ডিত দ্বিজ, পণ্ডিত রাম

পুঁথিসংখ্যা ১২২। লিপিকর কুড়ারাম পণ্ডিত, সাক্ষি গবপুত্র; কুপারাম পণ্ডিত,
গণেশ পণ্ডিত। লিপিকাল সন ১১৫১-১১৬০ সাটী সাল, মাসে চৈত্র, রোজ শুক্রবার।
খণ্ডিত। জীর্ণ ও অবিগ্নস্ত তালপত্র। পত্রসংখ্যা ২৪। আকার ২৫৫"×২"।
শ্রীনিরঞ্জনপুরাণান্তর্গত ময়ূরভট্টরচিতায় বার্ষিক গ্রহভরণ ইত্যাদি।

১ শ্রীশ্রীহরিঃ ॥ আ(র)পতন্ত্ব ॥

বেদ বেদ করিআ ব্রহ্মা পতন্তি রৌল

কোন কোন বেদ পণ্ডিত যবেক বেক্ত করিয়া বৌল।

সেসে ব্রহ্মা যবতরোধে, উড়িয়া জায় হংস দুই পাক ছেদে।

সেসে ব্রহ্মা বিদ্ধি ব্রহ্ম গগনমণ্ডলে শূণ্যমণ্ডলে করেন ধ্যান,

সেসে ব্রহ্মা জগত পূজিমান।

গুণ কণ্ঠ নাসিকা পয়ান প্রয়াণ উত্থান উব্যান বারে বন্দিজ্ঞানে আনল পাশচ্ছেদ।

স্নান পণ্ডিৎ ইহাকে বলি ঋকবেদ।

ও দশমে স্থির কর'পণ্ডিত রবিশশী উজ্ঞান, মনে পবনে করি বিচ্ছেদ।

আত্মা পরিচয় হইলো ইহাকে বলি জজুর্বেদ।

ও তিন তিউড়ী গন্তিমুখা ভাটা সময়স পবন উজ্জাউ, চান্দে সূর্য্যে সময়স ভেলা।

শ্রম বেদে হইলা গোসাঞি বিভোলা ভোলা।

চারি বেদ স্থাপিলেন অজান জান, পঞ্চ বেদ গোসাঞি নেহ পয়মান।

মনে পবনে শক্তি ধরি চাপি, ধর্মগ্রন্থে আগমবেদ স্থাপি।

ঋকবেদে ব্রহ্মা জজুবেদে বিষ্ণু শ্রমবেদে মহাদেব যথর্কবেদে দেবী

আগমবেদে ধর্ম।

শুন শুন পণ্ডিত ইহাকে বলি স্থানের আদি জন্ম।

চারি দ্বারে চারি পণ্ডিত আর পঞ্চ জন আয়া, তখি পাইল কমলের সন্ধি।

যোথাকার রবিসসি তথা হইলা বন্দি।

সকল-বাট-সকল-কুড়া, সকল-বহিল এ তিন-ভুজন জুড়া ।

সক-গেল-নি[স]কে[র] পাস। : সকল-নিসকে করিল প্রাস।

পঞ্চ-বেদে-ধর্ম-তা[র] করিল-ক[র]ণি ।

বর-দেন-ঠাকুর-সরুপনারান ।

উলমন্ত পাটন দুনমন্ত দেগ, কোথা হতে পণ্ডিত তোমার গেল-পরবেগ ।

তোমার শিগুয় প্রাণীর পণ্ডিত কেন্দ্র নাঞি পাই

তোমার শিগুয় প্রাণের পণ্ডিতকে কে নির্দ্বাই ।

দুইতে দুইতে পড়ি গেল বাই, মধ্য কমল জুড়ি বহি গেল-নাই ।

আড়ে বাতা দিগে বন্ধ বাঙর পন-মাস লয়া হাড়ের সক্তি ।

মায়ের [র]জে বাপের বিজ্ঞে পণ্ডিত জন্ম হল্য ডখা ।

ঘটিকা ঘটিকাকমলে বাস গর্ভে ছিলর পণ্ডিত আর দগ মাস আর দগ দিন ।

গর্ভে ছিলা পণ্ডিত অতি বড় সুখে, আধার জোগাইয়া সদগুরু মুখে ।

বাহে টিনাসন (?) কেবল আল দুই দিগে দুইর...জনে দেহারা দেখিলা পণ্ডিত ।

পছিমমুখে আত ধর্মগুরু সাথে বিছাগুরু বিছা দিল হাথে ।

অথ-কহিতে সার বর দেন ঠাকুর শ্রীশ্রীনাথ নিরাকার ॥

। তান্ত্রজ্ঞান ।

কলিজুগে কৃষ্ণবর্ণ পবিত্র কার

কৃষ্ণবর্ণে পণ্ডিত রাম তান্ত্রজ্ঞে জায় ।

এস্থানে পণ্ডিত-রাক অজ্ঞা অশে মিতি

লোহৌ লোহৌ কাম-কোথ সত্যমিতি ।

দেখন্তি গুরু পরভেক রামের বাচ হইল

ও গুরুপাদপদ্মে মরমনবাক্য নমোনমন্তে ॥ ইতি তান্ত্রজ্ঞান ॥

ব্রাহ্মণের আভিধ্বংস হেতু নিরঞ্জন জাজগুয়ে প্রবেশিলা হইয়া জখন ।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জন্ত পথে নাগালি পায় ভালের তিলক সব-পুছা পেলে পায় ।

আভিনাশ করে-কার মুখে দিয়া ছিবা মায়্যা কাড়্যা ধার-কার দিয়া ঘাড়কাবা ।

পাসান প্রতিমা ভাজে গোহোড়ের ঘার হাথে-প্রাণ-কন্ডা কন্ত দেহাঙ্গি পালায় ।

(১ অ আতি রাখা)

দেউল দেহারা জত ছিল ঠাঞী ঠাঞী ভাবিয়া পাড়য়ে কারো না মানে দোহাই ।
 জাজপুরে আছে বিজ্ঞ পাসানসিংহ নাম সভার প্রধান তিহৌ বেদে অল্পপাম ।
 পাসার প্রসাদে বিজ্ঞ জিনে দেসে দেসে জিনিঞা আনয়ে ধন তেজের প্রকাষে ।
 হেন কেহ নাঞী তারে জিনেন পাসায় তেকারণে পাষাসিংহ সভে বলে ভায় ।
 তা হুনিঞা মহাপ্রভু আনন্দ অন্তরে পাসা খেলিতে গেল দ্বিজের মন্দিরে ।
 দুয়ারে দাওয়া ধর্ম পাসাসিংহ বলি ডাকিলেন তিন বার হইয়া ব্যাকুলি ।
 জয়ঘণ্টা নাড়িলেন শ্রীধর্মঠাকুর হুনিঞা দ্বিজের বুক করে ছুর ছুর ।
 না জানিয়ে কেবা আলা খেলাইতে খেলা, খেলাইতে পাসা বিজ্ঞ দুয়ারেতে আলা ।
 সম্ভাষিয়া পাসাসিংহ কহিছেন কথা কোন জাতি কুল বট ঘর তোমার কোথা ।
 কি নাম তোমার বটে আলে কোথা হতে, বিবরিয়া কহ তুমি আমার সাক্ষাতে ।
 মায়া দিআ কহে ধর্ম স্নন রে বামন অটক আমার নাম জাত্যেতে জ্বন ।
 হুজ মক্কা কর্যা দেখি দুনিয়ার তামাসা শুনিলাও লোকের মুখে তুমি খেল পাসা ।
 মাতা পিতা দারা পুত্র নাহিক আমার জন্মাবধি আমার নাহিক ঘরবার ।
 শুভাছি তোমার নাম পাসাসিংহ বানা আশ্রাছি তোমার ঠাঞি খেলাবার বাসনা ।
 খেল অ[দি] খেলাই পাসা আসাছি আসাঅ রামাঞিপণ্ডিত কহে ভজি

ধর্মপায় ॥২॥

॥ নাচাড়ি ॥

পাসানসিংহ বলে তুমি আশ্রাছ খেলিতে হারিলে চালের প্রতি ধন দিবে কতে ।
 ধর্ম বলে ধরা মোর হয়ে জতধিক কালিপ্রতি ধন দিব দ্বাদস মানিক ।
 আপনার কথা আমি কহিল তোমারে আপুনি হারিলে দান কিবা দিবে মোরে ।
 বিজ্ঞ বলে আমি যদি হারি তব ঠাঞি হারিলে আনিয়া আমি দিব দস গাই ।
 ইহা বিতেরেখ মোর অস্ত্র নাঞি ধন ভাল ভাল বলি সায় দিল নিরঞ্জন ।
 লোভে নষ্ট হয়ে দ্বিজ শুন সর্বলোকে পস্তন করিল খেলা পরম কৌতুকে ।
 পেলিতে করের পাসা হইল দ্বায়াচারি প্রথম চালেতে হইল ব্রাহ্মণের হারি ।
 জিনিঞা কহেন ধর্ম পাসানসিংহ ভাই আপনার অজিকার দেহ দস গাই ।
 পাসানসিংহ বলে ফের পুনর্বীর একুবেলা দান দিব তার কৌ বিচার ।
 শুনিঞা দ্বিজের কথা কহেন ঠাকুর হাসিআ হাসিআ কথা কহেন মধুর ।
 মায়ায়ে হইআ বন্ধ না জানে কারণ সজ্ঞান হইয়া মুচ্ছা হইলা বামন ।
 উঠিয়া কহেন তারে কথা পুনর্বীর তোমায়ে আমায়ে খেলা খেলি আরবার ।
 কোণযুত হয়্যা গোসাঞি কহিছেন কথা বড়ই গোড়ার তেঞি বামনের পুতা ।

আপনার মুখে তেঞি कहিলি জবান গোষ্ঠার কাকর তেঞি कहিলি ইমান ।
 বিরূপ দেখিয়া বিজ পালাইয়া জায় পালায় পালায় বলি ভাকে ধর্ম্মরায় ।
 না পালা না পালা বিজ বলে ধর্ম্মরায় প্রভুর মায়াতে বদ্ধ জাতে নাঞী পায় ।
 বামনে ডাকিয়া প্রভু কহেন কৌতুক তিন ভাগ জাজপুর করিব তুড়ুক ।
 বেদবিজ্ঞা ঘুচাইয়া পড়াব কোরাণ নিশ্চয় कहিল তোরে ইথে নহে আন ।
 এত বলি ধর্ম্মরাজ মহা ক্রোধ করি জাজপুর নগর বেড়িল তরাতরি ।
 নগরে সমস্ত জত আছিল ব্রাহ্মণ ধরিয়া পৈতার পাসে করিল বন্ধন ।
 পালাতে না পারে কেহ ধর্ম্মের মায়ায় মারিয়া ধরিয়া সতে রাখিল তথায় ।
 একতাই বিজগণে বান্ধিয়া তথাই পালের বাছিয়া ভাল আনি দস গাই ।
 পাটের দড়ায় তারে পাছাতে বান্ধিয়া পাড়িল পশ্চিম মুখে নিদ্রা হইয়া ।
 ইঙ্গ্র আপনে তিহৌ হইয়া মোলনা কানেতে ধরিয়া তার সুনাল কলিয়া ।
 হাথে ছুরি মোল্লা বসিলা তথাই বিচমোল্লা বলি গাই করিল জভাই ।
 হাথে কুব করি জাত্য কসাই শৃঙ্গিল হাথে ছুরি [করি] গাই ছড়িতে লাগিল ।
 হিরা নাম গজা ভান্ডা সিরো নামা গজা কৌতুর সম উরস ফেঁপা আতুড়ি গুরুজা ।
 তৌম গজা বার হাঁড়ি হেড়ার প্রধান পিছা পরজা আগা আর পঞ্চ ঘান ।
 সোলখানি হেড়া কসাই কৈল সোল ঠাঞী ইহাপা কাইতে ভাল মুদকি চাই ।
 হাণ্ডাবিবি ঘাম তথি নিছিয়া পেলিল জগাই মাধাই তারে আজ্ঞা কৈল ।
 সতে খানা পাকাইতে আজ্ঞা পাইয়া দুই জনে চলিলা তুরিতে ।
 হাড়ায়্যে চড়াল্য হেড়া জাল্য দিল জাল বিবি হুররূপে পদ্ম বাট্যা দেই কাল ।
 উত্তম রন্ধন করি বিরিকি পাকাই সোয়াদ বুঝিতে হুবা রাখিল জগাই ।
 স্নানার বুঝিল স্বাদ সরস নিরস বনাল্য হাড়ার হেবা করিবারে কস ।
 বিছানা বিছায়া জগাই कहিল সাহেবে খানা তইআর হইল আশ্র সাহেব তবে ।
 তা শুনিঞা মহাপ্রভু আনন্দিত হইল হাজাম করিয়া সৃষ্টি বামনে স্ননত দিল ।
 মাথা মুড়াইয়া টুপি দিলেন মাথায় মুন্সিদ করিয়া কলিমা সিখাল্য সভায় ।
 আনিঞা করার পানি ধোয়াইল হাথ বামনে জবন করে ছুনিয়ার নাথ ।
 খাইয়া গায়ের হেড়া স্বঙরে খোদায় একিদ্দা ইমাম করে সাহেবের পায় ।
 একতাই কোরাণ পড়িল সব ঠাঞী তা দেখিয়া ভাবিছেন আপুনি গোসাঞি ।
 নামাজ করেন কেহ পড়েন কোরাণ কেহ বাক দেই কেহ বলে রহমান ।
 ব্রাহ্মণে জেমন জেবা ছিল তেজিআন সৈয়দ সেকজাদা হইল মগল পাঠান ।
 তবে প্রভু নিরঞ্জন জিদসের নাথ স্বজিলেন মুসলমান স্বাদ আচার জত ॥

চাষিদিগে বলতি করিল স্থানে [স্থানে] রামাইপণ্ডিত কহে শ্রীধর্মে[র] চরণে ।
 তবে প্রভু করতায় দেব ভগবান স্ব[স্তি]লেন মোছন্নমান জাতে খোরগান ।
 রগসিরা পাচসিরা হল্যা দুই জনা বাপে পোয়ে কাটাকাটি° খ্যাতে খাতে খান ।

(৩ অ চিতা নাহিক)

কুহুড়া কাবারি মুগরী আর হাজাম গারিআন গাড়িআন না কল্যা ইমান ।
 দেবগণ লয়া প্রভু কৈল প্রতিদণ্ডী স্বজিলেন মহাপ্রভু আর খোষ্টা স্ততি ।
 অস্ত্রবৈদ্য মাগকাটা তান্না দুই জাত জবন করিল স্তম্ভি জিদসের নাথ ।
 আশু হর্যাছে হিন্দু পাছু মোছন্নমান হীন্দুকে পুরাণ দিল জবনে কোরাণ ।°
 (৪ অ জবন হাজীল প্রভু করিল মাআয় রামাশ্রীপণ্ডিত বলে শ্রীধর্মের পায় ॥)

উল্লুক কহেন বাণী কৃতাজলি করি পানি

অন প্রভু দেব নারায়ণ

করিলে অনিত কর্ম শুন প্রভু দেব ধর্ম

তোমায়ে করিয়ে নিবেদন ।

তুমি জে করিলে প্রভু এমত না হয়ে কহু

দেবগণে লাগে চমতকার

করিলে দারুণ পণ অসম্ভবে অকথন

তুমি নাকি দয়ার সাগর ।

তুমি প্রভু দয়াময় তোমায়ে উচিত নয়

তবে কেন এত অবিচার

কহিতে করিয়ে জ্বাল বিপ্রাণে কৈলে নাল

এ নহে তোমার ঠাকুরাল ।

সত্য-সাপর জ্ঞেতা কলিযুগে কৈলো হত্যা

দেখিয়া আমায়ে লাগে জ্বাল

তোমায়ে লাক্ষাতে কহি অধর্মে তরিল মহি

তব নামে পাপ কর নাল ।

শুনি উল্লুকের কথা হরসিত হর্যা তথা

দয়াময় দেব নিরঞ্জন

দেবগণ সঙ্গে করি সন্তোষিতান করি

হরসিত হরিলেন জীবন ।

শূন্যরূপি হৃতির্দয় নাহিক ভাহারে ভয়
 ধ্যানে না পায় দেবলোক
 জত কিছু অস্তি ছিল একেত্র করিয়া নিল
 দেখিয়া সভার ঘোচে সোক ।
 জড় করি সব অস্তি প্রভু দেব যুগপতি
 কর দিলা অস্তির উপর
 দেবগণে ধরি অস্থ মৃতসঞ্জিগতি মজ
 দেখি আনন্দিত মায়াধর ।
 জত কিছু হাড় ছিল মজ্জতেজে জড় হল্য
 সঞ্চে হয়ে জোড়বদ্ধ
 সুরভিরে পেল প্রাণ প্রভু দেব ভগবান
 দেখিআ দেবের আনন্দ ।
 তবে প্রভু নিরঞ্জন অস্তি পরে দিল বন
 জিয় জিয় বলে করতার
 পঞ্চভূত নারায়ণ বসিলা যে স্থানে স্থান
 সুরভি পাইল প্রাণ আর ।
 নিজ মজ্জ মনে ভাবি পাইল প্রাণ সুরভি
 জয় শব্দ কৈল দেবগণ
 প্রাণ পায়্যা গাবি সব উঠ্যা করে হামা রব
 সূতমুতে হইল মিলন ।
 বছ করে দুখপান প্রভু গেলা নিজ স্থান
 আনন্দে বলহ হরিবোল
 রামাঐপণ্ডিত কয় ভজ ধর্মপদময়
 আনন্দে না পায় কেহ যোর ॥৫॥
 ইতি আজপুর লিখা সমাপ্ত ॥

୬୮ ଶ୍ରୀଧର୍ମପୁରାଣ

ଭନିତାକାର ରାମାଞ୍ଜୀପଣ୍ଡିତ, ବିଜ ରାମାଞ୍ଜୀ, ଶ୍ରୀରାମପଣ୍ଡିତ

ପୁଂସିସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ । ପଦ୍ମସଂଖ୍ୟା ୧୮ । ପୂର୍ବ ପୁଂସିର ଅଭ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ।

ନିରଞ୍ଜନପୂଜା ପୁଷ୍ପକାଢ଼ାନ ॥

ଧନ୍ୟ ବଳି କଳିକାଳ

ଶ୍ରୀଧର୍ମର ଅବତାର

ଚକ୍ରକେତୁ ନାମେ ନରପତି

ପ୍ରଚାରିତେ ଅଭିଳାଷେ

ବସିଲା ତାହାର ପାଶେ

ସ୍ବପ୍ନ ବଦନେ ଅର୍ଜୁନାତି ।

ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖିଲା ରାଜା

କରିଲ ଧର୍ମର ପୂଜା

ଦେହାରା ରଚିଲ ଶୁଭକ୍ଷଣେ

ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଚୁଡ଼େ

ନେତେର ପତାକା ଉଡ଼େ

ହରସିତ ଦେଖି ପ୍ରଜାଗଣେ ।

ହରସିତ ଶେତିପାଳ

ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାରେ ଭାର

ଉପନୀତ କୈଳା ସେହି ସ୍ଥଳେ

ଧର୍ମବୋଧକ ଆନି

ହରସିତ ନୃପମୁନି

ପୂଜା କରେ ଅତି ସୁମଙ୍ଗଳେ ।

ସକ୍ଷେ ଜତ ଭକ୍ତଗଣ

ଦେବ କୈଳ ଆବାହନ

ଆସନ କରିଲ କୁସାସନେ

ପାଟା କୌଟା ଶୁଦ୍ଧ ଧୂତି

ଜୋଡ଼କରେ କରି ସ୍ତୁତି

ଆଚମନ କୈଳ ଶୁଭକ୍ଷଣେ ।

ଧୁପ ଦିପ ନିରାଞ୍ଜନା

ଦିଲ ରାଜା ଦଢ଼ମନା

ନୈବିଦ୍ୟ ରଚିଲ ଠାଞ୍ଜୀ ଠାଞ୍ଜୀ

କର୍ପୁର ତାସୁଳ ଜତ

ତାହା ନା ବଳିବ କତ

ହରସିତ ପଣ୍ଡିତ ରାମାଞ୍ଜୀ ॥

ଭନିତା, ଶ୍ରୀଧର୍ମପୁରାଣଗୀତା ଅପୂର୍ବ ଜାହାର କଥା ବିରଚିଲ ରାମାଞ୍ଜୀପଣ୍ଡିତ । [୬୫୪]

୧ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ॥ ଅଥ ଡାକ ଲିଖିତ ॥

ନିୟମ ଲାଗେ ନିୟମ ଲାଗେ ଶ୍ରୀମତ୍ କାଳିଞ୍ଜର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ । ସର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳାୟ ।
ତଥ୍ୟମଧ୍ୟେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ । ଯଥା ଯଥା ସେବା କରେ ଶିବ । ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ । ଉଦ୍ଭିସ୍ତାନ
ଇମାନ ଆଉ ଦଶ ଦିଗ । ତାହାର ମଧ୍ୟେ ଜେ ଜେ ଭକ୍ତ ଜିବ । ସେବାଧୀକାରୀ ଦେବାଧୀକାରୀ ।

গঙ্গাদেবীর দুই কূল । সমিগ শ্রীবর্দ্ধমান । বৃদ্ধবটমূল নঃশয় ছাপার কোটি । আসি
সহস্র উনসট্টা ময়না । সাতসহস্র আসিসয় পাড়া । তথিমধ্যে মহানন্দ জোড়া ॥ সর্গ
মর্ত পাতালায় দেব গঙ্কর্ব্ব নাগলোক একাকার ॥ নানাবর্ণে লোক সেবস্তি সিবের দ্বার ॥
কতকত দেশ অজ্ঞান জ্ঞান । প্রতিদেশ মধ্যে বিরূপাক স্থান ॥ কবপুটে নিমন্ত্রিয়ে কাসি
বিশ্বনাথ । এ দেয়ুলেকর শুভ ভক্তজন্য সাথ ॥ স্থান : প্রধান হরিডা জুড়ি । জেহানে
বৈসহ কৈলাস ছাড়ি ॥ সেইস্থান কেনেক তেজ জিলোচন । সেবকবংশল প্রভু কর
আগমন ॥ ভুবনেশ্বর নাম তোমার উড়ন্তায় ঘূসিত । কনারক দেশে প্রভু না হয়
বিস্তিত ॥ ইত্যাদি ।

খেং ষোড়ায় চাপ গোসাঞি শ্বেতের পালান
কুর্শের পৃষ্ঠেতে দেব দেব নিরঞ্জন ॥
জাগ রে জাগ রে ভাই সত্যযোগের কোটাল ॥

৭ শ্রীশ্রীরামঃ ॥ ভাল মণ্ডল কনকের বেহার ক্ষটিকের সিংহাসন স্তম্ভ লাগ্যাছে দুয়ার
ডাহিনে ডাইতিণে ছাই হেন ধর্ম পুঞ্জিলে অনেক পুণ্য পাই উচ্ছালা বর্দ্ধমান আছে
হিন্দু মুচ্ছলমান ধর্মের বা বেদগোলাম রূপে কৈ মানাবেক প্রকৃতি স্বাী ধনেকে মানাবেক
কুবের ভাণ্ডারি তোমার স্থানে সত স্তরে ভড়ো দোষ লোমে লোমে অপরাধ কমন্ড ॥
পণ্ডিৎ বলায় তুমি কোথা তোমার ঘর অশুচি হইয়া আইল্যো গাজন ভিতর ।
পণ্ডিৎ বলাই আমি যাজপুরে ঘর শুচি হইয়া আল্যাম গাজন ভীতর ॥

এ চারি পণ্ডিত করি জোড় হাত হুকারে পড়য়ে বেদ
এ চারি আমিনি করে জয়ধ্বনি থণ্ডেত আপদ খেদ ।
নাগ বাহুকি দেখহ কোতুকি ধন্য ধন্য কুর্শরা[ট]জ
হেমের নপুর অতি মনোহর মল্ল মধুর বাজে ।
পদের মূল কুর্শ উপর দেখিতে পাশের দ্বাগ
জেবা করে ধ্যান হয়ে পরিজ্ঞান নিজ নিকেতনে বাস
অঙ্ক কুট জত সেহ হয়ে হত এসব সংসারে পার
শ্রীরাম পণ্ডিৎ রচিল সজ্জিত কৃপা কর করতার ॥

ধর্মের আজায় প্রজাপতি
 সৃজন করিল সৃষ্টি স্নাত্তিদিবা সমদৃষ্টি
 অনাআসে আনেক সন্ততি ।
 জাজপুয়ে প্রায়বাদি সোলসয় ঘর বেদী
 বিজ্ঞ নহে কেবল দুষ্কর্ন
 দক্ষিণা মাগিতে জায় জার ঘরে নাঞী পায়
 সাপ দিয়া পোড়ায় ভবন ।
 বেদ কৈল উচ্চারণ মাল জাঠে না দেকেন' (১ অ নাগে কন)
 জলের জন্তাল হয়ে পাস
 বলিষ্ট হইল বড় দসে পাচে হম্মা জড়
 সাধুপুত্রে করেন বিনাশ ।
 এইরূপে বিজগণ করে সৃষ্টি সংহারণ'
 জানিঞা আপনে করতাব
 বৈকুণ্ঠে জানিঞা ধর্ম পরাংপর পরং ব্রহ্ম
 হইল্যা আপনে খোনকার ।
 হলোন জবনরূপী মাথাএন্তে কালা টুপি
 হাথে নিল তর্কচ কামান
 চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
 থোদায় বলিআ হল্য নাম ।
 থোদায় হইলেন ধর্ম দেবগণে জানি ব্রহ্ম
 নিজরূপ ছাড়িল সভাই ॥
 তবে ব্রহ্মা হল্যা পেকাষর বিষ্ণু হল্যা মহামদ
 মহেশ হইলা বাবাদয়
 কার্তিক হইলা কাজি গণেশ হইলা গাজি
 ককির হইলা মনিজ্ঞন ।
 তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেখ
 পুরন্দর হইলা মোলনা
 চন্দ্র সূর্য আদিদেবে , পদাতিক হইআ সডে
 উচ্চ নামে বাজারে দায়ামা ।

ଆପନେ ଚଣ୍ଡିକା ଦେବି ତିହେଁ ହଇଲା ହାଣାବିବି
 ପଦ୍ମା ହଇଲା ବିବି ଛୁର
 ଏହିରୂପେ ଦେବଗଣ କରିଆ ନାରାଜ ପଣ
 ଶ୍ରବେଶ କରିଲା ଆଜପୁର ।
 ଦେଉଳ ଦେହାରା ଭାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିଆ ମାୟା ଧାସ ରଙ୍ଗେ
 ପାକଡ଼ ପାକଡ଼ ବଳେ ବୋଲ
 ଭଞ୍ଜିଆ ଧର୍ମେର ପାୟ ପଣ୍ଡିତ ରାମାୟ ଗାୟ
 ଏ ବଡ଼ କୌତୁକ ଗଞ୍ଜଗୋଳ ।

୬୦ ଧର୍ମମଞ୍ଚଳ

ଭନିତାକାର ପଣ୍ଡିତ ରାମ, ଶ୍ରୀକବିଭୂଷଣ,
 ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡିତ, ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ଵିଜ

ପୁଂସି:ସଂଖ୍ୟା ୧୦୧ । ଆକାର ୧୧୫" × ୧୫" । ଅବିଭକ୍ତ ତାଳପତ୍ର । ପତ୍ରସଂଖ୍ୟା ୧୧ ।
 ଲିପି ଆ. ୨୦୦ ବଂସର ଆଗେର । ଭନିତା, (କ) ଚାନ୍ଦରେ ପବନ କରେ ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ରଚିତ
 ପଣ୍ଡିତ ରାମ ଧର୍ମେର ମଞ୍ଚଳ । (ଖ) ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିବେଦନ କହେ ଶ୍ରୀକବିଭୂଷଣ, ଦାନପତିରେ କୃପା
 କର ଦେବ ନିରଞ୍ଜନ । (ଗ) ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ଵିଜ ବଳେ କରିଆ ସମାଦରେ ବେଷ୍ଟିତ କରେ ଲୟା କେନ୍ଦ୍ର ।
 (ଘ) ଶ୍ରୀରାମପଣ୍ଡିତ କହେ ଆମି ସ୍ଵାଧୀନ, ସେବକେରେ କୃପା କର ଅତି ଚିରଦିନ ।

୧/୧ ଶ୍ରୀରାମ: ॥ ଜିଲୋଚନଃ ଭୟକୃତାହୁଲେପନଃ ଜିହ୍ଵାଲୁପାନି ଶଶିଶେଷବଂ ।
 ହରାହରୈର୍ବନ୍ଦିତ ପାଦପଦ୍ମଃ ନପୁଂସକୃତଃ ପ୍ରଣୟନ୍ତି ସବଂ । ପୃଷ୍ଠ ଶ୍ରୀମା ଦୟାଦୟାଦୟା
 ଗିରି ଶ୍ରୀବା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡମାଳିନୀଂ କମ୍ପାକୃତେର୍ଗବତଃ ସ୍ଵାମିନୀଂ ପାଂସଃ ସଂ । ସଂସ୍କାର-
 କଳାହୁବର୍ତ୍ତନବଳାସେନାମିଷେନାନ୍ତସାଂ ସାତାସାତମତସ୍ତ୍ରିତଂ ଜଳ ନିଷେଷାନ୍ତାପି ବିଶ୍ରାମ୍ୟାତି ॥

ବିଶେଷତ: ନିରଞ୍ଜନ ପୁରାଣାନ୍ତର୍ଗତ ଯଉରଭଟ୍ଟ ରଚିତାୟ ବାର୍ଷିକ ଗୃହ ଭରଣାର୍ଥେ ଦ୍ଵିଜ ପଣ୍ଡିତ
 ଦ୍ଵାରା ଗାୟନ ଦ୍ଵାରା ଶକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଚାରଣ ଅନ୍ତରାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ଵାଦଶ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ଵାଦଶ ଭକ୍ତ ସହିତାୟ
 ଇତ୍ୟାଦି ।

୧/୧ଶ୍ରୀରାମ: ॥

ହଁଙ୍କାର ନୟ ଶକ୍ତ ଶକ୍ତ କରତାର ତୁଭୁବନ ଭରିଲ ଆପେ କୈଲ୍ୟ ଏକାକାର ।
 ନି ଶବ୍ଦେ ଆପନେ ହଇଲେ ନିରାଶ୍ରୟ ର ଶବ୍ଦେ ହଇଲେ ତୁମି ରଞ୍ଜିତନୟ ।
 ଜ ଶବ୍ଦେ ଜଳ ଧର୍ମ ତୁମି କରତାର ର ଶବ୍ଦେ ରକ୍ଷା କରାଚ ସଂସାର ।

ন সঙ্গে সৃষ্টি করিলে নবখণ্ড বধিলা হিরণ্য নখে হইয়া প্রচণ্ড ।
 সোনার মণ্ডপ তায় ফটকের স্তম্ভ আপনে আপন পদ করিলে আরম্ভ ।
 মণ্ডপের চারি দিগে এ চারি দুয়ার আপনি আপন পূজা করিলে প্রচার ।
 মণ্ডপের চৌদিকে চল্লিশ গতি আগনার স্থানে রহিলা জুগপতি ।
 বল্লুকায় পাদপদ্ম করিয়ে স্থাপনা নিস্ত নিমিস্ত সেবা করে চারিজন ।
 সেতাই নিলাই কংস ঘাপনে রামাঞ্জন নানা উপহারে পূজা করেন তথাই ।
 কলিতে হুঙ্কার শব্দ আর পঞ্চম বেদ শুনিলে পঞ্চম বেদ পাপ হয়ে ছেদ ।
 মন দিয়া শুন সবে নসন্ত সার ধনপুত্র লাভ হয় শুনিলে উদ্ধার ।
 ভজহ ধর্মের পদ কহি পুনঃ পুন রামের বাক্য বাচা সিদ্ধ নিরঞ্জনায় নমঃ ॥

এক দিন কৌসিক বসিক বসিয়া নিজালএ জল আনিতে সেই কন্দলিরে কহে ।
 পতির বচনে নারি আনন্দ বদনে অগ্নি লগ্না আনি দিল পতি বিছামানে ।
 আনিতে বলিল জল আনিল অনল ক্রোধ করে মহামুনি হইয়া চঞ্চল ।
 ক্রোধেতে সাপিল মনি রমনির প্রতি স্থাবর হইয়া জন্ম শুন তুমি সতি ।
 কদলী হইয়া জন্ম মহির ভিতরে নিশ্চএ ত এই সাপ দিলাও তোমায়ে ।
 পতির সম্পাতবানি শুনিঞা কন্দলী কুতাঞ্জলি হইয়া কিছু সবিনয় বলি ।
 সাপান্তের কথা প্রভু কহ বিবরিয়া শ্রীরামপণ্ডিত কহে ধর্ম স্বভরিয়া ॥

৭০ ভক্তিউদ্ভীপন

নিবন্ধকার নরোত্তম দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৩৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১ (৪র্থ বা শেষ পত্র)। আকার ১০½" × ৪"। এই গ্রন্থ লিখিতঃ কুঞ্জবিহারী মিত্র, সাক্ষিম পূর্বে সুনডা, পং সাহাবাদ, ইদামন্ত কাইথি-দুর্গাবাটী; পঠতার্থে সার্থক নন্দীর বাটী চকভূরা। পুঁথিকাগ্রোক, বিনা ধনের সংসার...হৃদয়স্ত জনার্দন। লিপিকাল সন ১১৮২ সাল, তারিখ ৩১ একতিসা স্বাবন, রবিবার দিবা আড়াই প্রহরে সমাপ্ত হইল। এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সর্বপাপে মুক্ত হয়। ইতি। দ্রষ্টব্য সা-প-প ৬, পৃ ২৫৫; বর্তমান পুঁথিসংখ্যা ১৭২ (সম্পূর্ণ, ৪ পাতা) ও ৫২০ (সম্পূর্ণ, ১০ পাতা; লিপিকাল সন ১১১১ সাল)।

শেষ ও ভনিতা,

জে রসে হইব গান সেই রসে মন সেই আরোশিক্ষা লগ্না করিব ক্রন্দন ।
 অভিসার গান অদি হয় বাধিকার তার সঙ্গে থাকিব আশ্রয় লগ্না তার ।

কুঞ্জে অভিসার হবে কৃষ্ণ করেন বদে কুঞ্জেতে থাকিতে চাই রাধিকার সঙ্গে ।
 তুরিত মিলন হৈলে করিব দর্শন বিলম্ব হইলে তার করিব অন্ত্যগন ।
 বাসকসজ্জায় যদি শুনিয়ে শ্রবণে কুঞ্জেতে থাকিতে চাই রাধিকার সনে ।
 কৃষ্ণ না আইলে কহি উৎকণ্ঠিতা বচন উৎকণ্ঠিতায় তার সঙ্গে করিব ক্রন্দন ।
 সঙ্কেতস্থানেতে কেহ করয়ে গমন এক ব্যক্তি না যাইলে বিপ্রলঙ্কার মন ।
 খণ্ডিতা বলিবে যদি নায়কের অঙ্গে চিহ্ন, নায়েকে দেখিলে তারে করে ভিন্ন ভিন্ন ।
 কলহস্তরিতা কহি কলহ হইলে দেখা শুনা আছে সঙ্গে হয় মান গেলে ।
 প্রসিতভর্তৃকা বলি সে দূরগমন স্বাধীনভর্তৃকা নায়েক করে নাই সেবন ।
 প্রাপ্তিরসগণে যদি হয় উপস্থিত তন্ভাবে ভাবিব তবে করিবেক চিত ।
 আশ্রয় আলম্বন উদ্দীপন কহে সাধু শাস্ত্র গ্রন্থ এই ভিন মত হয়ে । ৪ ক]
 বিশেষ সামান্ত দুই গুনহ বচন সামান্ত আশ্রয় শুক বৈকবসেবন ।
 ॥ আলম্বন ॥

রাধাকৃষ্ণউদ্দীপন সামান্ত বিচার আশ্রয় হইব বিসয় চরণ রাধিকার ।
 আলম্বন কৃষ্ণকথা গ্রন্থদরসন বংশিধরনি পুষ্পস্থান দর্শন উদ্দীপন ।
 সিধিপুচ্ছ গ্রহণ মেঘাদি দরসন দেখিলে শুনিলে যাত্র কহে উদ্দীপন ।
 গুন গুন অরে ভক্ত করি নিবেদন অপরাধ না লবে কিছু করিল বর্ণন ।
 এই সব সাধনেতে পাই বৃন্দাবন এমন করিলে সখিমধ্যে একজন ।
 পূরীপার যদি সব হয়ে অতি মন্দ তথাপিহ এই গ্রন্থে বৈকবের আনন্দ ।
 শ্রীলোকনাথপ্রভুর পদধূলি করি আশ, ভক্তিউদ্দীপন কহে নরোত্তমদাশ ।
 ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত সংক্ষেপে ।

৭১ গান

রচয়িতা রামজী দাস

পুঁথিসংখ্যা ১৪২ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৩৫" X ৩৫" । লিপি
 আ. ১৫০ বৎসর পূর্বের ।

(ক) মনের দুখ মনেতে রহিল তারা মোর গো ।

আসিয়া ভারতকূষে দুর্গানাম স্থাপানে

কেনে মন না হল চকোর গো ।

মনের দুখ ।

মা আমি মৃদু অন্নজানি কি গুণে তোমায়ে জানি

অসিরা রহিয়া নাহি তোমার গো ।

গাইয়া তব গুণ পঞ্চ মুখে পকানন

অশিষা হএচে জোগেসর গো ।

মনের দুখ মনেতে ॥

মা গুরুতে না হল রতি ত্রাঙ্কণে না হল ভক্তি

কেমনে তরিব ভবঘোর গো ।

মন বারেক না দুর্গা বলে নিরবধি চিন্তানলে

দুঃখ হল মম কলেবর গো ।

মনের দুখ মনেতে রহিল তারা মোর গো ॥

(খ) তোমার বৃন্দাবন চাঁদ নবদ্বীপে অবতরি, রাই তোমার ।

ভনিতা,

রামজি দাসে ভনে কি কাজ এথেনে

সিগ্র চল তারে হেরি ।

রাই তোমার বৃন্দাবনচান্দ নবদ্বীপে অবতরি ॥

৭২ মহাভারত

ভনিতাকার কানীরাম দাস, বসু কৃষ্ণানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৪৮ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৬০ । আকার ১৪" × ৪২" । শাস্তিপর্ক ।

[২৬খ] শাস্তিপর্ক পুস্তক সম্পূর্ণ এতদূরে, লিখিল শ্রীগোকুলবেহারি নিজ স্বাক্ষরে । পরগনে সময়সাহি বইনানেতে ধাম, পাঠক শ্রীরামধন মণ্ডল তার নাম । সন বার সও এগার সাল সন দিয়া তার, দুসরা চৈত্রেতে পুস্তক হইল সায় । হরিবোল : হরিবোল : হরি হরি বোল ॥ পুস্তক লিখিয়া জেবা না দেয় জেই জন, সাক্ষাতে নরকভোগ করে সেইজন ॥ ভনিতা, [১খ] কাসিরাম দাসের প্রনতি বন্ধুজনে, নিরানন্দে ভজ ভাই শ্রীগুরুরণে । [১৭ক] চন্দ্রচূড়পদবন্দ করিয়া ভাবনা, বাসু কৃষ্ণানন্দ করে ভারথ রচনা । [৮ক] শাস্তিপর্ক স্থধারস রাজ অভিসেকে, কাষি কহে বুনিলে তরিয়ে পরলোকে । চন্দ্রচূড়পদবন্দ করিয়া ভাবনা, বসু কৃষ্ণানন্দ কহে ভারথ রচনা । [১১খ] চন্দ্রচূড়পদবন্দ বন্দি কহে কৃষ্ণানন্দ শাস্তিপর্ক পয়ার প্রকাশ । [২২খ] শাস্তিপর্ক ভারথের অপূর্ব কখন, বসু কৃষ্ণানন্দ কহে সেবি ত্রিলোচন । প্রসঙ্গতঃ প্রতিলিপি ক ২৬৯৭ ; স ২৮, ২৯ দ্রষ্টব্য । নমুনা,

[১১খ ভিন্নেয়ে প্রশমি কহে রাজা যুধিষ্ঠির

আমা সম পাশাপা না জন্মে জগতে

তোমার বিজোগে মোর চিন্ত নহে স্থির ।

সার্থ্যভোগে হেতু রাহি করিছ নিশাতে ।

জাতি বহু পরিবার বহু রাজাগণে জোনাকার্য গুরু স্বয়ং স্বজনে ।
 কর্ণ সোমদত্ত যদি বাহ্লিক বিহুয় প্রোপন অগ্নি যদি বিরাট নরবহ ।
 আমার কারণ সতে পড়িল সমরে আমা সহ পাণিষ্ট না জয়ে এ সংসারে ।
 রাজপদে রাধা মোর নাহি পুরোজন ভিষে রাধা-দ্বিয়া রাধি প্রেবেলিব বন ।
 তপস্তা করিয়া যাত্ৰা করিব সোধন ১১খ] জোগবলে নিজ আত্মা করিব নিধন ।
 এত বলি অধোমুখে কান্দএ রাজন ক্রন্দন নিবর্ত্ত বলে গন্ধার নন্দন ।
 সোক দূর কর রাজা স্থির কর মন জোগমার্গ কহি কথা মন দিয়া সুন ।
 সহশ্রেক গ্রন্থ শাস্তিপর্কের কথন শাস্তিকথা সুন শাস্তি হইবে রাজন ।
 জাতিবধ যদি পাণ হইবেক ক্ষয় মহা জজ্ঞফল পাবে নাহিক সংসার ।
 সর্বত্র মঙ্গল হব সর্বত্র বিজয় সমাহিত হয়্যা শুন ধর্ম্মের তনয় ।
 সংসারের হস্তা কর্ত্তা এক নিরঞ্জন সেই পালে সেই প্রজ্ঞে করএ নিধন ।
 কাহারে মারিতে পারে কাহার সক্তি পাণ ধর্ম্ম ভোগ নর করে কর্ত্তপতি ।

ধন হৈতে অহকার বাড়ে অতিসর ১২ক] আত্মান্ততিপরায়ন পাণিষ্ট দুর্জয় ।
 ধনমমে মিত্তু বস্ত বলি নাঞি জানে নিকটেতে শক্রগণ না জানে দুর্জনে ।
 ভিয় বলে অবধান করহ রাজন মিত্তুর বিস্তান্তকথা অদ্বুত কথন ।
 অখন করিল ব্রহ্মা শ্রিষ্টির পত্তন মিত্তু হেন বস্ত নাহি করিল প্রজন ।
 সংসারে ব্যাপিল জিবে কোহো না মরয়ে ১২খ] প্রথবি না সহে ভার-বসাতল
 আয়ে ।

[১৩খ শুনি প্রজাপতি তবে নিবাস ছাড়িল নিবাসেতে মিত্তুরূপা কত্তা জয় হৈল ।
 পরম স্তম্বরি কত্তা মুনিনন মোহে করজোড় করি কত্তা খাতাআগে কহে ।
 কি কর্ম্ম করিব আত্মা কর পদ্মাসন শুনিঞা কহেন ব্রহ্মা হরলিত মন ।
 চলি আইল মিত্তুরূপা সংসার ভিতর মিত্তুরূপা হয়্যা কর সত্যার সং[হা]র ।
 কাল পাইলে নাস কর সকল সংসার শুনি মিত্তুরূপা কত্তা করে পরিহার ।

পুনরুপি কহে কত্তা ব্রহ্মার গোচরে হেতু বিনে সংহারিব কেমত প্রকারে ।
 শুনিঞা ত পদ্মাসন বিচারিল মনে চৌসটি প্রকার যোগ দিল তার সনে ।

[১৪ক আত্মা চৌসটি বর্ষ চৌদালি নরক কর্ম্ম অহসারে ভোগ ভুঞ্জায় অন্তক ।
 একচিতে শুন বুধিষ্টির মহাশয় কহিব অপূর্ব্ব জয়পূরীর মালয় ।

ভারথের মহিমা কেবা কহিবারে পারে আচিয়া ছন্দ ভয় দিলা শ্রীধরে ।
 জোগদর্শ সাধিয়া ভজহ নারায়ণ স্বপির ছাড়িয়া হব বৈকুণ্ঠে গমন ।
 মহাভারথের কথা অমৃতলহরি শুনিলে অধর্ম ধণ্ডে পরলোকে তরি ।
 শাস্তিপূর্ব ভারথের অপূর্ব কথন এক চিন্তে এক মনে শুনে জেই জন ।
 সর্ব ধর্মফল লভে নাহিক সংসর সর্বত্র মঙ্গল হবে সর্বত্র বিজয় ।
 অন্তকালে গতি হয় বৈকুণ্ঠ উপর নাহিক সংসর ইথে ব্যাসের উত্তর ।
 মন্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড়দম্ব পয়ার প্রবন্ধে কহে বনু কৃষ্ণানন্দ ॥

৭৩ মহামুদগর

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৬ । ঋণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১৩ । আকার ১৪" X ৭" । লিপি আ.
 সন ১২০৮ সাল । বর্তমান পুঁথিসংখ্যা ৮৪২ ও বিদ্যুত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য বাদলা
 সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ, ২য় সং, পৃ ৬৩০ । আরম্ভ,

[১খ ৭শ্রীশ্রীদুর্গাঃ ॥ মহামুদগর লিপ্যন্তে ॥ নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরকৈব নরোত্তম, দেবী
 সরস্বতীশৈব ততোজয়মুদিরএং ॥

একদিন শিবদুর্গা কৈলাসে বসিয়া হস্তরহস্ত কথা কহেন হাসিয়া ।
 পার্কতি বলেন প্রভু করি নিবেদন ভক্তিজোগ কথা কিছু কর[১]হ শ্রবণ ।
 শুনিব তোমার মুখে শ্রীমহাভারথ একথা শ্রবণে মুক্ত হইব জগতে ।
 কহিতে লাগিলা সিব সৈলসুতা প্রতি একচিত্ত হইয়া কথা শুনহ পার্কতি ।
 প্রকাশিল শ্রীভাগবত ব্যাস হইতে ভক্তি মুক্তি চতুর্বে[দ] আছেয়ে ভারথে ।
 কেমন প্রগড় ইংস্ত শুনিতে তোমার কহ শুনি প্র[১]তি বড় হইল আমার ।
 পার্কতি বলেন শুন দেব জিলোচন এক কথা চিন্তে মোর উঠিল এখন ।
 হুস্তিগুজ সহ আর গান্ধারিকুমার হইল ভারথজুজ নাহি পরাবার ।
 চন্দ্রবংশে জন্ম বীর স্তম্ভ[১]উদরে অর্জুনতনয় অভিমন্যু নাম ধরে ।
 অভিমন্যু সঙ্গে হইল সমরে পয়ান পরসরামের সিন্ত জোণমহাশয় ।
 বানে কাটা পড়ে বীর অর্জুনতনয় তাহা দেখি কুরুয়ার ব্যথিত হৃদয় ।
 অভিমন্যুবীর জদি মারিলেক দ্রোণে পার্শ্ববীর স্থির তবে হইল কেমনে ।
 সে সকল কথা মোরে কহ শূলপানি তোমার প্রসাদে কুরুভক্তি ১খ শুনি ।
 এত শুনি কহিতে লাগিলা জিলোচন কহিব অপূর্ব কথা শুন দিয়া মন ॥

১৪ জন্মটম্বো ব্রতকথা

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ১৫৭। লিপিকাল সন ১২৮১, তারিখ ৬ জ্যৈষ্ঠ। লিপিকর বরদাকান্ত ভট্টাচার্য। এই পুস্তক বিজনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাং গোবরআড়া। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১২½" X ৩"। পুরাতন গুপ্ত।

[১ক শ্রীশ্রীতুর্গা। জন্মটম্বো ব্রতকথা।

বশীষ্টমুনিকে দিল্লিপ রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভাত্রমাসি অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। বসীষ্ট বলিতেছেন দিল্লিপ রাজাকে। পূর্বকালে মহাদেবের কবরেতে কংসাত্মক বর ছবিষ্ঠা হইয়া পুথিবীকে তারনা করিয়াছিল। পরে সেই পৃথিবী যোদন করিতে করিতে মহাদেবের নিকটে গমন করিলেন। করিয়া কহিলেন। হে নাথ মাং কংসতারিতা [১] মহাদেব পৃথিবীর যোদন দেখিয়া অভিযর রাগান্বিত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সকল বিস্তার কহিলেন।.....পার্বীতি সর্ববের নিকটে গমন করিলেন। কংসকে কহিয়া গেলেন যে তোমাকে মাড়িবে সেই গকুলে বাড়িতেছে পরে কোনকালে সেই কংস বিষ্ট হইতে নষ্ট হইল। বিষ্টব জন্মদীনের কথা রাজাকে কহিলেন। এই ব্রত যে করে সে সকল পাপ হইতে মোচন হয়। বাল্যকালে এবং যৌবনকালে আর বৃদ্ধকালে যে করে তার যমের ভয় থাকে না। আর বলবান হয় দুষ্ট বৃদ্ধী নষ্ট হয় আর মৃত্যুকালে শ্রীহরির স্থানে পূজিত হয়। ইতি ভবিস্তত পুরাণ উক্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মদীনের কথা সমাপ্ত।

১৫ শিবরাত্রি ব্রতকথা

রচয়িতা বিজরাজ

পুঁথিসংখ্যা ১৫৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ১৩½" X ৩½"। এই পুস্তক ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়, সাং শুদ্ধার্থ ভূম্যা দবতার নাসে(?) সন ১২৮০ সাল, তাং ১৬ পৌষ। ভনিতা, [৫খ] উপবাস কল পাবে নাহিক সংশয়, ভবিস্তত পুরাণ উক্ত শিবরাত্রি ব্রতকথা।

[৩ক বারানসী নামে পুন্নি সর্গশুন্যায়িত সেইস্থানে এক ব্যাধ করিল বলত।

কৃষ্ণবর্ষ বপু খর্ষী ক্রুর দারুন শিখল সকল কেস শিখল লোচন।

সর্গনা হিংসক প্রাণি অতি দুরাচার পশুহত্যা নানা অন্ত পুণ্ডিত আগার।

জাল বস্ত্র পশুনাশি জন্তু নানা বিধি পুণ্ডির্প গৃহ কেবা করয়ে অবধি।

একদিন সেই ব্যাধ উঠিয়া প্রহ্লাসে পশু মারিবারে আর কাননে প্রবেসে ।

ভিখির মাহাত্ম্য দেবি উপক্রমে মহাকল পাইল সেই ব্যাধের নন্দনে ।
পূজা না করিল ব্যাধ না করিল স্নান না দীল নৈবিদ্য সিং বল্যা নাই জ্ঞান ।
তথাপি ভিখীর স্নান এমনি মাহাত্ম্য মহাকল পাইল সেই ব্যাধের অগত্য । ৩৭]

৭৬ সত্যসীর ব্রতকথা

রচয়িতা বিজ্ঞ রামপ্রসাদ

পুঁথিসংখ্যা ১৫২ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৪ । আকার ১৪" × ৫" । এই পুস্তক
ক্রীষুত কাসিনাথ বহুর হইল । সাং গোবরআড়া । যে চুরি করিবেক সে সাদুড়্যা
হইবেক । ইতি সন ১১২৫ সালের আশ্বেরি । তারিখ ২২ জৈইষ্ট, রোজ মঙ্গলবার ।
সক ১৭১১ সত্যেন্দ্র সও এগার । লিখিতঃ কাসিনাথ দাস বহু ॥ বর্তমান পুঁথিসংখ্যা
১৫২ (খণ্ডিত, ১ পত্র) প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য ।

রচনার তারিখ,

সাক চন্দ্রনের পিঠে সমুদ্রে অমর নিরপন তাহার পিঠেতে রাখী সর ।

সিতপক্ষ কর্কটের দশমির দিনে দিন নিরপন বহুদেবের ভুবনে ।

ভনিতা,

বিজ্ঞ রামপ্রসাদ কহে করিয়া রচন এতদূরে ব্রতকথা হইল সমাপন ।

সত্যপিরের কথা সাক বল হরি হরি প্রসাদ সিরনি লয়া জাও ঘরাঘরি ।

৭৭ বৈষ্ণব

রচয়িতা কবিসিংহ

পুঁথিসংখ্যা ১৭৫ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১৪ । আকার ১৫½" × ৩½" । লিপি আ.
১৭৫ বৎসর আগের । নমুনা ও ভনিতা,

রনেক নাড়ির না[ম] শাস্ত্রেতে কহিল

তাহার সংখ্যেপ কিছু ভাগাতে লীখিল ।

দ্ব্যর্থোধ সাশ্রের গতি কে বুঝিতে পারে

রয়ে জানাইল ইহা বুঝিবে চকুরে ।

প্রসর নাড়ির গতি সাশ্রের[ক] বিবরণ

[ন]াড়ির লৈকন কবিসিংহের বচন ।

ইতি নাড়ির লক্ষণ ।

৭৮ মনসামঙ্গল (ভাসান)

রচয়িতা কেতকাদাস কেমানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ১৮১। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫০। আকার ১৪" X ৫"। বিহৃত আলোচনার অন্ত্র দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ, ২য় সং, পৃ ৪৭৬-৪৮৫।

ভনিভা ও শেষ,

[৫৩খ নায়েকেরে ভগবতি করহ কল্যান এতদূরে মনসার ব্রত অবসান।
কেমানন্দ বিরচিল দেবিপদগতি জেই যুনে ভনে-তারে বক্ষহ অগতি।
গায়নে বায়েনে গ মাগীয়া লই বর অয়ে অয়ে গাই জেন তোমার মঙ্গল।
গাইল কেতকাদাস সেবিয়া ইশ্বর মঙ্গল হইল সাক বল হরি হরি।

পুষ্পিকা,

জখাদিষ্টং তথালিখিতং ইত্যাদি। পুস্তক কালিপ্রসাদ চক্রবর্তি। সাং রতনপুর, চাকলে বর্তমান। সাক্ষরমিধং গদ্যধর নন্দী, সাং কৃষ্ণপুর, মোঃ বাগীলার পাটসালে বেলা এক প্রহর সময় সমাপ্ত ইতি সাক্ষা ১৭২৮।৪।৩১। সন ১২১৩ সাল, তারিখ ৩১ শ্রাবন, ব্রহ্মস্পতিবার।

যুঁ সতে দিয়া মন এই পুস্তক সমাপন
হইলেন জেইখানে বসি
বাগীলা নায়েতে গ্রাম মহেশ্বতলার বাম
পাটসাল বড় স্থয়দাসি।
সেগ্রাম তালুক জার কহি যুঁ নাম তার
বিশ্বনাথ নামের আক্যান
কারেস্ত কুলংপতি মহাবংশ বিশ্বক্যাতি
পালে প্রজা শ্রীরাম সমান।
হর হৈমবতি বিনে অন্ত দেব নাহি জানে
ব্রাহ্মনে ভকতি অতিসর
ধম্মেতে বাড়িল সেতু সদা বব মিনকেতু
ক্যাত সে যুক্তকি মহীসয়।
তাহার তালুকে বসি মন হইল অভিলাসি
লেখাইছ অগতিমঙ্গল
সাক্ষর লিখিল জেই গদ্যধর নামে সেই
কৃষ্ণপুর তার বাসস্থল।

বাগীনার মাতুলধার

তথা সঙ্গা বিশ্রাম

মাতুলার সঙ্গত পালিত

লেখাপড়া শিক্ষাকালে

লিখিলেক কুতূহলে

পাটগালে বসিয়া নিশ্চিত । ইতি শ্রীহরি ।

। বন্দনা পালা । দ্বিগবন্দনা ।

[৩খ প্রথমে বন্দিব গুরু ধর্ম নিরঞ্জন জলাগনে জজগতি লক্ষ্মিনারায়ন ।
হংসে ব্রহ্মা বন্দিলাঙ গরুড়ে গোবিন্দ যুগে সগিচুড় বন্দো ঐরাবতে ইন্দ্র ।
গিরি হিমবাক্স বন্দো উত্তরে বসতি ভাহু ভাক্ষরে আমি করিছ প্রনতি ।
আকড়ের বৈষ্ণনাথে কর জোড় হাথ দক্ষিণে জলধিকূলে বন্দো জগন্নাথ ।
সুভদ্রা বলাই সঙ্গে জলধির কূলে আর পুরি আমোদিত কৈল দানকূলে ।
শ্রীরামলক্ষ্মণে বন্দো অজোধ্যাসম্বার ভরথ সক্রোধন বন্দো দশরথ রাজ ।
অষ্ট কুলাচল বন্দো প্রভাতের ভাহু বন্দাবন সহিতে বন্দিছ রাধাকাহু ।
গোলগণ্ড গোপিনি সঙ্গে প্রভু শ্যামরায় কদম্বে হেলান দিয়া মুরলি বাজায় ।
নদিয়ার চাঁদ বন্দো সচির কুমার হরিনাম দিয়া কৈল জিবেব উদ্ধার ।
চৈকিয়ে নারদ বন্দো ছাগে হতাসন কুরঙ্গবাহনে বন্দো দেবতা পবন ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ । ৩খ]

[৪ক বাউ বরুন বন্দো গুর্যা ক্ষেত্রপাল গগন পবন বন্দো নন্দি মহাকাল ।
চন্দ্রহৃদ্য বন্দিব জে আর তারাগন ডাখিনি যুগিনির পায় নইছ স্বরন ।
সুবুদ্ধি হইয়া জেবা মোরে করে ঘা হাথে তালে ডম্বে তারে দেবী গো মনসা ।
রাত্রিতে বন্দিয়া গাব রাত্রি কপালিনি উনকুটি ভৈরবি বন্দো চৌগটী জোগিনি ।
মকরবাহনে বন্দো গঙ্গা ভাগীরথি হৃদ[ট]য় ক[ল]লিকা বন্দো জিত্তায় স্বরবতি ।
এক মনে বন্দিছ কলির কল্লভরু হরিনাম দিয়া হৈলা জগতের গুরু ।
একে একে বন্দিলাঙ জত দেবগন হাসনহাটা বন্দো দেবি জটায় চরন ।
নেহালির পাতা বন্দো নেতর বসতি গিজাচলে বন্দো জখা নিবসে জগতি ।
ত্রিভুবনের সার বন্দো গঙ্গা ভাগীরথি জগে জগে তুরা পায় রহক ডকতি ।
প্রত্যক্ষ বায়ুলি বন্দো রাজবলহাটে রকে গিত বুন যাতা মন দেহ নাটে ।
বিক্রমপুরে বন্দিলাঙ তোমার জয়স্থান বৌলার বকিনির বন্দিলাঙ চরন ।
বন্দনা বন্ধিতে মনে হৈল হেন বেলা বালিডাকার বন্দো দেবি সর্বমঙ্গলা ।
দক্ষিনতুরারি পুর বামে সরোবর ডাহিনিতে মালাকার সম্মুখে দামোদর ।
দগভুজা বিলাশাকি দল অবতার তোমার চরনে যাতা মোর পরিহার ।

বারাসতে বিনোদিনির বন্দিলাঙ চরন ৪ক] মনে স্বভাবি সর্বজয়া হও সুপ্রসন্ন ।
 জতেক দেবতা বন্দো একমন করি কৃষ্ণনগরে বন্দো জয় গড়েবরি ।
 অপরাধ কেমা কর ভবের ভবানি ব্যাল্যার বন্দিহু জয় সিংহবাহিনি ।
 কালিঘাটে কালি বন্দো বেতড়ে বেতাই, পুরাসের ঘাটু বন্দো আমতা[র] মেলাই ।
 খুলে চাঁদয়ার বন্দো হয়্যা পুঁটাগুলি রতনপুরের পিটে বন্দ জয় ভক্তকালি ।
 হিজলির কালুয়ারে বন্দিহু এক চিত জার নাম হুনি পহু হয় এক ভিত ।
 একে একে বন্দিলাঙ জতেক রত্নিনি সেহাখালার বন্দিলাঙ উত্তরবাহিনি ।
 বন্দিপুরে বিনোদিনির বন্দিলাঙ চরন সিদ্ধিহরি সর্বজয়ার হও সুপ্রসন্ন ।
 দাড়াপুরে বিলালাক্ষি গলে মুণ্ডমালা গানিহাটে বন্দো দেবি সর্বমঙ্গলা ।
 ধিরগ্রামে জোগাছে বন্দিহু একভাবে কামরূপের চণ্ডী অপরাধ নাই লবে ।
 জয় জয়কারে বন্দো জয় বিসহরি পাতালে জয়িয়া নাম পাতালকুমারি ।
 হরিয়া হরের বিস জয় বিসহরি সয়লা পাতিয়া নাম কমলহৃন্দরী ।
 জগজনের ক্ষাতি বন্দিহু ধনুর্দ্ধরি উনকুটা নাগের মাতা জগতগৌড়রি ।
 কেশাপাতায় নাম তোমার কেতুকাবুন্দরি সয়সিঙ্গাসন তিনি বিপিনবাসিনি ।
 রাগ সকার ভালমান কিছু নাহি জানি প্রধান স্বরূপে গাও ইসাননন্দনি ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ৪খ]

[৫ক বন্দনা বন্দিব ভাই মন করি স্থির পাঁড়য়ার বন্দিয়া গাব সাহা হুবি শির ।
 সাত সও আউলিয়া বন্দ মন্তকের পাগে কবিত্তের ভালমন্দ তুয়া পদে লাগে ।
 সাহা আনরকুলি বন্দো বাবুর মোকাম ঘোড়া গইঅহ বন্দো আর শুনধাম ।
 গরসে গির বন্দিলাঙ বার এয়ার সঙ্গে ছিলখোনা লইয়াছেন বোড়র মাঝেতে ।
 রাসিচক্র বন্দিলাঙ নরগ্রহগন সাস নিগাদিনি পক্ষ জোতি সংসারন (?) ।
 বন্দনা বন্দিতে জাহা এড়াইয়া জায় অসেস প্রনাম মোর সেই দেবের পার ।
 জন্মদাতা বন্দিহু জননি খোলা ভাই একভাবে বন্দিহু আপন জেট ভাই ।
 উয় দেবি বিসহরি নায়েক আসরে অবলা তনয় তোমাকে স্বভরন করে ।
 কেমানন্দ বিরচিল ভাবিয়া ইশ্বরি বন্দনা হইল সার বল হরি হরি ।

৭২ নিরঞ্জনমঙ্গল
রচয়িতা শ্রীশ্রামপণ্ডিত

পুঁথিসংখ্যা ১৮৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪ (১, ৩, ৪, (৭)। আকার ১৩৫" x ৫"।
লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। ভনিতা, [৩খ] নিরঞ্জনমঙ্গলের অপূর্ণ ভারতি,
শ্রীশ্রামপণ্ডিত রচা পাওয়া অসম্ভব। [৪ক] চান্দরারের মারা কহনে নাহি আর,
নিরবধি চিন্তি রহ পদ্মপায়। [৪খ] নিরঞ্জনপদআসে শ্রীশ্রামপণ্ডিত ভাসে দয়া করে
কৃপা কর মোরে। [৭] নিরঞ্জনমঙ্গল শুনহ সর্বজন, শ্রীশ্রামপণ্ডিতে কহে দুর্গত
অধম। এই পৃষ্ঠাখানিতে লুইচন্দ্রপালা আরম্ভ হইয়াছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য
বাক্যলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খ, ২য় সং, পৃ ৫১২-৫১৬। আরম্ভ, [১খ/৭] ও
গণেশায় নমঃ। শ্রীশ্রীচান্দরায় সহায়। আশুভাপনাপালা লিখিতে। আশুদেব
নিরঞ্জনংসকল দেবর পয়াপর। বসিয়া সৃষ্টির পর চিন্তিতেণ অন্তরং সৃষ্টিকারণমণহ।

শুষ্টির কারন হরি মণে অনুভাব করি
উজ্জ্বলে ছাড়েণ নিবাস
নাসার নিবাস হতো পবণ জন্মিল তাথে
মুখস্থানে পক্ষের প্রকাশ।
আসে হতো প্রক[?]সিত অতি স্থলকননি[ত]
দুই পদ দেখিতে স্থলর
প্রনত হইয়া পক্ষ শ্রীধর্মে করিল সক্ষ
কহিছেণ জোড় করি কর।
পক্ষ দেখি নিরঞ্জন জিজ্ঞাসেণ বৃত্তাংশ
কোথা থাক্যা তোমার পয়াপ
কন মেসে তোমার ঘর মাতা পিতা সতন্তর
কহ পক্ষ কি নিষ্চয় বিধাণ।
পক্ষে বলে করতার তুমি সে শতার ভার
কি কহিব আপনা কাহিনি
তুমি ধর্ম পারব্রজ তব আসে মোর অন্ন
মাতা পি[তা] আমি নাঞি চিনি।
তুমি মাতা তুমি পিতা তুমি সিদ্ধন্তের কত্তা
অবধাণ যুন ভগবাণ

৮০ নিরঞ্জনমঙ্গল

রচয়িতা ধর্মদাস

পুঁথিসংখ্যা ১৮২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২৮। আকার ১৪" X ৫"। লিপিকাল শক ১৬৪৩। লিপিকর [স]গ্রাসি পণ্ডিত। রামকান্তপণ্ডিত গায়েন। বিভিন্ন পালার অবিক্রান্ত পত্রাবলি। বর্তমান পুঁথিসংখ্যা ৪০৮-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইবে।

নমুনা,

সাজ সাজ বলিআ দামামায় পড়ে যা নবলক্ষ সেনা তুলিঞা বান্ধে গা।
 দামামা মাশা...বাজে রনতর হাথির পিঠে দামামা বাজে ছুর ছুর।
 ছড় ছড় গিলা পড়ে কাপিছে মেদনি বড় কামানে বড়াক জেন মেঘের সাজনি।
 সত সত সেনার ফুকরে করনাল জগবান্দ মাদল মেদন করতাল।
 রসের বাজনা বাজে নাম রনকালি কাড়া সিঙ্গা ররাব বাজে রসমালি।
 দগড়ে রগড় পড়ে ডাকে সোল [কা]টি তোলপার ডকার রায়ে গৌড়ের মাটি।
 গৌড়র গৌড়র.....গ ঝাঁপ কেহো বলে কেমনে মহিম হবে সাঁপ।
 হাসন হস[ন] সাজে পায়ে দিঞা মজা জাহার ভিরনে সাজে বাইস হাজার খজা।
 ঘোড়ার চরণে চারি বাজ তুলাকুটি খায়াসের তাখে থাকে পান পানি পিটি।
 জিঅরে হাসন হসন ঘোরাটা লোঞা জায় দেবতা অমুর [র]ন দেখিঞা ডরায়।
 ভুরুকুণ্ডার পাঠান সাজে বাখাটি রসগর লোহার পসারি করে হিরার বদল।
 সেখজাদা সেখ সাজে সয়দ জাঞ্জরা তুরকি টাকন সজে পর্বতিআ ঘোড়া।
 ফান্দ নিচি রাখ চা রূপার তবেলা বান্ধা টাকুরের খুর।
 পশ্চিমদিগের সাজে খানসমা কাজি জাহার ভিড়নে মোছে তের হাজার তাজি।
 চলিতে চাপুব করে স্থানর ফান্দি এক ঠাঞি দস বিস ঘোড়ার হেসনি।
 বর্দ্ধমানের কালিদাস সাজে সবা আগে বিসম সাজনি দেখা বড় ভয় লাগে।
 তাহার সজ্জা সাজে রাম সিতারাম দিবস রজনী জার গৌড়ের মোকাম।
 থেমা পহরি সাজে কালুডোমের ভাই গৌড়ে জেবা নাঞি মানে রাজার মোহাই।
 মঙ্গলকোটের রাজা সাজে গজপতি ...জা ঝাল রাজা জাহার সজ্জা।
 সাজিল রাজিব রায় ঢাল পড়্য জার সজে ঢালি পাকা জার বাহান্তর হাজার।
 পেলিলে...ঠি নাঞি জাঅ তল এমনি সাজিল রাজার নবলক্ষী দল।
 মুরারি বাগিতি সাজে ডাকে হান হান খলুকে চামর বান্ধা.....নিসান।

ঢালের উপরে সনা মাল্লসের মোণ্ড লাফ দিয়া সমরে হাতির কাটে বৃণ্ড ।
 রাজপুরোহিত সাজে বিনোদ ঘোশাল ঢাল মোড়াইয়া কত সাজে ফরিকাল ।
 ইন্দামাট্যা সাজে ভাট গন্ধাধর একে একে গুণ্যা...জার স্বর ।
 রাজার জামাতা সাজে ছুবরাজ পাড় হাথির পিঠে সাজে জার হিন্দুলিআ কাড় ।
 সাজি..... ভূপতির খুড়া বাছিআ বন্ধোস পাঞাছে কাসিজোড়া ।
 ঘোড়ায় চড়িতে নারে দোলায় আরহন হাতার বান্ধিলে.....[অতঃপর বর্ণিত] ।

ভনিতা,

নিরঞ্জনের মায়া বুঝনে না জায় মউরভট্ট বন্দিঞা ধর্ম্মের দাসে গাএ ॥

৮১ ধর্ম্মমঙ্গল

ভনিতাকার রূপরাম পণ্ডিত, চন্দ্রমণি দাস

পুঁথিসংখ্যা ১২১ । লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ । বর্ণিত । পত্রসংখ্যা ২ ।
 আকার ১৩" X ৫" । গোলাহাট ও জামতি পালার দুইখানি বর্ণিত পত্র । আলোচনার
 ক্ষত্র ত্রষ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১খ, ২সং, পৃ ৭২২-২৩ । ভনিতা,

(ক) ধরিঞে সেনের করে কান্দে রামা উচ্চস্বরে
 ফিরে চল আমার মন্দিরে

দমন্দিনন্দন যুত রূপরাম পণ্ডিত
 চন্দ্রমণি কি বসিতে পারে ।

(খ) নজানি জতেক ভাসে যুনি লাউসেন হাসে
 অেকপদি ছন্দ সনে রূপরাম গাঅেন ভনে ॥

(গ) দমন্দিনন্দন হুত রূপরাম পণ্ডিত
 চন্দ্রমণি ভাবে নিরঞ্জন ।

(ঘ) দিক্স রূপরামে গাঅ প্রভু হয় বরদাঅ
 বস্ত্রে মাগি লাউসেন বায়েতে ।

৮২ ধর্ম্মমঙ্গল

রচয়িতা সীতারাম দাস

পুঁথিসংখ্যা ১২২ । বর্ণিত । পত্রসংখ্যা ১০ । আকার ১৪" X ৪২" । লিপি আ. ২০০
 বৎসর আগের । আশুটেকুর পাল। এই প্রসঙ্গে পুঁথি গ ৪২২৮ ; স ৫৬০ ; ক
 ২৪৭০, ২৪৭২ ও সা-প-প-৬, পৃ ৪৮ ত্রষ্টব্য । আরম্ভ,

[১খ /৭ ক্রীড়কঃ]

নমো ধর্মদেব নিরঞ্জন নৈরাকার ধর্মের শ্রাজনে পড়ে জয় জয়কার ।
 জয় জয় নমো নমো ধর্ম নিরঞ্জন আদি ঢেকুর কথা অপূর্ণ কখন ।
 রাজ্য দৌড়েবর দেখ বিদিত সংসারে গোউরমণ্ডলখান অধিকার জারে ।
 ধনে রাজ্য কুবের ধান্নিক জুখিটির রত্নপতি বাহুগা বিলম্ব রনধির ।
 রূপিল অস্ত্রের শিকায় সেই মত কর্ণের সমান দাতা বিশেষ মহত্ত ।
 গজ অশ্ব অনেক গোধন পদাতিক হরিপুজা দান জজ করেন অধিক ।
 পরিজন আঠার বালক আঠ নাতি এগার ভাগিনা জার কেবা করে শ্রুতি ।
 ভাহুমতি মহিষি অপূর্ণ রূপগুণে নৃপতির ভকতি বড় বৈষ্ণ[ব] ব্রাহ্মণে ।
 প্রধান পাথর মত্ত কুটিল আচার বিড়জার সমান রাজার দরবার ।
 ভারত পুরান পড়ে সহস্র ব্রাহ্মণ নিরবধি রামকথা স্থনে রামায়ণ ।
 এই ঠাটে গোউড়ে ভূপতি দৌড়েবর আনন্দ হইএল কিছু স্থনহ উত্তর ।
 জলালসেখর রাজা ছিল আনন্দায় কামদল প্রবল মূলুক ছাড়্যা জায় ।
 জলালসেখর রাজা গেল পালাইএল রাজার সাক্ষাতে সেই উত্তরিল গিএল ।
 রাজার সাক্ষাতে গিএল করে নিবেদন একদিনে গেল রাজ্য আনন্দা ভুবন ।
 বসিতে আসন রাজ্য দিল সমাদরে জলালসেখর কান্দা নিবেদন করে । ১খ]

[২ক রাজা বলে কেনে ভাই কিশের করুণা সকল বচন বলে বাগে দিল হানা ।
 পুলা ছিল সাহুল প্রবল বড় হল্য প্রবল হইএল বাগ আনন্দা ভাজিল ।
 ভাজিল মূলুক সব ভয়ানক বাগ তোমার সরণ নিল বেশে অহুবাগ ।
 প্রজা সব পালাইল কত দেশ ভাই তুমি জদি মূলুকে রাখ তবে আমি রই ।
 না জানি বলিতে ষিণ কোন দৈত্যরূপ সোল কোস সহরে সার্দুল হল্য ভূপ ।
 তুমি বুড়া সাহেব সাহুল রাজা হল্য পাত্র হলে সাহুলশিকারে জাব চল ।
 সাজ সাজ টমকে পড়িল একাকার আনন্দা জাব চল সাহুলশিকার
 স্থনিএল ধাইল সব সিফাই সোজার শাজিল অশ্বের[ি] পিঠে আঠার কুমার ।
 রামসিংহ অনন্ত অচ্যুত তেজরায় হুরসিংহ বস রাউত সাজ্যা জায় ।
 মানসিংহ রূপসেনা মর খানসামা আচ্ছাদিত বারনে লোহা রনজামা ।
 হাসন হোসনে জায় জবনের ঠাঠ ঢালি পাইক যত্নকি বলিছে কাট কাট ।
 সিকারের কান্দ কত নিল ফান্দ জাল লোচনে চাহের ঠুলি এক লক্ষ ভাল ।
 বারনে চাপিল রাজ্য ষিণ অস্ত্রমানে শাজন করিএল জায় আনন্দা ভুবনে ।
 দলবলে পাইল রাজা আনন্দার গড়বান হাখির উপরে পড়ে হামামা নিশান ।

ঘেরিল আনন্দের গড় রাজার বাহিনি ভোরক নাগরা পড়ে ঘোড়ার হৈলানি ।
 চৌদিকে বেটিল ঘিণ রাজার নস্বর কাম [২খ দল সূঞাছিল বনের ভিতর ।
 হান হান সেনার দামামার নাদ সূনে বিসম ভাবিল বাগ আচরিতে কেনে ।
 আহার অনিঞা পাশা দিলেন ভবানি তিন দিন অলে তহু বুখার পুজনি ।
 কামদল বাহির হলা কানন হইতে নিকাই রাউত রানা ঝেখে অবরুখে ।
 কানন হইতে বাঘ লাফ দিঞা পড়ে অমনি ধরিল সিঞা রাউতের ঘাড়ে ।
 ভাঙ্গিঞা বাজির ঘাড় ধরে আর জনে গলা ছিট্যা রক্ত ঝাঞে আপনার মনে ।
 মট মট ঘাড় ভাঙে ধরা মাঝে গজে সসক হরিণ কেন ধরে সিংহরাজে ।
 ডাকাডাকি পড়িল নস্বর হলা স্বর বাঘসংগে সমর বাজিঞা গেল বড় ।
 পাঁচ দশ রাউত অশ্বের ভঞ্জে ঝাড় মট মট খাতো লাগে ম[?]তকের হাড় ।
 সংগ্রাম বাজিল বড় সাহুল মানসে শ্রীধর্মের চরণে শান সিতারাম দাসে ।
 ॥ ললিত ছন্দ ॥

সাহুল মাহুসে রন হঞা গেল মেলা
 গর্জে গর গর কুঞ্জের কামড়ে ভাঙে গলা ।

মাহুসের মুণ্ডকে কাছাড়ে খোটকে খাবা মারে রাউতের গায়
 বানগুলি বরিলে কামদল বেচিছে বাহক বাহুলি সোহাঅ ।
 সারিআ মুখধান বাজি করে খান খান আছাড়ে হাখির মুণ্ড
 মাউতে ভালিঞা অগ বলে ছুটিঞা ঘিণ জায় সারিঞা তুণ্ড ।
 ধাঅবা ধাই কল কল সমরে সাহুল দলিঞা সমরে বলে ২খ]

[৩ক উঠানে আছাড়া ভূমে পেল কাছাড়া নিলান ছিটিঞা পেলে ।

দড়বড় দৌড়ে ফরিকারে পাছাড়ে সানা টোপর সহিতে ঝাঅ
 জয়সিংহ হাড়া খালি হইল ঘোড়া বিড়াড় খাইঞা জাঅ ।
 ঘিণ হইল ভাস্কর দলিল নস্বর সব সেনা বিড়ার খাইল
 ভূপতি পাতরে আছিল কান্দরে কামদল দেখিতে পাল্য ।
 সব সেনা ভাঙ্গিল রাজা পাত্র রহিল সোমঘোস গোআলার কাছে
 খাড়া ঢাল পাতিঞা রাজারে লইঞা সোমঘোস উঠিল গাছে ।
 ঘোড়া উঠাইঞা পাত্র গেল পালইঞা বাগ গেল ফিরিঞা বনে
 শ্রীধর্মের চরণে করি এক মনে সিতারাম দাস বিরচনে ২২ ॥

৮৩ ধর্মমঙ্গল

ভনিতাকার চন্দ্রমণিদাস, ময়ূরভট্ট

পুঁথিসংখ্যা ১২৩। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১(২২)। আকার ১৩" X ৪½"। আড়া
ঢেকুর পালার অংশ। লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। ভনিতা,

[২২ক] শিবদুর্গার চরণে করিঞে অভিলাস

রচিল পরম পদ চন্দ্রমনিদাস।

[২২খ] কঙ্কুর্কর্ণ জ্ঞান সত্তরে জ্ঞান জন্ম গিলিবারে

চন্দ্রমনি রচিল পাঁচালি।

[ঐ] মরে বর [দা]অ প্রভু হিন গনঅের নাতি (?)

গান কবি(র) মউরভট্ট ব...পুট গনপতি। (?)

৮৪ পদাবলি

ভনিতাকার চণ্ডীদাস, বড়ুচণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস

পুঁথিসংখ্যা ১২৪। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫ (৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৫০)। আকার
১৪" X ৪½"। লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। হুটী ও ভনিতা,

(১) সই জাউ জাতি কুলের অভিমান

নিছিয়া ভজিব তার সে ছটি চরণ গো ইহাতে তিলেক নাহি আন ॥৫॥

শাহুড়ি ননদি তারা কুবচনে ভাজে গো

ভনিতা,

চণ্ডীদাস বলে রাধা আন বল সব বাধা চান্দসখা কি করিবে তারা ॥১৮৪॥

(২) সই আর জে কহিব কত

আপনা খাইলু ছাড়িতে নারিলু হইতে নারিলু রত ॥৫॥

ঝ[া]প জে দিয়া জমুনাএ পসিব

ভনিতা,

চণ্ডীদাসে কহে ক্রোধে কিবা হএ সেহ জে এতেক কহে

না বুঝি ভখনি পিরিতি করিলে এখনা কেননা সহে ॥১৮৫॥

(৩) পিরিতি বলিয়া এ তিন আখর ॥১৮৬॥

ভনিতা,

চণ্ডীদাস কহে মনের মরম ভরম ভাগিয়া কয়

ও কথা জাহার মনের মরম তায়ে সে পরান দয়।

- (৪) আশুনি জালিয়া মরিব পুড়িয়া কত নিবারিব মন
গরল ভখিয়া মো মেনে মরিব নাউবা লউক মনন ।
সই আনল শাজহ চিতা সেমস্তি নিঞা
কেস মার্যাইঞা সিন্দুর দেহ জে মাথা ॥৫॥
তহু তেয়াগিয়া সিদ্ধি জে হৈব সাধিব মনের ব্রত

ভনিতা,

আপনি মরে কি করে পরে কতু দরদ না জানে
কাহার কারনে কে সহে মরণ বড় চণ্ডিদাসে ভনে ॥১৮৭॥

- (৫)কাতা বিধাতা বিধানে দিএ ছাই

ভনিতা,

ঘর ঘারে দিব আগি জাব দূরদেশে আরতি পুরিবে তবে কহে চণ্ডিদাসে ॥১৮৮॥

- (৬) পিরিতি লাগিয়া হাম সব তেয়াগিহু

ভনিতা,

পিরিতি মিরিতি লাগি কেনা করে আস পিরিতি লাগিয়া কান্দে

দ্বিজ চণ্ডিদাস ॥১৮৯॥

- (৭) ॥গাঙ্কার॥

পিয়র পিরিতি লাগি জোগিনি হইহু

ভনিতা,

চণ্ডিদাস কহে আর না কর ভাবনা সজনে সজনে মিলে কুজনে কুজনা ॥১৯০॥

- (৮) অকখন বেয়াধি সেই কথা নাহি জায়

ভনিতা,

চণ্ডিদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া..... ॥১৯১॥

- (৯) দূরে গেল ধর্ম কর্ম গুরু গরবীত

ভনিতা,

জারিলেক তহু মন বাপিল সরীরে চণ্ডিদাসে কহে ভাল হইবে স্থস্থিবে ॥১৯২॥

- (১০) তাহারে বুঝাই সই পাই তার লাগি

ভনিতা,

দাস দেহে তাপ হৈল ঘুচিবেক কিসে কান্দ পরসিলে জাবে কহে চণ্ডিদাসে ॥১৯৩॥

- (১১) ছার মেসে বসতি হৈল নাহি দোসনা

ভনিতা,

বাহুলি আদেশ করি চণ্ডিদাস গীত আপনা আপনি চিত্ত করহ স্থির ॥১২৪॥

(১২) এ দেখে বলতি নাঞী জাব কোন দেশে

ভনিতা,

বীষ খাইলে দেহ জাবে রব হৈব দেশে বাহুলি আদেশ করি কহে চণ্ডিদাসে ॥১২৫॥

(১৩) যিক রহ জীবনে পরবস জেহ

ভনিতা,

চণ্ডিদাস কহে দৈবগতী নাহি জান পিরিতি আমিয়ারসে বধএ পরান ॥১২৬॥

(১৪) কেনে বা পিরিতি কৈলুঁ কালা কাহ্ন সনে

ভনিতা,

আকাশ জুড়িয়া ফাদ জাইতে পথ নাই কহে বড়ু চণ্ডিদাস মিলিব এখাই ॥১২৭॥

(১৫) এক জালা ঘরে মোর আর জালা কাহ্ন

ভনিতা,

লোকলাজে চাঞি অপজস দেখে বাহুলি আদেশ করি কহে চণ্ডিদাসে ॥১২৮॥

(১৬) কেনে বা কাহ্নর সনে পিরিতি করিহুঁ

ভনিতা,

করমের দোষ এ জনমে কিবা করে কহে বড়ু চণ্ডিদাস বাহুলির বরে ॥১২৯॥

(১৭) নাহি জানি নাহি স্থনি তাপ পরতাপ পরবস পিরিতি জেন আঙ্কার ঘরে সাপ।

সই পিরিতি বড়ই বিসম না পাই মরম জন কহিতে মরম ॥১৩০॥

গৃহে গুরু গঞ্জে কুবচন জালা

ভনিতা,

চণ্ডিদাস কহে এই পিরিতি বিসম জিয়ন্তেই মনে করিল... ॥২০০॥

(১৮) নিশাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গ্রীহিনী

ভনিতা,

চণ্ডিদাস কহে হুঁ আমার জুগতী অধিক জাতনা তোমার অধীক পিরিতি ॥২০১॥

(১৯) বোলে বা না বোলে মোরে গ্রীহে গুরুজন, ছাড়িতে নারিব আমি স্ত্রাম চিকন ধন।

সে রূপ লাভন্ত মোর হিয়ায় লাগিআছে, পাঁজর কাটায়া কেহো লঞা জায় পাছে।

সই এই ভয় বড় মনে বাসি, অচেতনে নাই থাকি আশি দিবানিসি ॥১৩১॥

জদি বা আলাষ হয় মূঁদি দুটা আখী

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে সই এই চাহি বটে হুজনে পিরিত্তি হৈলে কতু নাহি ছুটে ॥২০২॥

(২০) পাসরিতে চাহি তারে পাসরা না যায় গো

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে মন নিবারিঞা থাক গো সেজনা তোয়ার তুমি বিচারিঞা

দেখ গো ॥২০৩॥

(২১) হরি হরি কলকিনি বলে অবোধ লোকে গো

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে লোক মিছা কথা কহে গো আপন মনে বুঝি দেখ হয়

না হয় গো ॥২০৪॥

(২২) কাল জল ভরিতে গেলাম কালা পড়ে মনে

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে পিরিত্ত সেলের সমান বাহির না হয় সেই দগ্ধে পরান ॥২০৫॥

(২৩) কি হৈল কি হৈল মোরে কাহুর পিরিত্তি

ভনিতা,

নিগুঢ় পিরিত্তিখানি আরতির ঘর চণ্ডিদাস ইথে বড় পড়িল ফাঁকর ॥২০৬॥

(২৪) কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসি

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে সই বাসি কিবা করে আপন কর্ণের দোস দোস দিবা কায়ে ॥২০৭॥

(২৫) খিক রহ কুলবতি কুল তেয়াগিয়া

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে এই বেদনা জানিঞা পিরিত্তি বেয়াধি রহে মরমে পসিঞা ॥২০৮॥

(২৬) পীয়া গেল হর দেসে হাম অভাগিনী

ভনিতা,

চণ্ডিদাসে কহে কেনে এমতি করিবে কাহু সে পরাননিধি আপনি মিলিবে ॥২০৯॥

(২৭) কালিয়া নিষ্ঠুর কেনে কিসের লা[গি]য়া

ভনিতা,

জেজন করিত নেহ সেজন বিমুখ চণ্ডিদাস কহে মনে এই বড় দুখ ॥২১০॥

(২৮) কহিছু তোরে সই কহিছু তোরে

ভনিতা,

চণ্ডীকায় কহে বুলিবে কে রেই এ রতি কবু বএসে ॥২১১॥

৮৫ শ্রীকৃষ্ণলীলা

রচয়িতা নন্দহুলাল দাস

পুঁথিসংখ্যা ১২৫। অখণ্ডিত; অসমাপ্ত। পত্রসংখ্যা ১১ (১-১১)। আকার ১০২" X ৫"। লিপি আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। হস্তাক্ষর স্থানে স্থানে অস্পষ্ট। আরম্ভ,

নমুনা ও ভনিতা,

[১খ / ৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

...দিল লক্ষ্মিদেবি ব্রহ্মার সাক্ষাতে কহিতে লাগিলা কিছু দুখা ভাবি চিন্তে।
 নিতি নিতি অপমান সহ্য নাহি জায় দুখের বচন বলে দুখ বড় দায়।
 এই মত অপমান হয় নিতি নিতি মোর পরিজ্ঞান কয় হুন প্রজ্ঞাপতি।
 এতেক বচন ব্রহ্মা স্থনিঞা শ্রবণে ঘরে আল্যা.....মনে।
 জ্ঞাত দেবগণ ব্রহ্মা করিঞা সজ্ঞতি সন্তরে চলিঞাছেন জোথা জুগপতি।
 প্রভুর চরণে ব্রহ্মা জোড় করি হাথ অবধানে হুন প্রভু ত্রিজগতের নাথ।
 তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি দিবারাতি সর্গ মর্ত পাতাল তুমি সভাকার পতি।
 তুমি শূক তুমি দুখ.....য় তুমি ভোগ তুমি রোগ তুমি কয় কয়।
 সকল ভুবন জ্ঞাত কি বলীব আর এ সঙ্কট হইতে প্রভু মরে কর পার।
 লক্ষ্মি আদি.....দেবগণ কংসভএ দুখ পায় হুন নারায়ণ।
 তোমা বিনে দর্পচূর করিতে কেহ নাঞি কংসের দর্প চূর্ণ কর হুনহ গোলাঞী।
 ব্রহ্মার বচন স্থনিঞা জুগপতি সত্য কথা কহএ কয় প্রজ্ঞাপতি।
 দৈবকি জসদা স্তব করিল বিস্তর সেই স্তব পূর্ণ করি.....।
 গুপ্ত গর্বে বলরাম রূপ গর্ভধারি রোহিনিগুদয়ে জাবেন জোগবল করি।
 কৃষ্ণঅবতারলীলা করিবেন প্রচার অষ্ট.....লীলা ভজনের সার।
 এত বলি ব্রহ্মারে বিদায় করিঞা প্রভু রইলেন নিজস্থানে সয়ন করিঞা।
 নন্দহুলাল দাস কহে ...নিরঞ্জন নিশ্চএ জানিহ কংসের নিকটে মরন।

[২ক ব্যাস আগে কবিগণের বন্দিঞা চরন নন্দহুলাল দাস বলে ভাবি নিরন্তর।

[৩ক নন্দহুলাল দাস বলে ভাবি নিরঞ্জন নিশ্চএ জানিহ কংসের নিকটে মরন।

[৪খ ব্রাহ্মনবৈষ্ণবগণধরেন্দ্র কবি সিয়ে নন্দহুলাল দাস বলে হুন তার গয়ে।

[৫খ বৈষ্ণব দ্বিজ কবিগণের বন্দিঞা চরন নন্দহুলাল বলে কংসের নিকটে মরন

[৭খ নন্দহুলাল দাসের মনে সদা জুগপতি অন্তঃকালে চরনকমলে দিবে স্থিতি।

[৮ক ব্যাস আগে কবিগনের বনিঞা চরণ রচিলেন নন্দভুল্লাল ভাবি নিয়জন ।

[১০ক নন্দভুল্লাল ধ্বংসে ধ্বংসে স্নান জগপতি অন্তকালে চরণকরলে দিবে হিতি ।

অক্রুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনোৎসোগ অংশে ১১ক পৃষ্ঠায় পুঁথিখানি অসমাপ্ত ও খণ্ডিত ।

৮৬ গোবিন্দমঙ্গল

রচয়িতা বনমালিদাস

পুঁথিসংখ্যা ১২৬ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৩ (৩, ৪, ৫) । আকার ১৩" × ৪২" । লিপি আ. ১৬৪৩ শকাব্দ । বন্দনা অংশ ।

[৩ক চৈতন্তবন্দনা ॥ শেষাংশ,

বড় অবতার কৈল কির্তন রসাল

রামকান্থ অবতার চৈতন্ত নিতাই

কপটে ভ্রমেন গোরা অনেক সহর

ভাণ্ডি[র]বন মধুকন... ..ভলা

বৃন্দাবন মথুরা প্রভাষ দারকা

সেতবন্দ রাঘবের প্রয়াগ বারানসী

অনাথমণ্ডপে গোরা করয়ে বিলাস

অমর অম্বর নর তিনলোক তরে

প্রেমভক্তি দিল গোরা অখিল হুবনে

শিববন্দনা ॥ স্তবিত্তা,

হরের চরণে মন করিয়া অভিলাস

দুর্গাবন্দনা ॥ আদ্যন্ত,

[৩খ যুগেন্দ্রবাহিনী দুর্গা বন্দো দসকুজা

অপরূপা রূপ চণ্ডি গেবি পদ হাস

সুচারু পঙ্কজ রাঞ্জে চরণ নিছনি

... ..স্তবক ভঙ্গ

পরিধান স্বর্ণরচিত পট্টবাগ

কনকককন করে সোজা করে গজ

শেষ,

দিবারাত্রি আসা করি রাতুল চরণ

চারি বেদ প্রকাশী[ল] শুদ্ধ কলিকাল ।

উদ্ধারিল দৈত্যকুল অগ্নাই মাধাই ।

কালিনি যমুনা যোথা গোকুল নগর ।

পর্বতবেহার জোথা সিংহনে খেলা ।

কাসি কাঞ্চি অবন্তি শুশান্তি বদরিকা ।

ভ্রমিলা যেনেক দেশ কপট সন্তাসি ।

লখিতে না পা[রে] কেহো কপট সন্তাস ।

সদত হৃদয়ে গোরা হরি হরি বোলে ।

রচিল বনমালিদাস চৈতন্তচরণে ।

রচিল পদ্য পদ বনমালিদাস ।

অম্বরে বধিরা নিলে অমরের পূজা ।

রূপা কর নিজ দাসের অভিলাস ।

নগর মধুর ধনি-মনোহর শুনি ।

বলয়া কিহিনি তথি বাজে কত বক ।

মন্দার চিকুড় জেন শুমের প্রকাশ ।

দেখিরা বোহিনিকুল কুল-হইল রহ ।

গৌরির বন্দনা রচে গৌরির নন্দন ।

লক্ষ্মীবন্দনা ॥ শেবাংশ,

রহনি খেলায় তুমি না জানি মহিমা আমি
 চঞ্চল চরিত্র অবতার
 তুমি জারে কৃপাদৃষ্টি নিরবধি অমিয়া বৃষ্টি
 সর্ব তুষ্ট সকল সংসার ।
 তিলেক বিরাম নাই ফিরা বুল কত ঠাণ্ডি
 [৪র্থ নিরুপিতে নারি তুয়া] গুন
 জীবনে মরনে পণ বের্থ জিএ সেই জন
 জেই জনে তুমি নিদারুণ ।
 জারে হৃদয় তুমি লক্ষ্মি ত্রিভুবন ত্রিন দেখি
 অকণ্ঠা কুলিন বলবান
 বল বুদ্ধি বিপরিত ভুবনে বিক্ষাত জিত
 সর্বজিত সমরে বাধান ।
 লক্ষ্মি জাহাকে বাম বিফল তাহার নাম
 দিবসে সতেক জায় ফাঁড়া
 লোকে অবজস গায় থাকুক অন্তের দায়
 নিজ পত্নি বলে লক্ষ্মিছাড়া ।
 লক্ষ্মি ছাড়েন জাকে দারুণ দৈবের পাকে
 হলো অন্ন খাইতে না পায়
 ওদরের পাইয়া জালা কন্দলে করিয়া ছালা
 শুত পতি ছাড়িয়া পালায় ।
 সহোদর হয় ভিন কলহে গুয়ায় দিন
 দুঃখ সয়ে করমের দোসে
 বিধি তারে বৈমুখ কতু নাই পায় হুখ
 জেজনা বিমুখ বিমুগ্ধসে ।
 বলে লক্ষ্মিইতিহাস জেজন হারি দাস
 তুষ্ট হই নিজ পুত্র বিনে
 জদি না করে মোর ভক্তি আমি তারে সদা সক্তি
 কৃপা করিলাম নামগুণে ।

অতি বেগে চলে ডব্বিহিনি ।

মোক্ষরাকে মোক্ষদারি যুখে বিকিকিনি করি
 সতে বলে চল জন বর
 রাইতে বনেক কর আছে ব্রহ্মজ্ঞানপুর
 বেলা হুয়া জিহ্মি প্রহর ।
 বুড়ি বলে চল তবে বিলম্ব না মছে তবে
 এত বলি গমন ভুজিত
 পরিহাল সিংলভ হাসিতে খেলিতে বলে
 জমনার কূলে উপনিত ।
 জমনার জল দেখি গোপি বলে আগো মোপি
 আছি তবে বিপরিত হয়
 মথুরা গমনকালে জাই এক হাটু জলে
 আসিতে সকল জলাশয় ।
 কি করি কবে জাই উপায় না দেখি রাই
 কেমনে হইব মোরা পাব
 কি খেনে আশনা থায়া আইলুও বাহির হয়
 ঘরে জাত্যো না পারিলু আর ।

[১খ ভনিতা,

চক্রবতি নারায়ণ তস্য পুত্র জিবন
 রোচিলেন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ।

৮৮ পদাবলী

রচয়িতা দুর্লভরায়

পুঁথিসংখ্যা ১২৮ । অবগুণ্ঠিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১০" X ৬½" । লিপি
 আ. ২০০ বৎসরের পুরাতন । দ্রষ্টব্য বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১খ, ২২৭, পৃ
 ৪৫৪-৪৫৫ ।

১৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

পদাবলি ॥

কোসল্যা রাক্ষসের রানি পূজা করে কাত্যায়নি
 রাবের দুর্গতি কর-কর

এ খিঁচ পাকৈ চিনি। কিছু বাহু রঘুবনি
 কাক্য হতো হইল উদ্বুর।
 কোমলতা বলেন বা। হের বাহার হুটি পা
 মৌর্য নিকে দেহ পদমূলা।
 সুচিল রাজত আস। পিতা মিল কনবাল
 সুচিহ্ন হইল কোমল্যা।
 রাম খানিক ডাঙাএক থাক। মাএর মরু[শ] দেখা
 আশ্রয় বাইরে বদনে।
 মোর প্রাণ করি হঞা। জাহু পথ দেখাএক।
 আমি মল্যে তুরি আবে বনে।
 হুমিঞা বলেন বানি। হন বাহা রঘুবনি।
 মোর হুত তোমার কিহর
 মোর তনের হুত বাএক। আপনার তহু দিএক।
 জতনে রাখিহ রঘুবর।
 জদি পিতা পড়ে মনে। চাহির রামের পানে।
 গিতা মাতা অভাগি বিহানে
 খেলায় গিহ মেল। বলিএক তরু মূলে
 জোখা রাম অজোখা সেখানে।
 উঠিল কলনরোল। অজোখাএ গন্তগোল।
 উজঝরে কান্দে প্রজাগন
 কান্দেন দুহন্ত রাম। আহা মরি হার হার
 • রাবচন্দ্র চলিল কানন।

৮২ অনাক্ষের পুঁথি

রচয়িতা রামএকী পণ্ডিত (?)

পুঁথিসংখ্যা ১২২। খণ্ডিত ও অসমাপ্ত। পত্রসংখ্যা ২২। আকার ১৩২" × ৪২"।
 লিপি আ. ১৬৪০ শকাব্দ। ডানিতা [১০ক] রামএক পণ্ডিতের প্রভু শুচাঅ হুগতি,
 এইখানে রইল আখন অনাক্ষের পুঁথি।

ধর্ম বলেন থাক বাছা বিশ্ব হইএ জতির্থএ রূপ তবে আই রে দেখাএ ১৪।
 ভকত কছল প্রভু দেব নিরঞ্জন জতির্থএ রূপ প্রভু ধরে ভক্তকনে।

জতির্নএ রূপ দেখে রামাঞ আনন্স আপার এক সহস্র প্রনাম করিছে সাতবার ।
 ধর্ম বলেন সুন রামাঞ পণ্ডিত কিসের লাগিঞ পূজা কর বিপরিত ।
 একান্তিক পূজা দেখি বলেন নিরঞ্জন বাছা করুঁর তপস্তা কর কি[সে]র লাগিঞ ।
 তুমি পূজা কলে বাছা ডির ভক্তি করি ভক্ত সঁজরনে আমি রহিতে না পারি ।
 শ্রীধর্মদেবতা আমি অনাদি ঠাকুর ভক্ত সঁজরনে আল্যার্ঘ্য বল্লোকার কুল ।
 আছের দেবতা আমি অনাদি নৈরাকার কে জানিতে পারে বাছা মহিমা আমার ।
 মাগ মাগ রামাঞ মাগিঞ নে রে বর জে বর মাগিবে বাছা তাই দিব বর ।
 রামাঞ কহেন কথা জুরি দুই কর অবধানে সুন প্রভু দেব মাআধর ।
 ধর্ম পূজিবারে গেল পণ্ডিত সিধর অবিচারে বন্দি কল্য গোয়ের নাবর ।
 দুই কটাল তার রাজা অবিচার ধর্মপণ্ডিত পানে না করে নিস্তার ।
 রাজবল অহকারে গোয়ের রাজনে চারি পণ্ডিতে মালা ত্রিস্থল্য বন্ধনে ।
 তুমি জদি হঅ প্রভু মর পছাঁবল তবে ধর্ম পূজিবারে জাই গোউরগহর ।
 ধর্ম বলেন জা[অ] বাছা গোউরগহরে বারমতি পূজা করিবে ঘরে ঘরে ।
 আপনার পূজা লাগি দেব নিরঞ্জন প্রসন্ন হ[ই]ঞ বর দিল ততক্ষনে ।
 নাঞ চিন্তা নাঞ ভএ না করিলে ডর তার সখা বাটি আমি দেব মাআধর ।
 নিরন্তর ধর্মপদ জে করে ভাবনা তার আমি পূর্ণ করি মনের বাসনা ।
 কন পাকে দুখ জদি পাএ ভক্তগনে বিপত্যে করএ রখ্যা কনে স্বঁজরনে ।
 রামাঞ বলেন প্রভু সুন নিরঞ্জন এ সব কথাতে মর প্রতিত নএ মন ।
 তুমার প্রতিজ্ঞা জদি দেখিবারে পাই তবে বর মাগে নেই পণ্ডিত রামাঞ ।
 কতকালের মরা ত্রিখ্য ছিল অন্নগাছ ছাল বাকল নাঞ তার নাঞ ডালপাত ।
 এই ত্রিক্ষে ফল জদি দেখাঅ নিরঞ্জন তবে ত প্রতিত প্রভু হএ মর মন ।
 ধর্ম বলেন থাক বাছা বিমুখ হইঞ মরা গাছে ফল ফুল জাহ রে দেখাঞ ।
 মরা গাছে পদ্মহাত বুলান ধর্মরাজে নবিন হইল বিক্ষ্য ধর্মের পরসে ।
 সেই ত্রিক্ষে পুষ্প জল দেন... ... ।
 দেবতার বরে অন্ন অস্থিত রশাল অন্নফলের ভারে নঞ পরে ডাল ।
 মরা গাছে ফল রামাঞ দেখিঞ সাক্ষাতে ক্রট ক্রট প্রনাম করিছেন দিন-
 [না]থে ॥৪॥
 পুনরুপি রামাঞ করিছে জোরকর অবধানে সুন প্রভু দেব মাআধর ।
 জদি কতকালের মরা ত্রেক্ষে ধরাইলে ফল তবে অপুঞ্জিক বাজা নারি
 আছএ বিস্তর ।

গৌড়ক সহরে আছে রাজ্যের পট্টাধারি চালিস বছরের রাজ আছে ভাঙ্গ নাকি ।

আগনার শূঙ্খা লাগি প্রভু জুগপতি গভির কাননে প্রভু করিলেন স্থিতি ।
 গভির কাননেতে বসিলেন ভগবান গভির কানন ছিল বৈকুণ্ঠ সমান ।
 কিসকর্মে ডাকিঞ বলেন নিরঞ্জন শ্রীধর্মদেহারা বিসাই কক রে গঠন ।
 প্রকনে স্থানিয়া বিসাই প্রভুর বচন দেহারা মন্দির বিসাই কল্য আশ্রয়ন ।
 আরে দিগে তিন সাত মন্দির আরছিল ঈর্ষতে দ্বাদশ হাত গঠন করিল ।
 নির্ধান করিল বিসাই শ্রীধর্মদেহারা বাহালা মন্দির গরে দ্বারা চোতারা ।
 পাঁচির নির্ধান করে হইএল কুস্থির কপাট কুলুশ গরে বাহিরে দলিত ।
 বিসাই একিচিতে ধর্মপদ করিঞ ভাবনা ধর্ম সঁজিবিঞ করে মন্দির মাজনন ।
 বিষ্ণুকর্মে হুতুম দিলেন নিরঞ্জন বাছা বজ্রোকার ঘাট বাক করিঞ জতন ।
 বজ্রোকাঞ স্নান দান করিবেন ভগবান পাট বাঁধিঞ মক কর রে নির্ধান ।
 ধর্মের বচন বিসাই প্রবনে স্থানিয়া ঘাট বাঁধিঞ মক নির্ধান করিয়া ।
 বজ্রোকাঞ জলে প্রভু করেন স্নানদান দেহারা মন্দির দেখেন ভগবান ।
 ভিতর মন্দিরে প্রভু করিলা গমন পাগানের চোকি বিসাই করিছে গঠন ।
 পাগানের আসনে বসিলেন ভগবান দেহারা মন্দির হল্য বৈকুণ্ঠ সমান ।
 কিসকর্মে ডাকিঞ বলেন নিরঞ্জন অবতার লেখ বাছা করিঞ জতন ৪৪ ।
 কহ্য কহ্য বরাহ নরসিক অবতার তা[হা]র লেখিল বিসাই বাজর আকার ।
 এক পা রাখিলেন জুমে আর পা আকাশে আর পা.....বলেন বর্মদাজে ।
 ভাঙ্গর [লিখিল বিসাই রাম অবতার রাবণের সঙ্গে জুধি খেলেন আশ্রয় ।
 হলধর রূপ লেখেন করিঞ জতন ভগবতিখেত্র লেখেন কুলবিনাগন ।
 ভাঙ্গর দেখিয়া বিসাই ককঅবতার গুলে নন্দের ঘরে করেন বেহার ।

শ্রীশ্রীহরি সহায় । শ্রীশ্রীধর্মদাজের সহায় ।

১. অমৃতকণা ।

পুনরাশি রামাই করিছে যোড়কর অপরাধ ক্ষমা কর জিম্মের নাথ ।
 ভদ্র করে রামাই বুড়িয়ে দুই কর পুত্রবিচ্ছেদে প্রাণ কাশিছে অস্তর ।
 গল্পক বসন ফিরা করিছেন ভ্রুতি প্রভু তুমি গম্ভীর থাকিতে কেনে আসার দুর্গতি ।
 লোগে বিআকুল তহু হয়েছে দুর্বল পুত্রলোগে ছুটি আঁখি করে ছলছল ।
 অস্থির হইল অঙ্গ কাঁপে সর্ব পা কাঠের [পু]থুলি যেন মুখে নাহি রা ।

ভকতবংশল প্রভু বলেন নিরঞ্জন বাছা নাগিয়ে দেখি তোর বিরস বদন ।
 রামাই বলেন প্রভু শুন নৈরাকার পুত্র বিনা দেখি আমি সব অন্ধকার ।
 নানা আয়োজন নিল পণ্ডিত সিধরে গোউরে বারমতি পূজা করিবার তরে ।
 বারটি বলদে নিল অনাদ্দের পুঁথি গৌরসহরে ঘাইয়া হইল উপনীতি ।
 ধর্ম পুজিবারে গেল পণ্ডিত সিধরে অনেক দিবস হইল না আইল ঘরে ।
 পুত্রশোকে আকুল হইছে তার মাএ খেনে খেনে গোঁওর সহর পানে চায়ে ।
 অনাদ্দের পাদপদ্ম পুজিবারে গেলা পুনরুপি বাছা মোর ফিরে নাহি এলা ।
 পাজি পুঁথি খড়ী দেখি করিল গনন খড়ি অক্ষরেতে সব দেখি অলক্ষণ ।
 পুত্র বিনা শূণ্য ঘরে রহা নাহি যায় পুত্রশোকে কান্দিয়া মরেছে তার মাএ ।
 পুত্র বিনে দেখি সব দিনে আধিয়ারা শূণ্য ঘরে পরো আছে হওে আধিমরা ।
 দেখা নাহি পায় শুধু কান্দে উচ্চস্বরে এই দশা আমার করিলে মাআধরে ।
 এইবার দয়া কর অনাদি গোসাঁঞ তোমা বিনে আমারে রাখিতে কেও নাঞে ।
 জখন মরোছে পুত্র ত্রিষ্লোর ঘাএ ততদিন আছি আমি অচুচ গাএ ।
 রামাঞ পুলকিত হইঞে পড়ে অনাদ্দের পাএ বাহ পসারিঞে কলে নিল ধন্যরাএ ।
 আমি সখা থাকিতে তোর কিসের ভাবনা বাছা পুন্ন করিব তোর মনের
 বাসনা । ২ক]

অতঃপর রামাইএর বিষ্ণুরূপ দর্শন ও মূচ্ছাঁ, ধর্মঠাকুরের জটার ভিতর চন্দ্রসুর্ঘ্যের
 অবস্থান, ধর্মঠাকুর ও সূর্যাদেবের কলিযুগকথন, রামাইএর মূচ্ছাঁভঙ্গ ও ধর্মঠাকুরের
 স্তব, রামাইএর দেহারা মন্দির ও গাজন দর্শনের অমুরোধ, বাইতি হরিহর কর্তৃক চারি
 পণ্ডিতসন্মেলন, চারিপণ্ডিতের বল্লকাবনে উপস্থিতি, দীপক বাঘপ্রসঙ্গ, অজগরের
 বিষে-মৃত বৃক্ষের প্রাণদান, ফলপুষ্প চয়ন, বৃন্দাপ্রসঙ্গ ও তুলসীচয়ন, বল্লকার ঘাটে
 উপস্থিতি, বাঙ্গালা কুঠুরিদর্শন, বিশ্বকর্মানির্মিত কুঠুরির বর্ণনা, রামাইএর ধর্মপূজা,
 বৈকুণ্ঠ ধর্মসভা, রামাইএর পুষ্পের বৈকুণ্ঠগমন, বাসুকি ও কৃষ্ণের পূজা, সূর্য্যপূজা,
 অস্তান্ত দেবগণের পূজা, ধর্মঠাকুরের আগমন, চারিপণ্ডিতকে বরদান, দেহারাগাজনে
 দক্ষিণ দ্বারে দীপক বাঘ ও বামে অজগর, তাহাদের কথোপকথন, রামাইকে আক্রমণ,
 পণ্ডিতদের ধর্মস্মরণ, রামাইএর অজগর ও দীপকের সহিত বাদ, অবশেষে পুষ্পজল
 দিয়া রামাইএর দ্বারোদ্ঘাটন ও শার্দুলের সহিত সাক্ষাৎ, শার্দুলের দেবীআবাহন,
 রামাঞীর গায়ে অজগরের বিবোধগার, রামাইকে আঘাত ও দম্ভভঙ্গ ও মার্জ্জনাভিক্ষা
 [অসমাপ্ত] !

২০ গৌরীমঙ্গল

রচয়িতা শ্রীকবি শঙ্কর কবিচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ২০২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১০½" X ৫"। লিপি আ.
১৭৫ বৎসরের পুরাতন। ভনিতা, (ক) শ্রীকবি শঙ্কর গান ভাবি শূলপানি, হরগৌরী
কৃপা জারে করিল আপনি। (খ) হাসিয়া হাসিয়া গেলা প্রভু গৌরীর সাক্ষাতে,
বিজ্ঞ কবিচন্দ্র গান ভাবি ভূতনাথে। (গ) শ্রীকবি শঙ্কর গান ভা.....পর, সদ্ধ পাইব
ভাই [ই]হার উত্তর। (ঘ) শ্রীকবি শঙ্কর গান জুবতীর পতি প্রাণ না রইব রতিপতি
বিনে। (ঙ) জীবনপুতলি ছিল হইল আন্ধার, শ্রীকবি শঙ্কর গান হরপদ সায়।

নমুনা,

সম্মুখে দাণ্ডায়া তোর কৈলাসের পতি চিনিতে না পার মোরে যোগো রূপবতি।
জার লাগায় এতদিন কর্যাছ কামনা না ভাবিয়া অন্তমত বটি সেইজনা।
তুমার তপস্তা অ আমি তেজিলাঙ কৈলাস অভিমত বর মাগ পূর্ণ করি আস।
এত স্থনি গৌরির মনে লাগিল বিশ্বাস দেখিতে দেখিতে মৃতি ধরে মৃত্যুঞ্জয়।
নিজ বেশ ধর্যা প্রভু গৌরির সম্মুখে পুলকে পুরল মাতা সদাসিব দেখে।
তপস্তার তেজেতে চণ্ডির বদন মলিন সপ্তবার বিফুনাথে হৈল প্রদক্ষিন।
লটাআ লটাআ ধরে হরের চরনে পাণ্ডুঅর্ঘ্য দিঅ কৈল অনেক স্তবনে।
অপরাধ খেমা কর আমি শিশু রামা তমগুণে মত্যা হঞা না চি[নি]লাঙ তোমা।
জঅ জঅ [মৃত্যু]ঞ্জঅ কৃপা কর স্থলি এত বলি রহে গৌরি হঞা কৃতাজলি।
দআর ঠাকুর সিব সদাই সন্তোষ খেনেকমাত্রা সে[ব]কেরে কখন নাঞি দোস।
দেখিআ তুমার ভক্তি তুষ্ট হলায় আমি অভিমত বর মাগা ঝট নেহ তুমি।
ই বোল স্থ[নি]ঞা গৌরি কহিছেন বাণী কৃপা করি বাহা পূর্ণ কর শূলপানি।
পূর্বমুর্তি বিনে...বা নাঞি মাগি আমি বড় মনে অভিলাস...হবে তুমি।
ই বোল স্থনিঞা প্রভু হাসে মৃত্যুঞ্জয় জোড়কর কর্যা গৌরি দণ্ডাইআ রঅ।
হাস্ত পরিহাস্ত কিছু সদাসিব বলে বুঝিআ সিবের মন মালা দিল গলে।
পুনরুপি স্তব চণ্ডি করিল আপার নিজ বাসে চলে হরে করি অঙ্গিকার।
দিন দস থাক গিআ হেমন্তে[র] ঘরে পাঠাইআ দিব আমি ঘটক মুনিবরে।
এত বলি গেল হর কৈলাস শিখরে তপস্তা সাক্ষ হৈল গৌরির হে[ম]ন্তের ঘরে।
শ্রীকবি শঙ্কর গান ভা..... সদ্ধ পাইব ভাই [ই]হার উত্তর।

৯১ মোকামখণ্ড

রচয়িতা অগ্ননাথ দাস

পুঁথিসংখ্যা ২০৩। অখণ্ডিত : অসমাপ্ত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৪" X ৫"।

লিপি আ. ১৭৫ কংসরের পুরাতন।

শ্রীশ্রীহরি।

যথুরার হাটে হতো ফিরিঞা আগিতে পথে

কানে কানে রহিছে জমুনা

কুমারিমা চাক জেন ঘুরা সে উঠিছে ঘন

দেখি গভে হইল বিমনা।

বড়াই কি উপাএ হব পার

গীতারের নদি নয় নামিতে লাগএ ভয়

এক চেউএ গ্রান বোছে কার।

জল দেখি কাল বেধ পবন ষিঙ[ন] বেগ

দেখি ভলু কাশএ তরাসে

ভুজব কুন্ডির ভাসে মিন পালাইছে জাসে

সাতড়িব কেমন সাহসে।

এক হাঁঠু জল যুখে গেছিলাম যথুরার বিকে

কোথা হতো আলা এত পানি

মনে অনুমানি হেন জপিঞা সে মজ কান

এতখানি কৈল সেই নানি।

প্রণাম তাহার পার [তা]ই দিব জেবা চায়

হয়া করি পার করুক আসি

অগ্ননাথ দাসে বলে জরি স্বাক হেন বোলে

দেখা দিল মোকুলের সসি ॥১॥

রক্তত কাঞ্চে নাথানি সাজত রক্তত কিংকিনিজান

বেড়িয়া স্নেহ ভাখে গভে স্বাক হাখে মনিবাক্য কেবলআল।

সই দেখ দেখ নোমনে চান্দা

কোথা হতে আসি দিল মনসর ই হেন বিজয় নায়া।

রতনে তোফানে গিরে বলমলে কদম পল্লব...

...

... হোলাইছে বাবা আঁখি

চড়াইলে নায় না জানি কী চায় ঢকল রমান দেখি ।

আমরা কব কংসের জোখানি বুকে না হানিয় কেহ

অগনাথ কহে হুন সসিকলা বনি পায়ে কি ছাফিবে রাহ ॥২॥

কৌতুকে রাজার মেহিলার রাজার বিকিবারে দুহু দধি

কে জানে তব বাড়িয়া এমত থাকে[বে] জমুনা নদী ।

হেদে হে নেয়ার পো

আমরা সকলে জাইব গোকুলে ওপারে লইঞা ধো ।

দেখি ... বন জুড়ায় পরান নব মেঘ জিনি কাল

পার করাইলে তাই দিব তোরে জে নিলে বলহ ভাল ।

আর...র আনি পাতহ নাথানি চাপি জাঞা সতে স্থখে

হের রাখিঞাছি ছেনা হুনি চাহী দেহসিঞা চাদমুখে ।

[কর]াইলে পার এ জস তোয়ার ঘুসিব অনেক কাল

অগনাথ দাঘ বচন রচন জেন অমিরা রসাল ॥৩॥

নৌকা...মোর অতি বড় নয় বুঝিয়া চাপিলে হয়

হুন সব সই হুই জন বই তিন জন নাহি গয় ।

আগে কে চাপিবে চাপ আসি

নিতম্বগুল শীন পুজোখর দেখিতে সে ভয় বাসি ।

সতে আছে তিন দণ্ড হুই তিন আয়রা অবলা জাতি

একে একে সবে পার করাইতে এখনি হইবে রাতি ।

আমি জানি ভাল তোমরা সকল আতরে কাতবধবা

দেহ আলিঙ্গন মুখমধুপান নাহি ছাঙ রূপা সন্ধ্যা ।

নন্দের কুমার কি চাই আমার মানিক বাসিএ কড়া

অগনাথ কহে সব লখি মেলি অই কথা কয় পোড়া ॥৪॥

.....কড়ি লাঞ্জে কেহ নাই চড়ি কানাই নাথানি পাতিয়া রহে

উজ্বর দেখিঞা বেলি বড়াই..... রাখার সে প্লাএ নাহি সহে ।

বিনোদিনি পহিলে আপনে চাপে নায়
 তলে তার বিছায়লি কমল দ.....গুড়া ধরে চাপে জাঞা তায় ।
 পসরায় বাম পানি ডাহিনে ঘোড়টা টানি বৈঠল কা[ন]ইয়ে করি পিট
 বলমল গোবরায় সোনায়ে ভরল নায় ঐছন সাজিছে অতি মিঠ ।
 ললিত নিভয়ভার কটাতে কীকিনিজাল সতে তথি বেনির খোপনা
 খোরজ না মানে চিত দেখি অতি বিমোহিত বিগরল কীসর আপনা ।
 ভেদল মদন কাঁড় করে হতো খসে টাড় কালিন্দী ফেনের ছলে ভাসে
 জগন্নাথ দাসে কহে কানাই একেলা নহে সভাই মজিলা এই রসে ॥৫॥
 আনন্দের ভরে চাপাঞা রাধারে পুলকে পুরল গা
 মাঝ দরিয়ায় জাঞা হরিরায় কাপাতে লাগিলা না ।
 আমরা আহির রাজ্যায় বি
 কী করি উপায় দেখি ভয় পায়...দেখ করে কী ।
 করাইতে পার কলু অকীকার কে জানে এমন হবে
 তির আশিআর.....সহে তার...নাও ডুবে ।
 তরাসি কীশোরি ছবাহ পসারি কাহুরে ঝাপল বাহে
 [রাই] বুকে করি রসিক মুরারি ঝাপ দিঞা পড়ে দহে ।
 ভাসিতে ভাসিতে লাগিলা আসিআ নিভিত নিকুঞ্জতলে
 মনে জেবা ছিল বিধি ঘটাবল দাস জগনাথে বলে ॥৬॥
 জমুনা না ডুবি দেখি সব সখি লোটায়া ধরনিতলে
 কান্দে সক্রন সবে দেখিঞা আকুল পন্থ পাখি ।
 আর কার পথে সাতে কোতুক করিয়া তাথে জাইব সে মথুরার হাটে
 লোটাইঞা হাসি হাসি কে যার ধাইঞা আসি দানছলে আগুলিবে বাটে ।
 মজাইঞা রাধা স্ত্রাম কি লঞা জাইব গ্রাম কি বলিব পুছিলে জগোদা
 বল পে.....বিএর এ দশা স্থনি বুকভাঙ্গ কিসে জাবে বোধ ।
 আস রাই পসি চল সমন ভাল নিজন.....কীসের লাগি থুই ।
 [অসমাপ্ত]

২২ পদ্মাবলি

রচয়িতা বাহুদেব বোষ

পুঁথিসংখ্যা ২০৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০" X ৫"। লিপি
আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন। পদ্যুচ্চী, (১) গেল গৌরাক না গেল বলিঞা (২) আজি
কেনে গোরাচাঁদের বিরস বদন ॥

২৩ বাজালা মন্ত

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২১১। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০½" X ২½"। লিপিকাল
সন ১২৩৭ সাল।

১৭ শ্রীশ্রীহরি

দুর্গা মা কাটেন স্ত্রী মহাদেব বুনেন জাল
চোর চঠাট বাগ ভান্ধুক বাদি মুহুই বাদি পালে পাল।
নবিন বসিল নবি দুর্গা মাএর কোলে
ই বন্দ জদি নড়ে চড়ে নবি দুর্গার মাথে তর লাখি মাঝে।
কার আজ্ঞা মা কালিকার আজ্ঞা ॥

কালি বনমালি নানা পুষ্প কর বর হারে
মাগো দেবি তুমার মায়া তুমার কারা রনে না দিয় ভাটি
আমুকার অঙ্গে রহিবে অষ্ট পহর বতিষ ঘটা।
নালা উড়্যা হলেন পার হঞা মা তুমার সন্নিয়
জয় দেবি কালিকা মা সির সপেছি তুমার
বিপতে পড়িলে মা রাখিবে আমার।
কার আজ্ঞা মা কালিকার আজ্ঞা ॥

জয়সিদ্ধ রাজার গুন কি কহিতে জানে
জার গন্তে জয়লা সাট সন্তর পহিনে।
হেনকালে সন্তান জয়লা কার ঘরে
অন্তধানী অন্তখানে দুহার উদরে।

হাঁড়িতে ভরি সন্নতানকে ফেলিল সন্নতানে
 সর্বাঙ্গ হুন্দর সন্নতানের পিটখানি তার কুজা
 বাপ হইয়া রাজার বিএর করে পূজা ।
 হেনকালে সন্নতানের পূজা হলা উপনিত
 মারিব ঝাটার মুড়ি পিষ্টে করিব পার
 ছাড় রে সন্নতান তুখে দুহাই আল্যার ।
 তুখে দুহাই খদার ॥

জখন দেয়ান গাই অবই করিল ছুনিআ ভিতরে
 আটখানি হেড়া দিল গন্ধবির সিরে ।
 গন্ধবি সিনান করে মদের পথরে
 মাজকার হেড়া দিল রন্ধনের সালে ।
 এপড়া পেপড়া কালিকাদেবি মা কিছু করে সেকপড়া
 এত দেবতা থাকিতে বেটা কোন গুনে তুই বড় ।
 মারিব ঝাটার মুড়ি পিষ্টে করিব পার
 দুহাই আল্যার তুখে দুহাই খোদার ॥

আনিল মা গঙ্গা হাতে নঞ কড়া
 তরাতরি জান গঙ্গা জ্বনের পাড়া
 কেউ খায় গাই গন্ত কেউ খায় হেড়া ।
 সাহেব সোউজি অজ গোউজি পাড়রার শির
 এ সব দেখিয়া বেটার মন নহে থির ।
 খেনে খেনে আস বাছা দুসুখ দিতে মুঝে
 দেবির কিপাতে ঘাড় ভাঙ্গে দিব তুরে ।
 মারিব ঝাটার মুড়ি পিষ্টে করিব পার
 ছাড় রে সন্নতান তুখে দুহাই আল্যার ।
 তুখে দুহাই খোদার ॥

বান বান সিড়িবান দেবচক্র কাটে কোলর খান খান
 এখনী কাটলাম রামের দুই চারি বান ।

হক হক রামের বান সোব দেবিকে বেড়ানল
তামার বান ছুয়ার বান
জন গুনি চালালেক বান ।
কাক কলসের মাস কাড়ি খায়
মা মনসার আজায় বান ফিরে জায় ॥

২৪ পদাবলি

রচয়িতা লোচনদাস

পুঁথিসংখ্যা ২১৫। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩২" X ৫"। লিপি
আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন। পদসূচী, (১) কি হইল আবে সখি গোরা বর্ণধানি
(২) হলদ বরন গোরাচান্দ পড়ে গেল মনে (৩) হের স্নান আর কথা বিরলে পাঞা
কই (৪) হইল...রা...না জায় পাসরা (৫) নাচে রে নাচে রে গোরা হেম কমলিআ
(৬) কি এ কাচা কাকন ফুট চম্পকদল (৭) যার স্নান ছা কালিকার কথা কই তোরে ॥

২৫ পদাবলি

রচয়িতা যত্নাখদাস

পুঁথিসংখ্যা ২১৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৪" X ৫"। লিপি
আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন। হস্তাকর অম্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। সব পড়া গেল না।
পদসূচী, (১) এক রমনী সাজি আলা নামে রতনমালা (২) চল জলকে জাব গো
(৩) রাখি বলেন স্নান ললিতা পিয়ারি (৪) সখি সব জলে জান কাঁখে লঞে বারি
(৫) স্ববর্ণ কলসি কাখে রাখা জায় জলে (৬) অবশ অক্ষ দেখি ললিতা রাইএর সমুখে
কহে (৭) জমনার জলে জাএ রসবতি রাই ॥

২৬ পদাবলি

রচয়িতা বাসুদেব ঘোষ, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস

পুঁথিসংখ্যা ২১৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১(৫)। আকার ১৩২" X ৫"। লিপিকর
সম্মানী পণ্ডিত। লিপিকাল আ. ১৬৪৩ শকাব্দ। ভনিতা,
(১) বাসুদেব ঘোষে কএ সম্বরণ না হইত গো বটে প্রেমের মুকতি।
সূচী,
(২) স্নান গো মরম সখি (চণ্ডীদাস) (৩) সখি গো কি হল্য রাখার জালা (চণ্ডীদাস)

(৪) সই কাহারে কহিব ইহা (চণ্ডীদাস বলে শুনহ রসিকনাগর শেখর প্রাএ)
(৫) সে ধনি রমনি রাই শিরোমণি কী হৈল্যা অন্তরে মোর (চণ্ডীদাস) (৬) কি
হেরিলাম কদম্বতলাতে (জ্ঞানদাস) (৭) কি খেনে গোবিন্দের লগে হল্যা নয়ন (৮) ॥

২৭ পদাবলি

রচয়িতা অজ্ঞাত, গোবিন্দদাস, প্রেমদাস, শেখর

পুঁথিসংখ্যা ২১৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৪" X ৫"। লিপিকাল
১২১২ সাল, ১১ জ্যৈষ্ঠ বেল। আড়াই পহরের সমএ পদ লেখা সমাপ্ত হইল। লিপিকর
কালিপ্রসাদ রায়, পাঠক রামকান্ত পণ্ডিত। হস্তাকর বিভিন্ন। (১) এই বেলো সাজ
কর বেশ (অজ্ঞাত) (২) বৃকভানুন্দিনী রমণীশিরোমণি (গোবিন্দদাস) (৩) নীলমনি
চুড়ি হাথে রতন করুণ তাথে (প্রেমদাস) (৪) এক ব্রজ নারী কাথে কুন্ত
করি (গোবিন্দদাস) (৫) এক পদ চলে দূতী (ঐ) (৬) রাধা তুহ বড় হৃদয় পাষণ
(ঐ) (৭) রায়েোর ছল ছল হনয়ানে বহে প্রেমজল (ঐ) (৮) রাখে চলিলা শ্রীবন্দাবন
(ঐ) (৯) জব রাই বিছরল নাগর সঙ্গ (ঐ) (১০) অতিশয় চমেনি রয়ে (ঐ)
(১১) গোরি স্ততলি শ্রামহি কোর (ঐ) (১২) রজনী উজাগরি নাগর নাগরি (ঐ)
(১৩) আশেতে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ুর (শেখর) ॥

২৮ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি, বহুনাথদাস, জ্ঞানদাস,

বলরাম, নরোত্তম, শেখর

পুঁথিসংখ্যা ২১৯। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" X ৫"। লিপি আ.
১৬৪৩ শকাব্দের। পদসূচী, (১) মদন মদালসে শ্রাম বিভোর (গোবিন্দদাস) (২) মাধব
হে বহুত মিনতি করি তোয় (বিদ্যাপতি)। [বিদ্যাপতির ভনিতায় মূল্যবান পাঠান্তর,
ভনএ বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর তরাইতে এহ ভবসিদ্ধ, তুয়া যুগ শ্রীচরণ করি অবলম্বন
পায় করহ নীনবন্ধু।] (৩) উ দুখানি রাজা পায় কী রায় বলিব আমি (বহুনাথদাস)
(৪) সুন্দরি আমারে বলহ কি (জ্ঞানদাস) (৫) ভূমি মোর নিধি রাই (বলরাম)
(৬) দুহ কর দুহ অঙ্গরাম (গোবিন্দদাস) (৭) দুহ যুগ হেরইতে দোহ ভেল ভোর
(নরোত্তম) (৮) শত বিংশতি দণ্ডে মদন মদালস (শেখর) (৯) শ্রামকর কোরে জত
মানেন ধনি স্ততলি (৭) ॥

৯৯ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস, রামানন্দরায়, যদুনাথদাস, জ্ঞানদাস

পুঁথিসংখ্যা ২২০। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" X ৫"। লিপি আ.
২২৫ বৎসর আগের। পদসূচী, (১) ধনি ধনি করি হে বিদগ্ধে সাথে (গোবিন্দদাস)
(২) শরদ পূর্ণিমা হিমকর বদনৌ (রামানন্দরায়) (৩) ধনি ধনি বনি অভিসারে
(যদুনাথদাস) (৪) কান্ধ অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধে (গোবিন্দদাস) (৫) কি খেনে
শ্রামের অঙ্কে দুটি নখান লাগিল (জ্ঞানদাস) (৬) কুঞ্জ চরণ স্থন জাবক রহই
(গোবিন্দদাস) ॥

১০০ পদাবলি

রচয়িতা রামানন্দরায়, গোবিন্দদাস, রাধামোহন, জ্ঞানদাস, প্রেমদাস

পুঁথিসংখ্যা ২২১। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১ (২)। আকার ১৪" X ৫"। লিপি আ.
২২৫ বৎসর আগের। পদসূচী, (১) কোন বিপিনে ধনি বিলসতি রাধা (রামানন্দরায়)
(২) এ ধনি আচরে বদন ঝাঁপায় (গোবিন্দদাস) (৩) জয় জয় বিজই কুঞ্জে (এ)
(৪) রাই কুঞ্জ গমন শুনি (রাধামোহন) (৫) ভাল হোইলে আলে মোহে প্রেমমোহি রাধা
(জ্ঞানদাস) (৬) দুহ জন নিতি নব অহুবাগ (গোবিন্দদাস) (৭) নব অহুবাগিনী নব
অহুবাগ (?) ॥ ভনিতা, (৮) রাই অঙ্কে কান্তিমালা দস দিগ করোছে আলা প্রেমদাস
আনন্দে মগন ॥

১০১ বালালা মন্ত

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২২৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ২" X ৬"। লিপি আ.
১৫০ বৎসর আগের। কীটদষ্ট।

১/৭ ত্রীত্ৰীহরি ॥ ধর্ম সহায় ॥

॥ ঝাড়ন [মন্ত] ॥

আইলেন মইদেব.....মইল ছাঁকিএ

সাত ভার বিল আ.....জঁটাঅ ভরিএ।

হাই গো মাই গো জঁটা ঝাড়িতে বিল নাঞি গো

নাঞি বিল বেই মা মনসার আজায় নাঞি ॥১৪॥

নিকিন ধবান কাপড় কাচে মন পবনের খারে
 বনে নাগ ধরে এনে আপন পুতা মারে ।
 চৌদিকে বুলিএ দিস
 চিঅ পুতা ঘর জাব চাপড়ে উলম বিস ।
 নিকিন ধবান কাপড় কাচে জেঁটেবাদের জা
 আর্থা লড়ে পাখা লড়ে লড়ে সর্ষ সিষ
 কামড়ে হানিলি সাপ চাপড়ে উড়ালম বিস ।
 নাঞি বিস যেই মা মনসার আজ্জায় নাঞি ॥২॥

বাত্রি বাজে বাজ্জা বাজে বাজে করতাল
 না মরে কালকুটির বিস কেন য়ন গোল ।
 উরিল বিস ফুলবনে
 উল্য বিস খদাঅ পরবানে ।
 খদায় গুরু পেথথরের সিষ
 খদার আজ্জা অনিবিস ।
 নাঞি বিস যেই মা মনসার আজ্জাঅ নাঞি ॥৩॥

॥ টুক্কিসার [মস্ত] ॥

মাছি নিছি কাল কু[টি]...দ পুঁছি মোর অজে
 নাঞি বিস তিন টুক্কি...স যেই মা মনসার আজ্জায় নাঞি ॥১॥

উল্য পাতরা বসিল থালে
 বিশ নাঞি সংসারের ভারে ।
 নাঞি বিস যেই হাড়িঝিএর আজ্জায়
 নাঞি বিস যেই মা মনসার আজ্জায় নাঞি ॥

॥ ঝাড়ন মস্ত লিকতে উপরেরটি[র] সহিত ॥
 সেত পাতরা লেত বগন হ বিস তুঞি পানি
 গুয়িমুখে খেলি সাপা যুজ্জুমুখে পানি ।
 নাঞি বিস সেই মা মনসার আজ্জায় নাঞি ॥২॥

[স]গ্গে হ[ট]ত এলেন দেবি হোএ উরুস পুরুস
দেবি মুখে দিএ পা
ওমুকার অদেব কালকুটির বিস সীত্র গুণুস করে খা ।
নাঞি বিস যেই মা মনসার আজ্জায় নাঞি ॥৩॥

॥ চক্ষু ছাড়ান ময় ॥

কো তুতোরু কো ভুতোরু চোখে ধরে কো ভুতোরু ॥
মুখে না স্বরে ।
কার আজ্জাঅ ডংসিলি
বাপ স্বদাশ্রীবেব আজ্জায় চক্ষু মেলে চা ।
নাঞি বিস যেই মা মনসার আজ্জায় নাঞি ॥১॥

১১২ পদাবলি

রচয়িতা নৃপধন, গৌরচরণ (?), নরহরি, ঝসাল, সারঙ্গ (?)

পুঁথিসংখ্যা ২২২ । পত্রসংখ্যা ২ । ঋজিত । আকার ১৪" X ৫" । লিপি
আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন ।

শুন শুন গো মরম সজনি
শ্রাম বন্ধুরি প্রেমরি দলান না জানি দিবস রজনী ।
না জানি বিহানে বেলি অবসানে যমুনা গেছিলম আপনি
শ্রাম আমারে দেখি বাঁশীটি বাজাঞে জাইবে কি পুনি না জানি ।
হাম একে সে অবলা তাহে কুলজালা তাহাতে কুলের কামিনী
নআনের বানে বধিলে পরাণ না জাঅ ব্রজের রমণী ।
শ্রামের পাএর সোনার নৃপুং মধুর মধুর বাজনি
নৃপধনে ভনে শ্রামদরশনে তুরিতে সাজহ আপনি ।

সখি না জানি কি কল্য কালিআ
নআনের বানে বধিঞে পরাণে তেরছ নআনে ছাইঞে ।
অধর রজিমা ভ্রুকুটি ভজিমা রঞেছে কদম্ব হেলিঞা
বাঁশীটি লইঞে অধরে ডাকিছে রাধা রাধা বলিঞে ।
এতেক লইঞে রহিব কেমনে দেহ না উপাঅ বলিঞে

গৌরচরণ ছিল মরণ* জদি না ফেলহু ঠেলিহঞে ॥

(* অ উ বাক্যচরণে লহিল শরণে)

নাগর ডাডাঞে কদম্বতলে আকুল করিঞে মোরে (নরহরি)

বন্ধু কি না (অ সকলি) জানহ তুমি ।

তুমার পিরিতি নবীন জুবতী ভরষে তুলিলম আমি ।

শুন শুন হরি আমারে পাসরি নিছিন্তে রঞেছো কেনে

ই নব যৌবন নাহি কর মনে ই বর মনের জালা ।

ঘরে পরে খটা ই কি হল লেঠা (শ্রামের) বাশীয়া হইল কাল

আমি পরবশ হোই (ছাই) মুখরস ঘুচাইলে চারি চাল ।

মুরলীর ধনি আর নাহি শুনি নিদ্রা (দারুণ) কেন হইলা

ধসাল কহে দূতী রাখহ পিরিতি রাখার বিরহজালা ॥

জাম কি আর বলিব আমি-

ঘরের চরিতে চিত বিআকুল তাএ নিদারুণ তুমি ।

কে না অপবাদ করে পাননাথ তারে কি না কর দয়া

ভালমন্দ জত নিবেদিব কত তুমারি চরণে চায়া ।

তুমার পিরিতি সে স্থখ অরতি-সার কৈলেম আর

মোর মনে ছিল ও স্থখ সম্পদ জনমত মতি জার ।

স্থখের লাগিঞে পিরিতি করিঞে পয়শনাথে মেনে

তত স্থখে এত দুখ হব বলে ছিল অভাগিনী জানে ।

সরঙ্গ কালিয়াএ মন.....

১০০ পদাবলি

রচয়িতা শিবরামদাস, বিজ্ঞাপতি, লোচন, গোশাঞী কৃষ্ণবিহারী

পুঁথিসংখ্যা ২৩২ । অবস্থিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৪" x ৫" । লিপি

আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন ।

ক) কি কন মূরে বা

কি কন গো নন্দের গোবিন্দ... (শিবরামদাস)

- (খ) আর না ফিরিঞে কেনে চানে মুকলীকর হে
অখন আমি আবার জলে ডুবি থাকিবে কলহতলে (বিজ্ঞাপতি)
- (গ) বিকাল বেলে গেলি জলে কললী লইঞে (লোচনদাস)
- (ঘ) কঁানে অনলা নাগরি বলে তোদের কি হল গো ।
নদিয়া ছাড়িএ অন্যথ করিএ কোথা গেল গোরারাম
মনে ছিল সাধ বিধি হল মল বিকাইলাম জ্বালা পাখ ।

... ...

নদিয়া নাগরী উচ্চর করি কঁাদএ গউর লাগি
তার জদি নাগাল পাই লংকে চলে আই পাগ ঘরে দিএ আগি ।
না জানি কিরূপে লচী মাতার শোকে পাশাপে বাড়েছি বুক
গৌড়ের না দেখিএ তাহে বিফুপ্রিয়া সদাই রিকএ হুখ ।
কহেন গোসাঁঞি শ্রীকৃষ্ণবেহারি শুন অগো শচীমাতা
কলির জিব তরাইতে গকুলেরি চান্দ ভেঙি সে মুড়াল মাথা ।

১০৪ পদ্মাবলি

রচয়িতা বাহুদেবঘোষ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, অজ্ঞাত

- পুঁথিসংখ্যা ২৩৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" X ৫"। লিপি
আ. ২২৫ বৎসরের পুরাতন। পদসূচী,
- (১) স্ততিয়া আছে গোরচাঁদ সন্ন মন্দিরে (বাহুদেবঘোষ)
- (২) কন্দাবনে লকল কুহুম পরকাশ (গোবিন্দদাস)
- (৩) সমুখে ডাঁড়াঞা দূতী কইছেন সুধামুখী (জ্ঞানদাস)
- (৪) এ ধনি এ ধনি বচন স্থন (গোবিন্দদাস)
- (৫) এই বেলাএ ঝাট কর বেশ (?)

১০৫ পদ্মাবলি

রচয়িতা বাহুদেবঘোষ, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, লোচন,

কন্দাবনদাস, রামানন্দ, অজ্ঞাত, সারদ

- পুঁথিসংখ্যা ২৩৬। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১৩½" X ৫"। লিপি আ.
২২৫ বৎসরের পুরাতন। পদসূচী,

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ । শ্রীদ্বীপসংবাদ লেখিতে ।

- (১) স্তুতিএয়া আছে গৌরাচান্দ শয়ন মন্দিরে (বাসুদেবঘোষ)
- (২) বৃন্দাবনে সকল কুসুম পরকাশ (গোবিন্দদাস)
- (৩) এ দ্বীপ দয়ামোহি করয় বিধান (ঐ)
- (৪) স্মৃথে ভাঁড়াএয়া দূতি (জ্ঞানদাস)
- (৫) নাচে রে নাচে রে গৌরা হেম কমলিয়া (লোচন)
- (৬) আর শুভাহ কালিকার কথা কই গো তুমারে (ঐ)
- (৭) গৌরাঙ্গ নাচএ রে শচীর ঢুলালিয়া (বাসুঘোষ)
- (৮) কীৰ্ত্তন আনিয়া নিতাই নদীয়া নগরে (বৃন্দাবনদাস)
- (৯) আমার গৌরাঙ্গ নাচিছে শ্রীবাসের প্রাঙ্গণে (রামানন্দ)
- (১০) আমার গৌরাঙ্গচান্দ জগজীবের অমুপাম (?)
- (১১) মহারাস বৃন্দাবনলীলা মনেত পড়িল (বাসুদেবঘোষ)
- (১২) শরদ চন্দ ভুবনে মন্দ (গোবিন্দদাস)
- (১৩) বিপিনে মিলল গোপন কেহো (ঐ)
- (১৪) একে সে মোহন জমুনাকুল (সারঙ্গ ?)
- (১৫) কিশোর বএস মোহন ঠামে নিরখি (?)

১০৬ পদাবলি

রচয়িতা গৌরচরণদাস, জ্ঞানদাস, ষড়নাথদাস, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৩৭ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৪" X ৫" । লিপি আ.

২২৫ বৎসরের পুরাতন ।

নিভৃত নিকুঞ্জে দুহে করএ বিলাস
কাই গেয় পরিধান নীল পীতবাস ।
খসিল বিনন্দ চূড়া বিনোদিনীর বেনী
ঝাঁপল কনক চন্দ্র ইন্দ্র নীলমণি ।
লুকাল্য গগন চন্দ্র তারকার গণ
নাঞি নাচে শিখিকুল না বএ পবন ।
না বএ জমুনা জল না বঝারে অলি
পড়িএয়া রহিল শ্রামের মোহন মুরলী ।

বদনে বদন দুহার কসাকসি বাহ
 যেমন গগন চন্দ্রে গরাসিল বাহ ।
 রাসরসে মত্ত দুহুঁ কিশোরী কিশোর
 গোউরচরণ দাস মনে না পায়ল ওর ॥

ভনিতা,
 শ্রামের বামে বৈঠল রসের মঞ্জরী
 জ্ঞানদাসে মাগে রাক্ষ চরণ মাধুরী ।

দুহক পিরিতি রতি আরতি (মদনামদাস)

এক কিশোরী বলে উহায় ধর ধরঅ নাগোর
 আমার প্রেম তরঙ্গে ভাসে গেল ।
 দুহে দুই হেরইতে আনন্দমগন
 রাই বলে নাগর আমার ঘূমে অচেতন ।
 রাই আমার রসনিধি প্রেমেরি পাথর
 রসিকনাগর তাহে কত দিগ্যাছে সীতার ।
 সাগরে মগর হঞা ডুবিঞা রহিব
 দুই দুই হেরইতে কত প্রেম উধলিয়া ॥

দেখো নাই কিবা সে দোহার প্রেম (জ্ঞানদাস)

১০৭ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস, রাধামাধব, জ্ঞানদাস, শেখর, বলরামদাস,
 কবিশেখর, বংশীধরদাস, বিদ্যাপতি

পুঁথিসংখ্যা ২৩৮ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৩ । আকার ১৪২" X ৫" । লিপি আ.

২২৫ বৎসরের পুরাতন । পদশৃটী,

- (১) দরশ পালে পহ পয়শ সোহাঅলি (গোবিন্দদাস)
- (২) জাঁহা দরশনে তহু পুলকিনি ভরই (ঐ)
- (৩) দরশনে লোর নঅন দুহু বাপ (রাধামাধব)

- (৪) কহ কহ সুন্দরী রজনীবিলাস (জ্ঞানদাস)
- (৫) শিশুকালে হতে সে বঁধু সইতে পরাণে পরাণে নেহা (শেখর)
- (৬) কত নাস বেস করি পরাএ পাটের শাড়ী (বলরামদাস)
- (৭) চিক্ণী করে ধরি কেশ বেশ করি গীতা ভরি দেই সিন্দুর (কবিশেখর)
- (৮) অবলা জানি গুণধরে বসিক (গোবিন্দদাস)
- (৯) বৃকে বৃকে মুখে চখে লইঞে থাকে ততু মোরে সদাই হারায় (বলরাম)
- (১০) রাত্রি দিন চোখে চোখে শুঞা সদাই দেখি (?)

(১১) শুন গো মরম সই

অপরূপ বাণী স্বপনে স্তম্ভলি মরম শুনাবে কোই ।
 নাগর আসিঞে মুরুলি বাজাঞে আইল আমারি ঘরে
 মুখে মুহু হাসি মোর পাশে বসি স্তম্ভলি আমারি করে ।
 নিরখিঞে মোখ বড় পালঙ্ক করোছিল নানা রক
 হেন বেলাএ আসি ননদ বিরালি তাহাতে করিল ভঙ্গ ।
 ননদ বিরালি নিলেক মুরুলি কারো নিল গীতবাস
 ধরিঞে রাখিল অপমান কৈল মোরে হল্য বড় জ্বাশ ।
 ভাগি নহে ছাঁচা স্বপনে মিছা শুনল দূতী বা
 মিছা কথার তরে ননদির ডরে এখন হানিছে গা ।
 শশন স্বপনে দেখিলাম সেজনে জেজনে জাহারি হএ
 ই তিন ভুবনে না দেখি নআনে বংশীধরদাসে কএ ।

(১২) আহংকার স্বপনের কথা শুন গো ললিতা

আমার ঘরে আশ্রিছিল বৃকভানুসুতা ।
 সোজের বেলাএ কদমতলাএ দেখিলাম জেম[ন] ছান্দে
 • হিআএ গাঁসি মধুর হাঁসি কৈতে প্রাণ কাঁন্দে ।
 জেমন বেসর নাগা[র] উপর তেমিনি কাঁচুলি
 তেমিনি বগন তেমিনি ভূষণ অঙ্গে বলমলি ।
 পুষ্পদানে অল্পপামে বাঁধিঞে কবরী
 মধুর[র] লোভে ধএ কত ভয়রা ভয়রী ।
 কাছে আসে বলে শুন অহে নাগর কান্ধ

পড়াগ জুড়াক শুনে বার ম[হ]ন বেণু ।
 অঞ্জিমাত্রেয় মুরলিটি তুলে নিলাম করে
 নিদ ভাগিল চাঞ্চে দেবি রাধা নাঞ্চে ঘরে ।
 বংশীধরদাসে বলে রাধাএ দেখিলাম আনে
 নিশি পুছাইতে গেল আপন ভবনে ॥

- (১৩) পিঠে খেনে রাখে দিঠে দিঠে কতু মোরে সে জে না বুঝায়ে (বলরাম)
 (১৪) জীব নাঞ্চে কালা কানুর পিরিতি লাগি (?)
 (১৫) শুন শুন এ সখি কি কহব তোএ আজুক কৌতুক (বিজ্ঞাপতি)

১০৮ হেকিমী পুঁথি

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৩২ । অখণ্ডিত খাতা । পত্রসংখ্যা ৫৮ । আকার ২" X ৬" । আ.
 ১০০ বৎসরের পুরাতন । বাকলা ও ফারসী অক্ষরে ঔষধের ফর্দ ও পদ লেখা আছে ।
 ঔষধের নমুনা,

॥ গোরখনাথ ॥

পারা গন্ধক তামা রঙ্গ সন্ন্যাসিক সিমুলখার আফিম হরিতাল এসং প্রতি সোল ভাগ
 ভাবনা পাতাসজুর অম্বুপান সিকাহার ইতি ওস্তাদ মানিকমণ্ডল ॥

॥ সিবনাথ রস ॥

মিঠে ১ গোদস্তি তামা ১ সন্ন্যাসিক ১ সিমুলখার ১ লোহ ১ অর্ষ ১ জাফাল ১ পারা
 গন্ধক অম্বুপান আলা ইতি ॥

॥ রসরাজ টীকাবটী ॥

পারা ৩ মাসা গন্ধক ৩ মাসা হিঙ্গুল ৩ মাসা কাটালের বিচ ২ দুই মাসা আফিম
 ১ মাসা এসাং পাচ ঘর্ষ ভিন্নরাজের রসে খল করিবেন ২ রতি প্রমাণ বটী বাঙ্ছিবেন
 অম্বুপান পানের রস এবং জিরে এবং চহুনি একসাতকের মূল সকল গ্রহিনি ভাল হয় এবং
 ২১ কুড়ি মরিচ দ্রব সহিত খাওয়াইলে উলাওঠা ভাল হয় ত্রিফল সহিত খাওয়াইলে
 সকল..... ॥ ত্রীতী এলাহ ॥

১০২ প্রার্থনার পদ

রচয়িতা নরোত্তমদাস, গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৪২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৭; চার সংখ্যক পত্র দুইখানি আছে। আকার ১৩" X ৫"। অথ দিষ্টং তথা লিখিতং লেখকের দোস মাঞ্জনা করিবেন। সন ১২৭১ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মাসে বুধবার দিবসে বেলা ত্রিতিয় পেহরের শোমএ সাংক হইল। লেখক কন্দর্পনারায়ণ দেবশর্মা। প্রথম পত্রখানি নাই। দ্রষ্টব্য বর্তমান পুঁথি-সংখ্যা ২৭। পদসূচী,

(১) হরি হরি বিফলে জনম গোঞাইলাম (২) কবে আর কবে মোর হইবে শুভদিন (৩) তুম প্রেমপদসেবা (৪) শ্রীগোবিন্দগোপীনাথ (৫) মোর প্রভু মদনগোপাল (গোবিন্দদাস) (৬) ধন মোর নিত্যানন্দ (৭) ঠাকুর বৈষ্ণব পদ (৮) ঠাকুর বৈষ্ণবের গণ (৯) হরি হরি কি মোর করম অভাগে (১০) হরি হরি আর কি এমন দশা হব (১১) হরি হরি কবে আর পালটিব দশা (১২) করক কপিন লঞা (১৩) হরি হরি কবে হব বৃন্দাবনবাগী (১৪) আর কবে হেন দশা হব (১৫) হরি হরি হেন দশা (১৬) রাধাকৃষ্ণ সেব মুঞি জীবনে মরণে (১৭) রাধাকৃষ্ণ..... (১৮) হরি হরি কবে মোর হইবে শুভ দিন (১৯) হরি হরি কবে মোর (২০) শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীর পদ (২১) হরি হরি আর কি এমন দশা হব (২২) হা হা প্রভু কর দয়া (২৩) কবে কৃষ্ণ বল্য পাব (২৪) এইবার হৈলে দেখা ॥

১১০ চাটুপুষ্পাঞ্জলি

অম্বুবাদক রাধাবল্লভদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৪৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৩" X ৫"। লিপিকাল সন ১২৭৬ সাল, তারিখ ৫ জ্যৈষ্ঠ। লিপিকর কন্দর্প (?)। দ্রষ্টব্য ভনিতাহীন পুঁথি প ৪৭৪, ৩৭৫।

[২খ বায়ে বায়ে বলি

তুম্মা পদ ধরি

বৃন্দাবনবিহারিণী

যদি কৃপা কর

এ দাসির উপর

ধর মোর এই বাণী।

কিশোরী পূজন	প্রার্থন ভজন
	তুয়া প্রেম পরসাদে
জদি কৃপা কর	এ দাসী উপর
	নিবেদিত দেবী রাধে ।
চাটুপুষ্পাঞ্জলি	এই তবাবলি
	জেজন করএ গান
বৃন্দাবনেশ্বরী	তারে কৃপা করি
	দাসিপদ দেন দান ।
অরুণের কৃত	এই স্তবামৃত
	রূপাহুগা জার আস
বিমুখের ভয়ে	কাতরেতে কহে
	এ রাধাবল্লভদাস ॥

১১১ মনঃশিক্ষা

অনুবাদক কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৫০ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৪" X ৪২" । লিপি আ. ১৭৫
বৎসর আগের । দ্রষ্টব্য বর্তমান পুঁথিসংখ্যা ৫৮ ।

শেষ,

[৪র্থ একাদশ শ্লোকের জেই ভাগ্যবান মধুর করিয়া উচ্চস্বরে করে গান ।
শ্রীরূপের অমুগত সফল রূপ সন্ধে রাধাকৃষ্ণ অতুল ভজন করে রঞ্জে ।
এই মনঃশিক্ষা পড়ে শুনে জেই জন ব্রজে রাধাকৃষ্ণপদপ্রাপ্তির কারণ ।
শুদ্ধ সত্ত্ব মত এই গোসাক্ষির বর্ণন ভাষারূপে লিখি আমি বোধের কারণ ।
শ্রীরূপরঘুনাথপদে জার আশ মনঃশিক্ষা শ্লোকার্থ কহে কৃষ্ণদাস ॥১২॥
ইতি শ্রীমনঃশিক্ষা পয়ার সমাপ্তঃ ॥

১১২ হরিনাম কবজ
নিবন্ধকার গোপীকৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৫১। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩২" x ৫"। লিপিকাল সন ১২৬১ সাল, তারিখ-৩১ আষাঢ়, শুক্রবার, বেলা শেষভাগ। পাঠক ত্রীকালিচরণ দাস, সাং গোপালপুর, পরগনে চমপানগরী, চৌজী পোরনা (?), জেলা বর্ধমান। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য সা-প-প ৬, পৃ ৮০ ও ঐ ১৩, পৃ ১৭৭ এবং পুঁথি গ ৪৮২০, ৪২৫৪ দ্রষ্টব্য।

শেষ,

[৬ক গৌরাক্ষ কহেন শুন নিত্যানন্দ রাঘ কহিলাম তোমাঝে ইহা রাখিব হিয়ায়।
অভক্ত যদি হয় পণ্ডিত ব্রাহ্মণে দক্ষকার হয়্যা যদি বৈষ্ণবের গনে।
তাহারে নাহি কৃপা হয় নিগুড় বচন অবশ্য জানিবে সত্য বেদের বচন।
ভক্তিযুক্ত শিষ্য যদি হয় আপনার সাধনের কালে তাতে দেখিবে একবার।
মিনতি করিয়ে আমি বৈষ্ণবচরণে অন্তরে কাতর হয়্যা লইলাম শরণে।
অপর বৈষ্ণবেরে কদাচিত না করিহ প্রকাশ নিবেদন করি কহে গোপীকৃষ্ণদাস ॥
ইতি হরিনামকবজ সংপূর্ণ ॥

১১৩ সপ্তবার কথন
রচয়িতা গোসাঞী বীরভদ্র

পুঁথিসংখ্যা ২৫১।

[৬খ সোমবারে মোকামের জন্ম হইল তিনজন
মক্কা মদিনা সৃষ্টি করিলা পত্তন।
মঙ্গলবারে মোকামের জন্ম হইল পিটের দাঁড়া
তাহার আড়ে মহামানিক হইআছে খাড়া।
বৃহবারে মোকামের জন্ম পদ্ম মাঝে নাই
মক্কা মদিনে তিন ভেষ্টের খবর এক জাগায় পাই।
বৃহস্পতিবারে মোকামের জন্ম নিরখিব মাঝে বৃক
জেখানে পঞ্চরস আশ্বাদয়ে করয়ে স্বক।
শুক্রবারে মোকামের জন্ম উজ্জল মাঝে মুখ
সাগ্রিমতালার বারামখানা দেখি জে কৌতুক।

শনিবারে মোকামের জয় রঞ্জন মাঝে চান্দ
 জেখানে মরিসিরজি পাতিয়াছে ফান্দ ।
 রবিবারে মোকামের জয় মক্কা মদিনে
 কে জাবে সেখানে চল পথ আসি জেনা ।
 গোসাঞী বীরভদ্রে কহে গুরু গাছের গোড়া
 তিন লাক ছত্তিস আলাম জার বন্দে বন্দে জোড়া ।
 ইতি ॥ ৭৩৩ ॥

১১৪ সর্বনির্ঘ্যাস তত্ত্বাবলী (সর্বনির্ঘ্যাস সারাবলী)

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৫২ । পত্রসংখ্যা ১ ; অর্ধখণ্ডিত । আকার ৬½" X ৫" । ত্রৈলোক্য
 পুঁথি ১৭, ২১০ ; ক ১৪২৮ ; গ ৪৮৬৩ । আরম্ভ,

বন্দে শিক্ষাশুরু
 জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
 জআদৈতচক্র জয় গৌরভক্তবন্দ

 প্রাকৃত সাধনতত্ত্ব লিখি বিবরিয়া বৃহৎ সাধকজন স্থস্থির হইয়া ।
 কেমন ।
 না রহিলে রতিবস্ত রমণিসিদ্ধ নয় ত্রৈ স্বয়ং সিদ্ধান্ত কথা ... ।
 গুরুরূপা [হৈ]লে সে রতিসিদ্ধ হয় এসব সিদ্ধান্তকথা কারিকাতে [কহে] ।

১১৫ রসপুরকারিকা

রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৫৩ ; খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৪" X ৫" । লিখিত
 রামমোহন সরকার, সাং লোয়া, পরগনে চম্পানগরি ; পাঠক মানিকচন্দ্র দাসবৈরাগ্য,
 সাং ছয়তা । ইতি তারিখ ২৫ জ্যৈষ্ঠ, সন ১২১৪ সাল, শকাব্দ ১৭২৯।৫।২৫। বেলা
 আন্দাজী এক প্রহর, বার রবিবার, তিথি সপ্তী, নক্ষত্র পুশ্যা । ত্রৈলোক্য ভূমিতাহীন পুঁথি
 স ৩২০ ।

ভনিতা,

শ্রীকৃষ্ণ রঘুনাথ হইবেক দাস

রসপুরকারিকা কহে শ্রীকৃষ্ণদাস ।

১১৬ পদ্মাবলি

রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণদাস, জগন্নাথদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৫৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৪২"। লিপি
আ. ১৫০ বৎসর আগের।

- পদ্যশ্রুতি, (১) সখি হে কি যার বলসি মোরে (শ্রীকৃষ্ণদাস)
(২) নাথ হে রহিতে উচিত নহে আর (জগন্নাথদাস)
(৩) আলিসে অরুণ আঁখি কেনে প্রিয়া হেন দেখি (বৃন্দাবনদাস)
(৪) সখি হে কি ... পেখু' ধঙ্ক (জ্ঞানদাস)

১১৭ কালিকামঙ্গল

গ্রন্থকার কৃষ্ণরাম

পুঁথিসংখ্যা ২৫৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১১ (১-১০, ১৪)। আকার ১৩২"×৫"।
লিপিকর গোবুল সেন। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য বাঙ্গালা
সাহিত্যের ইতিহাস, ১খ, ২সং, পৃ ৫৪২-৫৪৪ ও সা-প-প ৫০, পৃ ৬৪।

আরম্ভ,

শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ॥

- [১ক সুন্দর সুন্দর নাম রাজার নন্দ[ন] পূজিয়া পরম দেবী করিল গমন।
স্বপনে শিবের কথা সত্য মনে লয় পাইব রমনিমগি আনন্দহৃদয়।
জনকেরে না কহিল না জানে জননী একাকী করিল গতি কবিশিরমুনি।
জয়পত্রভূক্ত বিচিত্র ছত্রধারি দিব্য বস্ত্র ভূষণ যিজেয়ে দান করি।
কবি পণ্ডিতের বেশে প্রতাপেতে সুর সারদা সহায় জায় বীরসিংহপুর।
ছাড়াইল নিজ রাজ্য চলি দিন ছয় স্রুখে অরণ্য ঘোর দেখি লাগে ভয়।
বরাহ মহিষে ব্যাঘ্র তাহাতে সকল মাতা হাথি শতে শতে দেখিয়া সকল।
সিরে মুনি চরে ফণি বেড়ায় চড়িয়া পাইলে গগুর চণ্ড গরাসে ধরিয়া।
জেদিগে স্বর চায় সেইদিগে বন ফিরা না জাইব ঘরে করিয়াছে পণ।
প্রবেশে অরণ্যমাঝে ভাবিয়া সারদা সঙ্কটে তরিয়া লবে হরের প্রমাদা।
ব্যাঘ্র আদি দেখিয়া ফিরায় নাহি চায়
চলিতে না পারে আর খুদায় বিকল রম্যস্থান দেখিয়া বলিলা তরুতলে।
আকরসাত পাইল নানা উপহার দেবজন্য মনোহর কি বলিব আর।

সকলি দেবীর মায়া শুন সর্বজন কত রঙ্গ করেন বুঝেন তার মন ।
 হেনকালে হুমুখে দেখিল ঘোর নদী ফুল নাহি তরঙ্গ জেমন নিরনিধি ।
 ক্ষেঁনে ভাসে ক্ষেঁনে ডুবে হাকর কুস্তির নাহিক কাণ্ডারি তরি বড়ই গভীর ।
 নাকি হইতে পার মড়াইল সার বুজন না জায় মা গ চরিত্র তোমার ।
 আপনি कहিলে পথে কোন দুঃখ লবে হুমুখে সমুদ্র ঘোর উপায় কি হবে ।
 ফিরিয়া সদনে আহি হেন লয় মনে মোরে দুঃখ তোমার চরণ ব্রহ্ম হয় ।
 বলিতে বলিতে কবি অপরূপ দেখে মহা জোগি একজন দেখিল হুমুখে ।
 রক্ত বস্ত্র জটাভার স্থাইল তছু জোগবলে কি কারনে তপন করে অহু ।
 হৃন্দরেবে বলে হুন রাজার নন্দন জদি মনে লয় ধরো আমার বচন ।
 কালিম্ব জপ তুমি না করিয় আর করিতে নারেন তিনি সঙ্কটে উদ্ধার ।
 মহেশের মন্ত্র আসি লও মোর ঠাই জাহার সমান আর তিন লোকে নাই ।
 জোগবলে জাহা চাও নিকটেতে পাবে এ পাচ মাসের পথ একদিনে জাবে ।
 শুনিয়া হৃন্দর বলে তুমি মূড় জন ১খ] সহন না জায় মোর এসব বচন ।
 হরগৌরী এক অন্ধ দেবপরিমাণ ইহা ভেদ করিলে রোয়বে হয় স্থান ।
 জোগিমহাশয় তুমি জগতপুজিত শিবশিবা ভিন্ন ভাব নহেতো উচিত ।
 ফিরিয়া হৃন্দর দেখে জোগি নাহি তথা ঘুচিল মায়ার নদী অপরূপ কথা ।
 হইল আকাশবাণী হুন কবির কুতূহল জাহ বীর সিংহলনগর ।
 পাইল প্রসাদ ফুল আনন্দহৃদয় গমন করিল শুনসিকুর তনয় ।
 পঞ্চমাস নিয়মত বিরসিংহ দেশ দসম দিবসে গিয়া করিল প্রবেশ ।
 অমরাবতীর তুল্য মনোহর স্থান ধরণী ধরিতে নাহি জাহার সমান ।
 নৃত্যগীত আনন্দিত জত প্রজালোক অকালে মরণ নাহি [নাহি] দুঃখশোক ।
 নৃপতি উত্তম দাতা নাহিক অবিচার চাদেরে মলিন কৈল জসেতে জাহার ।
 বাহবলে অধিকার করিল অনেক ধরাজনে অধিকার নাহিক জনেক ।
 কমলা মায়ার দয়া কভু নাহি টুটে ভগবতি ভকত সদা ভাবে করপুটে ।
 কবি কৃষ্ণরাম বলে কালিপদ জোর দেখিয়া হৃন্দর হৃন্দরের হইল স্থখ ।

ভনিতা,

[৭ক নিমিত্তা নামেতে গ্রাম
 স্বপনে জেমন

বৈকুণ্ঠসমান ধাম
 कहিলা ভেমন

রচিত কিসনরাম ।

[৭খ গঙ্গে ব্যাকুল চিত্ত

কালির মঙ্গলগীত

কবি কৃষ্ণরাম বিরচিলা ॥

১১৮ গজেন্দ্রমোক্ষণ

রচয়িতা ভবানীদাস ঘোষ

পুঁথিসংখ্যা ২৬১। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৭। আকার ১০২" × ৪২"। লিপি আ. ১৭৫
বৎসর আগের। ভনিতা, [২ক] দ্বিজগণে গুরুজনে বন্দীঞা চরণ, ভবানীদাস কহে
গজেন্দ্রমোক্ষণ। পরিচয়, পাতেণ্ডা গ্রামে সেই সর্বলোক জানে, সৌকালিন ঘোষ
তারা বিদিত ভুবনে। সেই স্থানকে কর দণ্ডব[ত] প্রণাম, সম্প্রতিক বন্দো মুঞি নব-
জটীয়া গ্রাম। জনক জাদবানন্দ জননী জসোদা, দৌহার চরণে মুঞি বন্দিব সর্বদা।
সভার চরণে মুঞি করিঞা সিয়লি, গজেন্দ্রমুক্ষণ নামে রচিল পাচালি। বামন হইঞা
মুঞি ধরিতে চাহ চান্দ, ভাগবত শাস্ত্র কহো পাচালির ছান্দ ॥ প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য সা-প-প
৫, পৃ ২৮৭-৮৮।

১১৯ শিবপুরাণ

রচয়িতা নরসিংহদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৬৩। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৪ (১-১৪)। আকার ১৪২" × ৫"।
লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। হস্তাক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। আরম্ভ,
[১খ / ৭শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ ॥ নমঃ গনেশায় নমঃ শিবভূগায় নমঃ ॥

সর্ব আপে বন্ধ শ্রীকৃষ্ণ চরণ এ ভবসাগর শিব নিস্তারকারণ।

প্রথমহ সদাসিব দয়ার প্রধান জাহার কারণে সিদ্ধি মনোরথ কাম।

একভাবে বন্দহ গৌরীর চরণ বিশ্বের বিনাশ বন্ধ দেব গজানন।

লক্ষ্মীর সহিতে বন্দ দেব নারায়ণ একে একে বন্দিব সকল দেবগণ।

ভক্তের অধীন শিব শুন সর্বজন করিব শিব ভুবনপাবন।

একভাবে শুন ভাই শিবের পুরাণ পাইবে পরম ভক্তি শিবপদে স্থান।

দক্ষজন্ত নাশ করি দেবী শরীর ছাড়িল হিমালয়ের ঘরে আসি জনম লভিল।

মৌল বলে পর্বতরাজ জাল সকল (?) আপনার ভাগ্য করি মানিল সফল।

মনরথ কাম্য মোক্ষ হৈল অল্পপাম বেদের বিহিতে তার গৌরি খুল নাম।

দিনে দিনে বাড়ি গৌরী পর্বতের ঘরে কাম্য করি রাখিল গৌরী শিবে দিবা তরে।

তপস্তা করেন গৌরী শিব স্মরিঞা একভাবে তপস্তা করেন গঙ্গাতীরে গিঞা।

হেনকালে মহাদেব ব্রাহ্মণরূপ ধরি ... বুঝিবারে গেলা জখা আছেন গৌরি।

ভনিতা,

[২খ একভাবে হুন্ ভাই সিবের পুরান দাস নরসিংহে রচে সিবের পুরান ।
 [৩খ দাস নরসিংহ কহে সিবপদে গতি জন্ম জন্ম সিবপদে রহক মোর মতি ।
 [৪খ দাস নরসিংহ কহে সিবপদে গতি অন্তকালে সিবপদে রহিএ মোর মতি ।
 [৭খ গ্রহদোস হৈতে বাপু আমি তোমার ঝি ভাল কন্ধ না করিলে কার্যগতি বুঝি ।
 এতেক শুনিঞা দক্ষ সতীর বচন বোলেন সক্রোধ হঞা শুনেন সৰ্ব্বজন ।
 শুন কিএ সতি তুমি শিবের জত দোষ উচিত কহিতে মনে না করিহ ঘোষ ।
 জন্মের নির্ণয় নাহি হএ কোন জাতি কহিতে না পারে কেহো তাহার উৎপত্তি ।
 বাঘাঘর পরিধান অন্ধে ভঙ্গ মাথে ভূত প্রেত সঙ্গে করি শ্মশানেতে থাকে ।
 ভাক ধুতুরা সদাই করএ ভক্ষণ মস্তকে ধরএ জটা বলদবাহন ।
 ভূতগণ সঙ্গে করি নাচিঞা গাইঞা ঘরে অন্ন নাহি তার ফিরিত মাগিঞা ।
 নির্ণয় নাহিক তার ভোজন সঅন কোন গুণে জন্মে তাহে করিব নিমন্ত্রণ ।
 কোচিনীর ঘরে তার ভোজন বিলাস শিবের চরিত্রে লোকে মোরে উপহাস ।
 গলাতে হাড়ের মালা গলাতে জোগপাটা মাথায় [অস্তির মালা]

কপালে করে কেটা ।

সর্পের কুণ্ডল কর্ণে সর্পের ভূষণ কোন দেবে তার সঙ্গে না করে ভোজন ।
 নারদের বোলে বাছা তোমা কিএ দিল [সাক্ষাত] না গনিঞা বাছা আপনা খাইল ।
 [১২ক ব্রহ্ম বলেন শুন দেব নারায়ণ শিব শাস্ত করিতে পাঠাইব কোন জন ।
 সৰ্বদেবগণ মেলে যুক্তি করিঞা রাউত কুমারকে আনিল ডাক দিঞা ।
 ব্রহ্ম বলেন শুন রতি[ব] কোঙর অন্তরীক্ষে কাটিঞা কেলিল সতীর কলেবর ।
 চলিল কুমার ব্রহ্মার আজ্ঞা পাঞা খণ্ড খণ্ড করি অন্ধ পেলিল কাটিঞা ।
 অন্তরীক্ষে কাটিল অন্ধ খণ্ড খণ্ড করি তখাচ নহীলা শাস্ত দেব ত্রিপুরারি ।
 জেইস্থানে জেই অন্ধ পড়িল ভূমিতে সেই সিদ্ধ পীঠস্থান হৈল পৃথিবীতে ।
 ব্রহ্ম বোলেন গোসাঞী শুন নারায়ন খণ্ড গুলএ নষ্ট হএ প্রজাগণ ।
 পঞ্চম রস সিব জানে ভালমতে নারদ তম্বুর ডাক পঞ্চম গাইতে ।
 নারদ তম্বুর আনিল ডাক দিঞা সিব শাস্ত কর তোমরা পঞ্চম গাইঞা ।
 সত্ত্ব জন্ম মেলি করিঞা একর তানে ধ্বনি উঠিল গিঞা সত্ত্ব গগনে ।
 তখাচ সিবের ক্রোধ শাস্ত নহিল দেখিঞা সিবের তেজ দেবে জ্বাল পাল্য ।
 সকল দেবতা গেল নরসিংহ স্থানে নরসিংহে স্তবন করেন বিবিধ বিধানে ।
 জ্যোতির্ধর দেব প্রভু অস্ত্র সশরীর আচম্বিতে আকাশে হৈল বাজ গম্ভীর ।

দেবরজ্য দেখি দেব নারায়ন শিবের তেজে নষ্ট হৈল সকল ভুবন ।
 পঞ্চম গাইঞা তুমি শিবে শাস্ত কর সৃষ্টিকর্তা তুমি সৃষ্টি রক্ষা কর ।
 জ্যোতির্ঘন ছাড়ি বিষ্ণু সিববধ বিন সড় জন্ত সপ্ত স্বর বীনাতে উঠাল ।
 পঞ্চমের স্বর জদি শিবে কর্ণগত হ'অ তমোগুণ ছাড়িল সত্ত্বগুণের আশ্রয় ।
 সিব শাস্ত দেখিঞা সর্ব দেবগণ
 ব্রহ্মা আদি জত দেব জোড়হাত করি ত্রিগুণ অধি ১২খ] তব্ব মিদে ত্রিপুরারি ।
 সত্ত্বগুণে শ্রী তুমি করহ স্বজন রজ্জগুণে কর তুমি প্রজার পালন ।
 তমগুণে সৃষ্টি তুমি করহ সংহার তোমাতে সকল সৃষ্টি তুমি করতায় ।
 অনাদি নিখন তুমি অক্ষয় অব্যয় পুরাণ পুরুষ তুমি নিরঞ্জন নিরাময় ।

১২০ কৃষ্ণচরিত্র (?)

অনুবাদক কমল

পুঁথিসংখ্যা ২৬৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২ (৩, ৪)। আকার ১১" × ৫½"।
 লিপি আ. ১৫০ বৎসরের পুরাতন। নমুনা, ভনিতা ও শেষ,
 [৪খ করি মুক্তাচাষ উপহাস এতেক [বড়া]ই আমি না মাগি মুকুতা হেন লম্পটের ঠাঞী।
 এই রাজার নন্দিনী রাই মুক্তার কী কমি মোরা গুঞ্জামালে বনের ফুলে না
 করি সাজনি।
 তুমি কুলের কামিনীগণে নির্জনে পাইঞা কত কর দন্দ বল মন্দ লম্পট হইঞা।
 কেনে চঞ্চল চপল চক্ষে চাহ ঘনে ঘন মোরা কুলবতী সতী অতি পতিপরায়ণ।
 তবে রাই কয় সখাচয় চল ঘরে জাই এই লম্পট কপট সঙ্গে দন্দে কার্য্য নাঞী।
 মোরা কুলবতী তাহে অতি নির্জন এ ভূমি তায় চঞ্চল গোকুলচন্দ্র দন্দঅগ্রগামী।
 ধনি ই[ধা]য় অবশ অঙ্গ চলে শীঘ্রগতি গিয়া সখীসনে নিকেতনে করয়ে যুগতি।
 বলে ইধাপক্ষে পরিহরি কৈল মুক্তাচাস তবে মুক্তা মাগিলে মাত্র হবে উপহাস।
 দেখ দেখিতে দেখিতে খেতে হৈল মুক্তাময় মোরা চতুগুণ করি চাস করিব নিশ্চয়।
 দিয়া দখি দুখ দ্বত বোল লিঞ্চব সর্বথা হবে মুনি সমতুল স্থল অমূল্য মুকুতা।
 শুনি সখীগণ হর্ষমন বিলম্ব না করে তায় বিলক্ষণ বিসাধা বলিছে মুহুস্বরে।
 বৃথা মুক্তা চাসে কর আশ অসম্ভব কাজ হবে ধনকর পরাজয়.....পাবে লাজ।
 সব অঙ্কুর অশ্রুত এই অশ্রুতের কর্ম্ম জার নারায়ণ সমগুণ কে জানিবে মর্ম্ম।
 ...অবহেলে করতলে অচল ধরিল পসি কালিন্দী দহে কালসর্প দর্প ভঙ্গ কৈল।
 তখন বিশাখার বাক্য শুনি সগিনীসমাজ বলে বিভাবলে হেরে হরি করে সব কাজ।

এই পূর্ণমাসী শ্রিয় শিখা সিদ্ধা নান্দিমুখী সব বিজ্ঞা বিসারদা সদা রাইহুখে স্থখী ।
সেই সিদ্ধ বিজ্ঞাবলে হেলে হবে মুক্তাচাস হরেকৃষ্ণ সর্বপূর্ণ পূর্ণ রাই অভিশাষ ।
গভে যুক্তি করি আভীরনারী মুক্তা[চাস] কৈল জাহা ত্রীকৃষ্ণচরিত্রগ্রন্থ বিস্তার বর্ণিল ।
মনে করি আশ ত্রীদাসগোস্বামীপদরজ ইহা রচিল কমল ব্রজকিশোরঅঙ্গজ ॥

১২১ গান

রচয়িতা নরচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ২৬৬ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৪" X ২" । লিপি আ.
১৫০ বৎসর আগের (দ্রষ্টব্য বর্তমান পুঁথিসংখ্যা ৩৮) ।

(১) বল মা ডাড়াব কার কাছে

তারা বিনে কে আর আছে ॥ ধূয়া ॥

কথ সে ব্যাপিত অঙ্গ কপালে কী আছে ।

জ্ঞে দেখি বাপের গুণ সোসানে বসে আছে

স্বরধনি বিমাতারে মাধায় করে নাচে ॥

ভাই দুটি জন কেউ সড়ানন কেউ বা থাকেন জোগেতে

এই বড় ভয় পাছে বিবাদ হয় সদা ভাবি অন্তরেতে ।

দিজ নরচন্দ্রের ভার মা বিনে কে লবে আর

ভবার্ণবে কর্ণধার বল কে বা আছে ॥

(২) সময় গেলে মন অসময় কীছু হবে না ॥ ধূয়া ॥

যদি পেএছ রতন গুরুদত্ত ধন তাহে অজ্ঞতন করো না ।

অসম[এ] হবে জরা জ্ঞাতি বন্ধু হৃত দারা

যেপা করে কেউ ছোবে না ।

ও মন আপন আপন কর কার নেগে মনে বাসনা

ও মন যিক তোমারে জননীজঠরে জাতনা কী মনে পড়ে না ॥

জা চিন্তা কর মনে পরিত্রাণ পালনে

সা চিন্তা কর যদি ত্রীশুষ্ণচরণে

কা চিন্তা মন জমখিভবন জেতে হবে না আর ।

বিজ নরচন্দ্রের কাছে এই উপায় আছে কালি বলে কাল হর না ॥

- (৩) ওগো তারা এ কেমন তোর কঠিন হিএ ॥ বুয়াঃ ॥
 আছ নিজ পতি গো ওমা আছ নিজ পতি পরে সতি চরণ দিএ ॥ পরজ ॥
 কাল ভয় না থাকিত দুর্গা নাম আর কেউ না নিত
 জে রিত জননি হএ ॥
 ওমা পাতালেতে মহীরাজা নিরন্তর কৈলে পূজা
 ওমা ফিরে না চাহিলে সংহারিলে নিদয় হএ ॥ ১ ॥
 জে সব অনচিত আমি তা কহিব কত ভএ ভীত
 ওমা জন্মিএ দক্ষের ঘরে দাক্ষাঅনি নাম ধরে
 ওমা তারে সজ্জতে বিনাসিলে তনয়া হএ ॥
 নিজ দেহে নাই মায়া অস্ত্রে কী করিবে দয়া
 পদছায়া চাই না বুঝিএ ॥
 দিখ নরচন্দ্রের আস জামুদায় জার বাস
 ওমা আছি অচেতনে হতজ্ঞানে দিসে হারাএ ॥ ৪ ॥

- (৪) কালি বলে ডাক বে প্রাণ থাকে থাকে জায় জায় ॥ বুয়া ॥
 এ সংসার কেবা কার তুমি কার কে তোমার
 স্তত জায়্যা মিছা মায়া খোকটা ছায়া প্রায় ॥ ১ ॥
 ভবে এসে কী করিলি পরমার্থ পালরিলি
 গুরুদত্ত না ভাবিলি কী বলিবি রাজা পায় ॥ ২ ॥
 [অসমাপ্ত]

১২২ আগমনী গান

রচয়িতা জগদুন্নভ ত্রায়ালঙ্কার

পুঁথিসংখ্যা ২৬৭। পত্রসংখ্যা ১ (গ)। অখণ্ডিত। আকার ২১" X ৬১"। লিপি
 ও'রচনার তারিখ আ. ১২৪৩ সাল। রচয়িতার সাক্ষ্য নাহুর। লিপিকর রচয়িতা
 স্বয়ং।

- (১) ও গ কি আ আন্তে গিরিরাজ পাষণ রে
 তুলেছেন কি জেতো হবে না আনিতে উমারে ॥ ধু ॥
 উমা উমা করি দিবস সর্ব্বরী* (*ম দিবা বিভাররী) যরি গো বুরে।
 আ[র] তো সৈতে রৈতে না পারি না দেখি গৌরীয়ে ॥ চি ॥

তখনি শুনিআ ধ্যাআ গিরিরাজ আইল
 মুচ্ছিত পড়াছে মেনকা মৃতপ্রায় দেখিল ।
 এ কি এ কি করি দুবাহ পসারি উঠাঅ তায়ে
 মরিলে কি রাগি কি হবে গৌরি কে লবে কোরে ।
 আসিবে তোমার উমা মা মা করি জখন
 কি বোল বলিব তায়ে সুধাইলে তখন ।
 ঘটাইলি প্রমাদ জেবা ছিল সাধ সব গেল দূরে
 মার না ঘুচালি কী উমারি আশা প্রতি বৎসরে বৎসরে ।
 শুভ কার্যে বিলম্বের এতাদৃশ ফল
 আর না করিব কখনো রানি জদি গো তোল ।
 তেজ ভয় গিরি এলো তোমার গৌরি বল রানিয়ে
 সে কি মবে অগন্ধুজ্জ্বল মাতা জায় কৃপা করে ॥

(২) ॥ কলকড়া ঠেড়ী ॥

আহ্লাদে গিরিরানী সুধাইছে উমারে ।
 মায়ের সরদি স্বরূপে [দে]কা আমারে ॥ ধূয়া ॥
 পরাণ ছুড়াইল তহু মন শীতল হল্য
 বাসনা পুরিল গেলো সব দুখ-দূরে ।
 শিবের কী সে দশা নাই গায়ে আশ্রা মাথেন ছাই
 আই আই সুখ রাখিতে ঠাই না কুলায় শরীরে ।
 তেজি ভাক ধুতুবাদি সাধ্যেছেন অষ্ট সিদ্ধি
 অতুল বৈভব বিধি বিষ্ণু কী থাকে দ্বারে ॥১॥
 ভিক্ষাসিদ্ধা তেজিলা কী রাজা হয়ান পিনাকী
 দেবাধিদেব মহাদেব কী বখিয়া ত্রিপুরে ।
 কুবের হল্য ভাগুরী কী আহা মরি মরি
 রাজরাজেশ্বরী করিয়াছেন কী তোরে ॥২॥
 আবাব সুধাই অপর্ণা তুমি নাকি অন্নপূর্ণা
 কানীতে সর্বদা থাক লগ্ন্যা বিশেষত্বেরে ।
 শুনি এক দিবস গিরি গিয়াছিল্য কানীপুরী
 চিনিতে না পারি কিরি কান্যো আস্তেছেন ঘুরে ॥৩॥

হুনি জগন্নাতা কয় যা স্ফাছ মিথ্যা নয়
অতুল ঐশ্বর্য হয় ভজিলে শিবেরে ।
জেন্নন জায় কাশী তারেই আমরা ভালোবাসী
জগতদুর্লভ পাবে কাশী আর কাশীখরে ॥৪॥

- (৩) এল গো মা নগনন্দিনী
ও এসে এসো জিজ্ঞাসিচে জ্ঞা এইল তনআ
বিরহে জননি বাচে কেমনে ॥
জামতা মমতা না করে গো বসতি
সদা ভুজ্জ করে বসতি
বা[]গন ছিল ভাকধুতাড়া ইসান ফেরে সোসানে ।
ভিক্কে দিআ সোনার পুথলি ভব সজৌগে ভেবে হইলাম [কালি]
আমি কালি কালি করি কান্দি দিবানিশি ।
এ দুখ মাঝারে করৌ কে জানে এ লেশ
অধিনার নড়ি সমনের তাড়া কোরে সে তাড়া
সদাইই হাড়া তাড়া কাড়া খাড়া না জায় পাসরা -
সুধাবে কারে তারা বিনে ।
তারা পতিমুখ হইল প্রকাশ মাহুষ ধামষ হইল বিনাষ
এসো গিরিপুরে জনকনন্দিনী
জননী আইল জনকভুবনে ॥ ইত্যাদি

১২৩ পদাবলী (কলকল্পজন)

রচয়িতা জ্ঞানদাস, চণ্ডীদাস, শেখররায়, কবিচন্দ্র,

দ্বিজ গঙ্গারাম, চন্দ্রশেখর

পুঁথিসংখ্যা ২৬৯ । পত্রসংখ্যা ১ । অখণ্ডিত । আকার ১৮" X ৭" । লিপি আ. ১৭৫
বৎসর আগের । পদস্থচী,

- (১) শুন হে নাগর বসের নাগর পরাণপুথলি মোর (জ্ঞানদাস)
- (২) গর গর কাঁচা সোনার বরণ (চণ্ডীদাস)
- (৩) শুন লো সুন্দরি না কর চাতুরি মরম কহিএ তোরে (শেখররায়)

[১খ । কলকভঞ্জন ।

কলসী করিঞা কাঁথে কান্দে কলাবতী
কালচান্দ জান তুমি আমি জত সতি ।

॥ ভনিতা ॥

কবিচন্দ্র বোলে এই চৌতিসা বর্ণন
পাট কোলে হয় ইথে পাপ বিমোচন ॥
ইতি চৌতিসা সমাপ্ত ॥

(৪) সখি গাগরি গরি কাখতলি জলকো জমুনাক চলি

দেখ এক পুর বনি জমুনাকুল আলা

চরণে পর দিঞা চরণ মুড়ে হুস জলদধরণ

মোর মন হেরি হরেন কিএ সেই লালা ।

সখি নাগর পর নিপ চলে চুড়ায় পর চান্দ ঝলে

মোহন মুনিমাল গলে দোলহি বোনমালা

সখি পিঙ্কন কোটী পিতবসন মোতি জিনি জোতি দগন

জাকো কহি জগৎ ঘোসন তাকো কহি বালা ।

মন হয় ঘর চলৎ তুরং ধনকো অহি জলং মুরং হোগা নন্দলালা

বুঝে অহুমান সুরং জিনকো মোঝ রিং জ্ঞান ঘরসে সুরলিং

প্রানসকট মোঝে ডালা ।

ভনএ দ্বিজ গঙ্গারাম দেখো একজন দুস্তাম সহি জগপালা

জিনকো পদ বিপদ হরল তরনি ভবসিদ্ধ্য তরল

পূজে ঐ কোমল চরণ ঘোচে জমজালা গই ঘোচে জনজালা ।

(৫) কাহ্নুপ্রেমবোরে রসের সাওরে সদাই ভাসিএ আমি (চন্দ্রশেখর) ॥

১২৪ গজাবন্দনা

রচয়িতা হরিহরদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৭০। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩" X ১০"। লিপিকর
গুরুপ্রসাদ দেবশর্মা। লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। আরম্ভ,

১৭ শ্রীহামঃ ॥

বন্দ মাতা স্বরধনি প্রাণে মহিমা শুনি পতিতপাবনি পুরাতনি
বিষ্ণুপদে উপাদান দ্রব মহি অবিধান স্বরসরে নরের জননি।

ভনিতা,

ভনের হরিহরদাস পুরিবে মনে[র] আস এই নিবেদন তুষা পায়
জেন মরণ সমএ আসি তোমার নিকটে বসি ভবানি ভাবিতে

প্রাণ জায় গো ॥

শ্রীগঙ্গার বন্দনা সমাপ্ত ॥

১২৫ শৌচক, পাতড়া, রাধিকাবন্দনা

রচয়িতা কৃষ্ণানন্দ কবিরাজগোস্বামী, রাধাবল্লভদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৭২। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" X ৯½"। লিপি সন
১১৮৫ সাল।

১৭ শ্রীহরি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত জয়তাং ॥

নৈহাটি নিকট গ্রাম

ঝামটপুর স্বধাম

জাহা ছিল কবিরাজ গোস্বামী

নিত্যানন্দ দয়া করি

পাঠাইলা ব্রজপুরি

জ্ঞাওঁ তুমি তোমার নিজ ঠাঞী।

যারে যামার গোস্বামী কৃষ্ণদাস

প্রভু রাজা গিরে ধরি

গেলা গোস্বামী ব্রজপুরি

রহে রূপ রঘুনাথ পাস।

একে নিত্যানন্দ সক্তি

তাহাতেই গাঢ় ভক্তি

তাহে রূপ রঘুনাথ সজ

রাধাকৃষ্ণলীলা জত

গৌরিলীলা যতিমত

ভাসে পহ এ দুই তরঙ্গ।

পূৰ্বে রঘুনাথ দাস গৌরসক্তি পরকাশ
 তাহাতে জানিলা সব তত্ত
 সন্তে তারে দয়া কৈল সব তত্ত সিখাইল
 জানাইল সকল মহন্ত ।
 সেই স্ত্রী বিত্তি করি নিজ গ্রন্থে বিবরি
 চৈতন্তচরিতামৃত নাম
 স্বদায়া করণা বলে অগত তারিল হেলে
 নিজ গ্রন্থস্থ দীক্ষা দান ।
 বড় মুখ বিহীন কুবিশয় নীচ দিন
 জুগি জাসি কস্মি নিষ্টগন
 গ্রন্থ রাখাদন করি নিজ নিজ মত ছাড়ি
 সন্তে হইলা পতিতপাবন ।
 হেন গোস্বামির মনুক্রম জেনা জানে সে নাথম
 অগতে রহল লৌহপীণ্ড
 মকুন্দে দয়া করি কর গোস্বামি সহচরি
 ভববন্ধ করি থও থও ।

ইতি শ্রীকৃষ্ণানন্দকবিরাজগোস্বামি সূচক সংপূর্ণ ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণের বড় ভাই সনাতন গোস্বামি পাৎসাহার উজির হঞাছিল।
 শ্রীকৃষ্ণের পত্র পাঞা বন্দি হইতে পালাইঞা কাসিপুরে গৌরান্ন ভেটিলা ।
 ভনিতা,

গুরু বন্দ রাখে গায় ধুলায়ে ধোসর তায় কণ্টকেতে বিদ্ধ এ চারিপাষ
 এ রাখাবল্লভদাষ মনে বড় যভিলাস কথোক দিনে হব তার দাস ॥ ১ক]

[১খ আরম্ভ, /৭শ্রীকৃষ্ণ]

রাধিকা সরদ ইন্দু নিলি মুখমণ্ডলি কুন্তল বিচিত্র বেনি চম্প পুষ্প সোভনি ইত্যাদি
 শেষ,

। অয়তি জয় ।

দৃমিকে দৃমি কত যুদজ বাজত সনকনন কনকতালকং ॥ ১খ]

এই রাখাবল্লভনা অংশটি ভনিতাহীন ।

১২৬ ইশ্বরের শতনাম

রচয়িতা গোপীবল্লভ, বলাই (৭)

পুঁথিসংখ্যা ২৭০। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০" X ১০"। লিপিকাল
সন ১২২৫ সাল, পরগনে সেনভূম, মোঃ ইলামবাজার।

আরম্ভ,

১৭শ্রীহরি ॥

অবধানে বলি ভাই শুন সর্বজন ইশ্বরের শত নাম করহ শ্রবন।

মধ্য,

জনার্দন চতুর্ভূজ দেব চক্রপানি নৈরাকার আকার পুরুষ পুরাতনি।

শেষ ও ভনিতা,

বলে বলাই জিব করহ শ্রবণ অনাআগে পরম গতি ব্যাসের বচন।

এ কথার উপদেশ জে মোরে कहিলে তারক প্রায় গঙ্গাজল তুলোক তারিলে।

য়হনিসি তুলকা মধ্যায় সময় য়হনিসি পাট করিলে নাহি জমভয়।

পড়িতে না পারে জেবা লিখে রাখে ঘরে গৃহপীড়া দূরে জায় সর্বপাপ হরে।

স্বমের সমান সনা কোটি কঙ্কা দান তথাপি না হয় কৃষ্ণ নামের সমান।

ধর্ম অর্থ চতুর্ভগ দেবচক্রপ্রায় বেদের বচন রিসি নাহিক সংসার।

গোপীবল্লভ দিনে নাথ করো জেন নতি ভবভয় কৃষ্ণনাম বিনে নাহি গতি ॥

১২৭ পদ

রচয়িতা পরীক্ষিতদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৭৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ২৫" X ৭"। জীর্ণ ও কীট-
দষ্ট। লিপি আ. ২০০ বৎসর আগের।

অরুণ উদয়কালে

গোপাল লয়িয়া কোলে

আজিনায় বসিলা নন্দরানি

পসারি দক্ষিণ স্তন

গোপালে করান পান

ঘন চুষে চান্দ মুখখানি।

চান্দমুখে চুষ দিতে

রাই আইল্যা অচমিতে

সজে করি প্রিয় এক গথি

রানি বলে আইস্ত আইস্ত

চান্দমুখ ঢাকি বৈস্ত

গোপাল কান্দিবে মুখ দেখি।

তোমার মুখের চিহ্ন বেন পূর্ণ চন্দ্র জিনি
 তাহা দেখি গোপাল মাগিব
 গোপাল ছয়াল মতি আমি চান্দ পাব কতি
 কিবা দিয়া গোপালে পাত্যেব ।
 শুনিয়া এমত বানি কহে রাধা ঠাকুরানী
 শুন শুন মাই নন্দরানী
 কোটি হেমচন্দ্র জিনি তোমার কোলে নীলমনি
 রাধা মুখ কোন চান্দে গনি ।
 সরদ পুন্নিয়ার শশী গোপাল চরণে আসি
 দশ চান্দে কর্যাছে উদয়
 আর দশ দুই করে কোটি চন্দ্র মুখবরে
 রাধা মুখ দেখি কর ভয় ।
 পরাক্রিতদাসে কয় শুনিয়া জশদা মাএ
 রাধিকারে বসাইলা কাছে ।

১২৮ পদাবলি

রচয়িতা কমলাকান্ত

পুঁথিসংখ্যা ২৭৫ । পত্রসংখ্যা ১ । অখণ্ডিত । আকার ১২ × ৪" । লিপি আ. ১০০
 বৎসর আগের । পদসূচী,

(১) বিন আর কি যানি শকরমোহনো তারা ॥৩॥

অপর্ণা অপরাঞ্জিতা অন্নদা অধিকা সিতা

(২) ॥ সিদ্ধ রাগিনী ॥

কালী গুণাহ্ববাদ জন ওরে মূঢ় মন

(৩) ॥ পুরবী চৌতাল ॥

তারিনী তপনতনয় ভয়ে ত্রাসিত দিন অতি

(৪) ॥ বাছাজ ॥

জানা গেল গো জেমন জননী ॥৩॥

(৫) ॥ পরোজ ॥

অগ্নেদমিত্যাদি এখও পায়হিব গুরুপাদপদ্মে নত কালান্তক বিবে
 কেন মজিতেছ ইত্যাদি ।

১২২ বাজালা মন্ত

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৭৬। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ১৪½" X ৫½"। লাল কালিতে লেখা। লিপি আ. ১০০ বৎসর আগের।

শ্রীদুর্গাঃ ॥

রাক্ষসের সনে হল রঘুনাথের বল
 এড়িলেক নাগপাস উঠল গগন ছাইডে
 ডাস পহল রাসি রাসি শ্রীরাম লগ্না নর গলাএ দিলেক ফাসি
 দেবগন বলেন রামের হইল মরন
 ইন্দ্র বলেন পবন তোমার অভ্যাহত গতি
 কহ যেআ রামের কনৈ কথা এড়াবেন দুগতি
 সিন্ধ পবন চলেন রঘুনাথের স্থানে
 পুতু আপুনি পাসর কেনে জগতইসরে
 গরুড়বাহন তোমাঝে কুসদিপের পারে জপিলে গরুড়মন্ত এগে
 ততখনে গঙ্গা গরুড়মন্ত জপে ততখনে বসে
 ছিনীল গরুড়বির বিষ্ণুধান
 আচামিতে চলে কেনে আমার আসনে
 হেন বুঝি রঘুবির করেছেন স্বরন
 লক্ষ্মে ত গড়ুরবীর কম্পিতে চলে
 পবন কাপে বিরের পাখরি ভরে পবন টলবল মেহুনি না হয় স্থি
 সপ্ত পহরি পত করিলেন সরির চারিদিকে চান বির কোথা রঘুনাথ
 গগনমণ্ডলে আছেন মন করিআং স্থির
 হেন আহুমান করি করজোড় করি
 নাগপাশে বন্দি আছেন এইখানে শ্রীহরি
 উড়ে জেতে দেখি নবির পদতলে লক্ষা
 তাহা দেখে রাবনের যে লাগে সঙ্ক
 উত্তর দুআরে দেখিল বানর বিকল
 স্বর্গকর্ষ বিবিসনের চখে বহে জল
 নিকটে পাইল সাপা গড়র গন্ধ আসআং পঙ্কি

রামের নাগপাস বন্ধ কোন সাপ পালাএ বোহড-বেড়াএ কেহ মুক মুকায়
কেহ এানে রহাএ পলাইআ জাব কোথা গড়ুড়ে পাছে ধাএ
মুক ভুলিতে পাছে মাথার ছিড়ে কেনে তুড ছিড়িইআ মুণু করে খণ্ড খণ্ড
সোন সোন নাগিনা রে সোন নাগপাস
পুঁথের ৩ ৩ স্বরনে বিস নেবিস তু হঙা জা রে নাস ।

১৩০ শ্রীঠাকুর সকলের পাট

সকলয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৭৭ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১০২" X ৫" । লিপি আ.
১৭৫ বৎসরের পুরাতন ।

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ।

সা: মির্জাপুর ১	সা: মহেশডাল ১৬	সা: পছাড়া ৩৩
সা: যুগু ২	সা: গোআলপাড়া ১৭	সা: গণ্ডঠা ৩৫
সা: নরসিংহপুর ৩	সা: বড় চতুরি ১৮	সা: কান্দপুর ৩৬
সা: বাম্বগোড়া ৪	সা: ঘোড়দহ ১৯	সা: পাইকুনি ৩৭
সা: সুরুল ৫	সা: বৈইপুর ২০	সা: ইলামবাজার ৩৮
সা: মুলুক ৬	সা: নিয়া ২১	সা: ভগবতিবা[জার] ৩৯
সা: সিআন ৭	সা: হঠিনগর ২২	সা: সাতকাহ্না ৪০
সা: ইটগা ৮	সা: তিলপাড়া ২৩	সা: অজ্ঞা ৪১
সা: বেলটা ৯	সা: ইমাদপুর ২৪	সা: সাধাজার ৪২
সা: মুরান্দি	সা: ধনাই ২৫	সা: রামচন্দ্রপুর ৪৩
সা: কলগ্রাম ১০	সা: নেবাড়া ২৬	সা: দেসনা
সা: কুমুবা ১১	সা: ভেড়ামারি ২৭	সা: রক্তিতপুর ৪৪
সা: বাকলসা	সা: বিষ্ণুখণ্ডা ২৮	সা: সিবপুর ৪৫
সা: ক্ষেত্রী	সা: মনহরপুর ২৯	সা: বেতা ৪৬
সা: আরগন ১২	সা: বরভপুর ৩০	সা: বিধবেয়ার ৪৭
সা: ধালপুর	সা: কাঁকুটা ৩১	সা: সিরিন্তা ৪৮
সা: পকুড়হাস ১৩	সা: রুঙ্গুর	সা: কোটা ৪৯
সা: সিতাপুর ১৪	সা: কখ্কারপাড়া ৩২	সা: বনিহুর্গা ৫০
সা: আদির্গপুর ১৫	সা: কড়বা ৩৩	সা: তুফনগর ৫১

সা: গাঁড়া ৫২

সা: ইছাপুর ৫৫

সা: খাখরি ৫৮

সা: বসবি ৫৩

সা: বাসগড়া ৫৬

সা: ছোড়া ৫৯

সা: বাজরা ৫৪

সা: সরঙ্গী ৫৭

সা: নআপাড়া ৬০

সা: পাখরকুচি ৬১

১৩১ বাজালা মন্ত্র, তুকতাক

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৭৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" X ২"। লিপি আ. ১৭৫
বৎসর আগের।

॥ শ্রীদুর্গা ॥

হে বোলা তুমি অমুককে খেয়াছ

তা আমি জানি কুড়ুম বিষ নাঞী কুড়ুম বিষ নাঞী।

ওঁ বাচ ইছাতে হেঁটে দলদল উপরে আস্মান

নাঞী বিষ খোদা প্রমান।

হে খোদা কি হল্যা বিষের জালা

চড়াপড়ে বিষ তুঞী উড়িয়া পালা।

খোদা গুরু আদম শিষ্য মহানুদেবের আজ্ঞা

অমুকের নিকিষ নাঞী বিষ মহানুদেবের আজ্ঞা ॥ চাপড় মার

হুইজন বাসিমুখে রবিবারের দিন পুস্তলি লিখিয়া পাজরেপাজরে বিদ্ধিবে
॥ প্রীহা কাটা ॥

ভীমকে চাহিতে অজুন মহাবীর

রামের তেশিরা বাগে অমুকের গিলুই কাটিয়া করম্ চৌচির।

কার আজ্ঞা রাজা রামের আজ্ঞা ॥

কানকোটাগি রিকট নারী নয় নয় মাহুবে খায়

ডাহিনে কপূর বারো খায়

দূরে থেকে অঙ্গের নমস্কার করম

ডাড়িয়া পাড়ম গাঁ রাখম বস্ত্রে পাড়ম

বাড়ি রাখম মুয়ে পাড়ম ঘর রাখম

কালীত সহস্র মুখে লাগুক তাঁতি

আত্ম রেখ্যে পরের খামকার আঁজা

কাঙুরের কামিকা মা হাড়িঝির আঁজা চণ্ডির পা ॥৩॥ করতালি দিবে ।

স্বপ্নপ্রসবায় রজনীগন্ধার ঈশান কোনে মূল হুতা পাচ সাত নয় খীতে বা বাকিয়া
চকুর নিকট পর্য্যন্ত পড়ে হইতে তৎক্ষণাৎ ছিড়িবে মঙ্গলবারে তুলিলে এক পক্ষ গুণ
দেয় ॥

আফুলা বিষের উত্তরদিগের মূল বিষুব সংক্রান্তির পূর্ব হোমাহে তুলিলে সংবৎসর
সর্পের বিষ প্রতীকার ॥ অর্দ্ধখানি মরিচ দিয়া ঝাওয়াবে কাল হইলে বাচে না আর ঐ
মূল হাথে থাকিলে সাপ খেলে না ॥

॥ দাঁত কড়ার ওষধ ॥

তামার মাকুড়িতে সিমুলের কাঁটা রবিবারে আফুলা গাছের আনিয়া ঘসিয়া
রবিবারে লইবে অথবা লাল জবার মূলে ও ঐ ফল নাগফলির কাটা আর নিসিন্দার
কাটি কানে রাখিবে ॥

ছাব কচু পাতার উপরে কাল হয় ঈশান কোণে পুতিলে ঘরে ছারপোকা মরে ॥

১০২ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস, নরহরি

পুঁথিসংখ্যা ২৮১। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" X ৫"। লিপি
আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

আরম্ভ,

[১ক স্বমূল আসিঞা বলে কানাইয়া রে ভাই

খুদানলে নয় প্রাণ কিছু পাইল্যে খাই।

জে কিছু নবনি ছিল দাদা বলাই সব থালা

আমা সভার সঙ্গে [ত আর] কিছু নাঞি।

ভনিতা,

কহেন গোবিন্দদাস পুরিল মনের আস এবে হইব জনম সফল ॥

আগকের কথা স্থন গো সই (নরহরি) ॥

১৩৩ পদ্মাবলি

রচয়িতা বৃন্দাবনদাস, অনন্তদাস, গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৮৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩" X ৪২"। লিপি
আ. ১৭৫ বৎসর আগের। পদসূচী, আরম্ভ,

(ক) বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দকন্দ
ভনিতা,

কহে বিন্দাবনদাসে আপন দুর্দৈবদোসে
না ভজিল্যাম নিতাই পদবিন্দ ॥

(খ) বরলীলা হুয়ে রূপ বরণ চিকনিআ (অনন্তদাস)
(গ) রাই কোরে করি কহত মাধুরি (গোবিন্দদাস) ॥

১৩৪ গান

রচয়িতা মহাদেবদাস

পুঁথিসংখ্যা ২৮৫। পত্রসংখ্যা ১। অখণ্ডিত। আকার ১১½" X ৫"। লিপি আ.
১৫০ বৎসর আগের।

ইবার ভবে তরোঁ তারিনি ॥ ধোয়া ॥
তোমি তারা তোমি তরি তোমি কর্ণধার গ
মাআধিনে ভবনদি কে করিবে পার গ।
তোমার চরণ বিনে অন্ত দেব না পুঞ্জিব আর গ
জে কর ব্রহ্মমহি এইবার এইবার গ।
তোমা না দেখিলে ওমা ঘর অন্ধকার গ
চেঞা চরি চচ্চিত কি খেতি তোমার গ।
মহাদেবাদাসে বলে ক[া]লেরে বেষহার গ
মা হঞা বালকে ছারঞি কোন বিচার গ ॥

সংসার কিছু নয় জলবিন্দুপ্রায় রে
এথা কেবল ভজ দুর্গা আয়ড়ে বায়ে বায়ে।
বলি হঞা কি তা জোন্নি ভব না জাব সে আয়ড়ে
ভজ কালিপদ ই জনমত এড়াবে সমনে দায়ড়ে।

ধোনে মর্ন্ত হঞা কালি না ভজিলে বেথাই ধরিলাম কাড়ে
মনে করি আস তেজি গিহবাস বেথা ধরিলাম কায়েড়ে ।
সিয়ড়ে গমন করিসে দমন ধড়ে নঞা জাতে চায়ড়ে
ভজড়ে শ্রামা আয়া বাজাড়ে দামা আসমা কি করিবে জোমরায়ড়ে ।
মহাদেবা বলে পরি পদতলে বেথাই ধরিলাম কায়েড়ে ॥

১৩৫ ছাদশগোপাল-বর্ণ-বস্ত্র-সেবাবাস

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ২৮৯ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১২২" x ১৪" । কীটদষ্ট ।
লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের ।

আরম্ভ,

ত্রীকুট গায় বর্ণ ত্রীদামসখা সখি বাধিকাচন্দ্রাবলি কাজ্যকালে নিষ্ঠা বোনমালা
পীতবর্ণ বয়েস ১৫৬ মাস বাস গোকুল পীতানন্দ মাতা জসদার সামলী গাবি গোড়ে
গৌরাজ বাস নবদ্বীপ নিলাচল ॥

। ত্রীত্রীসোরোসিলিলা ।

ত্রীত্রীমদনগোপাল প্রভুজিউ ॥

জয় জয় প্রভু মোর সিদ্ধ কর কাজ অঙ্ক দেখিয়া মোকে দিলা চকুলাজ ।

অঙ্ককার দূর করি কৈলা বিজ আরোপণ ত্রীগুরুচরণে আমি করয়ে অশ্বচন ।

তাহার জুগল পদে করয়ে প্রনতি আমার প্রভুর হয় মঙ্গলজী স্থিতি ।

মোনের আনন্দে বন্দ মঙ্গলাজী গ্রাম গোলোকবন্দাবন তুল্য হয় সেই ধাম ।

আমার প্রভুর বাস সেইস্থানে হয় তাহার নাম আনন্দময় ঠাকুরমহাসয় ।

তাহার নিজ শিশু মুনিকরিকা ঠাকুরানী কৃপা করি শিশু মোরে করিলেন তিনি ।

অজ্ঞান তিমির ঘোর জে ছিল আমার জ্ঞানাজ্ঞান দিয়া চক্ষের ঘোচাইল আন্ধার ।

পরম দয়াল প্রভু পতিতপাবন অধম দেখিআ কৈল বিজ আরোপন ।

বনিল প্রণালি গৌর হইয়া আনন্দ ঠাকুরানী হির্যামুনি বন্দ দিড় ভক্তিসারে ।

প্রভু জাদবিশ্ব মোর দয়্যাসিদ্ধ জানি কৃপা করি তারে শিশু কৈলা হির্যামনি ।

হির্যামনি ঠাকুরানীর পদ মন্তকে জুসন ঠাকুর জাদবিশ্ব জাহার নন্দন ।

ঠাকুরানী হির্যামনি বন্দ দিড় ভক্তিসারে চন্দ্রসেখরঠাকুর গ্রহনি কয় গো জারে ॥

১৩৬ সত্যপীরপাঁচালী

রচয়িতা দ্বিজ মহানন্দ

পুঁথিসংখ্যা ২২৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৩ (৩, ৪, ৫)। আকার ১৩" X ৪"।
লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের। দ্রষ্টব্য বর্তমান পুঁথিসংখ্যা ২৭।

নমুনা ও ভনিতা,

কিরাত সকল করে কোলাহল ঘন জয় জয়কার
দ্বিজ মহানন্দে রচিল স্বচ্ছন্দে স্বকলে ভবন আর।

১৩৭ রাসপঞ্চাধ্যায় (ভাগবতসন্দর্ভ)

গ্রন্থকার হরেকৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ২২৭। পত্রসংখ্যা ৬। আকার ১০" X ৪½"। জীর্ণ, খণ্ডিত ও কৌটদষ্ট।
লিপি আ. ২০০ বৎসর আগের।

ভনিতা,

- (ক).....লীলা ভক্তের জীবন হরেকৃষ্ণদাস করে দিগদর্শন।
(খ) শ্রীগুরুপদারব্ধে সদা আর আস রাস পঞ্চম [কহে হরেকৃষ্ণদাস।
(গ) শ্রীগুরুপদারব্ধে সদা করি আস হরেকৃষ্ণদাস গাঅ পঞ্চম অধ্যা রাস।
(ঘ) কৃষ্ণাষকেলি এই সুখ্যা মক[রন্দ] [হ]রেকৃষ্ণদাস গাঅ কথার প্রসঙ্গ।
(ঙ) ভাগবতস[ন্দর্ভ] কথা শুন বন্ধুজন হরেকৃষ্ণদাসের মাত্রেয় এই নিবেদন।

নমুনা ও ভনিতা,

কোটা কোটা বছর জদি করি উপগার তত্ব কি সুখিতে পারি তুমা সোভা ধার।
.....কৈলা দামুদরে সে সব বনিতে গ্রন্থ হএত বিস্তারে।

- (চ) ভাগবতসন্দর্ভমুস্ত সদা কর.....পদে হরেকৃষ্ণ গাঅ।

১৩৮ পদ্মাবলি

রচয়িতা নরহরি, প্রাণদাস, শিবরামদাস, জগন্নাথ,
গিরিধরদাস, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখর

পুঁথিসংখ্যা ২০৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ১০" X ৩২"। লিপি আ. ১৫০
বৎসর আগে।

পদস্থটী,

(১) মাধব বুঝিহু মরমকী ভাঙ (নরহরি)

(২) ভলি বট বন্ধিম বচন স্বরূপ কথায় প্রভীত নাই

আগি বলে নিশি পোহাই কোন রসবতি ঠাঞি।

এই এই করি সারারাতি মরি মিছাই জাগিলাম হায়

পথপানে চেএ আঁখি...করিল কোথায় না দেখি কায়।

এমন ভাড়াই কেহ করে নাই জাগিয়া পুহালাম রাতি

সব সখি মেলি কেশ বিছাইয়া জাগিয়া পুহালাম রাতি।

তোমার লাগিয়া সজ্জা বিছাইয়া গাঁথিয়া রাখিলাম মালা

প্রাণদাসে কহে বৃসভানুহতা পিরিতি বিসম জালা।

(৩) লাজ নাহি বাস কানাই লাজ নাহি বাস (শিবরামদাস)

(৪) গলে পিতবাস করিএ সহাস দাওলা মালিনী আগে (জগন্নাথ)

(৫) রাইক জন্মভাব বুঝিএ মাধব পদতলে ধরণী লোটাই

দুহ করে দুহ পদ ধরি রহ মাধব তবহ বিমুখ ভেল রাই।

পুনহু মিনতি করু কোন

হাম তুয়া অহুগত তুহ ভাল জানত কাহে দগধ মঝু প্রাণ।

তুঁহ জব স্তন্দরি মঝু মুখ না হেরবি হাম রইব কোন ঠান

তুয়া বিনে জীবন কোন কাজে রাখব তেজব পাপ পরান।

এতেক বিনতি তবে করহ মাধব ভবহ না হের গ বদান

. গিরিধরদাস মিছাই কর আস অলসে বিমুখ ভেল নাগর কান।

(৬) রাই অনাদর হেরিএ রসিকবর অভিমানে করল পথান (গোবিন্দদাস)

(৭) কুঞ্জেতে নিকসল মানিনি রাউ (চন্দ্রশেখর) ।

১৩৯ দোহা

রচয়িতা হরিনন্দ

পুঁথিসংখ্যা ৩০০। খণ্ডিত ও কীটদষ্ট। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৬"×৫"।
লিপিকাল সন ১২৫৮ সাল।

শেষ,

সাজল সংরাম শ্রীরামরাজা

চোদিয়ে জগবান্স জো জারি বাজা।

চলিলাত স্বররাজ সির ছর্জছায়া

.....খে পরদেশ পর দেখ রঘুবির মাআ।

.....ধনুকধারী করনগুধামা

নিসড়... ..রঅ গড় ঘোড়ে নির্রা।

উপব্যোঝি ঘন ঘোরি টংকারি তাদা

র্যাপ টল টল বর রন ছোড়ি ভাগা।

কবে কবি হরিনন্দ সুন রাই সিতা

অব গীর দশসির রঘুবির জিতা ॥১॥ দোহা ॥

১৪০ রামচরিত্র

রচয়িতা গুণরাজ খান

পুঁথিসংখ্যা ৩১২। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৯"×৩২"। লিপি ১৬০১ শক,
তারিখ ২৫ জ্যৈষ্ঠী, রোজ বুধবার।

শেষ ও ভনিতা,

হেন রামায়ণ নাট নাচিয়া নর্তকে নাচিয়া মোহিত কৈল সকল দৈত্যকে।

এক নাচ নাচিয়া নর্তক নাচে আর অজইন্দুযতী কথা গদ্যঅবতার।

অসুর মোহিয়া তথা রহি নটগণে গুনরাজখান কহে গোবিন্দচরণে।

হেন রামচরিত্র শুনে জেই জন কয়ে পুত্র উপার্জন পাপ বিমোচন ॥

১৪১ বস্তুতত্ত্বসার

গ্রন্থকার লোচনদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩১৫। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ১২" X ৫"। জীর্ণ ও কোট-দষ্ট। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য প্রতিলিপি নং ৩২৬৩ ও নং ৩৫৭।

শেষ ও ভনীতা,

জীব আত্মা ভূত আত্মা প্রকৃতি পুরুষ প্রকৃতির পরম কান্তা পরম আত্মারূপ।
 সত্ত্ব রজঃ তম এই তিন গুণ আর এই তিন গুণে বদ্ধ সকল সংসার।
 এই মত সত্যাকার স্বভাবের ধর্ম এই মত জাহার জে করে সব কর্ম।
 ভূত আত্মার কর্ম এই কহিল বচনে লিপ্ত হঞা পাড়.....অহংকার সনে।
 রজগুণে ব্রহ্মা জিব কর সৃষ্টিনে সত্ত্বগুণে সংসারে করয়ে পালনে।
 ...র ধর... তামগুণ ধরি তিন গুণে বদ্ধ জীব দেখহ বিচারি।
 গুণেতে জড়িত জীব মাআতে... ...আমুখ হইঞা না জানে নিজ হিত।
 এইমতে করে জীব সংসারভ্রমন কর্মকলে জীব করে... ..।
 তার মধ্যে কেহো কেহো জীব ভাগ্যবান দান পুণ্য ব্রত করে মহা পুণ্যবান।
 বেদ বিধি ভক্তি... ..ঈশ্বরে ...ল ভোগ লাগি ঘেহে নানা ক্রেশ করে।
 যত পরিশ্রম করে দেহে দেহে ক্রেশ এই মত ভাবে...ভোগ ভুঞ্জে শেষ।
 মাআতে জড়িত জীব না জানে আপনা কোটি জন্মে নাঞি ঘুচে মনের বাসনা।
 বহু জন্ম পুণ্যফল থাকয়ে জাহার তবে সে উপজে ভক্তি চিন্তিতে তাহার।
 বেদ বিধি ধরি ভক্তি...এ ঈশ্বরে আপন স্বভাব কেহো ছাড়িতে না পারে।
 অবিধেয় কায়ে যদি ভাগ্য হৈতে হয় ঈশ্বর...মুখ কেহো ছাড়িতে নারয়।
 অবিধেয় ভক্তি করে ঈশ্বর অঙ্গে তেকারনে জীব সব মরে ভব[র]ঞ্জে।
 এড়াইতে নাঞি পারে সংসারজাতনা পূর্ণ নাঞি হয় তার মনের বাসনা।
 এইরূপে জিব সব সংসারে ভ্রময় সংসার বদ্ধ ..হৈতে মুক্ত নাহি হয়।
 এই ত কহিলাঙ আমি না জানি বিচার বিস্তার বর্ণিতে মোর শক্তি নাহি আর।
 হৃদয়ে কাঙ্ক্ষ...ভাবি শ্রীগুরুচরণ বস্তুতত্ত্বসার কহে এ দাস লোচন।
 ইতি শ্রীবস্তুতত্ত্বসার গ্রন্থ সংপূর্ণ ॥৪॥

১৪২ মাহুঘের প্রণালীতত্ত্ব

রচয়িতা রসিকাদাস গোস্বামী

পুঁথিসংখ্যা ৩১৬। অখণ্ডিত। জীর্ণ ও কীটদষ্ট; খাতার আকার। পত্রসংখ্যা ১১।
আকার ৭"×৫"। লিপিকাল সন ১২০৭ সাল।

ভনিতা, [১] শ্রীকৃষ্ণরঘুনাথপদে জার আস, মাহুঘের প্রণালী কহেন রসিকদাস।

[৫] শ্রীকৃষ্ণরঘুনাথপদে জার আস মাহুঘের প্রণালীতত্ত্ব কহেন রসিকাদাস।

আরম্ভ, ১/৭ শ্রীশ্রীহরি

[১খ শ্রীকৃষ্ণরঘুনাথপদে জার আস মাহুঘের প্রণালী কহেন রসিকদাস। সহজ মাহুঘের
প্রণালী জিজ্ঞাসাপত্র ইতি। প্রবর্ত দেহেতে মাহুঘের...সে কি বিনাস কাখে বলি।
...ঠাকুর... মহাশয়। রসিকা গোবিন্দদাস। বিলাস আচার্য্য প্রভু এবং সাধক দেহেতে।
মাহুঘের...স রসিক বিলাস কাখে কন : বসনছিয়া (?)। বিলাস চণ্ডীদাস : বিলাস
বিজ্ঞাপতি ॥

এবং সিদ্ধ দেহেতে মাহুঘের রস রসিকি বিলাস কাখে বলি এবং রসিকি কে সহজ
মাহুঘের...ইকা। তার নাম অবলা। সেই রস হয়। রস...নাম কি কামদেবের পিতা।
তার নাম কন্দর্প...তার নাম মদন। তার পিতার নাম ...মধুর সহজ রসিকি নাম।
বিলাস সহজ মাহুঘ পরমহংস হন। তার নাম অবোদ্ধ এবং রসিকি জনার হৃদএ স্থির
করেন। আপনার গণ লজা ইহাকে বিলাস কহে।

১৪৩ হরিনামামৃতদীপিকা

রচয়িতা রসিকাদাস গোস্বামী (?)

পুঁথিসংখ্যা ৩১৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ৭"×৫"। অতি জীর্ণ
ও কীটদষ্ট। লিপিকাল আ. ১২০৭ সাল।

নমুনা,

কৃষ্ণ মোর কূচ আকরগিঁয়া নখাঘাতের...দিলা মহানিধি পেলা। প্রথমে হের মত্ত
...স্বসক্তি রমিলা। আমার রমনে রাম না...দিতি আছে রাম আর রমন করাইলা...
হইআ মামায় পুরুষ আচারিলা। জিতি...রমনি। পিতিকে সকল তোমা... মার
রমন সক্তি দুই তাহাতে মাতাইয়া...লে তাহা মহাস্বপ্ন পার্শ্ব।।.....স্বরূপ। রমন
পূরন কর মন কর্তা.....তি রূপ সরূপ হইয়া। কেবল... তোমার ক্রিয়া। এই বস্তু
সাধু সত্ত্বমি.....মেনে কত কোটি মূনি বিহার বলিত.....দিল গোঞার স্থন প্রান-

বহু । আপুনি...ভবান্ন কৃষ্ণ সি.....সব...সিত সখি...স আমার । তা মথার ভাঙা...
র সংজ্ঞিগন আর । শ্রীষ্টিয় মধ্যে আমার আছে জত জত । তা মথার মধ্যে... কব
দিয়া দরগুন । গোবামির সন্তত শ্লোক আশ্রয়, হরিনামামৃতদীপিকা করিল নির্ণয়
। ইতি ।

১৪৪ পদ্মাবলি

রচয়িতা নরসিংহ, রাধাবল্লভ, জ্ঞানদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩২০ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৪ $\frac{১}{২}$ " X ৩" । লিপি আ.
১৫০ বৎসর আগের । পদস্থচী,

। অথ রূপ ।

(১) সখি কি পেখলু জতি অপরূপ (নরসিংহ)

। রস উলঙ্গার ।

(২) পায়ার শিরিতি সকল কহিতে (রাধাবল্লভ)

(৩) দিবস সিনান সময় জানি (জ্ঞানদাস) ।

১৪৫ আশ্রয়ভঙ্গ

নিবন্ধকার নরোত্তমদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩২৩ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১১" X ৩ $\frac{১}{২}$ " । জীর্ণ ও
কোটদষ্ট । লিপিকাল সন ১২৫২ সাল, তারিখ ২০ বৈশাখ । গ্রন্থকর্তা: জ্যেষ্ঠ পুঁথি
স ২১১ ; সা-প-প ৮, পৃ ৫৩-৫৫ ।

শেষ ও ভূমিকা,

[৪র্থ এই কহিলান সহজবাহুয় দিক্‌সময় । ইহা উপরে... হুয় জায় নাম ।
রসরাজ কবর । পুঁথয় মহাকাম । এই নাম । কি নাম । মনন...বাহুয়ময় ।
এই গাইজী । কোন গাইজী । বাহুয় গাইজী । এই বিজ । কোন বিজ । কাম রতি
বিজ ।...রতি । সব...সিত । এই পতি । কোন পতি । কৃষ্ণপতি । কি ভাব ।
রাগাভিজা ভাব । এই সত্যব । কোন সত্যব ।...ত সত্যব । এই সক্তি । কোন
সক্তি । ইচ্ছাসক্তি । এই কাম । কি কাম । কৃষ্ণহৃথের কাম । এই ধাম ।
কোন ধাম । কৃষ্ণাকন । এই রস । কি রস । মধুর রস । এই কাল । কোন
কাল । কোলিকাল । বসন্তকাল । এই প্রাণী । কি প্রাণী ।...প্রাণী । এই
ত কহিল ভিন্ন উপাঙ্গনা সার, বৈকবচরনে করি কোটি মনকার । বিজ্ঞানন্দ

জুগল পদাযুজ্ঞে জার [আশ], [আশ্রয়ত]ব বিরচিত শ্রীনরোত্তমদাস । ইতি
আশ্রয়তত্ত্বগ্রন্থ সংপূৰ্ণ ।

১৪৬ অষ্টৈতসূত্র কড়চা

নিবন্ধকার কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩২৪ । খণ্ডিত । জীর্ণ ও কীটদষ্ট । পত্রসংখ্যা ৩ । আকার
১২" X ৫" । লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের । প্রসঙ্গতঃ দ্রষ্টব্য পুঁথি স ১৮২ ; ক
৩২৫৮, ৪২৫৬ ; গ ৫৪১৩ । ভনিতা, (ক) শ্রীকৃষ্ণবসুনাথপদে যার আশ, শ্রীঅষ্টৈত-
সূত্রতত্ত্ব কহেন কৃষ্ণদাস । নমুনা,

... মাতে গোচর অস্তি গুহ্য রাগতত্ত্ব কহিতে দুস্কর ।
বেদবিধি লঞা ভজ্ঞে সাধুসঙ্গ করে ইষ্টৈবতভাবে সেই জ্ঞান ধামান্তরে ।
পরম দুর্লভ বস্তু কৃষ্ণের ভঞ্জন জার শুনে নিগুণা হই যগতে রমন ।
সর্বশক্তিময় দেবি রাধাঠাকুরানী সর্বতত্ত্ব জার গুণ অকথা কাহিনী ।
সর্বথা গোপন এই তত্ত্ববস্তুর সার ব্রহ্মা সিব আদি যার নাহি পায় পার ।

ইশ্বরত জ্ঞান যদি না থাকে তাহার তবে ব্রহ্মভূমে জ্ঞান জমনার ধার ।
ভূমি বৃন্দাবনে বেয়ে আবিভূত হইয়া রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব কহেন নাচিয়া গাইয়া ।
আচার্য্য কহেন শুন পুরি মহাসম বিস্তার করিয়া কহ যুচক সংসার ।
কারে বলে শুদ্ধ সত্ত্ব কেমন লক্ষণ তারপর বিশুদ্ধ সত্ত্ব সেরূপ কেমন ।
পুরি কহেন তুমি মোর জানহ আপনে জানিঞা এসব তত্ত্ব জিজ্ঞাসহ কেনে ।
হরিনাম দিক্‌মজ্জ ইশ্বরত জ্ঞানে না করে ব্রজের ভাব সাধুর মিলনে ।
সাধুসঙ্গ তত্ত্বকথা নিগূঢ় কথন আপুনি জানাব প্রভু করি আচরণ ।
রাগ বৈধি দুই মত জানাবে আপনে শুনহ আচার্য্য তুমি জানিবে তখনে ।
... মাধবিন্দু কহিতে লাগিলা শুনহ আচার্য্য সর্ব ইশ্বরের লীলা ।
তিন ধামের ইশ্বর হন ব্রজেশ্বর গোলোকে ব্রজের নাথ আদি রসের সার ।
ইচ্ছা ভরি আশাদিলা ব্রজসাজলীলা ...পিহ তিনবর্ণা পুণ্য না হইলা ।
তবে প্রভু মনে মনে করিলা বিচার যুগধর্ম প্রবর্ত করিব আর বার ।
কলিকালে হরিনাম প্রচার করিব ঐছনে নিজকার্য্য গোপনে সাধিব ।
গৌরাদ হইআ আমি প্রেম বিলাইব আপুনি আচার করি ভক্তে শিখাইব ।

১৪৭" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোদয়

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩২১। খণ্ডিত, জীর্ণ ও কীটদষ্ট। পত্রসংখ্যা ৩। আকার ১২" X ৫"।
লিপি আ. ১৫০ বৎসরের আগের। নমুনা,

বেদবিরহিত বৈধী ভক্তি চতুঃপদী কোন কোন অঙ্গ লঞা রাগে করে পুঁঠী।
সেহো কোন হুঁস তারে মি...বৌ বলি স্বভাব ছাড়য়ে নাকি ভাদিলে শিকলী।
অগ্ন অগ্ন বৃক্ষের ফল অগ্নে নাহি লাগে কোন [কোন] ভক্তি অঙ্গ না মিসএ রাগে।
ভক্ত বিনে বৈধি ভক্তি কে করে আচার অচরীলে রাগভক্তি কথি রহে তার।
দৃষ্টান্ত দিঞা কহে যদি তবে লোকে যানে বিধিভক্তি রাবণের আছএ প্রমাণে।

। অথারাগ ।

চতুঃপদী অঙ্গরস জাথে কৃষ্ণ হুঁস বস
তার মধ্যে নব বিধি সার
বিধিভক্তি আচরণ বৈষ্ণবের ভূষণ
জুবতির জৈছে অলঙ্কার।
রমনাদি ক্রিড়া জত তাথে হবে বেগুত
ভূসা আদিগে নাহি রহে মন
তৈছে শুদ্ধ ভক্তি রাগে সদাই হিয়াঅ আগে
বিধি ভক্তি হুঁস নিবারণ।

বৈধি ভক্তি বিবরণ সম্বন্ধে [কহিল] গ্রহণ বারণ দুই ক্রমে জানাইল।
ব্রজবাসি জনার স্বভাব শুদ্ধ রাগ অতি স্থনির্মল তাথে নাহি কোন দাগ।
সংসার সম্বন্ধ দুখ ইতি জত হুঁস স্বপ্নের বিধান তৈছে জানিহ নিশ্চয়।
হর্ষ বিলাদ চিন্তে না হুঁস উদগত প্রণয়ের উৎকণ্ঠিতা রাগধর্ম মত।

আত্মাযোগে শুদ্ধমেন মূল আ[শ্রয়] হুঁস ভাব আত্মা মমতাত্মক তারে প্রেম কহ।

১৪৮ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩২৭। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১১½" X ৩½" লিপি অ।
১৭৫ বৎসরের পুরাতন।

পদসূচী,

- (১) লব সখি বেলি কুহুর তোহি খোরল
- (২) নবদল কানরে গো বড় কুহুর
- (৩) সখিলগ লবে হোছে ককিল পয়ান
- (৪) নাহি উঠল ভিরে লব সখিলন
- (৫) আন ছলে আন পথে গমন করল দুই
- (৬) প্রমজলে ভিজলো
- (৭) সখিলগ পুছই বায়েবান
- (৮) রতন খারি ভরে চিনি কলনী
- (৯) তোহি সে গমন কক রজিনী
- (১০) সখি মেলি করল অরকার
- (১১) চৈন্তন্ত ...আহি বৈঠলি রসবতী ॥

১৪৯ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৩৪। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১১" X ৩½"। লিপি অ।
১২৫ বৎসর আগের।

পদসূচী,

- (১) নিশি অবশেষে জাগি সব সখিলগ
- (২) ... সখি মেলিল যাই
- (৩) নিশি অবশেষে কোকিলগ কুহুরই
- (৪) হরি নিজ আচরে রাইমুখ মুছে
- (৫) বেশ বনাই বনন পুন হেরই
- (৬) ... কৈ সখি চল মন্থক...যাই
- (৭) অরুণ উদয় ভেল না ভাবয়ে নিন্দ

- (৮) নিজ গৃহে শয়ন করল অব কান
(৯) গোঠি বাবে করল হি প্রাণ ।

১৫০ কথকতার পুঁখি (১)

রচয়িতা অজাত

পুঁখিসংখ্যা ৩৩৫ । বস্তুত । পত্রসংখ্যা ৪ । আকার ১২" X ৪৫" । লিপি আ.
১৫০ বৎসর আগের । আরম্ভ,

শ্রীচৈতন্যচরণে অরণ । বন্দে গুরু নিগন্তানিসমিশাবতার কান । ততপ্রকাশাংচতঃ
...১ । অন্তর্ধ ।

শ্রীগুরুন অহং বন্দে সিন্ধা দিকান বিধাকার । তাঁ গভীর শ্রীচরণে আমি...ম জে তা
করি । নীশভক্তা কিংমশিষ্টঃ । ঈশ্বরের ভক্তশমূহ গন । তার মধ্যে শ্রীবাস
পণ্ডিত গোশামী প্রধান । তাঁর শ্রীচরণে...নামাভো তা করি । নীধাকমশৃষ্টঃ । নীধঃ
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র অহং বন্দে । দশাবতারঃ কখনঃ নামিসাব । তারকান । শ্রীঅষ্টৈতাদি
অহং বন্দে । ঈশ্বরের অবতারগণ তার মধ্যে প্রধান মহাবিষ্ণু । শ্রীঅষ্টৈতাচার্য্য প্রভু
তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম জে তা করি । তৎ প্রকাশঃ কিনিশৃষ্টঃ । না ঈশ্বরের প্রকাশগন
মধ্যে মূল শঙ্করশ্রী । নিত্যানন্দচন্দ্রাশ্রি অহং বন্দে । অষ্টমুক্তি কখনঃ । শ্রীচৈতন্যের
সক্তিগন সমূহ । তার মধ্যে শ্রীগদাধরপণ্ডিত অহং বন্দে । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রসম্বন্ধঃ ।
কিংমশিষ্টঃ । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ সদ্ধানা মদ্যাবতার শ্রীচরণে অহং বন্দেঃ । তথাহি ।
ইত্যাদি ।

এই সব জীব অচেতনারূপী ছিল । তাহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জীবের অচেতনারূপী
অবতীর্ণ হইলেন । পরতৎ কিং । শ্রীরাধাকৃষ্ণনামাযুতে গিঞ্জন । এই জে অগৎ
সংসার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের পরমহন্ত পরমতত্ত্ব হইলেন । পরবিহ কিং ।...অনপ্রিতঃ ।
কখনঃ । না অশপ্রিতঃ অপ্রিতঃ না হইয়াছে জে চরিতঃ তাকে অনপ্রিত বলি ।
চরীং চিরাৎ । কখনঃ ।... ইত্যাদি ।

১৫১ সাধননির্ণয় (?) রাগময়ী কথা (?)

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৪০। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৮। আকার ১১½" × ৪"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। জীর্ণ ও কীটদষ্ট।

আরম্ভ,

[১খ / ৭ শ্রীশ্রীহরি ।

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দচরণ জাহার কুপায় হয় বাহিতপুরন ।
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণবগোসাঞি কৃষ্ণপ্রেমধন দিতে য়ার কেউ নাঞি ।
শ্রীরূপগোসাঞি বন্দো করিআ জ[ত]ন শ্রীদাসগোসাঞি বন্দো প্রাণপ্রিয়ত্তম ।
শ্রীভট্টগোসাঞি বন্দো সাবধানে শ্রীরূপমঞ্জরি বন্দো ভোজন সয়নে ।
শ্রীরঘুনাথ বন্দো বৃন্দাবনমাঝে সনাতন রূপ সঙ্কে সদত বিরাজে ।
শ্রীজীবগোসাঞি বন্দো অনন্তপ্রকাশ জোগমায়া নাম তার কৃষ্ণের বিনাগ ।
তবে কহি সাবধানে শুন সাধুজনে গুরু জাতি যধন্থ বুঝিব কেমনে ।
কোন গুরুর সঙ্কে জাব..... ইহার বিশেষ কথা শুন সর্বজনে ।

১৫২ পদাবলি

রচয়িতা বাহুদেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৪২। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" × ৪½"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের। পদস্থচী,

- (১) গোরা জব আয়ব নবদ্বিপ মাঝ (বাহুদেব)
- (২) অন্ধিনায় আয়ব জব রশিয়া (বিদ্যাপতি)
- (৩) উলসিত মঝু হিয়া আছু আঅব গিয়া (গোবিন্দদাস) ॥

১৫৩ সহজিয়া পুঁথি (?)

রচয়িতা বিদ্যাপতি, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৪৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০" × ৫"। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

/ ৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ ।

সহজের কথা শুন গো সোই সহ[জ] পিরিতি ভয়ল এই ।
নিজ দেহ দি ভজিতে পারে সহজ পিরিতি কহিএ তারে ।

সহজ বুঝিআ জে হল রত তাহার মহিমা কহিব কত ।
 সহজে বসিক করএ স্থিতি রাগের ভয়ল এমতি রিতি ।
 সহয মরমে মজিল আরা সাধন অঙ্গ বুজিল তারা ।
 কি নারি পুরুষ সহজে ভজে তাহার নিছনি জগতমাঝে ।
 সহজ নাগরি নাগর জে না ছাড়ে পিরিতি মরিলে সে ।
 কহে বিদ্যাপতি সহয রীতি সহজ বুজিয়া করহ প্রীতি ।

মন্মথ মদন এক কন্দর্প মদন মন্মথ মদন পঞ্চবাণবিভূষণ ।
 কন্দর্প মদন মোহাঁভাব প্রেমরূপ অতএব রাধা মোহাঁভাবের স্বরূপ ।
 ভাবের উপরে ভাব সাধুশাস্ত্রে কয় দুই ভাব সন্মিলিত মোহাঁভাব হয় ।
 ভাবের আকার নাঞি প্রকাশস্বরূপ অতএব জানিবে দৌহার এই রূপ ।
 মোহাঁসত্ত্ব কাম তেহ নিত্যসিদ্ধ নাম মোহাঁসত্ত্বের অংশে হয় সত্ত্বরূপা কাম ।
 সেই কাম অল্পকমে ধরে প্রেম নাম ভাবের স্বরূপদেহে তার নিত্যধাম ।
 কামের সাভাবি দেহ সাভাবিক কাম সেই কাম অল্পকমে ধরে প্রেম নাম ।
 জলের উপরে জল সেহ নিরাকার সেহ ত আশ্রয়ানি নহে করহ বিচার ।
 কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাথে তিন প্রধান সরূপশক্তি জিবশক্তি মায়্যশক্তি নাম ।
 স্বকিয়োগতি জীবশক্তি বলি নাম তাহাতে বিহরে কৃষ্ণ ছিষ্টরূপা কাম ।
 জিবশক্তিধারে সব জগত সিঁদ্রিলা গুণ অবতার নিজ প্রেম আশ্রয়িলা ।
 স্বরূপশক্তিধারে কৈল লিলাঅবতার পরকীআধর্ম্য বলি মাধুর্যের সার ।
 মায়্যশক্তিধারে কহি বেউস্তার জে ধর্ম্য নিজপতি উ[প]পতি নাহি জানে মর্ম্ম ।
 জে ইৎসা করএ.....নি তাহার রতিশূন্য সেই শক্তির নাহি পারাপার ।
 মায়্যশক্তিধারে কৃষ্ণ অনন্ত বিহরে অনিত্য সংসার বলি জগমন হয়ে ।
 উত্তম অধম তার নাহিক বিচার অনন্তরূপে ইশ্বর তাঁহা করেন বিহার ।
 ইশ্বর রূপ ইশ্বর শক্তি স্বরূপ অনন্ত অনন্ত আপার শক্তি ঐশ্বর্য্য দুরন্ত ।
 এই ত কহিলাম আসক্তি বিবরণ সংক্ষেপে কহিল সাবধানে হবে মন ।
 সৎ চিৎ আনন্দ হয় কৃষ্ণের স্বরূপ এক চিৎশক্তি তার ধরে নিল রূপ ।
 আনন্দাংশে হলাদিনী আনন্দাদী লীলায় চিদংশে সম্বিতশক্তি পরমাত্মা নাম ।
 সদংশে সন্ধিনীশক্তি মায়্যশক্তি বিবরণ সেই মা[আ]শক্তি পঞ্চ ভূতাত্মা গনন ।
 এই পঞ্চভূতে নিজ শরীর প্রকাশ পঞ্চভূতে প্রকটিআ করেন বিলাস ।
 মায়্যশক্তি বিলাসেন নন্দের ভুবনে দৃত্যগণে বিনাশিআ পালে সন্তজনে ॥

॥ শ্লোক ॥

রাগধেব ভগবানন্ত তত্ত বেষ নন্দনন্দনে প্রোক্তা ভবং কুখ্যং বহ্য
গহ্বাকংরতিং ব্রজেৎ ॥

ভবধেব মুখের কথা শু[নি] ভগবান আশ্বাদন করিতে মনে করে অহুহান ।
রজেবিজে এক মৃত্তি ছিল্য জোগাসনে আশ্বাদন করিতে ইৎসা উপজিল মনে ।
ত্রিকোনা পৃথিবি এই কর অহুহান তার মাত্রাকুণ হন প্রভু ভগবান ।
বিন্দু দিতে র হৈল রসের সায়র রসিকশেখর কৃষ্ণ ভাগে নিরস্তর ।
অসেস বিসেসে কৈল রস আশ্বাদন তথাপি নহিল তিন বাকিত পূরণ ॥

১৫৪ পদাবলি

রচয়িতা লোচনদাস, গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৪৭ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৩" X ৪২" । লিপি
আ. ১৭৫ বৎসর আগের ।

পদমুচী,

- (১) নবীন বএসে গোরা নৌতন নাগর
- (২) লাখ বাণ কান্দল জিনি ॥

১৫৫ পদাবলি

রচয়িতা গোবিন্দদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৪২ । খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৩" X ৪" ।
লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের । কীটদষ্ট ।

পদমুচী,

- (১) না জানি মথুরা সে কোন আয়ল
- (২) নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি জা সম ॥

১৫৬ শ্লিচরিত্র

রচয়িতা পরশুরাম

পুঁথিসংখ্যা ৩৫১ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ২ । আকার ১০২" X ৪২" । লিপি
আ. ১৭৫ বৎসর আগের । ভনিতা, [৩ক] রাজা রামি দুই জনে করিল রমন, ভনেন
পরশুরাম গোবিন্দচরণ, [৩খ] যৈবরো[হ] বেষে শনি গে[ল] তার হানে, ভনেন
পরশুরাম গোবিন্দচরণে ।

নহুনা,

[৩ক শনি বলে রাজা যদি মানিকা লইল ধন নারি সঙ্গে আমি কোন দুঃখ দিল ।
 আচরিতে কমবধো কৈল্য মায়াবদী দেখিতে শোভন তার বড়ই জলধি ।
 ভয় এক নৌকা তথা করিল সজ্জন আপনে কাণ্ডারি হয়্য রহিল তখন ।
 উত্তরিল হুই গিয়া সে[ই] নদীর তটে মনস্ত দেখিয়া লয়া আইল নিকটে ।
 রাজা বলে পার কর আমা দুইকায়ে নৌকামাঝে দুইজনে উঠিল সত্তরে ।
 তিনজানার ভায়ে নৌকা করে টলবল শনি বলে উঠ ঝাট ডুবিল সকল ।
 তিনজন্য বিনে নৌকা নাই সহে ভার চারিজন্য হৈলে কত নাহি করি পার ।
 রাজা বলে তুমি একা আমি দুইজন তবে কেন বিলম্ব করহ অকারণ ।
 শনি বলে কাথা তোমার একজন্য ভার কূলে কাঁথা রাখি চড় লায়ে করি পার ।
 মনেতে জানিল রাজা শনির কারণ নৌকা হইতে কাঁথা লয়া রাখিল তখন ।
 রাজা...লে দুইজনে রহিলেন কূলে কাঁথা লয়া শনি নৌকা ভাগাইল জলে ।
 অন্তরীক্ষগতি শনি করিল গমন নাহি জল নাহি নৌকা দেখিল রাজন ।
 রাজা বলে রানি দেখ শনির মহিমা ভাগ্যপুত্রে ধন গেল রাখিল্যাম তোমা ।
 জেহোঙ সেহঙ কেন বিধির কারণ এতেক ভাবিয়া রাজা করিল গমন ।
 জাইতে জাইতে রাজা ভাবে মনে মন কি জানি শনির মায়া কি করে কখন ।
 আকাশে উঠিল বেলা ত্রিতিয় প্রহর রানি বলে ক্ষুধায় কাঁপএ কলেবর ।
 হেনকালে ধীবর [এক তথা] মৎস্ত ধরে উত্তরিল দুইজনে তাহার গোচরে ।
 ধীবরে মিনতি রাজা করিল তখন মৎস্ত কিছু দেহ দুহে করিব ভক্ষণ ।
 ধীবর বলে মৎস্ত আর কিছু নাই দুই সোল মৎস্ত আছে লহ হে গোলাঞ্জী । ৩ক
 লইলেন দুটি মৎস্ত কাপড়ে বান্দিয়া পুঙ্কনির তীরে রাজা উত্তরিল গিয়া ।
 চিন্তায়ে বলিল রাজা শুনহ বচন শ্রান করি দুটি মৎস্ত করহ দাহন ।

১৫৭ বিজয়পাণ্ডুর কথা

রচয়িতা সঙ্কর

পুঁথিসংখ্যা ৩৬৩ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১২২ (১৬-৫০, ৫৩-১১৫, ১৩৪-১৫৭) ।
 আকার ১৪½" X ৫" । সভাপর্ক ২-১০ ; বনপর্ক ১-১৩ ; বিরাটপর্ক ১-১৪, ১৭-১৮
 উদ্যোগপর্ক ১-১৪ ; ভীষ্মপর্ক ১-১২ ; দ্রোণপর্ক ১-১২ ; কর্ণপর্ক ১-১৪ ; শল্যপর্ক
 ১-৩ (খণ্ডিত) ; দ্রুপদপর্ক (খণ্ডিত) ১-৭ ; শান্তিপর্ক ১-৮ ; অশ্বশালীপর্ক ১-৩ ।
 অশ্বমেধপর্ক ১-১২ (খণ্ডিত) । লিপিকাল সন ১১৪৫ সাল । ভূমিতা,

- (১) তাহার আশ্রয় যুনি সজয় কহিলা [বাণী] [সভা]পর্ক রচিলেক্ত ইতি । [২৪ক]
- (২) বিজএপাণ্ডবকথা অমৃতে লহরি যুনিলে পাতক খণ্ডে পরলোকে তরি ।
জয়জয় মহারাজা বিকাত ভুবনে বনপর্ক[র] কথা এহি সমাধানে ।
সজয় কহিল পাণ্ডবের [বন]বাস যুনি জয়জয় রাজা ছাড়িল নিশাষ । [৩৬খ]
- (৩) জয়জয় আগে সজয় করিল ব্যাকান বিরাটপর্কের কথা ইতি সমাধান ।
বিজএপাণ্ডবকথা অমৃতে লহরি ইহলোকে পরলোকে বৈকুণ্ঠ জাএ তরি । [৫৪খ]
- (৪) বিজএপাণ্ডবনাম পুন্যকথা অমৃপাম যুনিলে পাতক হএ নাষ
কুস্তির করুনা যুনি সজয় কহিল গুনি যুনি জয়জয় ছাড়িল নিশাষ । [৬১ক]
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতের ধার যুনিলে পাতক খণ্ডে পাএ প্রতিকার ।
ভারথের পুণ্যকথা অমৃতসমান উজ্জোগপর্কের কথা এহি সমাধান । [৬২খ]
- (৫) বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতে লহরি যুনিলে পাতক খণ্ডে পরলোকে তরি ।
সজয় কহিল কথা জয়জয় স্থানে ভিষ্মপর্কের কথা ইতি সমাধানে ।
প্রথমে পাণ্ডবগন হইল বিজয় যুনি জয়জয় হইল আনন্দহৃদয় । [৮০খ]
- (৬) বিজএপাণ্ডবকথা অমৃতের ধার যুনিলে পাতক খণ্ডে পাএ প্রতিকার ।
সজয় কহিল কথা জয়জয় স্থানে জোনপর্কের কথা ইতি সমাধানে । [৯২খ]
- (৭) বিজএপাণ্ডব নাম পুণ্যকথা অমৃপাম যুনিলে অধর্ম হয়ে না[র]ষ
ভারথের কথা সার জেন অমৃতের ধার যুনি জয়জয় রাজা হাষে ।
সজয় কহিল কথা জয়জয় স্থানে কর্ণপর্কের কথা য়েহি সমাধানে । [১১৩ক]
- (৮) শল্যপর্ক খণ্ডিত । ভনিতা পাই নাই ।
- (৯) দ্রীপর্কের মাত্র এক পাতা আছে ।

ভনিতা,

ভারথের পুন্যকথা পুন্যবানে যুনে ইহাতে অমৃত নাহিক তত্ববনে ।

যুনি বৈলম্পায়নে কহে জন্মেজয় স্থানে, স্মিতপর্কের কথা এহি সমাধানে । [১০৪খ]

(১০) বিজ্ঞাপাণ্ডবকথা অমৃতে লহরি যুনিলে অধর্ম ঋণে পরলোকে তরি ।

জয়মুনি কহিল রাজা জন্মেজয় স্থানে, সান্ত্বিপর্কের কথা এহি সমাধানে । [১৪২খ]

(১১) মহাভারথের কথা অমৃতে লহরি ইহলোকে পরলোকে করে উপকার ।

বিজ্ঞাপাণ্ডবকথা অমৃতলহরি যুনিলে পাতক ঋণে পরলোকে তরি ।

জন্মেজয় মহারাজা জগতপূজিত অশ্বশালি কথা তিহো যুনিল নিশ্চিত । [১৪৫খ]

(১২) অশ্বমেধপর্ষি ঋণিত । ভনিতা পাওয়া গেল না ।

সমগ্র পুঁথিখানিতে রাগরাগিনীর ও ছন্দাদির উল্লেখ আছে । যেমন দির্ঘছন্দ (২১ক), শ্লোক (৩৫খ), দির্ঘছন্দ (৬০খ), পদ (৬১ক), দির্ঘছন্দ (৮৮খ), পদ (৮২ক), রাগ নাট (১১১ক), পদ (১১১খ), রাগ তথা (?), পদ (ঐ), রাগ ভাটীয়ালা (১১২ক), রাগ তথা (১১২খ), অথ শ্লোক (১১৩ক), দির্ঘছন্দ (১৫৬ক), পদ (১৫৬খ), ইত্যাদি ।

পুঁথিসংখ্যা ৯-এর সহিত মিলাইয়া এই পুঁথিখানি অবিলম্বে সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

১৫৮ দ্বিজ চণ্ডীদাসবিষয়ক পাতড়া

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৬৮ । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১১" X ২২" । কীটদষ্ট । লিপিকাল সন ১১৮২ সাল ।

পূর্বেগ্রামেতে ছিল কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস, করিষাহার গ্রামেতে তাহার হইল নির্জাস ।

তাহার পুঞ্জি আছেন দেবি বিশালাক্ষি সেই পানপয় মোই হুদে করি ঋণাকি ।

ইষ্টদেবের যাকীর্বাদ আর[র] রমনির কৃপাতে রচিল পয়ার গ্রন্থ ভাবিয়া মনেতে ।

শিশুমতি অল্পবুদ্ভি কি বসিতে পারি সত্যের আনন্দে বন্দ যুখে বল হরি ।

...লিখকের দোষ নাস্তিকং । লিখিতঃ শ্রীকমলাকান্ত দেবনাথ । সাঃ নালবি, পরগনে...১১৮২ সাল, তারিখ ৩ মাঘ । রবিবার অষ্টমী, সাঃবাজার পরগনে বর্দ্ধমান, শ্রীজুং ছলাল...এখানে ; পূর্বমুখে ছয় দণ্ড বেলায় মন্দিরে ।

১৫২ ভজনরত্ন

নিবন্ধকার বংশীদাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৭০। পত্রসংখ্যা ২। অখণ্ডিত, অসমাপ্ত। আকার ১২½" X ৪"।
লিপি আ. ১৭৫ বৎসরের পুরাতন। প্রসঙ্গতঃ সা-প-প ৮, পৃ ৫১ দ্রষ্টব্য। আরম্ভ,
[১খ ৭শ্রীশ্রীহরি ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তচন্দ্রায় নমঃ।

করজোড়ে বন্দো আগে বৈষ্ণবচরণ শ্রীগুরুচরণ বন্দো দৃঢ় করি মন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত বন্দো আনন্দিত মনে জাহার কৃপায়ে সভে পাইল চেতনে।
গোপগোপি সহিতে বন্দি বন্দাবন বন্দন করিয়া রাধাকৃষ্ণের চরণ।
শুন শুন সর্ব জীব করি নিবেদন আনন্দে ভজহ সভে শ্রীকৃষ্ণচরণ।
চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কৃষ্ণভক্তি সার ভাগবতে হুঁন সভে ইহার বিচার।
ততঃ শ্লোক শ্রীভাগবতে ॥

দুর্ধানিসম্য মহিমা সুপশুপ সমস্ত দ্রবিস্য সুখ ভাগবতামৃত
পশ্যামি কৃষ্ণ করুণাময় কঙ্করনাভদ্রিশোভনে ভগবন্তনং হি বহুং ॥১॥
সহস্রেক শাখা বেদ শাস্ত্রের অন্ত নাঞি বিধাতা শ্রীজিল সত বৎসর প্রমাঞি।
সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রিয় বলি বারে বার শ্রীকৃষ্ণভজন বিনা সকলি অসার।
ভনিতা ও শেষাংশ,

[১খ দীনহীন বংশীদাস করিয়া তব মনে মন মোর রহ' গুরুবৈষ্ণবচরণে।
ইতি ভজনরত্নং সম্পূর্ণং ॥
শ্রীকৃষ্ণভজন দেখ যুগে যুগে হয় জে জোগে জে ধর্ম ভক্তি আচরয়।
যুগে যুগে দেখ ভাই শাস্ত্রের বিচারে তার ভক্তি বিনে তাঁরে চিনিতে না পারে।
ততঃ জোগধর্ম ॥
পরমায়ু ক্ষয় দেখে হয় দিনে দিনে মনস্তের জয় ভাই জার অকারণে।
ইথেমধ্যে ভাগ্যবান সেইজন হয় কৃষ্ণলীলা কর্ণে শুনে মুখে কৃষ্ণ কয়।
শতেক বৎসর রাউ বিধাতা শ্রীজিল পঞ্চাল বৎসর তার নিজাতেই গেল।
বাল্য ভোগ জুবা দুইশে অর্দ্ধকাল জায় ইহ জন্মকাল ভাই বিফলে গোয়ায় ॥ইত্যাদি

১৬০ মুসলমানী পাভড়া

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৭২। খণ্ডিত, কাঁটদষ্ট। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১২২"×৭২"।
লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

৭শ্রীশ্রীএলাহি।

তারে নায়ে নায়ে নায়ে নায়ে নায়ে না
কারবালাতে জখন হোছেন খলখয়ে শহিদ হল
হোছেনের শির নিএ কাফের দমেশকাবাদে ইলো।
ছের নিঞে ত কাফের গেল নেজায় চড়েঞা
কারবালাতে হোছেনের খড় থাকে...নো পড়িঞা।

১ বন্দ

আবেদীনে তউক দীঞায় দীলেক উটের সহর
...বিবিদের সব চাদর ছিনে কারলেক...ছওয়ার।
পরিবারকে.....ধরিয়া
দামেস্কাতে রাখিলে কারাগার দীঞা।

২ বন্দ

পরিবার রহিল তামাম দামেস্কার কএদ হঞা
মদীনায় কথা কিছু শোন তোমরা মন দীঞা।
হোছেনের বেটা ছোগরা ছিল মদীনায় হঞা ওদাছ
একেলা ছিলেন বিবি কেউ না ছিল তাহার পাছ।

৩ বন্দ

রাত দিন ছিলেন ছোগরা দরজার চৌকাট ধরে
জতেকেও নেগাহে জেথা হুদাইখেন কেন্দে তারে।
কোথা হতে এসো তোমরা কোথা জাহ চলিয়া
দেখেছ কেও আনতে মোর বাব[াজীকে] ফিরিয়া।

৪: বন্দ

বাবাজীর লাগিয়া ছোগরা হুয়ঘড়ি করেন কহর
রাহা বিচে কেছ এশে কহিলেক এইসব খবর।

তোমার...তা কারবালাতে পানি বিন বৈতায় হয়।
মারা গেলেন কারবালাতে তামাম ফৌজেরে লঞা।

৫ বন্দ

এতেক শুনিল ছোগরা জখন তাহার জবানি
কহর মাতম করে বিবি ছের ঠকে[ন] আপনি।
... ..ছিলেন বিবি মহা.....ওদাছ
ছোগরা বিবির কান্দন শুনে আইলেন তাহার পাছ।

৬ বন্দ

ছোগরাকে দেখিলেন জেঞে ধুলায় আছে পড়িঞা
গাএর ধুলা বেড়ে ছোগরাএ নিলেন কোলে উটাইঞা।
মু'ধরে পুছেন ছোলমা ছোগরাকে তখন কথা
কিসের লেগে কান্দ তুমি জমি.....ঠুকে মাথা।

৭ [বন্দ]

গাএ দস্ত ফেরাইঞে ছোগরায়ে করেন চেতন
কহর মাতম করে ছোলমা ছোগ[রা]কে শুধান তখন।
কিশের নেগে কান্দ তুমি কেন ধুলায়... ..
... ..

অতঃপর ঋণ্ডিত।

১৬১ রামায়ণ

রচয়িতা কুন্তিবাস

পুঁথিসংখ্যা ৩৯৫। ঋণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৫। আকার ১৪" X ৫"। লিপিকর গোপী-
নাথ দেবশর্মা। লিপিকাল শকাব্দ ১৭০৩। হুম্বরকাণ্ড। পুন্সিকা পদ,
[১৭খ কৃষ্ণগন্ধের বাদশী ফান্তন[মা]স হুম্বরকাণ্ড সংপূর্ণ গাইল পণ্ডিত কির্তিবাস।
রাক্ষসবধ করিতে রঘুবংশের অবতার অদভূত পাচালী রচিল শুনিতে চমতকার।
বাপের দেশ রত্নগ্রাম নামে মহাপুরী হুম্বরকাণ্ডে[র] গীত তথি লাজ করি।
রামায়ণ গীত শুনে জে[ই]জন ধনেজনে পুত্রপৌত্রে বাড়ে সর্কক্ষণ ॥

১৬২ সাধ্যসাধনভঙ্গ(?)

নিবন্ধকার বৈষ্ণবদাস (?)

পুঁথিসংখ্যা ৩২৬। ঋণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ১০ই X ৫"। লিপি আ. ১৭৫
বৎসর আগের। প্রসঙ্গতঃ পুঁথি ক ১৬০৪, ১২৫৪ দ্রষ্টব্য। আরম্ভ,

[১ক ৭শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

আহা হই কৃষ্ণ অয়ং ভগবান হয় গেই বস্তু সাধে ভক্ত জানিহ নিশ্চয়।
রাধাকৃষ্ণ ভঞ্জে রাধাকৃষ্ণমন্ত্র লঞা জ্ঞানকাণ্ড অপতপ দূরে তেরাগীঞা।
কায়মনবাক্যে নিষ্ঠা হয় কৃষ্ণজ্ঞানে তবে কেনে নাহি পায় ব্রজেসিদ্ধজনে।
রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি নহে অহুগত বিনে মন্ত্র...সি প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রের প্রমাণে।
ভক্তরতি মধুখণ্ড রত্নির আশ্রয় মধুখণ্ডরস পিয়ে তাহার বিসয়।
ভক্তখণ্ডরস পিয়ে মধুখণ্ড রসে নাইকানাএকতত্ত্ব এই রসে আছে।
কেবা ভঞ্জে কেবা ভঞ্জে সাধক কেবা হয় সাধক সাধিবে কারে করিঞা নিশ্চয়।
তবে সাধ্য তার সাধন নিশ্চয় তার অহুগত কার্য্য জ্ঞান না হয়।
কৃষ্ণের দাস হইঞা নিত্য আশা করে কারে সাধ্য করি কৃষ্ণ পায় কোন অহুসায়ে।

[১ক আরে রাধাকুণ্ড মোরে কর অবধান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলী সঙ্গে মোরে দেহ দান।
তাহার সঙ্গতি হঞা করো কৃষ্ণসেবা অবশ্য করুনানিধি এই মোরে দিবা।
নাহি জানো বেদবিধি সাধ্যসাধন এই ব্রজপুরলীলা মোর প্রাণধন।
এই রাধাকুণ্ড মোর সাধনভজন কহিলু নিয়মকথা সাধ্যসাধন।
শুধু বোলে শিশু তুমি শুন সাবধানে শ্রীদাসগোসাঞীর কথা পরম কারণে।
শ্রীরঘুনাথদাসগোসাঞী শ্রীরঘুনাথভট্ট শ্রীকৃষ্ণদাসকবিরাজগোসাঞী তার
অহুগত্য।

শ্রীকবিরাজ [৫খ গোসাঞী সব সুখ আন্বাদিলা শ্রীরঘুনাথভট্টগোসাঞী প্রথমে
সেবা কৈলা।

তার অগ্রকটে শ্রীমদ্রূপচরণে গ্রন্থের নির্ধাঙ্গ অর্থ তুলিল তার স্থানে।
তার অগ্রকটে আসি বসি রাধাকুণ্ডে " মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা পাইল তার সঙ্গে।
শ্রীদাসগোসাঞীর গ্রন্থ গোরাক্ষস্তুবকল্পক পাইঞা তাহার অর্থ স্থানান্তর স্থখ্য।
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাহার বর্ণন শুদ্ধরাগে গোবিন্দলীলামৃত কখন।
শিশু নিবেদন করে চরণে ধরিঞা এই কৃন্দাবনস্থল কহ বিবদিতা। ইত্যাদি

১৬৩ জনকুমারপটল

অম্বাদক অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৩৯৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ১৩" X ৪২"। লিপিকাল সন ১১৬৫ সাল, তারিখ ২ কার্তিক। লিপিকরের পরিচয় এইভাবে দেওয়া আছে, লিখিতঃ শ্রী হিজ পতিত দায কৃষ্ণচরণ আয, সাকিম কৃষ্ণচরণপুর। আরম্ভে ১ক পৃষ্ঠায় চণ্ডীমালার এই পদটি আছে, স্বজন কুজন জেজন না জানে তাহারে বলিব কি ইত্যাদি।

[১খ সাধজ্ঞাখ্য পটল।

৭ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমো।

প্রথম পটলে জীবন্তম্ব নিরূপণ। জীব কে, ঈশ্বরের শৃঙ্গকলা। স্বরূপ কি, পদ্মতন্তু প্রায়। স্থিতি কোথা, মূল্যধারে। জাতাম্বাত কেনে, কৃষ্ণসাধন পরিপাক কারণে। নর কেনে, কৃষ্ণভক্তিহীনে। সভার ত্রাণকর্তা কে, শ্রীবৈষ্ণবগোসাঞী। আরাধনা কার, লীলা পুরুষোত্তমের। সভার প্রভু কে, শ্রীগোবিন্দ। রস কয় প্রকার, গোণ ত্রি সত্ত মুখ্য। স্বর্গরস আন্বাদক কে, শ্রীকৃষ্ণ। প্রধান কোন রস, শৃঙ্গাররস। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় কি, বহুবিধ। কৰ্ম্মকয় কিসে, কৃষ্ণসাধন পরিপাকে। ইত্যাদি।

১৬৪ বৈষ্ণব কবিতা (?)

রচয়িতা যাহুবিন্দুদাস

পুঁথিসংখ্যা ৪০০। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৪। আকার ২২" X ৩২"। লিপিকাল সন ১২৩৭সাল, ২২ আষাঢ়। পাঠক শ্রীরামকানাই দাসবৈরাগ্য, সাং আনন্দপুর, শ্রীযুত হরিদাস বৈরাগ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আরম্ভ,

[১খ ৭ শ্রীশ্রীহরি।

স্ববল লইয়া সঙ্গে বি[র্]পনবেহার সঙ্গে

বিদ[গধ] রসময় ভ্রাম

রাধাকৃষ্ণের তীরে আলি কুলসকাননে বলি

সজ্জা দেখি অতি অল্পপাম।

রাধাকৃষ্ণের শোভা দেখি অকোঙ্কোত্ত স্বরে আধি

তখন বিজ্ঞাদেবী হেনকালে

আলিয়া সেইখানে বিলিল চম্পক[বনে]

[চম্পক]কুসুম করি করে।

শেষ ও ভনিতা,

ঘিষের রঙ্গী আমি দিবসে কেমনে বাইব,
তখন হুবলের চূড়া রম্ভকে বাঙ্কিল ।
হুবলের পিতৃখড়া অঙ্গে পরিল,
হুবলের নেপুর চরণে পরিল ।
সকল বেশ হইল ভাল, পণ্ডর মোর কাল হইল,
হুবল বলে নবীন বাছুর টেনে কোলে কর ।
পণ্ডর তোয়ার হু..... ওলো,
হোই হোই যবে রাখাল চলিল ।
জাহ্নবিন্দুদানের মনে আনন্দ বাড়িল ॥

১৬৫ নিরঞ্জন পুরাণ

রচয়িতা ধর্মদাস বণিক, ত্রিগ্রামপণ্ডিত

পুঁথিসংখ্যা ৪০৮ । খণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৩২৩ । ইহার মধ্যে ১০১-১১২, ৩১২-৩১৩ ও ৩২১, মোট বাইশখানি পাতা নাই । আকার ১৪½" X ৪" । লিপিকর রামদেব [শ]র্মা । লিপিকাল শকাব্দ ১৬২৫ । পুস্তকসিদ্ধ [ধ]র্মদাস ঘোষ, সাক্ষিম ত্রিগ্রামনগর । বিদ্যুত আলোচনার জন্য ঐষ্টব্য "রূপরামের ধর্মমঙ্গল" (সেন-মণ্ডল), পৃ ভূমিকা ১/০-১।০ । গ্রন্থখানি অবিলম্বে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

ভনিতা,

- (১) ধর্মদাস বণিকের রচন স্থায় প্রভুর পিরোতে হরি বল একবার । [২৬ক]
- (২) নিরঞ্জনপদতলে করিঞা বিশ্বাস রচিল ধর্মের গীত শিশু ধর্মদাস । [১০০খ]
- (৩) বাঙ্ক ধর্মদাস গীত করিল রচন । [১৭২খ]
- (৪) ধর্মদাস বণিকের সরস রচন । [২১৬ ক]
- (৫) অবধানে শুন সতে ধর্মের পুরাণ শিশু ধর্মদাস গীত প্রভুগদে গান । [২৩০ক]
- (৬) রচিল ধর্মের দাস বলরে বার স্থিতি বিজয়নে ভূপা বারে কৈল মুগশক্তি । [২৩১ক-খ]
- (৭) বিরচিল হৌমবুদ্ধি শিশু ধর্মদাস । [২৪১খ]
- (৮) ধর্মদাস ভাষাভলে রচিল পুরাণ । [২৫৬ক]
- (৯) ধর্মের অঙ্গল ত্রিধর্মদাস ভাষে । [২৬৭খ]

(১০) নিরঞ্জনমঙ্গল স্থান সর্বজন শ্রীশ্রামপণ্ডিতে ভাসে আনন্দবর্ধন । [৭খ] ইত্যাদি

(১১) মউরভট্ট দ্বিজবরে বিনয় করিঞা তারে

পুন রচৈ শ্রীশ্রামপণ্ডিতে [৪২ক]

আরম্ভ,

[১খ / ৭ শ্রীধর্মায় নমঃ ।

পূজার কারণ প্রভু চিস্তিঞা নিরঞ্জন আপনার পূজা আপে করেন ভাবন ।

স্মিরূপে প্রভু পৃথিবী সৃষ্টি করি পূজার কার[ণ] হেতু ধর্মরূপ ধরি ।

জার নাম লইলে পাতক না রয় জে পথে থাকিলে আপদ নাহি হয় ।

হেন ধর্মরূপী হইলা [দেব] নিরঞ্জন অবনীতে ল[অ] পূজা অর্থে [র] কারণ ।

ধর্ম অধর্ম জেবা পথ না রইব কোন পথ থাকিলে জীব নিস্তার পাব ।

এমন বচন জবে বলি নিরঞ্জন জোড় করে বলে নারদ তপোধন ।

ব্রহ্মা জার মাআ নারে জনিবারে কেমনে জানিব তোমা মনস্তরীয়ে ।

আপনার পূজা প্রচার আপনে তবে ধর্ম বল্যা জানে ত্রিভুবনে ।

জাম্ববতী নাম ধরে ইন্দের নাচনী তারে সাপ দিঞা পাঠাই অবনী ।

রজাবতী বল্যা তার ক্ষ্যাতি হইব তার গর্ভে লাউসেন জন্ম হইব ।

তাথে হইতে পূজা পৃথিবী ভুবনে স্থনিঞা ১খ] নারদের কথা বলেন নিরঞ্জে ।

[৮ক মাআ করি ধর্মরাজ পাত্র মহামদে স্ববুদ্ধি লইঞা দিল কুবুদ্ধি সম্পদে ।

কুমতি জন্মিল পাত্রে হইঞা চঞ্চল রমতি গ্রামে আরম্ভ কৈল অমঙ্গল ।

দেবতার মাআ কতু নয় আন মিনি ছলে সোমঘোষে করে অপমান ।

শতেক কাহন দিঞা প্রজা না পায় জশ দণ্ড করি পাত্র তার লইল সর্বস ।

সর্বস লঞা তারে রাখে কারাগারে কিছুই না জানে ইহা গোড় নৃপবরে ।

কথক দিন হাথে পাএ লগুড় বন্ধনে বন্দি আছে সোমঘোষ রাজা নাহি জানে ।

একদিন মুগসা করিঞা নরপতি আসিতে দেখিল সোমঘোষের দুর্গতি ।

রাজা বলে সোমঘোষ কহ কি কারণ সোমঘোস শুনি দুঃখ কৈল নিবেদন ।

শুনিঞা ভঙ্ছিল রাজা পাত্র মহামদে কি কারণে লিলেক ইহা[র] সম্পদে ।

তবে মহামদ পাত্রে দিঞা রাজা দোষ বন্দি ছোড়াঞা কৈল তাহা[র] সন্তোষ ।

সোমঘোষ বলে রাজা কর অবধান পাত্রের নিকট আমার নাহিক কল্যাণ ।

জ্ঞাপি আমারে ক্রপা কর নরপতি কথোক দূরে স্থল দেহ তাথে করিব স্থিতি ।

তবে [৮খ রাজা তাহার জোগ্য স্থল মনে, দৈবে সে ত্রিহটে হইতে আইল প্রজাপণে ।

গোহারি করিঞা বলে নৃপতির ঠাই অধিকারে বল করে স্থান হে গোসাঞি ।
 রাজা বলে দিব তোরে ভাল অধিকারি আত বলি চিন্তে রাজা মনে স্থবিচারি ।
 ত্রেহট্ট বিকট স্থল গড় দুর্জয় ঢেকুর বলিঞা জাকে মূৰ্খ লোকে কর ।
 মূৰ্খ লোক কিছুই শুদ্ধি নাহি জানে ত্রিহট্ট দুর্জয় গঢ় আছে বিজ্ঞমানে ।
 তিনগোটা হাট পড়ে গড়ের তিন দিগে বন নদী পর্বত পরিমৃত পুষ্পবাগে ।
 সেই স্থল রাজা দেখাছিল। একবার সোমঘোষে রাজা দিল সেই অধিকার ।
 নিরঞ্জনর মঙ্গল লোক শুন কুতূহলে সোমঘোষ জেন জায় ত্রিহট্টনগরে ।
 আর অধিকার তথা জে করিখ কার্জ্য তারে দূর করি সোমঘোষে দিল রাজ্য ।
 ত্রিহট্ট হইতে জত আসাছিল[ল] প্রজা সোমঘোষে সমপিঞা কৈল মহারাজ্য ।
 রমতি নগরে আনিল লোহাডা বর্জরে সেনাপতি করি দিল সোমঘোষ বীরে ।
 রাজা বলে সোমঘোষ কহ [হে] বিদায় ত্রিহট্টে পরম স্থখে পালিহ প্রজায় ।
 এত বলি নরপতি বীর সোমঘোষে সুরঙ্গ বসন রাজা দিলেন সন্তোষে ।
 রাজদণ্ড পাইঞা সোমঘোষ মহাবীর পুত্র পরিবার লইঞা চখ[হ] হইলা বাহির ।
 সোমঘোষের সঙ্গে চলে দেসের লোক মনে আনন্দিত বাগে না করয়ে শোক ।
 গোড় ছাড়িঞা আসি বীর সোমঘোষে স্বরধন্য পার হইলা মনের সন্তোষে ।
 গঙ্গা সলিলে শতেক করি স্নানদানে ভক্ষণ করিল বসি নানা আয়োজনে ।
 শীতলপুর বালিঘাটা ছাড়িঞা বিশেষে সেরপুরে সোমঘোষ করিল প্রবেশ ।
 রাঅখাদিতে আছিল রজনী বঞ্চিঞা আলায় সোমঘোষ বীর প্রভাতে উঠিঞা ।
 মঙ্গলকোঠেতে দেবীর সাক্ষাত উত্তবৎ কৈল তারে করিঞা জোড়হাথ ।
 তবে সোমঘোষ বীর আলায় পথক্রমে ভূআড়া ছাড়িঞা আইল গতগ্রামে ।
 আমরপু[র] মাজুরা ডাহিন বাম করে হুভক্ষণে আইলা বীর ত্রিহট্টনগরে ।
 ত্রিহট্টনগর দেখে বীর সোমঘোষ পিতাপুত্রে তিন জনে হইলা সন্তোষ ।
 চারি কোস দেখি সেই গড়ের পত্তন আতি আনন্দিত হইলা হরষিত মন ।
 দিব্য পরিহাণ স্থখে বঞ্চিঞা রজনী প্রভাতে উঠিঞা বৈসে সোমঘোষ গুণি ।
 সভা করিঞা বৈসে রাজা জখাযোগ্য স্থলে নগর সমস্ত লোক আশ্রয় কুতূহলে ।
 মুক্ষ দক্ষ সব লোক আইলা তরাতর মিশ্রী চণ্ডিদাস আইলা সভার ভিতর ।
 আসিস করিঞা আসি বসিলা নিকটে সোমঘোষ দেসের বাজা পুছেন প্রকটে ।
 নিরঞ্জনমঙ্গল ১ক] লোক কর পরিচয় দেবতার রূপা হইলে কি কর্ম না হয় ।
 সোমঘোষ বলে মিশ্রী এই সে নগরে কোন দেব অধিষ্ঠান সেবিব কাহারে ।
 চণ্ডিদাস মিশ্রী বলে কর অবধান এই গড়ে সর্বকাল দেবি অধিষ্ঠান ।

অম্বররূপা নাক্ষত্রের জ্যেষ্ঠের প্রতিমা দিব্যমূর্তি কলকল রূপে অঙ্গুগামা।
 অম্বরমর্দিনী দগভূজা চণ্ডিদেবী নগরের সমস্ত লোক তাহারে সেবি।
 তুমি মহাশয় তার করহ সে[ব]ন তাহার প্রসাদে পুরি অধিকার ধন।
 এত যদি কহে মিশ্রী বির সোমঘোষে তবে সোমঘোষ কহে গঙ্গগদ ভাষে।
 দেবির চরিত্র মিশ্রি কহিবে আশায়ে, কোন রূপে প্রকাশ হইঞা কোন দৈত্য যারে।
 মিশ্রি বলে কে কহিতে জানে মহামায়ার বুদ্ধি, দেবির সাক্ষাতে কি জানিব স্তুতি।

[১০ক জখন না ছিল কিছু স্থষ্টির সঞ্চার সবেমাত্র একা ছিল দেব করতার।
 স্থষ্টি করিবারে তরে তাঁর মন গেল আপনে সঞ্চয় করি সকল স্থষ্টি।
 তাঁর অঙ্গ হইতো হইল জনম দেবীর তবে ব্রহ্মা বিষ্ণু হইলা স্থষ্টি।
 ডাঙাইতে স্থল নাঞি পাইঞা চারিজন ইশ্বরের অঙ্গে লিপ্ত হইলা তখন।
 নিরঞ্জনের কথা শুন সর্বলোক একথা স্থিলে দূর হয় দুঃখসোক ॥
 নিজারূপি হইআ দেবী রহিলা গয়নে কর্ণদেশে বিষ্ণু সিব রহিলা দুজনে।
 নাভিকমলে ব্রহ্মা করিল আসন এখন চিন্তেন প্রভু স্থিতির কারণ।
 স্থিতির উপায় হেতু চিন্তিয়া অস্তরে গয়ন করিলা প্রভু জলের উপরে।
 নিজায় অচেতন হইআ দেব জুগপতি কর্ণমূল হইতে মলা পাইল এক রুতি।
 হস্তে করি সেই মলি মথিতে লাগিল দুঃস্ব দুই দৈত্য তাহাতে জয়িল।
 মধু কৈটভ নাম তার দুই মহাবীর সহস্র জোজন উচ্চ তা[হা]র সন্নীর।
 ইশ্বরের নাভিপদে ছিল প্রজাপতি তাঁহায়ে মারিতে জায় দুই ছটমতি।
 কাতর হইআ পালান দেব প্রজাপতি অনেক করিলা স্তব বুঝাঞা পার্শ্বতি।
 তুমি মরে যদি ক্রপা কর গ ভবানি তোমার [১০খ প্রসাদে প্রাণরক্ষা পাই আমি।
 হোর দেখ দুই দৈত্য দুঃস্ব প্রথর ইশ্বরের নিজাভঙ্গ করহ তৎপর।
 নিজাভঙ্গ হইলে প্রভু মারিব অস্তরে তবে মোর প্রাণ রক্ষা করি তোমারে।
 ব্রহ্মার কাতর বানী স্থনিঞা পার্শ্বতী ততক্ষণ অস্তর হইআ ভগবতি।
 নিজাভঙ্গ হইলা প্রভু জাগিলা অস্তরে আগ্নিঞা দেখিল তবে দুঃস্ব অস্তরে।
 তবে মহাক্রোধে ধন দেব নারায়ণ অস্তরের সনে জুহু করিল আরজনে।
 হাথাহাথি বাহে বৃদ্ধ ইশ্বর অস্তরে ঠেলাঠেলি হাথাহাথি জলের উপরে।
 কেহো কাতর সংগ্রাম জিনিতে না পারে বাহুবুজ করিল অনেক প্রকারে।
 দেবদানে বৃদ্ধ পাঁচ হাজার বৎসর তথাপি দুই অস্তর না হইল কাতর।
 পুনঃ পুনঃ ইশ্বরে মারিতে [সেই] চায় তা দেখিঞা মহামায় চিন্তিলা উপায়।

<p>করি অহরেক বোহিলা ভগ্নরত্ন অহরেক প্রকারে প্রাণ বধিল তাহার এমন অহরেক করিল সেবিদ্র: মায়াতে হুনিঞা আশ্রয় বিয় সোমঘোষ নিবন্ধনরত্নকে চণ্ডির ইতিহাস</p>	<p>তবে অহরেকের মৃত করিলা প্রীতি তাহার মাংসেতে পৃথিবির হইল সঞ্চার । হন সোমঘোষ বিয় করিল ভোজ্যক্ষে । গোষ্ঠি সমস্ত মনে হইলা সন্তোষ । সোমঘোষে করিলা মিশ্রি চণ্ডিমাংস ॥</p>
---	--

[২৭৮খ চুড়া বলে ছন্ন অরে পাণ ছন্দের
মন দিঞা স্নন বেটা কহি পূর্ব কথা তোমার বাপের আমি জানিয়ে সৌভাষ্যতা ।
রমনি নগরে ছিল হাড়িদের কাছে কর্তৃ অল্পরূপে সর্বকাল হুকে পিছে ।
তালপাতের কুড়া ছিল পোষড়ের পাড়ে ভুঞ্জে ভাত খাখ্য সেই পানি ২৭৮খ]
পিথ্য ভাণ্ডে ।
বেত দিঞা কুমরে পরিখ ছিঁড়া কানি মাঝাতে আছিল খাল খাইতে আমানি ।
তো সত্য্য ভাগ্য হেতু রক্তার কোণ্ডর ভেটিবার তরে গেলা যায় গৌড়েশ্বর ।
জোখা হইতে লঞা আলা ময়নার পতি সেনের নফর হঞা ঘুচিল দুর্গতি ।
সেলর দুখ অন্ত ইবে পেল দূর আমার সাক্ষাতে আসি আজি হইলা হর ।
বনে থাকি আপনাকে কর অহকার এখনি তোমার নর্ষ হব চরমার ।
নিমগ্ননমস্কল স্ননহ সর্বজন বচিল ধর্মের দাস সেবি নিরঞ্জন ॥

୧୬୬ ବ୍ରାହ୍ମାସ୍ତ୍ରମ

ରଚୟିତା କୁନ୍ତିବାଗ, ଯଧୁକର (?)

পুঁথিসংখ্যা ৪১২। বণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২৫। আকার ১২" X ৩৫"। মিসিকাল আ.
২৫৫ কংসর আংগুর। কৌটরট পুঁথি। হুমরাকাও। মধুকরের ভনিজা, এহ্মিতে
হুমরাকাও বচিল মধুকর, হুমরার হুমর গীত গাইল কবিরব। বাগরাগিনী সখলিত।

[৭ক ধানসী রাগ । অ যোক্রবীড় নাথে রে আরে বীক্রনা রে হর । বক্র বক্র বীড়
আইল পর্বত আকার

[८] क ओझो राग । कह कह बरसान के अल आमार

[୩୩] କୁହୁଁ ନାମ : ଆନନ୍ଦ ଭାଷାରେ ଆସେ ବିରହ : ୫ : କହୁରାମ

বোলে যুন পবননন্দন

[१६क. नृसिंहवर्जित-रक्षणः । अ कि हस्तमान् एतत् कृति निजात् उदेत्येव]

- [১৫খ সিন্ধুড়া রাগ ॥ ভাল বোলে রে অহে রাম হয় ॥ ধ্রু ॥ বড় বড় বানরে করে
হুকুকে শুবন
- [২০ক সিন্ধুড়া রাগ ॥ অ বোলয়ে রে বার্তা য়ন রাম ॥ ধ্রু ॥ আকাশগমনে জায়ে
পবনকোঙর
- [২৩খ কেদার রাগ ॥ অ কৌ অরে স্তম্বর রাম হয়ে ॥ পর্বত পাছ করি জায়ে বির
হহুমান
- [২৫খ শ্রীরাগ ॥ ভাল বোলে রে আরে হ আমার মানি ভাল হয় ॥ ধ্রু ॥ আপদ না
নাহি বিয়ের সর্বত্র জয়ে
- [২৮খ কানড়া রাগ ॥ ভাইয়া আরে ভাইয়া হয় আমার মাণিক ভাইয়া হয় ॥ মণি
মাণিক তথা প্রবাল পাথর
- [৩০ক বহারি রাগ ॥ রে বোলয় রে বার্তা য়ন রাম হয় ॥ হেন বোলে রাম হয় ॥ ধ্রু ॥
রাজার ঘর দেখে জেন ফটিক রতন
- [৩৭খ বেলআর রাগ ॥ বলে রে আরে বির হয় ॥ ধ্রু ॥ জিয়ে জদি সিতা দেবি অবস্ত
তাক দেখি
- [৩৮ক ভূপালি রাগ ॥ দয়ার রাম ও সে পরম ধন ॥ প্রাণ কি আরে স্তন বির হয় ॥ ধ্রু ॥
কান্দিতে কান্দিতে বির নেহালে চারিভিত
- [৪১ক গন্ধার রাগ ॥ রাম ভজ রে ছাড়িআ সব কাম ॥ রাম সে দিতে পারে জীবের
মুক্তিদাম ॥ প্রণামহৌ রামচন্দ্র জগতপ্রধান
- [৪২খ রামকেলি রাগ ॥ নানা সবে বাছ বাজে অতি মনোহর
- [৪৩খ কানড়া রাগ ॥ রে রে ভাল হয়ে রে আরে ভাল হয়ে ॥ রাবণ দেখিআ সিতা
কোপিল অন্তর
- [৪৫খ নাচাড়ী ॥ গুঞ্জরি রাগ ॥ সিতা তুমি না হইয় নিদয়া নিষ্ঠুর
- [৪৬খ ভাটীয়ালি রাগ ॥ অ কি বোলে বির হয়ে ॥ ধ্রু ॥ রাবনের বচনে সিতা কোপিল
অন্তরে
- [৪৮খ গৌরি রাগ ॥ সিতার বচনে কোপিল লঙ্কেশ্বর
- [৫৪খ নাচাড়ি ॥ রামকেলি রাগ ॥ সিতাদেবির দুর্গতি করে রাবণের চেড়ি
- [৫৬ক নাচাড়ি ॥ অহি রাগ ॥ অহে প্রাণনাথ কেনে য়ারে পাসরিলে দয়া
- [৫৬খ গুঞ্জরি রাগ ॥ অহে বোল কি আরে বির হয় ॥ ভাল বোলে রে অহে রাম
হয় ॥ সিতাকে মারিতে কৈল রাকসি হড়াহড়ি
- [৫৮খ শ্রীরাগ ॥ আরে গোবাঞ্ছি না রে হয় হয় ॥ আমার জীবনবন্ধু রাম হয় ॥
হহুমান বলে রাকসী সব দূরে রহিল

[৬০খ পঠমঞ্জরী রাগ ॥ নাচাড়ি ॥ দির্ঘ ছন্দ ॥ জোড়হস্তে দেবগণে প্রণাম করে সীতা
সতী

[৬১খ রামকেলি রাগ ॥ বড়ার ঝিয়ারি তুমি বড়ার বহুচারি

[৬২ক যুই রাগ ॥ অ কি বলে হে অ কি অহে রাম হয় ॥ আমার রাখব রাম হয় ॥

রামের কল্যাণ জানাইলাঙ লক্ষণের নমস্কার

[৬৩ক পঠমঞ্জরী রাগ ॥ অহে প্রভু মোরে উদ্ধার করিআ

[৬৭খ আহির রাগ ॥ অ কি হুম্মান বার্তা কহ বাপু হুম্মান ॥ দুর্জয় লকার গড়

কেমতে আইলে বাপু একেশ্বর

[৬৮খ শ্রীরাগ ॥ বোল যবে অহে রাম হয় ॥ হহ বোলে আমার পুষ্টে করহ

আরোহন

[৭০ক পঠমঞ্জরী রাগ ॥ নাচাড়ি ॥ কহিব কহিব সীতা হে কহিব শ্রীরাম

[৭০খ ষথারাগ নাচাড়ী ॥ জয় রাম বোলে ভাল হয় ॥ শ্রীরাম বোলে ভাল হয় ॥

সিতা বোলে জখন আমার বিভায়ের বেলে

[৭২খ গৌরী রাগ ॥ ভাল রে আরে বীর না রে হয় ॥ পবননন্দন হহ বিক্রমে দুর্জয় ॥

হুম্মান বোলে হৃষ্য পাইল

[৭৬ক সুই রাগ ॥ আরে বাছা বাধা শুন পবননন্দন

[৮১খ সিকুড়া রাগ ॥ ভাল হয় বীর রে আরে ভাল হয় ॥ রাক্ষস বলে ব্রাহ্মণ গেল

রাজার মধুবন

[৮৬খ যুই রাগ ॥ অ কি আরে বি... [খণ্ডিত]

[৯০ক ধানশ্রী রাগ ॥ আরে ভাল হয়ে রে বার্তা শুন বীর হয় ॥... [খণ্ডিত]

[১০৪ক তথারাগ ॥ হুম্মানের সোকে সিতা কান্দিআ অখেম

[১০৬খ নাচাড়ী ॥ ভাটীয়ালি রাগ ॥ আরে ভাল হয় ॥ সাগর ডেআইতে বির

পর্যন্ত নেহালে

১৬৭ গান

রচয়িতা দ্বিজ রামমোহন

পুঁথিসংখ্যা ৪২৬ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ৭" X ৫" । লিপি আ. ১৭৫
বৎসর আগের ।

। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ।

(১) সখি গো বংশী বাজিছে বায়ে বার

বাউল হইল মন গৃহে বণ্ডা ভার ।

তুমি হন ভিরসিত বহে যারা অনিবার ।

বাণীর মধুর স্বরে সজ্জিত করিয়া

সঘনে ডাকিছে শ্রীরাধা বলিয়া

চল গৃহ ভ্রাজি দেহ চরণে সেবিব তার ॥১

একে সে চিকণ কালিয়া বরণ

তাহাতে চর্চিত গুরু বলরা চকন

ঝিঁঝুরি চমকে কটিকটে পীতবাস

কেউর করণ নগ্ন প্রকাশ

রক্তমালা কৈজরন্তী শোভে গলে গুজাহার ॥২

মকলা সাঁওলা পানি চন্দ্রাবলি

ভদ্রা আদি যার জন্ত আছে যুগ্মধরী

তুলসি দাড়ীএ তারা চাতকিনী প্রায়

নবীন জলদ হেরি স্তামরায়

নহিলে কুলটা হবে কুলশীল কোন ছার ॥৩

বাম উদরে শিলা দক্ষিণে মুরলী

সেবা করে লীলামুজ বাম হাথে অকড়ি

শ্রীমুখচন্দ্রের কথা সুখারসধার

ভকতচকোর পীয় অনিবার

রামমোহন দ্বিজে চরণ করেছে গার ॥৪

(২) ॥ তাল ঠেকা ॥

শ্রীচরণে দাসী আমি তোমর অবলা তোমার

রাখেচ অনেকবার স্তায় রাখহ এইবার ॥

যে জানে ভজিতে তোরে সে বেঁধেছে প্রেমভোরে

আমি অতি দীনহীন অন্তর আমার ॥১॥

তুমি ত অগতির নাথ সকলি তোমার হাথ

বিগড়ে না দিহ তারে করহ উদ্ধার ॥২॥

ব্রজে বস গোপগোপী তারে দেখে ভএ কঁপি

রাধাকলকিনী নাম ঘোষএ সংসার ॥৩॥

১৬৮ ভগুরামের পদ

রচয়িতা দিগম্বর

পুঁথিসংখ্যা ৪৩০। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩"×৫"। লিপিকাল সন
১১৮৩ সাল। লিপিকর গদাই সাধু, মো. কমলাকান্তপুর।

১৭শ্রীশ্রীহরি ॥

পৃথিবীতে ভাঁড় যত তাহা বা কহিব কত

সংসার ভাঁড়ের কথা শুন

দেখিঞা অজ্ঞানজনে প্রণয় করে তার সনে

জানাইতে আপনার গুণ ॥১॥

মিছামিছি করে ঠাট গোলেমাতে চণ্ডীপাঠ

ভেক ধড়া সাধুর কাছে যায়

নাহি জানে হিতাহিত মিছামিছি করে প্রীত

জানিঞা আপনাকে খায় ॥২॥

উৎপন্ন বুদ্ধি লয় পাঞ্জে পাঞ্জে দিঞা কয়

ভরম কর্যা থাকে দিবানিশি

পূর্ব সভার পাসরিল দেখ্যা শুনে রসিক হৈল

তারে বলি ভণ্ড তপসী ॥৩॥

দেখিঞা আপন করে লোকে রা নাহি কাড়ে

আপনাকে বড় মানে হেন

না জানে প্রেমের তত্ত্ব মিছা করে পরমার্থ

পুরাণ ভারতের মত ঘেন ॥৪॥

পরমার্থ করিতে যায় কথা বিচে কড়ি খায়

সব মিছা তার অকারণ

তার সঙ্গ করে যেই তার মত হয় সেই

তুই জনার নরকে গমন ॥৫॥

বড় নিঃশ্বাস ছাড়িঞা বৈসে ঘেন দারুণ ঝড় এসে

হেন ভাড় জনমিবার নয়

সতর হইয় মনে

না থাক ভাড়ের সনে

এইকথা দিগাঘরে কয় ॥৬॥

ইতি ভগ্নরামের পদ ॥

অপর পৃষ্ঠায় লোচনদাসের এই পদটি আছে, আর শুভ্রা জাওঁ অ গ সই দও চারি
রেতে, দাদা আমার ঘরে নাঞি ইত্যাদি ।

১৬২ গঙ্গান্নানযাত্রার ছড়া

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৩৭। অখণ্ডিত, অসমাপ্ত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৫" X ৩২"।
লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

শোন সবে একভাবে করি নিবেদন পূর্ণিমাতে গঙ্গান্নানে করিলাম গমন।

আদিত্যপুরেতে জলপান তিলুটেতে স্নান বরাগ্রামে দুলাল মুখ্য্য বড় ভাগ্যবান।

তার ঘরে সনলম মহাভারতের গান

গান শুনে দুইজনে থাকিম সেই রাতি প্রভাতে উঠিঞা মোরা করিলাম গমন।

সাপ্তাহকে পেছু করি ভাবি মনেমনে কে দিবে কতে জলপান জাব কোন গৌনে।

কাটুনদীতে জয়মনী জান সর্বজন তা[র] ঘরে জিঞা মোরা দিলাম দরশন।

জয়মুনি অতি বিদ্যা চিন্তে নারেন কাকুউ পরিচয় দিলম মোরা বটি তোমা ঠাকুর।

পরিচয় পিঞা জয় হল শুদ্ধমতি জলপান দায় গুছে জাব শীঘ্রগতি।

জলপান নিঞা মোরা গেলাম নানা দেশে কোপাগ্রামে জিঞা মোরা করিলাম
প্রবেশে।

কোপাগ্রামে নামে শিবরাম বাহুর্জ্যা মহাশয় তার ঘ[র]কে গেলা[ম] মোরা

মনে পেঞা ভয় ॥ অসমাপ্ত ॥

১৭০ পদাবলি

রচয়িতা কান্তদাস, দ্বিজ নন্দ

পুঁথিসংখ্যা ৪৩৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" X ১০"। লিপি
আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

(১) শরদচন্দ্রিমা স্বর্ণ

দ্বিক চম্পকের বর্ণ

শণ কুসুম গোরচনা

হরিভাল সে কোন ভার

বিকার সে মিতিকার

সেকি গোয়ারুপের তুলনা।

দিক চন্দ্রকান্তিমণি তার বর্ণ কিসে গণি
 ফণিমণি সৌদামিনী আর
 এসব প্রপঞ্চ রূপ অপ্রপঞ্চ রসভূপ
 তুলনা কি দিব আমি তার ।
 শুন অগো প্রাণসই জগতে তুলনা কই
 তবে সে তুলনা দিব কিসে
 সেরূপের তুলনা নাই তার তুলনা তার ঠাই
 অমৃত মিষ্টাবে কেন বিধে ।
 এ যত দেখ বর্ণন অন...উদ্দীপন
 রূপের বর্ণন কেবা করে
 জ্ঞান না যে সেই গোরা বাধারূপ বন্ধধরা
 দর্শনে ধৈর্যজ কেবা ধরে ।
 কেবা তার গুণ গায় গুণের কে অন্ত পায়
 কেবা করে রূপ নিরূপণ
 রূপ নিরূপিতে নারে গুণ কে কহিতে পারে
 ভাবিআ বাঙরি হয় মন ।
 পক্ষ যেন আকাশের কীছুই না পায় গুর
 যার যত শক্তি তাহা যায়
 এই মত গোরাছের রূপের কে পায় টের
 অঙ্কুর কান্দদাসে গায় ॥১॥

(২) অতি চমতকার রূপ নব গৌর রসভূপ
 অগো সখি দেখিছ' নআনে
 নয়ানের শব্দ নাঞী শুধাইব কার ঠাঞী
 রূপ কেমন জানিব কেমনে ।
 বদনে কি রূপ জানে বদন সে বলে কেনে
 এই হুন্নে মন নিত্য কান্দে
 বদন নির্বোধ হয় রূপ কি বদনে কম
 নআনে দেখিলাম গোরাচান্দে ।

১৭১ গান

রচয়িতা জগদ্বল্লভ শ্রীয়ালাকার, অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৫২। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০" X ৫"। লিপি আ. ১৫০
বৎসর আগের।

বৃন্দাবনবিহারী ভঞ্জে বনআরি জি ॥ ধূয়া ॥
ও বৃষভানুকুমারি প্যারিবস রাসরসকারী জি ॥ পর ধূয়া ॥
মুতন জলধররূপধারী বামে বিরাজিতা কিশোরী গোরী
স্থির বিজরি সাখ্যান্নম্নথ মন্মথ পীতাম্বরী জি ॥১॥
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম অঙ্গ বংশীধারী পদোপর পদো কিবা মাধুরী
আ মরি শিখিপুচ্ছ শুচ্ছ শিরে চূড়াধারী জি ॥২॥
জগত দুর্লভ রাম নারায়ণ স্মরি হর আরাধিত
পদ মুরারি কেমনে হেরি বনওয়ারিলাল ভক্তাশ্রয় বা করি ॥৩॥

শ্রামের পিরিতে এত যন্ত্রণা
তবু শ্রাম লাগি মম আশিঁ মানে না।
মনদুঃখ আছে যত তাহা বা কহিব কত
ঘরে পরে সদা আমার গঞ্জন ॥১॥
পিরিতে স্থখী কে কোথায়
জেনে বিবরণ কভু মন মজে তায়।
হেরিব না মনে করি না হেরিলে প্রাণে মরি রে
না বুঝে স্থপেছি প্রাণ বাঙ্গা পায় ॥২॥
মরি গো লোকগঞ্জনায়
পিরিতি করিয়া বুঝি প্রাণ জায়।
লোকলাজ ভয়েতে আমি নাহি পারি ঘরে রহিতে
আমার পিরিতি হইল বিষম দায় ॥৩॥
হা রে কেমন বা ভালবাসা তার
আমি মরিলে শুধায় না সে একবার।
আপন স্থখের স্থখী হয় পর দুখের দুখি নয়
যদি দেখা হয় বলে কেবা কার ॥৪॥

যা যা ভ্রমরা হেথা এস না
 তুমি নারীর বেদনা জাননা ।
 অবলা অথলা আমি তোমা বিনে নাহি জানি রে
 আসি বলে কেন কর বঞ্চনা ॥৫॥

১৭২ কালিপ্রস্তুতের ছড়া

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৫৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩৫" X ২"। রচনা ১২০৪
 সাল। সঙ্গে একটি পত্র আছে।

লোধ লাহা লোহার গুঁড়ি অর্কাকার যবার কুড়ি
 গাবের ফল হরিতকী তৃষ্ণাজ্বল আমলকী
 বাবলা ছাল জাঁটির রস ডালিম সেছে করিবে কষ
 ভেলায় করা এক আলি চারিযুগলা উঠবে কালি ॥

১৭৩ আইবড় হট্টরাম চক্রবর্তীর খেদ

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৫৫। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩" X ৪"। লিপি আ.
 ১৫০ বৎসর আগের।

/৭শ্রীদুর্গা ॥

হট্টরাম চক্রবর্তি গেঞেতে পলসঞৌ সাটী বৎসর বএক্রম বিয়া হল্য নাঞৌ ।
 খেদ করে কেন্দে বলে ছাড়িয়া নিখাস আমি বিধাতার...বুঝি চালায়াছিলাম বাশ ।
 স্মৃতিকায়েরেতে যখন লিখিল কপালে বুঝি চক্কের মাথা খেএছিল...বেটীর ছেলে ।
 কানা খোড়া জদি একটা লিখিত দয়া করি আমার সেই হত্য সাত রাজার ধন
 ইন্দ্ৰের অপছরি ।

মেগের প্রতি জত ভক্তি করে সর্বলোকে, আমি কি তা করিব নাক বল্যেছিলাম
 তাকে ।

কার লা বিশ পচিস বিয়া মলই গেল ছুটে। অন্তেব বলি সে বেটী বিধাতা
 অজ যাজ নেটৌ ।

আর একটা মহা ক্ষেদে প্রাণ ধরিতে নারি ইচ্ছা করি খেদে...বটী মেয়ে মরি ।

পাট পড়নী বোরি হয় ভ্রাতৃবধু জারা ছি ছি আইবড় বঠাঠার বল্যে নাম
 রেখেছে তারা ।

ভেজ বলে কাছ যেসে না কেহ না চার ফিরে, মড়ার রত পড়ে থাকি অনাথমন্দিরে ।
 আমি বিশ্বদলে গলাজলে পুজিলাম শরর মনে ছিল মেগে নিব বিয়া হবার বর ।
 তার কথাতে হবে কেনে উদগেড়ের বিয়া, তার বেটা আইবড় আছে মউর...দিয়া ।
 আমি দফা দফা সন্তিপিরে সিমি দিলাম মেনে বাকী নাই তার জত কারদানী
 নিলাম জিনে ।
 তার পুজিমাত্র আছে কেবল মুখে চাপ দাড়ী তার কুদরতি নাকী সিমি
 খাবার দাড়ি ।

১৭৪ পদ

রচয়িতা গোপীনাথ

পুঁথিসংখ্যা ৪৬৬ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৩" X ৩" । লিপি আ.

১৭৫ বৎসরের পুরাতন ।

১/৭শ্রীত্রীকৃষ্ণঃ ॥

সখি হে নব নাগর আবার জখন পড়ে মনে
 তখন কি করে কুলশীল ধন জনে ॥১॥
 চূড়ায় মালতি মল্লিকা জাতি জুতি
 তাহে আকুল অলিকুল মধুপানে রে ॥২॥
 কি এক বলয়া অতসি কুসুম রে
 নায়ান শড়াশরে ছ নয়ানে রে ॥৩॥
 নয়ান সন্ধানে হানয়ে মদনে
 তাহে অস্থিআ রবিস্মৃত চজ্ঞাননে ॥৪॥
 কানের কুণ্ডল করে ঝলমল
 গোপীনাথে রূপ ভনে ॥৫॥

১৭৫ সনাতন-গৌরাজ-সংবাদ

রচয়িতা পরশুরাজ

পুঁথিসংখ্যা ৪৭৩ । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ১ । আকার ১৪" X ১০" । লিপিকাল

১১৯৭ সাল, তারিখ ৩১ শ্রাবণ ।

৭শ্রীত্রীনাথাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ ॥

ত্রীকৃষ্ণের বড় ভাই

সনাতন গোস্বামী

পাতসার উজির হইয়াছিল[১]

শ্রীরূপের পত্র পাইআ বন্দি হইতে পালাইঞা
 কাসিপুয়ে গোরাক ভেটিলা ।
 ছেড়া বস্ত্র যন্ধে মলি হাথে নখি মাথে চুলি
 নিকটে জাইতে যন্ধ হেলে
 দুই গোছা তিন করে এক গোছা দস্তে ধরে
 পড়িলা গোরাক পদতলে ।
 দয়্যবেষ রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি
 বাহু পসারিঞা কৈল কোলে
 সোনাতন করি কোলে কাতরে গোসাঞী বলে
 অধমেরে পরধ কি কারনে ।
 যম্পরসি পামর দিন দুরাচার মন্দ হিন
 নিচ সন্ধে নিচের বেবহার
 এহেন পতিতজনে পরধ প্রভু কি কারনে
 জগ্য নহে তোমা পরষিবার ।
 ভোট কহোল দেখি গায় প্রভু পুন পুন চায়
 লঙ্ঘিত হইলা সোনাতন
 গোড়িয়ারে ভোট দিআ ছেড়া এক কাছা লঞা
 প্রভুর স্থানে পুন আগোমন ।
 প্রভু কহে সোনাতন দণ্ড কর যম্বরণ
 তোর দস্তে ফাঠে মোর হিয়া
 কৃষ্ণের করুণা আছে ভালমন্দ নাঞী বাছে
 তোমা পরসি পবিত্র লাগিঞা ।
 গোরাক করুণা করি শ্রীরাধাকৃষ্ণমাধুরী
 শিক্ষা করাইলা সোনাতনে
 প্রভু কহে রূপ সনে দেখাইব শ্রীবৃন্দাবনে
 প্রভু আজ্ঞাঅ করিলা গমন ।
 ছেড়া কাঁথা নাড়া মাথা মুখে কৃষ্ণ গুণগাথা
 পরিধান ছেড়া বহিৰ্য্যাস (কভু উপবাস)
 গিঞা গোসাঞী সোনাতনে প্রবেসিলা শ্রীবৃন্দাবন
 রূপ সনে হইলা মিলন ।

প্রেময়শ্র নেতা ভরি সোনাতনের পদ ধরি
 কান্দে রূপ গদগদ.....
 গৌরান্দের অত গুণ কহে রূপ সোনাতন
 হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে
 ত্রেজপুরে ঘরে ঘরে মাধুপুরী ভিক্ষা করে
 এইরূপে কথেক দিন থাকে ।
 কথোক দীন তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি
 বলমূল করএ ভক্ষ্যন
 উচ্যন্তরে আত্মানাদে রাধাকৃষ্ণ বলি কান্দে
 এইরূপে গোড়ায় সোনাতন ।
 ছাপন্ন দণ্ড রাজিদিনে রাধাকৃষ্ণলীলা গানে
 এক তিল ব্যোধ্য নাহি জায়
 চারি দণ্ড যুতো রহিতে সপনে রাধাকৃষ্ণ কহে
 এইরূপে দিবস গোড়ায় ।
 ছাড়ি যুগ অভিলাষ তরুতলে করে বাস
 দুই চারি দিন উপবাস
 কখন বোনের সাক ধান বলে করে পাক
 গোস্বাঞী মুখে তোলি দিল দুই এক গ্রাস ।
 শ্রীপরম্বরাজে গায় ধুলায় সে গড়ি জায়
 কণ্টকেতে বিধা হয় পাষ
 শ্রীরাধাবল্লবদাস যুগল চরণে আস
 কত দিনে হব তার দাসের দাস । ইতি

১৭৬ গান

রচয়িতা লালচন্দ্র

পুঁথিসংখ্যা ৪৭৮। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ৯" X ৩"। লিপি আ.
১৭৫ বৎসর আগের।

আর তোমার সনে কথা কব না হে নাথ ॥৩॥
কৈয়্য কথা কেন ত্রথা বিরস করিব চিত
তুমি হে কপট জন কঠিন তোমার মন
ভালর তরে কৈলে পরে হিতে ভাব বিপরীত।
তুমি যে ভ্রমর জাতি অশেষ কুহ্মে গতি
ভেজিয়া মালতি জুতি ধতুরামহলে রত
কিবা অপবাদ পাইলে কেনে রে এমন হল্যে
মধুর পিরিতি কৈল্যে নিমের অধিক তিত।
এত কর্যা বারে বারে বুঝাইতে নারিলাম জারে
কি করিব বল মোরে কাণ্যে আর বুঝাব কত
লালচন্দ্রে কহে ধনি না বুঝিয়া অভিমानी
মানদোষে বিনোদিনী কেনে এমন কর্যা ঘাত ॥

১৭৭ বাঙ্গালা মন্ত

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৮০। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৩৬" X ৩"। লাল কালিতে
লেখা। লিপি আ. ১৫০ বৎসর আগের।

/৭ গ্রীহরিঃ ॥

মনে দ্বীপ নম নেহাই মনে বিষ মনেই নাই।
মন চলতে পবন চলে মনে বিষ মনেই মরে।
মন হর পবন হর মনের বিষ মনেই মর।
কাম নিরঞ্জন ডাই ব্রহ্মা দিলেন বর
তামাকুর পড়া খাতে বিষ মর।
কর আজ্ঞা ব্রহ্মা[র] আজ্ঞা ॥১॥

ডাউকার বোড়ি ভানি গেল ধান
 সরুয়া কাপড়ে লাগি গেল ঘাম ।
 ঘাম নয় মা মনসার হরল গরল বিষ
 ফুঞ্জে করি জল ।
 কার আজ্ঞা মা মনসা দেবির আজ্ঞা ॥২॥
 জলে থাকে জলে খায় জলে নাচে জলে রাখে তাল
 জা রে কালিকুটি বিষ সর্গ মৎ পাতাল ।
 ই ময়ে জন্মি মড়া না কাড়িলি রা
 আর মন্ত্র বাড়ছে ভীমসরের মা ।
 ভীমসরের পানি দিব সভাকার গায়
 বার বৎসরের মড়া উঠিঞে ভাড়ায় ।
 লক্ষ্মিন্দর বেড়াঞে দিব কাপড়ের কাণ্ডারী
 জেখানে জোড়াছেন হাড় অস্তি খানি খানি
 নিজ হস্ত দিঞে মাগো উঠাছে আপনি ।
 কার আজ্ঞা মা মনসার আজ্ঞা ॥৩॥
 পথে জাতে হল ঘা ডানে বাঞে কাড়ে রা
 আই নাই ভাই নাই সাক্ষ্যাৎ সোদর নাই
 আকুটা ঠাই ঘাঠাতে বিষ নাই ।
 ওইখানি আসে মুই পছীন ঘা সে
 ওইখানি ডাড়ে মইপতি নম খেড়ে
 কার আজ্ঞা মা মনসার আজ্ঞা ॥৪॥

১৭০ বাজালা মন্ত্ৰ

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৮১। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪" X ৪২"। লাল কালিতে লেখা। লিপি আ. ১৭৫ বৎসর আগের।

১৭ ত্রিভুগা ও সিদ্ধিঃ ॥ শরণঃ

৥ প্রসব মন্ত্ৰ ॥

পিড়ার উপরে কাট খড়িতে লিখিয়া বাম হাতের কোনে তিন চাপড় দিবে সেই পীড়া প্রসূতি গতায়াতে তিনবার ডেকাবে দেয়ালে ঠেসাইয়া রাখিয়া নজর করিবে ॥

বন্দ মাতা কামরক্ষা খেত করবীর ফুল
ধুতুরার বিচ পানের সিঁকুটি তাহে দিবে সমতুল।
আহ লক্ষ্য শ্রীরামের দোহাই হুমান মহাবীর
কামরক্ষা রাড়ে কালিকা মা হন হন মথ মথ পড়
অমুকার বন্তিষ নাড় ছিড়ে পড় ॥১॥

৥ আত্মসার ॥

অমুকার কেশ বন্দ

ইন্দ্র কপালে বন্দ ব্রহ্মা কানে বন্দ কানেশ্বরী
নাকে বন্দ গরুড় জিহ্বা বন্দ সরস্বতী হৃদয়ে বন্দ পার্শ্বতী
পুঁজা বন্দ পুঁজানাল ধন বন্দ লঙ্ঘোদর উরায় বন্দ বিভীষণ
হেটয় বন্দ চকরবতী পায়ে বন্দ বহুমতী।
এক নল দুই সিকল ডানী বলে মো হরস।
বিকল ডানি বলে মো কেশ কেশ
ধর্মজ্ঞানে বন্দ চৌত্রিষ দেশ।
জ্ঞে করে অমুকার নখে পাস
তার করম ভিটা নাশ।
জ্ঞে করে অমুকার পাসে ডানি দৃষ্টি
মোসার চষ্টি
কৈ বন্দ মো বন্দ একলম টুটে
ঈশ্বর মহাদেবের পীট পাটে ॥ বৃকে ফু ॥২॥

। গড়বীজা ।

গড় গড় গড় রাম বিভসেন গড়

লক্ষণ দিলেন বার ।

পবনপুত্র হনু গড়ে উড়ে চৌদ্দ তাল

গরুড়ে জাইল স্বর্গ মর্ত পাতাল ।

পড় গড় পড় পৌষে পাতালে ভেদ ।

পড় গড় পড় অমুকার অঙ্ক ঘিরে পড় ।

এ গড় জে লঙ্ঘন করে তার কন্দ হয় ছেদ ॥

দোহাই রাজা রামচন্দ্রের ॥৩॥

। কেবল রাতে ।

হুঁ হুঁ কালী মেঘ আঁকারি

কে না যোন

তিষ্ঠি তিন যোন তিউড়ি মহুয়ের মুণ্ডে দিখে পা

চন্দ্র সূর্য্য দিবাকর জাকে বন্দ

মোর বন্দএ কলম টুটে

ঈশ্বর মহাদেবের পীঠ ফাটে ॥৪॥

। পদ্মের উড়ান মত্ত ।

দল চলে বাদল চলে

পানি না চলে পাথর না চলে ।

বাণ বীর ভীমপাথর না পড়ে

মেরি সীস জও বাচে গেই বাচে বাচে ।

মহুয়া তিস দোহাই রাজা রামচন্দ্রের

দোহাই গৌরা পার্বতীর জা জা পাথর ।

লহরে জা বহরে জা জা জা উড়ি জা ।

হুহুমান পহলান বার ধরি সকা

জোয়ান জা জা উড়ি জা ।

কার আজ্ঞা রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা ।

গৌরা পার্বতীর আজ্ঞা ঈশ্বর মহাদেবের আজ্ঞা ।

জা জা জা উড়ি জা ॥৫॥

[১খ চন্দ্র সূর্য্য দুই ভাই কাটা ঘা ফুঁড়েতে উড়াই ।
 নাঞি বকত নাঞি পুঁজ কাটা ঘা মু বুজ ।
 কাঙরে হতো এল্য চণ্ডী বকতে ভ্রুকুট
 নাঞী বকত নাঞি পুঁজ কাটা ঘা মু বুজ ।
 কার আজ্ঞা কাঙুরের কামাঙ্কা চণ্ডীর আজ্ঞা ॥১॥

॥ কিঞ্চ ধূলাপড়া ॥

চন্দ্র সূর্য্য দুই ভাই
 চান্দ বলেন কোথায় জাই
 কাটা ঘা জোড়াইতে জাই ।
 বস্ত্র মাংস পুঁজ নাঞী ।
 হাড়ে এ-কার [কার] আজ্ঞায়
 কাঙরের কামাঙ্কা হাড়িকির চণ্ডির আজ্ঞা ॥২॥
 গরুকে খ্যেল্যে ঢোড়ে
 রাখাল্যা দিলে সালাজু চামারে
 নাগে বধ এদিগে পর্ব্বত ওদিগে পর্ব্বত
 মধ্যেখানে শিয়্রে পানি থা ।
 রাখাল্যা ভেয়্যা গরু হল্য নিবিস্তি ॥৩ গভুঘ ॥৩॥

গোরক্ষনাথ গোরক্ষনাথ বলে শ্রীমহেন্দ্র রাজা
 একে গেঠে বাঙ্কম চোর সাপ বধা ।
 কার আজ্ঞা কামের কামিথ্যা হাড়িকির চণ্ডীর আজ্ঞা ॥
 স্থারি নোরা মোরা চণ্ডাল ছাড় ॥৫॥

১৭২ বাঙ্গালা মন্ত

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৮৩। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১০৫" X ৩৫"। লিপি আ.
১৫০ বৎসর আগের।

ওঁ কৃষ্ণ স্বহায়।

সর্গের ধন মর্তের মাটি সাপিনিকে লাগিল দ্বাং কপাটি।

হায় রাম কি হল যা মুখে বিষ মল।

ইন্দ্রমাটি সিন্ধের চোর নিদ পরেচে আঘোর ঘোর।

নিদ পরেছে গাছের পাতায় নিদ পরেছে হৈগল মাথায়।

হয় থাকে কলে যোগে মোর নিদ্রিটি তাকে লাগে।

য় গাইনে না পারে রা মো পো জমরাবের কালিকা মা।

হারিবিয়ের আজ্ঞা চণ্ডির পা কুঙ্কুর্ণের স্বরনে নিদ্রা যায় নিদ্রিটি দেয়া ॥

১৮০ বাঙ্গালা মন্ত

রচয়িতা অজ্ঞাত

পুঁথিসংখ্যা ৪৮৪। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১। আকার ১৪৫" X ৩৫"। লিপি আ.
১৭৫ বৎসরের পুরাতন।

/৭শ্রীভূর্গা

॥ প্রসবমন্ত ॥ শিবগায়ত্রী ॥

সোনা ক ইন্দ্রী রূপাক ধার খজ্রী মাতা নমস্কার

প্রসাব করণে কো জাগা দেও ॥

ওঁ গচ্ছন্তে সর্বদেবানাং ভূত পিশাচ বক্ষতা মলমূত্র শবোরাণাং বরাধা ধ্বাঞ্জী দিতে
ওঁ তৎ পুরুষায় ধীরমায় বিদ্যাহে। মহাদেবায় ধীমহি তন্নোরুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ওঁ সিন্দুর কাহাছে আয়া কোন লেয়ায়া গোবীন্দুত গণেশ লেয়ায়া গণেশনে ক্যা
কিয়া মাতা পার্বতী কো দিয়া মাতা পার্বতীনে ক্যা কিয়া মাতা পার্বতীকে মাথে
শোহে বিন্দী ছুয়ুল বসে পাতায় ওঁ বিন্দু মোছয় সকল সংসার ॥

তেলে সিন্দুরে একত্র করিয়া মঙ্গলবারে রাখবে কেন্দ্ৰবিন্দু পড়িয়া তার সনে দিয়া
পরমায় জিলক ॥

ওঁ ফঁ উ সর্বজন বশীকরণায় স্বাহা ১১০০০ এগার হাজার জপ ও হোম অব আতব
চিনি দ্বিত মধু কৃষ্ণভিল আশ্রকান্ত যাদ ।

আতব এক গাঠী হলুদ এক সুপারি সনি মঙ্গলবারে রা[ত্রো] অগানে বিলে থয়া
কি কধা (?) বাগ কাটিয়া আনিয়া শত্রু জেখানে প্রস্রাব করে সেইখানে পাচ আঙ্গুল
তাহারে গোঁ পুথিলে তন্তু প্রস্রাবাদি বন্ধ হইয়া উদরিপ্রায় মরে তুলিলে বাচে মারণঃ
হনুমতঃ মন্ত্রঃ ওঁ হং ২ ফট স্বাহা । ১১০০০ জপ ঐ হোম ।

গোরখ চলে বিদেশ কো শব্দর বচন সুনায়
সাপ চোর ভেটা নাকড়া বাগ চারে
নিফল জায় দোহাই মহাবীরক ॥৩॥
পথে চারি ডেলা চারিদিকে ফেলাইয়া আইবে গৃহে হাথতালি তিন ।

গোরখ চলে বিদেশ কো নয় ব্রহ্মা কো সাং
সাপা চোরা বাগ মাহারা তিনো ডারে বান্দ জয় গোরখ কী ৩।
ঐ ক্রমঃ ॥

দেবী কাটে স্তত মহাদেব বুনেন জাল
এ জালে বন্দি করে বনে বাগ ভালুক বিলাল ।
হাড় খায় খট মটায় দুগা শেচো পেরেস
শতেক দোহাই হরগৌরী জো হামার বন্ধন আইস ॥

একট কুনি দুকত দাড় ধর কালীকে ব্রহ্ম চাড় ।
পথে খাটুক বনের বাগ জলে কুস্তীর খালেক সাপ ।
দেবীকাজ্ঞা অগ্রত থাক ॥

ঐ ক্রমঃ ॥

শরীরে বিরাজমান কি করিতে পারে ।
গুণী হয় মায়ে বান দাগারের উপরে
ধ্যানে ডাকাইয়া আনি গো তোমায়ে
বিরাজিত হইয়া থাক আমার অন্তরে ।

হরসিদ্ধি গুরু পা কাণ্ডের কাবিকা বা

চণ্ডিকা আজ্ঞা হাড়িখির পা শিখি লাগ ৩ ।

॥ গারে হুঁ অথবা জল খাওয়া ॥

আলো ভোবে পড়ে পা রক্ষা করিবেন মনসা মা ।

পোকা মাকড় দুটি ভাই পথ ছাড়ি দ্যও রমতি ঘরে জাই ।

প্রসব মন্ত্রঃ ॥

ওহা মা বশে হুমান মামা বসে নরসিং পিছে অজয় পাল

কালিয়া [ত্রা]কণ বস্ত্রে আসরে বস্ত্রে আচ্ছা বীর বয়তাল ।

চারি বীর মেয়ে অঙ্কে সহ

চারি বীর যেরে অঙ্গকা রক্ষা করে

রক্ষা করে খট প্রাপ্তি রক্ষা করে ।

জেহমে মেরো ঘট প্রাণ সওয়ালা যানো হোক ।

বজ্রকী কোঠরি ব্রহ্মা তাল বিঘণ কুঁচি

রক্ষা করে দেবদত্ত গৌরবনাথ যতী ।

জলপড়া তিনবার পড়িবে গর্ভবান্ধা বুচে ।

ডানি ষুতে বা হয় আত্মসারশ্চ ।

রে রে কেশুরিয়া তোর বস্ত্রিষ ডাল

তেন্তিষ কোটি ফুল ধরে বারমাস

ভ্রোকা মিরে মিরে করি ফোটা ।

হামকো দেখকে দেওয়ান দরবারকো লোক

সকল লোক করে হেঁঠমাথা ।

ও শ্রীশ্রী স্বামী শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণায় নমঃ স্বাহা ১১০০০ জপঃ হোমে যাবদি উপরের
নিধিত আত্মকণ্ঠ ।

୧୦୮ ଆହୁତି । କୁବ କୁବ ସ୍ବାହା ହ୍ରୀଃ ।

১০৮ বিধপত্র সম্বন্ধে বটকট্টররব হোম ।

দ্বয়বাবে ভিকি ভেল ভেলোটি ভেলামুখী স্বাগ ভেবী চতুমুখী

লাগবী তো ছাড়িব না ছাড়িব তো পাগলবি না

লাগ লাগ লাগ সডায়ডে লাগ ।

আজিকে সারাদিন বসীল দুগ্ধহর বেলা তক থাক ।

কার আজ্ঞা কাঙুরের কামিকা কাজা চণ্ডিকাজা হাড়িবির পা ॥

শীত্ৰ লাগ শীত্ৰ লাগ, শীত্ৰ লাগ ॥

হাথ বারোঁ হাথিআর বারোঁ।

ছোট বড় ওস্তাদকো পাও

আমার অঙ্গে না করো ঘাও

তো কালীমাকো মুণ্ড খাও

দোহাই মা কালিকা ॥

অমরাত্রি রাত্রে স্নান করিয়া আত্ম তৈল হরিদ্রা দিয়া ও সিন্দূর দিয়া স্নান করাইয়া
তেমাথা কুলিতে তিনবার পড়িয়া আজ্ঞা মারে যদি কিছু কাটিবে না ॥

॥ খোলা মন্ত্রঃ ॥

পাতকাটেঁ পতনি কাটেঁ। কাটন ব্রহ্মজ্ঞানি

আপনি খুলি জাবে ধর্মদরি মানি ॥

অগ্নি অগ্নি মহা অগ্নি

তোরে বান্ধি মোনে মোনে

ইছে যদি কাট করিষ

দোহাই লাগে গৌরী পার্কতী ॥

জল পড়িয়া চালে তিনবার দিবে ॥

জল বান্দো স্থল বান্ধেঁ। বান্ধেঁ জলকী কাই

ছিটকা না পড়ে না ভিজ়ে বুল

খেঁচ বান্ধ হুমান বীর ॥ বাসাদি হয় না ॥

হরগৌরী মহাদেব শেষ পায়ে পুঁছি নাঞী বিষ ।

তিন চাপড় মার ॥

শঙ্কর বেটা কাঞী থুতুড়িতে বিষ নাঞী ॥

নাঙ্গর বেটা অক্রুর মূনি থুতুড়িছে বিষ করি পানি ॥

নাঙ্গর বেটা সূর্যমূনি থুতুড়ি ইত্যাদি ॥

উর্দ্ধ ধরে ফটিক বরণ সূর্য তালে বিষের স্রবণ

কার আজ্ঞা [মহা]দেবের আজ্ঞা ॥

ছান্দ বোলে গেলো ধন্তে মর বিষ তো হাথে পোছে
 কার আজ্ঞা মহাদেবকী [আ]জ্ঞা ।
 দেবি জায় পাণ্ড পড়ি মর বিষ তো ধাঁউড়ি
 কার আজ্ঞা মহাদেবকী আজ্ঞা ।

বান বান কৈল...বান বান বান বালি ধান
 বান বান ভাজা বালি বান ।
 এ বান কে চালায়া এ বান গুরু চালায়া
 গুরুকে আজ্ঞাছে হামি চালাই ।
 জেখানে মনে করি সেইখানে বান লাগিব ।
 বৃথা জানিনা ।
 কার আজ্ঞা মা পার্বতীকে আজ্ঞা ।
 দোহাই মা মনসার
 শীত্র লাগ শীত্র লাগ শীত্র লাগ ।
 ঔ কৃষ্ণায় বিদ্যাহে দামোদরায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ ॥ কৃষ্ণ গায়ত্রী

ঔ নৃসিংহায় নমঃ ।
 ॥ নরসিংহ কীলক ॥
 নরসিংহ , এসিংহ নরবীর
 বীর গরজন্ত মেঘমালা ।
 হাট ঝাঙ্কোঁ ঘাট ঝাঙ্কোঁ ঝাঙ্কোঁ চারি দিশা
 নরসিংহ লেকে কিল মারোঁ ।
 নমো চৌকী নরসিংহ বীরকী তিন তালি বজ্রকে ওয়ারি ।
 ইতি শ্রীনরসিংহ কীলং সম্পূর্ণঃ ॥১॥

। হুম্মান কীলক
 শ্রীরামদূত প্রচণ্ডিতে রাজু পুত্র নন্দনং হং হুম্মান দশক ধির...র
 গম্ভীর আওর গোরা হুম্মবীর ।
 হোওয়ে রাওন হোর উদন্ততে
 কো আগাওয়ে লছমন বীর গেঞারে হুম্মন্ত না হোতে ।

লকা কোন উদন্ততে আছি
 পহের পচাঙ্গি পহে বৌ বৌ বজ্র সলাঙ্গি ।
 লোহেহার গজগজা লে ঠাড়া ভেঁ
 হুম্মম্ব বীর আজ না মার বিশ্বাস মার করোঁ নওবণ্ড ।
 ইতি কীল রায় [] করর । বীজমন্ত শ্রীরামদূত প্রচণ্ডিতে ।
 মঙ্গলবারে বকঃ পরিমিত জলে উত্তরাস্তো ভূত্বা ধারত্ৰয়ঃ মন্ত্ৰং অপেং সপ্ত মঙ্গলা-
 হজপাং বাহা সিদ্ধিঃ ॥

॥ কাঁকড়া বিছার ঝাড়ুনি যথা ॥
 ছকারা ছকিয়ারি ছকীপঠা কপিল গাই ত্রিকরীপঠা বিছী বিয়ায় ।
 বিছী বিছী ও মোরে রানী তোরে মারে আয়ে পানি
 জবনে জাওয়ে মধুকি বাড়ি ত বলে বিথলে উতারি
 দোহাই লোনা চামারকি ।
 দোহাই মহাদেবকি দোহাই মহাবীরকি জো বিছী পীড়ায় ॥১॥

কালীঝাপ নরসিংঝাপ তামাতে ধারণে ভাইনাদির ভয় থাকে না ॥

কাল তুলসির মূল ১ধান মরিচ ৩টী ভোগ জিরা ৫টী গন্ধাজলে বাটিয়া খাওয়াইলে
 অতি প্রাচীন জ্বর তিন দিনে ভক্কে তিন কম্প দিয়া জায় ॥ এবং কাঁটানটিয়ার মূল
 গন্ধাজলে বাটিয়া খাইলে হয় ॥

ধবল পানি কেলোনি ইন্দ্রকী ঝারি
 ব্রহ্মাকী আজ্ঞাছে আগুন হল্য পানি ।
 ঔ পানি ঔ পানি ঔ পানি ॥

॥ অগ্নিবারা ॥

কিঞ্চ অগ্নি বান্ধো পবন বান্ধো বান্ধো চারি দিশা
 হুম্মান অগ্নি বান্ধ জোল বান্ধ
 সাল বান্ধ কড়াই বান্ধ চুলা বান্ধ ভাটি বান্ধ লোহা বান্ধ ।
 তেরি শক্তি মোর ভক্তি
 দোহাই বীর হুম্মানকি ॥

ধূলা কিবা জল ছিটা দিবে কিবা হুঁ দিবে ।
 হুহুমান আঙুন খোল পবন খোল খোল চারি দিশা
 হুহুমান জোল খোল সানা খোল কড়াই খোল চুলা খোল
 হুহুমান ভাটি খোল গোহাড় খোল
 ভেঁরে শক্তি মোর ভক্তি
 গোহাই বীর হুহুমানকী ।

ধোবিন ধোওয়ে নিওট কাপড়া
 গলে পোরা বান্ধ সাপ খেলায়ে লোকা খোয়ে
 মার মার কোড়া বান
 কার আজ্ঞা মা মনসার আজ্ঞা ।
 গামছা কোড়াতে ডাকনওয়ালাকে মান্নিবে কাড়িতে হয় না ।

ধূলা নাড়োঁ ধূলা চাড়োঁ ধূলা করম সার
 এ ধূলা অমুকার অঙ্গে রক্ত নাঞী আর ।
 রক্ত বন্ধ হয় ।
 উত্তরছে একাই চণ্ডী রক্ত হোরে তুষণ্ডী ।
 নাঞী রক্ত নাঞী পুঁজ কাটা স্বারে মুখ বুজ ।
 কার আজ্ঞা কাউয়ের কামিন্কা কা আজ্ঞা ।
 চণ্ডিকা আজ্ঞা হাড়িকিকা পা
 শীত্র লাগ শীত্র লাগ শীত্র লাগ ।
 ধূলাপড়া ।

। কানাময় ।

ছুচ নাড়োঁ ছুঁচ চাড়োঁ ছুঁচ করো সার
 এ ছুচ অমুকার অঙ্গে রক্ত নাঞী আর ।
 কার আজ্ঞা মহাদেবকা আজ্ঞা ।

১৮১ দোহা

রচয়িতা রূপগোস্বামী, তুলসী, কবীর

পুঁথিসংখ্যা ৪২৬। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২। আকার ১৩" X ৪½"। লিপি আ.
২০০ বৎসর আগের। দ্রষ্টব্য শ্রীমদর্শন, ১৩৫৭, ভাদ্র, বাঙ্গালী বৈষ্ণবের হিন্দী কবিতা,
প্রবন্ধ।

৭শ্রীশ্রীরামঃ ॥

॥ শ্রীরূপগোস্বামির দোহা লিখ্যতে ॥

ডহক বহক বহত ফিরেতেহে ভক্তি না জানে কোই
বিন্ধাবনমে ভক্তিদাতা রূপ সোনাতন দোই।
রাগানুগা ভজন করো করো ত্রজ কি রিত
নন্দ নন্দন পাওগে ত করো রূপ সোপ্রিত।
নেহি নেহি এ দো দোহা এহ রসকে ভূপ
জাতি কুল মজ্যাদা খোকে ভজ সোনাতন রূপ ॥১॥
রূপ রসকে সরোবর জান ভজন করো বাস করো কুণ্ড দুই
রাধা কৃষ্ণ ধ্যান করো তো রূপানুগা হোই।
মতি ফাটে মোন মিলে মন ফাটে সোনা হোয়
ওছা ছোছিতি করে আখের সব কুছ খোয়।
রূপ রঘুনাথ কো ভজন বিনে জো জিএ জগত সংসার
আত্মা না মরুত বনায় জেছে মালাকার।
রূপ না স্মোঙরে স্মোঙরে রঘুনাথ
হেন জনার সঙ্গে মোর নাহি সাথ ॥২॥ ১খ]
রূপ রূপ সব কোই কহে মনমে উপজএ রঙ্গ
রূপ না জানকে রূপ কহায় করে ভজনকা ডঙ্গ ॥৩॥
হরিকে ফিরে ন পয়উ হয় লোভ ফিরে সব দেস
মন লাভ তু কহি উজর ভক্ত উজর কেস।
সাহেব সো সেবক বড়া জানায় ভগবান
ছমুত্র বাঁধা রঘুনাথ জদ গেও হুমান ॥৪॥

। তুলুসিদাসের দোহা লিখ্যতে ।

তুলুসি সত্য বচন অরু অধিনতা পরত্রিয় মায় সমান

এতে পরহর জো না মিলে তুলুসিদাস জবান ॥৫॥

তুলুসি দুদিন হিত অনহিত হো জায়

বধিক বধো যুগবাহন তে রুধির দেত বাতায় ॥৬॥

তুলুসি সমরথ সোই জব তব আওয়ে কাম

লকা দিয়ে বিভিসনে বড়া বিপদমে রাম ॥৭॥

কুঞ্জর মুখতে কন গিরো তাতে ন টুটে আহাৰ

সোনে চলে পপেহেরি পরপোসন পরআর ॥৮॥

জেছকো পাওকো পনিহা নাহি নাহি ওছকো গজরাজ ২ক]

বিধি দিতে বিখ্যাদিত্য আজব গরিবনেওআজ ॥৯॥

অনছে তনখা কাহা গরআই মরনেক সরমে রহনে না পাই ।

জো সব লোক জতন করি পালে নেহি নেহি করি বাহির ডালে ॥১০॥

তেল ফুলেল মজল জেই অকা আখের জলতাই কাঠকি সঙ্গা ।

কহত কবির যুন মোন মেরা আখের অহি গতি হোয়গি তেরা ॥১১॥

জব জোমরাজ কিএ হো পয়ান চুফতি কিরে কুঠরি কুঠরি

আওয়ে তলবদার ছোড় ছোড় নগরি ।

নেই জ্ঞান মায়া সঙ্গে চলকি জোরি ধরো কোড়ি কোড়ি

খেনএক বিলম্ব কর জমরাজ সমকন দেহ বগরি বগরি ।

কহত কবির যুন লোক নর এহ মায়া দুনিয়া বিগরি ॥১২॥

॥ পরিশিষ্ট (ক) ॥

পুঁথিসংখ্যা ৭। চৈতন্যচরিতামৃত। কৃষ্ণদাস কবিরাজ। লিপিকাল ১১৪৯ সাল, ২৭ বৈশাখ। রচনার তারিখ, সাকে সিদ্ধাগ্নিবানেন্দোঁ জৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে, স্বর্ধ্যাক সিত পঞ্চমাংগে গ্রন্থোৎসং সম্পূর্ণতাং গতঃ। ১১২খ]

পুঁথিসংখ্যা ৬০। অঙ্গদের রায়বার। কুন্তিবাগ। লিপিকাল ১২০০ সাল, ২৬আশ্বিন। লিপিকর শ্রীপঞ্চানন আস, সাকিম দৈবকিনন্দনপুর।

পুঁথিসংখ্যা ৭০। উজ্জলের কিরণ। অজ্ঞাত। পুস্তকমিদং শ্রীযুত মদনমোহন অদিকারি, সাং বিরভূষ পরগনা য়কে আদিত্যপুর। সাকর শ্রীরামসঙ্কর দাঘ চন্দ সাং হাজীপুর পং জাহানাবাদ, সন ১১৮৮ সাল, তারিখ ২৩ শ্রাবন। অথা দৃষ্টং তথা লিখীতং লিঙ্কো দোস নাস্তি।

পুঁথিসংখ্যা ৮০। পুন্ডিকা, নকলকার আস দাগু দাগামুদাস। ইতি। পূর্বের লিখিত গ্রন্থ পত্র হৈল জরা, লিখিতে কীপএ কর আমি] যদ মাঝ। সাকাক আমার জন্ম ১৬৭৮ সকে জন্ম মধুমাংসে, ১৭৪৮ সতের সপ্তা যষ্ট চল্লিশ সকে গ্রন্থ নকলি কাস্তনের পঞ্চদশ দিবসে। যক্ষরের বৃত্তিক্রমে না করিহ রোস, সব শ্রুতাগনের পায় মাগ্যা নিলা দোস। যতি দিনহিন আমি বড় ছরাচার, শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপা করি কর মোরে ভবসিদ্ধ পার। নকলকার শ্রীপঞ্চানন রাস দাগু। উমের সন ১১৬৩ সালে চৈতন্য মাংসে। জন্ম। ১২৩৩ সালের ১৫ ফাল্গুনে সমাপ্ত। ইতি। প্রসঙ্গতঃ পুঁথিসংখ্যা ৪৭ জটব্য।

পুঁথিসংখ্যা ৮২। সত্যনারায়ণলীলা। রচয়িতা শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্ম ১২৭৪ সাল। রচনাকাল ১৩০৩ সাল। লিপিকাল ১৩৪৯ সাল, ২২ চৈত্র। লিপিস্থান শান্তি-নিকেতন। লিপিকর লেখক মহাশয় স্বয়ং। সাং যশাইকাটা। প্রবর্তক উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সাং রামনারায়ণপুর, পং বালিয়াকাপুলিয়া, বলিরহাট, চব্বিশ পরগণা। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ১৩। আকার ১৩" X ৮½"। আধুনিক কাগজ। লেখক মহাশয় বঙ্গীয় শব্দকোষ ও অঙ্গান্ত গ্রন্থপ্রণেতা। বিষ্ণুর দশ অবতারের স্তব এই পুঁথিখানির বৈশিষ্ট্য। গতানুগতিক গল্পকাহিনী তিনটিই অমূল্য হইয়াছে, (১) কালীপুর গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণের দারিত্র্যমোচন, (২) কাঠুরিয়াভবনে ও (৩) বণিগ্ভবনে পূজাপ্রচার। দশ অবতার স্তবের নমুনা,

[১২ প্রাণে রাধিতে বেদ যৌনের আকার বিশ্বের ধারণে আদি কুর্ষ অবতার।

দশনাগ্রে সৃষ্টি ধর কোলরূপে হরি ভক্তবশে চুট নাশে তুমি নরহরি।

বলির ছলনে রূপ বামন ব্রাহ্মণ জাম্ববদ্যরূপে কজকুল বিনাশন।

অভিরাম রামরূপে বাবণ সংহার বলরাম হলধর রোহিণীকুমার ।
 অহিংসা প্রচারে বৃদ্ধ শুকোদনসুত কঙ্কিরূপে স্নেহনাশ বেদমার্গচ্যুত ।
 দশ রূপে ছুটে নাশ শিষ্টের পালন নানা অবতার কথা পান ভক্তগণ ।

শেষ,

সত্যনারায়ণ ব্রত কথার প্রচার ক্রমে এইরূপে হয় জুবন মাকার ।
 চরণে শরণে ষাঁড় মায়ার বিনাশ স্বরণে ষাঁহার নাম মুক্ত ভবশাশ ।
 অপার সংসাররূপ দুস্তর সাগরে চরণতরঙ্গী ষাঁড় পার করে নরে ।
 ত্রিহরির শাদপদ্ম জুগপদে ধরি সত্যনারায়ণলীলা রচে দ্বিজ হরি ॥ ১২]

পুঁথিলংখ্য: ২২ । ব্রাহ্মণ বন্দনা । কানাই দাস । অখণ্ডিত । পত্রসংখ্যা ৪ । আকার
 ২৩" x ৩১" । পাঠক ত্রিভীকান্ত নন্দী, সাং মানকর, সন ১২১১ সাল, তারিখ ২৪
 আগন । নমুনা,

[৩খ এমন ব্রাহ্মনপদ সেব সর্বক্ষন ব্রাহ্মনে জে নিন্দা করে অধম দুর্জন ।
 আমার ভতেক দোস না লবে ব্রাহ্মন নফর করিঞা লঞা আইলে এ জুবন ।
 কাঞন্ত নফর করি আইলে সংসারে ব্রাহ্মনদুয়ারে কেবল নাছের কুহুরে ।
 [৪ক ত্রিগুরুব্রাহ্মনবৈকবপদে করি আব ব্রাহ্মনবন্দনা কিছু কহে কানাই দাস ।
 ইতি ব্রাহ্মনবন্দনা সমাপ্ত ॥

পুঁথিলংখ্য: ২৫ । চণ্ডীদাস ও বিজ্ঞাপতির পাতড়া । পত্রসংখ্যা ১(৩) । নমুনা,
 [৩খ নহি সন্তরে গুরুজন্যর ভরে বিলম্ব বাহির হলাম,
 আহা মরি মরি সকেত করিঞা কতেক না বন্দনা দিলাম ।
 আজিকার দুখ সুখ করি মানো আমার দুখের দুখি,
 চণ্ডীদাস কহে বন্ধুর পিরিতি হুনিঞা জগত সুখি ।

লছিমা রাজার স্ত্রী পরম সুন্দরি বিজ্ঞাপতি আশাদিল রসের মাধুরি ।
 একদিন লিবসিংহ বিজ্ঞাপতি লঞা কহিতে লাগিলা কিছু নৃত্যে বসিয়া ।
 রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি এখনি আইলা পূর নর্যগবাগনে কহিতে লাগিলা ।
 এইমত এক মত করিঞা বর্ণন আমারে সুনায় যদি জুড়াক শ্রবন ।
 লছিমায়ে না দেখিলে না পারি বসিতে সমস্ত দিবস গেল তাবিতে ভাবিতে ।
 কোন ছলে গোবুলি সময়ে কবিবর প্রবেশ করিল গিয়া গহন ভীতর ।
 সেকো হইঞা সেই লছিমা সুন্দরি দর্পনে দেখয়ে মুখ আপন মাধুরি ।
 হেনকালে বিজ্ঞাপতি বাহিরে দেখিলা ইসক হাঁসিয়া রামা অভ্যন্তরে গেলা ।

মননে খিড়িত কবি না পাইল দর্শন নিজ ভাবে কৃষ্ণভাব করিল করন ।

তথাহি পদং ॥

গোবুলি পেখীছ বাল্য জব মন্দির বাহির ডেলা ।

খুরি দরগনে আসা না পুরল বাড়ল মদনজালা ।

অলপ বয়েল বাল্য গাঁথনি অপরূপ মালা ।

নব জলধরে বিজুরি রেহা দন্দ বাড়াইঞা গেলা ।

গোরি কলেবর লোনা কাজরে উজর লোনা ।

কেসরি জিনি... ৩খ]

পুঁথিসংখ্যা ১১৯ । গোবিন্দমঙ্গল (প্রহ্লাদ চরিত্র) । কৃষ্ণদাস । লিপিকর শ্রীশ্রীপুরা-
চরণ দাশ মিত্র, পরগনা সম্বরসাহী, থানা রায়না, চোকী কাইতি, সামিল সেকারা, জেলা
বর্ধমান । পঠনার্থ শ্রীলোনাতন কৃষ্ণকার, জেলা হুগলি, থানা জাহানাবাদ, চোকী বালি,
সামিল মিনিকির বেড় । সৌভাগ্যপুরের শ্রীশ্রী দেবভদ্র জাহতুগায় (?) বলিয়া
পুস্তক লেখা গেল ॥ বৃষ্ণতিবার বেলা ১৥ দেড় প্রহরের সময় লায় হইল : ॥ ইতি
সন ১২৫৭ বার সও সাতার সাল তারিখ ১৪ অগ্রহায়ন ।

পুঁথিসংখ্যা ১৩১ । লিপিকাল সন ১১২০ সাল । লিপিকর স্বরূপ নারায়ণ ঠাকুর । (?)
প্রাপ্তিস্থান আকুই-গবগুর (ধাকড়া) ।

পুঁথিসংখ্যা ১৪১ । এই পুস্তক শ্রীমতি কৃষ্ণমনি দালি । লাকিম বহুবাজার, সন
১২০২ সাল, তারিখ ৬ কাভিক, কৃষ্ণপক্ষ দশমী, রোজ বৃষ্ণতিবার ।

পুঁথিসংখ্যা ১৬১ । স্বাক্ষর শ্রীবৈষ্ণবচরন দাশ, সাং মনবেন্দ্রপুর, পরগণা সম্বরসাহী,
সরকার মন্দারন, সন ১১৮৩ সাল, পঠনার্থে পুস্তক শ্রীরমাকান্ত কোডর, সাং ছোটবুইনান,
শ্রীমলাই শোভনাবের মহলিজে সমাপ্ত হইল । তারিখ ১ মাঘ, রোজ রমিবার, বেলা
এক প্রহরের সময় ।

পুঁথিসংখ্যা ১৮৩ । লিপিকাল সন ১২০৪ সাল, ২ মাঘ শুক্রবার, কৃষ্ণপক্ষ ।
পুস্তক শ্রীলালচরন দত্ত, লাকিম বসিকবাজার । তর্পে লাহানামপুর খানিজি । জিলা
মিরভোর ।

পুঁথিসংখ্যা ১৯০ । ধর্মমঙ্গল । রূপরাম । ভনিতা, অনাচমঙ্গল বিজ রূপরাম গাঁও,
জায়ে কৃপা করিল ঠাকুর চান্দ্রদাস । লিপিকাল শক ১৬৪২ । ধর্মদাশের ভদ্রিভাও
আছে ।

পুঁথিসংখ্যা ২১০ । অগম্য বন্দনা । দয়াদাস । লিপিকাল সন ১২০৭ সাল, চৈত্র ১৭

যোজ। ভনিতা, বিজ দয়ারাম কহে কীরগ্রামে বাস, হরিকনি করিলে হয় পাপের
বিনাস।

পুঁথিসংখ্যা ২২৮। গান। মহিম। লিপি ১৩০১ সাল। অখণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ২৫।
আকার ৯" X ৫½" খাতা। ৫০টি গান আছে। ভনিতা, মহিম বলে মা মা বলে
উঠবো কোলে শোন রসনা, ভবে মা বিনে আর কেউ নাই আমার, করবো মায়ের
উপাসনা।

পুঁথিসংখ্যা ২৬৭ (ড)। জগদ্বল্লভ গ্রামালঙ্কারের পত্র। শেবাংশ উদ্ধৃত হইল।
পুঁথিটির উন্টাপিঠে সর্পবন্দের ছক আছে।

এইক্ষেণে শ্রীমদ্রাবনে বনয়ারি বিলোকনে বিপিনবিহারী গোলোকগামী
মহাশয়রা জাঁর পুত্র তাঁকে পূর্বে এক পত্র কবিতায় লিখেছিলাম আমি।
তাহাতেই অল্পবাগী হয়। রামনাল আরোজেগী দ্বারা এক আজ্ঞাপত্রী দিয়া
বারসও তিন সালে আজ্ঞা করি রা[ম]নালে বনয়ারি নামার্থ জিজ্ঞাসিয়া।
তাহাতে নবনবার্থ মুনাইতে সে বাক্যার্থ অনেক বিচার হইয়া পরে
ছুটে তুটে হইয়া রূপা প্রকাশিয়া অল্পকম্পা স্বাদর করিয়াছিলেন মোরে।
যুগল চট্টরাজ আদি রামজয়াচার্য্যাবধি বিজ্ঞাতা প্রাচীন আমলা সব
পরের জ্ঞত বৃত্তান্ত পত্রীয় নহে একান্ত সময় পাইলে নিবেদিব।
তাৎকালীন এক কবিতা উভয় নাম সম্বলিতা পৃষ্ঠে লিখি সর্পবন্ধ নাম
পূর্বে পরিচয় হেতু লিখিতেছি গুণসেতু বিচারি জানিবেন গুণগ্রাম।
মাঘশ্রু চতুর্বিংশতি ঘণ্টে অর্দ্ধোদয় তিথি বার সও তেতাল্লিষ বৎসরে
নিরাসে নাহুর গ্রাম শ্রীজগদ্বল্লভ নাম নিবেদয়ে এ গ্রামালঙ্কারে।

পুঁথিসংখ্যা ২৬৮। ছাড়পত্র বা পারমিট (permit)। বিবরণের অন্ত দিল্লীর
জাতীয় মহাক্ষেত্রখানার মুখপত্র *The Indian Archives, vol. I, no. 3, (July 1947), p 250* দ্রষ্টব্য। প্রাপ্তিস্থান শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত তালতোড় গ্রাম।

পুঁথিসংখ্যা ২৮২। জ্যোতিষের পাতড়া। বিজোতন খোনার বচন। জলচর বনচর
না করি সঙ্গ, ভেড়া দেখিঞা যুবতির ভঙ্গ। কাঁখড়া কলসে করে টানাটানি, তুলা
মছে নাঃ পীয়ে পানি। দিগমূল। একে স্বকে পছিম্বে বাধে, উত্তরে মঙ্গল] বৃধ রোধে,
সোম সনিশ্চর পূর্বে বাধে, একা বৃহস্পতি দক্ষীনে রোধে। নক্ষত্র দিগমূল। উত্তরে
হস্তা দক্ষিণে শ্রবনা, পূর্বে যম্বিনী না করি গমনা, পছিম্বে জাইতে রুহিনি রোসে,
শ্রীহরিসংস্কর বাহুড়ে না আইসে : ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ২৯৪। লক্ষণের শক্তিশেল (নাটক)। শ্রীনাথ কবিভূষণ। জীবিতকাল

উনবিংশ শতক। নিবাস বর্ধমান জেলার রাইনা থানার ছোট্টবৈনান গ্রামে। ইহাং বংশধর এখনও বর্ধমান। নাটকটি এককালে দক্ষিণ বর্ধমান অঞ্চলে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। আমরা ইহার খণ্ডিত অংশমাত্র উদ্ধার করিতে পারিষাছি। পত্র ৩২, খাতার আকার ৮৫×৭"। রচনার নমুনা,

রাবণ। মনমোহিনি।...আমায় আর সামান্য মোহিনী মোহকরী মায়ায় মুগ্ধ করে নিত্যধনে বশীভূত করে না। জীবনেখরি, জীবনধন বহু যত্নের ধন সত্য বটে, আমি ত অবতনে পরিত্যাগ করি না। জীবন রক্ষার আর ত উপায় নাই। দেখ দেখি বিধুমুখি যখন সীতা, সীতা শিলীমুখী লঙ্কাভিমুখী হয়েছেন তখনই রক্ষকুলকটক কর্তন করেছেন। তখনই ত জীবন গিয়েছে। তবে সেই যত্নের ধন জীবনধন সবতনে রামচরণে অর্পণ করাই কর্তব্য। এতে বাধা দিও না। প্রিয়সি, প্রিয়জনদের প্রিয় কার্ধ্যের প্রতি প্রতিকূলতা করে না। করে ধরি আর আমায় কিছু বলো না। আমি কোন দোষের দোষী নই। ইত্যাদি।

গানের নমুনা,

যদি জীবন যায় হে দৌনের দৌনবন্ধু দারুণ বাণে,
কেমনে রয় হে দয়াময় নাম তব ত্রিভুবনে।
ত্রিগুণে ত্রিতাপ হব গুণনয় গুণাকর
তোমায় শরণ করেন হব সময় কাল হরণে।
তোমাতে সকলি বিধি বিধিরে দিয়েছেন বিধি
এ কেমন অবিধি বিধি এ বিধি অধীনে।
তোমাতে সকলি হয় সৃজন পালন লয়
কৃপণতা কৃপায় করো না করুণাদানে।

পুঁথিসংখ্যা ৩১৮। গঙ্গাবন্দনা, পদ। গোসাঞি বলভদ্র। লিপি ১২৫৮। খণ্ডিত। পত্রসংখ্যা ৫। আকার ৭"×৫"। ভনিতা, গোসাঞি বলভদ্রে ভনে কিঞ্চিং সাহস মনে কৃষ্ণের...ইত্যাদি। কীটদষ্ট।

পুঁথিসংখ্যা ৩৩৫। তথাহি-র পর, বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দো সহদিতো। গৌড়-দয়ে পূর্ণবস্ত্রো চিত্তোন্মদো তমোহৃদো। ২। অষ্টার্থ্য। ১খ [২ক না শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দো প্রভুং বন্দে ॥ কিংমশ্ৰুত্যা ॥ নাথর্য মাধুর্য বোহার অবা [খণ্ডিত] মাপ্রিত ॥ সহোদিতো ॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ নিত্যানন্দো একত্র যেকশহ উদয় ইহায়েছেন ॥ শে কো [খণ্ডিত] কার্যর্গবে : অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে : সকলজনকার্ধ্যো : কস্তপমুত্তেজস্বরার্ধ্যো : সপ্তম বৈভব : শুভ-মঙ্গ্যাধিকার ॥ চতুর্দশ ভুবনান্তরে : ভুলোকেষ্টে : ধরনিক্ষেত্রে : জম্বদীপে : মহুত্তরূপে :

ভাগবতবর্ষে জিভ্রনহর্ষে : পূবনরমিধ্রে : বিধিকৃতশাশ্রে ॥ সচিমন্দিরে : শুভধনীতিরে :
 নবক্ষিপ গ্রামে : বিশ্বস্তরনামে : বিশ্বরূপ ধামে : শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত নামে ॥ গোত্র[র]মণ্ডলে
 ক্রীউ[দ]রাচলে : দি[জ]রাজকূলে : স্বর্ধ্যচন্দ্র দ্বোই উদিত ॥ না দিবাকরো নীলাকর তির্থা-
 বরে রবিচন্দ্র ॥ নিশাগতে : দিবাআরম্ভে ॥ পুষ্পবস্তো ॥ স্বাপরযুগে : শ্রীরাধাকৃষ্ণ : রাশাদি
 বেহার ॥ পূর্ণচন্দ্র উদিতে : অথ পুষ্প বিকশিতে : ভাবরাশাদি : বেহার ॥ কলিদিবা
 আগতে : গগনমণ্ডলে : পূর্বে শৈলে : অরুনছটা : দিগ্ধমানো : দিবারাতো ॥ এমন শমএ :
 পুষ্পপ্রফল : নাধা পর : নিত্যানিলাপুষ্প ॥ না উজ্জচন্দো : কুশম শুগন্ধো ॥ তৎরবি উদয়ে :
 পদ্মপ্রফল শুগন্ধো ॥ কৃষ্ণ ২ক] লিলাগতে : শুক্লাপক্ষারম্ভে ॥ শুক্লগৌর ক্রমেন : শুক্ল-
 তিশা ॥ গৌরপ্রফুল্লতা : নবদিপনগরে : লাবন্যরূপ কল্পবৃক্ষে : নবধাভক্তি মূলে :
 প্রেমাস্র প্রফুল্ল্য ॥ চিতৌকথনং : অত্যাশ্চর্য্য : চতুদশলোক : চমৎকার ॥ সঙ্কো কিং ॥
 না সুখদ : সর্ব জিবাতিসু দাঅক ॥ আর সর্বহিতকারক ॥ তমুদো ॥ কিং ॥ যগমাআ
 আকানাদি : তমনাশাঅচ : আর যুগধর্ম : সংকির্তনাদি : সপ্রেমভক্তি : প্রকাশয়েৎ ॥ আর
 এ অর্থাণ্ডে কিরনাক দিপ্তা ॥ তথাহি ॥ যদবৈতং ব্রহ্মপ্রনীসদি : তদপশ্য তদুভা যযাতা
 অস্তজ্জামি পুরুষ : ইতি সৌহৃতা : সবিভব ॥ সউৎসর্ঘ্য : পুণ্য ইহ ভগবান শশ্বরমঅং :
 ন চৈতন্ত্যং কৃষ্ণার্জুগতি : পরতর্ভ পরমিহ ॥৩৥ যদবৈতং ব্রহ্মপ্রনীসদি ॥ কথনং ॥ যাগত
 পালনহেতুনা যদ্বিতি অব্রহ্ম স যেক ব্রহ্ম জ্যোহৌ ব্রহ্মপালকহেতু ॥ যার মহিমা উপনীসদে
 বেদয়াগম পুরানে ননীস্তয় যথা ॥ অপিত জ্ঞানকর্মপাসকানাম্ ॥ তদপশ্য কিং ॥ আদি অপুরুষ
 আর তর্ভ ব্রহ্মাদি বিষ্ণু এবং সর্ব দেবগনের অগোচর হএন [খণ্ডিত] ন হেতু সেই আদি
 পুরস তা হঅ ॥ আর অর্ধদেবে পশুতা করেন ॥ যথা অহুভাকথনং [খণ্ডিত] ২খ] [৩ (৭)ক
 চোদ টকা (?) ব্যতিরেক ব্রহ্ম জাহা বিনে আর দ্বিত্তিঅ ব্রহ্ম নাঞি ॥ এমন জে অদিত্তিঅ
 ব্রহ্ম বেদাগমপুরানে ত[খণ্ডিত]দি সর্বসাঙ্গে বেদ অগ্রে বেদশ্রীয়োমনি মিমামসা করিয়াছেন ॥
 আর জ্ঞান ভাবনাতে গম্য করে[খণ্ডিত]বল যোতিমঅ ব্রহ্ম বিতিরেক আর কেহ হঅ না ॥
 এমন জে ব্রহ্ম প্রদার্থ যার প্রভা হৈতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের বৈভবাকি না ঐশ্বর্য্য হএন
 তিহো এই ত্রীকিষ্ণচৈতন্তের অঙ্গপ্রভাদিপ্ত কিরণ জে তা হয়েন ॥ আত্মা অজ্ঞান্যামি
 পুরুষ ইতি ॥ কথনং ॥ ন জ্যোহৌ পরমাত্মা তেই সর্ব অস্তর্ধ্যামি পুরুষ ॥ যার নীলপন
 করিঞাছেন সংকাজোগাদি সাক্ষে সনকাদি মুনিয় যোগেন্দ্র সকল এবং ধ্যান যোগোমন্ডে
 গম্য করিআছেন ॥ স্বয়শ্রাং কিং ॥ হৃদিপদ্মে কমলাশনে সং চিং আনন্দ পুরুষ ॥
 সবিভব ॥ কিং ॥ এমন জে সং চীং আনন্দ পুরুষ ॥ তেহো স্বারয় জন্ময় কিটপদ্মকদি
 জলচর ফলচর সর্বভূতে নিকাল করেন ॥ এমন জে আদ্যারম তিহৌ এই ত্রীকৃষ্ণ-
 চৈতন্ত্যচন্দ্রের অংশের বৈভব রূপ ঐশ্বর্য্য তা হন ॥ শাউলোঠো পুয়ার ॥ কি ॥ শত্রীকৃষ্ণ

চৈতন্যচন্দ্র তার ভদ্রক আত্মা ॥ শ্রীবলরাম ॥ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র এক] [৩৭ শ্রীকৈবল্যদি-
 চন্দ্র ॥ শ্রীগদাধর পণ্ডিত ॥ শ্রীবাণদেব যোশ ॥ শ্রীবাস পণ্ডিত ॥ স্ব স্ব অর্থঃ ॥ কি ॥
 জিহৌ ছাষ ঐবর্ধো পূর্ণ তিহৌ এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য স্বয়ং ভগবান ॥ সর্ব অবতার
 সিন্ধোবানি ॥ এই প্রিথিবিতে মহুগুরুণে অবতির্ণ হইলেন ॥ ন চৌতন্ত্যং কৃকাং ॥ কবনং ॥
 ...এই যগৎ সংসারে পরম ইন্সার তা হন ॥ ইহা হৈতে উৎকর্শি বস্ত আর
 নাঞি ॥ তথাহি ॥ অনপ্রিত চরিং চিরাং করুনা আবতির্ধ্য কলৌ ॥ শমর্পণতু
 মর্ষোতো জলরসাং স্বাভক্তিপ্রিঅং ॥ হরিঃ পূরট চন্দ্র দুতি কনক সান্দীপতঃ সনাতন
 কন্দরে বফর ভব সচিনন্দন ॥ ৩ ॥ ...কদাকশ্রিনকালে যেসব প্রেম ভক্তি চরিত্র এমন [খণ্ডিত]
 মভক্তি ॥ নৈঞা চিরকালের প্রেমভক্তি জেবে সমর্পন তা করিলেন ॥ করুনা অবতির্ণ
 কলৌ ॥ কিং [খণ্ডিত] করুনাতে কৃপাবতিরৌ তা হইলেন কলিজুগে সর্ব জিবে সমর্পন তা
 করিলেন ॥ স[খণ্ডিত] ৩৭] [৪ক সকল জিবে সমতা ভাব তা করেন ॥ মর্ষতো জলরসাং ॥
 কিং ॥ মর্ষোতোজল জে রশ ॥ সে কেমন ॥ সর্ব উৎকর্শ সর্বা আকর্ষন ॥ মহামদক
 মহারামন ॥ শ্রীনন্দনন্দনের জে সূর্যমাধুর্ধ্য জে সে মহাজল রূপদিশায়মান ॥ জে রূপে
 মন্থের মনকে মখন করেন ॥ এমন জে উজল রশরাজ শৃঙ্গার তার আশ্রয় হইয়াছেন
 শ্রীরাধিকাজিউ ॥ অতএব আহলাদিনী সক্তিরূপ জে আশ্রয় তাহা শ্রীকৃষ্ণকে
 আশ্বাদন করান ॥ অতএব তাকে উজ্জল রশ কহি ॥ সেই রশেতে শ্রীরাধিকা
 নিত্যগ্নান করেন ॥ লাবণ্যমৃত ॥ তারুণ্যমৃত ॥ কারুণ্যমৃত ॥ আর পঞ্চগুন ॥
 পঞ্চবান খেপন করেন ॥ সঙ্ক ১ ॥ গন্ধ ২ ॥ রূপ ৩ ॥ রস ৪ ॥ স্পর্শ ৫ ॥ বানপঞ্চ কিং ॥
 শুভ্রন ॥ উন্মাদ ॥ মোহন ॥ সোশন ॥ উচ্চাটন ॥ ৫ ॥ এই পঞ্চবানে মহা আকর্ষণ
 হৈয়া দুহ অহুরাগে নিত্যমাধুর্ধ্য আশ্বাদন করেন ॥ রূপমাধুর্ধ্য ॥ গুনমাধুর্ধ্য ॥ নিলা-
 মাধুর্ধ্য ॥ বিলাসমাধুর্ধ্য ॥ ইহাকে শুর্কমাধুর্ধ্য কহি ॥ ইহাকে শুর্ক পরকিআ কহি ॥ আর
 গোলোকের প্রে[খণ্ডিত]শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার ব্রজের সহ নিত্য করেন ॥ বেহার ব্যবহার ॥ এমন
 জে প্রেমভক্তি ॥ নিত্যনীলাঅ আদি অপ্রেমামৃতো ॥ জার অনন্ত কোটি ব্রজাঙ্গাদি নারদ
 শুক শনকাদির দ্বলভ ॥ জাহাতে আপনে চমৎকার হয়েন এমন জে শ্রীমতি রাধিকার প্রেম
 প্রনমহিমা আরভদিঅ ॥ তত প্রেম তৎস্বরূপ এই তৌন বাকা লৈঞা ৪ক] [৪খ [খণ্ডিত]
 হইয়া ॥ শ্রীচৈতন্যনাম ধারন করিঞা ॥ হরিন্মনৌ হকার করিঞা আর সর্বজিবে চেতন
 করিআ চিরকা[খণ্ডিত] আদিঅ উজ্জলরশ ॥ শা ভক্তি প্রেম বিতারণ জে তা করিলেন ॥
 শাভক্তিপ্রিঅং ॥ কিং ॥ না কলি ধোর তমচ্ছ' জিবে করুনা করা ॥ উত্তমা সর্বজিবে
 গোলোক ঐবর্ধ্য মাধুর্ধ্য নামলিলা গুনচরিত্র সংকির্তনাদি ॥ সর্বপ্রকারে শমর্পনতা
 করিলেন ॥ শেখরতের অগোচর ॥ অকাদশ সিদ্ধি ॥ আর চতুবিধা ভক্তি ॥ আর জে

কর্মজ্ঞান যোগস্বয়ংক মিশ্রিতা ভক্তি এ শকল সাধনের অপ্রাপ্তি। সে পরম গোপনীয়
 গুহ্যভিগুহ্য ॥ হরি ॥ কিং ॥ হরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র তেঁহেই হরি সিংহ অবতর্ণ ॥ কোথা ॥
 নবদ্বীপে উদঅগীরি সিংহরকন্দরে। হরি বিরসিংহ কেশরিবং গজ্জর্ন ॥ হরিধ্বনৌ ॥
 সিংহনাদ ॥ বিরসিংহ চূড়ামনৌ ॥ শ্রীকৃষ্ণ ॥ বিক্রমচতুর্বিধ প্রকার। মুক্তবির দমাবির ধর্মবির
 কুপাবির ॥৪॥ পাশগুদলন কারন নীজ প্রেম ভক্তিদান দীনহিনের পরিতান ॥
 দারিত্র্যগুণ আর নীজ ধর্মস্থাপন বির সর্জ্য অন্তসান্ত ॥ পতক ॥ শ্রীমতদ্ভাগবত ॥ নিশান
 মুদ্রক করতাল ধ্বজা তিলক মালা নোহসিল ॥ মোহরহার। আগুমান শ্রীমদৈতচন্দ্র
 সেনাপতি শি নিত্যানন্দচন্দ্র ॥ সেনা শ্রীবাসাদি পারিসদ ॥ ৪থ]

পুঁথিসংখ্যা ৩৮০। রামায়ণ। কবিচন্দ্র। ভনিতা, রচিলেন কবিচন্দ্র রাঘবকির্জন,
 নায়েকে করিবে দয়া কৌষল্যানন্দন।

পুঁথিসংখ্যা ৩৮১। তুলসীচরিত্র। দ্বিজ ভগীরথ। লিপিকাল ১১২০ সাল। ভনিতা,
 হুন হুন ওরে ভাই মন দেহ ইথে, তুলসির মাহাত্ম্য কহে দ্বিজ ভগিরথে।

পুঁথিসংখ্যা ৩৮৬। গঙ্গাবন্দনা। দ্বিজ নিধিরাম। সঅক্ষর শ্রীধ্বারাম দেবসম্মনঃ।
 পঠনার্থ শ্রীমহেসচন্দ্র দেবসম্মনঃ, সাং গোপালপুর, পরগনে সমরসাহি, সোন ১২৩২ সাল।
 দ্রষ্টব্য বর্তমান পুঁথিসংখ্যা ৪৪৫ ও ক ১৫৮৮, ১৪২৩। ভনিতা, ভনে দ্বিজ নিধিরাম
 পুরহ মোনের কাম জেন তারিনি বলিতে প্রান জায়।

পুঁথিসংখ্যা ৩৮৮। দাতাকর্ণ। কবিচন্দ্র। লিপিকর শ্রীগরিবদায় মণ্ডল। লিপিকাল...।
 পঠনার্থ শ্রীনারায়ন মণ্ডল। ইহার দক্ষিণা কাগজ যুদ্ধ ১/১০ সাড়ে পাচ পোন কোড়ি।

পুঁথিসংখ্যা ৪০৩। যোগাচার বন্দনা। দ্বিজ বাহ্যারাম। লিখিতং শ্রীনবিন মালিক,
 সাং লাউগ্রাম। পাঠক শ্রীমুচিরাম কোটাল, সাবুড়ে। সাং লাউগ্রাম। ইতি তারিখ
 ১১ বৈশেখ, রোজ রবিবার, বেলা দু পহর ক[া]লে হই এ কবিত্তে।

পুঁথিসংখ্যা ৪০৮। কালীমোহন ঘোষ মহাশয় কর্তৃক বিহুহরি হইতে সংগৃহীত।
 সংরক্ষক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক পুঁথিবিভাগে উপহৃত।
 ইভা বহু পুঁথিখানিকে চারিখণ্ডে নকল সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন।

পুঁথিসংখ্যা ৪১৮। রামায়ণে খুদ্রামের ভনিতা, কিত্তিবাস পণ্ডিত কি কবিত্ত
 মনহর, খুদ্রাম (?) রচিল দেবের পাঞা বর।

পুঁথিসংখ্যা ৪৩১। সত্যনারায়ণ পাচালী। শিবরাম রাজ। ভনিতা, জননী দুহিতা
 দুহেই কান্দিয়া ব্যাকুলী, শিবরাম রাজে বলে সত্যপিতের পাচালি।

পুঁথিসংখ্যা ৪৪২। গঙ্গাবন্দনা। দ্বিজ কবিরাম। লিপিকাল ১২১৫ সাল। ভনিতা,
 ভনে দ্বিজ কবিরামে পুরহ মোনের কামে এই নিবেদন জুয়া পায়, জেন মরনের কালে
 মালি গঙ্গার সলিলে বলি ভবানি বলিতে প্রাণ জায়।

পুঁথিসংখ্যা ৪১৮। কোন তিন তিন মন্ড। নমুনা, কোন তিন তিন মন্ড ভাই কোন তিন তিন মন্ড, বাদলভাঙ্গা হাট বাজুভাঙ্গা খাট বুড়া মেয়্যার ঠাট, এই তিন তিন মন্ড ইত্যাদি। তথৈব গড়ার ঘাটের জিঞা বিহানহাঙ্গা মেয়্য। ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪৬২। কলিকালের ছড়া। কবিচন্দ্র। আরম্ভ, আগে নান করিতেন পূজা করিতেন মাথায় জবার কুল, এখন হরিমন্দির কাঠমালা বৈকুণ্ঠ ঠাকুর। ভনিভা, দেখিআ হইলাম স্তব্ব ইকি বিপরিৎ, কবিচন্দ্র কহে এই কলিকালের রিং।

পুঁথিসংখ্যা ৪৭১। দোহ।। সনাতন, কবীর। পুতি পড়কে খুতি ভের মালা জপ জপ শের, কয়েয়া ডয়েয়া ভার শোনাভন ঘুচাও মনকী কের। কেরা কহো কবির কবির, আগে পুছ আপ স্বরির, ভব কহোগে দাশ কবির। ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪৭৫। গণেশবন্দনা। দ্বিজ বদন যিশ্রী। ভনিভা, ভনে দ্বিজ বদন যিশ্রী শ্রীগুরুচরণ স্বরনে উচ্চার করহ এই সমনের ভর।

পুঁথিসংখ্যা ৪৭৭। বাড়ীর জাতিনির্ণয়। আরম্ভ, দীর্ঘপ্রস্তু হাখে মাপিঞা করিঞা এক, বামে পুরিঞা তাহা দেখ। বস্তুতে হরিলে থাকে যে, বাড়ীর জাতি হয় সে। ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪২০। প্রশস্তিপত্র। কুঞ্জরাম চক্রবর্তী। আ. ১৭৫ বৎসর আগের। ঋণ্ডিত। পত্র ১। আকার ১২৫" X ২৫"। আরম্ভ, গোয়ালপাড়া নিবাসী শ্রীকুঞ্জরাম চক্রবর্তী সদাসয় ইত্যাদি। [১খ ঘাটু কি কব তোমার কুল, ভিত্যা কৈল আখামূল। শ্রীধর সমান ছিল ডাক বিধি কুলে হৈল বাম ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪২২। আগমনী গান। অজ্ঞাত। আরম্ভ, বাবে বাবে বল রানি গৌরি আনিবারে, জানতো জামাতার গুন অশেষ প্রকারে। ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪২৪। গান। রামানন্দ ঘোষ (?)। আরম্ভ, ভয় করি যা তোরে বলি থাকতে নারি ভাঙ্গা ঘরে। আর ঘরের দেল ফেলে জে রে ছটা মুসিক ঢুকে ঘরে। ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৪২২। অশৌচ ব্যবস্থা। আ. ১৭৫ বৎসর আগের। ঋণ্ডিত। পত্র ২। আকার ১৩৫" X ৩"। আরম্ভ, জন্ম মরনে সগোত্রে সংপূর্ণাশৌচ হয়। ব্রাহ্মনের দশম দিবস ক্ষেত্রিয় বার দিবস বস্ত্রীয় পঞ্চদশ দিবস। শুভ্রের একমাস সমানাসৌচ হয়। ইত্যাদি।

পুঁথিসংখ্যা ৫০০। লিপিকর শ্রীরাধাকৃষ্ণ সিংহ। সাং তপসপুর। সন ১১৭৫ এগার সও পচর্ভরি সাল গন্ত পুনশ ১১৭৬ সাল হইল চৈত্র হইতে সন সপ্তমে কেরে নাকী ভাং ৫ চৈত্র মো উল্লখী (?)।

ভূমিকা পৃষ্ঠা *১৭। কবি কর্ণের জীবিতকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ও আটদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে।

ভূমিকা *২০ পৃষ্ঠার ১২ সংখ্যক শালঙ্গিকা। সত্যনারায়ণ সম্পর্কে ভাষ্যের বীণেশ্বর সত্যকার মহাপুরুষকে লিখিত ইংরেজী পত্রাবলী হইতে সংকলন,

মহারাষ্ট্রে সত্যনারায়ণ পূজা বহুল প্রচলিত। এখানে সত্যনারায়ণের বিশেষ কোনো মূর্তি নাই; নিত্যপূজাও হয় না। সত্যনারায়ণ বিকুম্ভিরই প্রকারভেদে বলিয়া মূর্তিত। ইহা কাম্যপূজা। বিশেষ কামনার মান্ত করিয়া কামনা পূর্ণ হইলে পূজা করা বিধি। কোনো কোনো স্থানে আবার সাময়িকভাবেও পূজা হইয়া থাকে। বোম্বাইএ কলের এবং অস্ত্রাঙ্গ স্থানের ত্রিভুজগণ সমবেতভাবে জাঁকজমকে ও সোৎসাহে পূজা করিয়া থাকেন। পূজা-কথা নামে সংস্কৃত বই ছাপা আছে। এবং মহারাষ্ট্রে সর্বত্র ইহা পাওয়া যায়। সত্যনারায়ণের ধারায় সত্যবিনায়কের পূজাও এখানে প্রবর্তিত হইয়াছে। সত্যনারায়ণের এক মারাত্তি রূপ আছে, তাহার নাম সঙ্গীতসত্যনারায়ণ। ইহার কথা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মারাঠি সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্বিশেষে সকলেই এখানে সত্যনারায়ণের পূজা করিয়া থাকেন। (লিখিত ১-৪-১৯৫১, জি. এইচ. ধারে, অবৈকক, ভারত ইতিহাস সংশোধক মণ্ডল, পুণা)।

পুণার ভাণ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে পি. কে. গোডে ৬-৪-১৯৫১ তারিখে লিখিত পত্রে জানাইতেছেন, সত্যনারায়ণ পূজা ও কথা সম্পর্কিত গ্রন্থের সংস্কৃত সংস্করণ, গুজরাটী প্রিন্টিং প্রেস, সাহুন বিল্ডিং, এলকিনস্টোর মার্কেট, কোর্ট, বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মারাঠি সংস্করণও পাওয়া যায়।

কর্ণাটকে সত্যনারায়ণ বিশেষ জনপ্রিয় দেবতা। এখানে সত্যনারায়ণের আধ্যাত্মিকতা আছে। তাহাতে মোট গল্পকাহিনী আছে পাঁচটি। ব্রতের কর্তা ও প্রোক্তার পুণ্যকল প্রাপ্তির কাহিনী এই গল্পগুলিতে বিবৃত হইয়াছে। সত্যনারায়ণের একটি পট মাঝিরা তাহার সম্মুখে একটি কলস স্থাপন করিতে হয়। তাহার উপরে দিতে হয় একটি নান্নিকেল। ইহাই পূজার প্রথম বিধি।

কানাকী ভাষায় সত্যনারায়ণ পূজা-কথা নামক বই, নারসেবী বুক সেলার, পাণ্ডী চক, ধারওয়ার হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই পূজা মহারাষ্ট্রে বহুল প্রচলিত। হুতরাং অহুমান হয়, কর্ণাটকে এবং দক্ষিণ ভারতে মারাঠা বিশেষতঃ শেণেরয়া শাসনের সময়ে সত্যনারায়ণ পূজার প্রচলন হইয়া থাকিবে। এখানেও ইহা কাম্যপূজা; বিশেষ করিয়া সন্তানসীমা সত্যনারায়ণকে দেবোত্তম শ্রীহরিরই দৈনিক রূপ বলিয়া মনে করেন।

(লিখিত ১০-৪-১৯৫১, আর. এস. পঞ্চমুখী এম-এ, অধ্যক্ষ, কানাড়া রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ব্যারোদার)।

ভূমিকা #২২ পৃষ্ঠা। পুঁথিসংখ্যা (৭৮) ভবানীদাস ঘোষের রাধাকৃষ্ণ-বিলাসের পুঁথির বিষয়বস্তু হইতেছে দানখণ্ড-নৌকাখণ্ড।

॥ পরিশিষ্ট (খ) ॥

॥ তপনমোহন-সংগ্রহ ॥

(নব আবিষ্কৃত কবিকুল ও কবিকৃতি)

১ পঞ্চাননমঙ্গল

রচয়িতা দ্বিজ রঘুনন্দন

পুঁথিসংখ্যা ১, ৫৭, ৬৯, ৯৮, ১৫৯, ১৯০, ২১৬। পরিচয়,

- (১) দ্বিজ রঘুনন্দন বলে শুন পঞ্চানন নায়েকের তরে প্রভু করহ কল্যাণ।
 (২) শ্রীরঘুনন্দন বলে পঞ্চাননের পায় হরি হরি বল সতে আগরণ হইল সায়।
 বিপ্রবর্গে মহাপ্রভু না ছাড়িবে দয়া জমিদারবর্গে দিবে চরণের ছায়া।
 বোলজানাবর্গে রক্ষ রায় গুণমণি নাএকেরে ধনপুত্র বাড়াবে আপনি।
 অবশেষে গাএনে বাএনে মাগি বর হাতে দিবে তালমান গলায় মধুর
 স্বর। ইতি

লিখিতঃ শ্রীরামকান্ত পণ্ডিতঃ, সাকিম খুর্চট,^১ ২৫ অগ্রাণ, শুক্রবার, ১ পর বেলা, তিথি ত্রয়োদশী। ইতি সন ১২০২ (?) সাল।

২ শীতলামঙ্গল

রচয়িতা দ্বিজ হরিদেব

পুঁথিসংখ্যা ২, ৭, ৯, ১০, ১৯২। ৭ সংখ্যক পুঁথির নাম শীতলার সারি পদ্ম। পরিচয়,

- (১) শীতলা চরণ তলে দ্বিজ হরিদেব বলে রাখিবেন শরচ্ছায় দিয়া।

^১ বর্তমান হাওড়া সহরের মধ্যবর্তী অংশ খুর্চট নামে পরিচিত।

৩ রায়মঙ্গল

রচয়িতা দ্বিজ হরিদেব, বলরাম

পুঁথিসংখ্যা ৪৫, ৫১, ৫৫, ৭২। পরিচয়,

- (১) রায়েব মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব গায়।
- (২) হরিদেব বলে রক্ষ্য দক্ষিণ ঈশ্বরে।
- (৩) শিশুবুদ্ধি কী বলিব আর।
- (৪) দ্বিজ হরিদেব ভনে রায়েব মঙ্গল গ্রামবর্গে কর কৃপা সিবকবৎসল।
- (৫) হরিদেব বলে রক্ষ্য ভৈরবনন্দন।
- (৬) কৃপা কৈলা হরের নন্দন।
- (৭) হরিদেব বলে রায় তুমি সন্তে সখা সঙ্ঘ্যাকালে পথমধ্যে তুমি দিলে দেখা।
- (৮) সবাক্কে রাখিবে কল্যাণে।
- (৯) হরিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম বলরাম জঠরধারিণী মাতা ভাগ্যবতী নাম।
- (১০) হরিদেব বিরচিল মধুর ভারতী রামকৃষ্ণে রক্ত তবে ঝোড়হাটে বসতি।
- (১১) শ্রীবিজ্ঞাধরের পুত্র ঝোড়হাটে বসতি।
- (১২) হরিদেব বলে সার রায়েব চরণ।
- (১৩) শ্রীবিজ্ঞাধরহৃত শাস্ত্রগীন মুখ হত হরিদেব কৈল বিজ্ঞাপন।
- (১৪) বাণ বেদ ঋতু চন্দ্র শক পরিমিত এই শকে হরিদেব সমাপিল গীত।

বাণ=৫, বেদ=৪, ঋতু=৬, চন্দ্র=১; সর্বত্রকুনে ১৬৪৫+৭৮=১৭২৩ খৃষ্টাব্দ।

কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথির লিপিসমাপ্তির তারিখ ১১২৯-৩২ সাল।

বলরামের ভনিতা,

- (১৫) রায়েব চরণ সার ইহা বিনে নাঞি আর দ্বিজ বলরাম স্বরচন।

৪ ধর্ম্মমঙ্গল

রচয়িতা যাদব পণ্ডিত (জাহ্ননাথ, ষড়নাথ)

পুঁথিসংখ্যা ৩৩, ৪০, ১০২। পটমঞ্জরী ইত্যাদি রাগরাগিণীর উল্লেখ আছে।

পরিচয়,

- (১) বন্দিআ পণ্ডিত রাম জাহ্ননাথ গায় ভক্ত সেবকে ধর্ম্ম হও বরদায়।
- (২) কহে ধর্ম্মদাসের নন্দন।

২ হাওড়া জেলার পদ্মাতীর্থ রাজপঞ্জের সন্নিহিত।

- (৩) প্রভুর কৃপার ফলে যদুনা ঋতু ক্রিতিলে যাদব পণ্ডিতে ভনে ।
- (৪) বন্দিয়া পণ্ডিত রাম যাদুনাথ ভনে খেলাসামে ধর্মরাজ রাখিবে কল্যাণে ।
- (৫) রামাঞ্জি সম্বন্ধ নিরঞ্জন

বন্দিয়া তাহার পায় শ্রীজাদুনাথ গায় পায় কর লইছে শরণ ।

- (৬) ধর্ম্মে[র] মঙ্গল গান জাদু ধর্ম্মদাস হস্তিনাএ পূজা রাজা করিল প্রকাশ ।
- (৭) দামোদর পতি পিতা দোমেতে* আলয়, পুণ্যবান বিনোদনাথ তাহার তনয় ।
হতমূর্খ যদুনাথ তাহার সম্বন্ধি সংবেগে রচিলাম প্রভুর মঙ্গল ভারতী ।
শক্তি পূ...ঙ্গল জাহা আনয়নে শুনিয়া নাএকে শ্রীতি রাখিবে কল্যাণে ।
ঢাক শব্দ বাজ কর জয় দেহ নারী মঙ্গল [স]মাপ্ত হইল সভে বল হরি ।
নিবেদিল জদুনাথ ধর্ম্মপদ চিত সমাপ্ত হইল প্রভুর বারো দিনের গীত ।

ইতি ধর্ম্মমঙ্গল সমাপ্ত । অথা দিষ্টং তথা লিখিতং । ভ্রমস্তাপি রণে ভক্ত মুনিনাক
মতিভ্রম ॥ সন ১১৪৭ সাল, তাং ২২ বৈশাখ । সখা বুড়া.....সম্বন্ধর শ্রীবিজয় ব.....

- (৮) ধর্ম্মের মঙ্গল শ্রীজাদুনাথ গান ভক্তিভাবে শুন সভে ঘাদশ পুরাণ ।
- (৯) ধর্ম্মদাসের হৃত ধর্ম্মপদে অমুগত লইতন মঙ্গল শ্রবচনে ।
- (১০) নিবেদিল জাদুনাথ আগমপ্রকাশ ।
- (১১) কহে জাদব বন্দিয়া রামাঞ্জি ।

৫ শিবায়ন

রচয়িতা বিনয়লক্ষণ

পুঁথিসংখ্যা ৩৭, ৪৬, ৬১ । পরিচয়,

- (১) বিনয়লক্ষণ বলে সেবিআ শঙ্কর বর দেখ্যা মেনকার জলিল অন্তর ।
- (২) অভয়া লইআ কিছু শুনিব কাহিনী রচিল লক্ষণদেব সেবিআ ভবানী ।
- (৩) বিনয়লক্ষণ বলেন শিবের চরণে শিব বই ঠাকুর নাঞ্জি সমাল ভুবনে ।
- (৪) কেশবের চরণেতে বিনয়লক্ষণ গায় ।
- (৫) বিনয়লক্ষণ বলেন মহাদেবের বরে পুষ্পগ্রামে* ঘর রচে জাহুবীর
ভারে ।

৩ বর্তমান ডোমজুড় । হাওড়া-আমতা রেল লাইনে অবস্থিত ।

৪ জানা যায় নাই । বর্তমানে ফুলগাঁ বা এই ধর্ম্মের কিছু হইতে পারে ।

৬ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

রচয়িতা বিজ চণ্ডী

পুঁথিসংখ্যা ১১২। পরিচয়,

(১) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল খুঁইল পাঁচালির নাম।

(২) রচেন শ্রীচণ্ডি বিজ কৃষ্ণগুণগান নৃপতি ছত্রসিংহের কবিরেবে কল্যাণ।

(৩) রচেন শ্রীচণ্ডি বিজ বেতার নিবাস তব পাদপদ্মে প্রভু যোনে কর দাস।

৭ লক্ষ্মীমঙ্গল

রচয়িতা বিজ নরোত্তম

পুঁথিসংখ্যা ৪৪। পরিচয়,

(১) বিজ নরত্তম কহে কপালের লেখা আদাসে (?) মাএর সঙ্গে খাটরায় দেখা।

(২) বিজ নরত্তম গান কপালের লেখা কান্তিক মাসে পূর্ণমাস খাটরায় দেখা।

(৩) বিজ নরত্তম গান ভাবিয়া ভবানী খাটরায় দিলে দেখা হইয়া ব্রহ্মাণী।

(৪) লক্ষ্মীর মঙ্গল বিজ নরত্তমে গায়।

(৫) বিজ নরত্তম গান অনন্তরামপুরে ঘর পুত্র ত্রিপুরাদাস পৌত্র বিজাধর।

৫ মেদিনীপুর জেলার উত্তরাংশে গড়বেতা অঞ্চলে মঙ্গলাপাতা নামক স্থানে রাজা ছত্রসিংহের রাজধানী ছিল। ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে তিনি স্বাধীন রাজা ছিলেন। তাহার বংশধরগণ এখনও মঙ্গলাপাতায় বাস করেন। কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত তাহার ইংরেজ গভর্ণমেন্টের নিকট ভাতা পাইতেন। বর্তমানে পান কি না জানা যায় নাই। রাজা ছত্রসিংহ বিশেষ ধার্মিক ছিলেন এবং বিচার সমাদর করিতেন। অনেক পণ্ডিতকে তিনি সাহায্য দিতেন।

৬ বর্তমানের গড়বেতা পূর্বে বেতা নামেই পরিচিত ছিল। বেতাতে রাজা ছত্রসিংহের পূর্ব পুরুষ গড় নির্মাণ করায় নাম গড়বেতা হইয়াছে। স্থানীয় লোক এখনও বেতা বলিয়া থাকে। ইহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। বর্তমান সাহিত্যসম্ভার রক্ষিত ঐশিক গাঙ্গুলীর ধর্মসম্বলের বেলেটে পুঁথির (সংখ্যা ৫) দিগ বন্দনায় আছে, বেতার কুণ্ডরের বন্দি কুতুহলে [৩খ], বেতার বন্দিব জয় জয় সর্বমঙ্গলা [৪ক]; এবং রামদাস আদকের মুদ্রিত গ্রন্থে পাই। বেতার গড়ে বন্দিলাম রক্ষীগীবিশালা। কুণ্ডরের শিব বলিয়া শুনিয়াছি। বলা বাহুল্য সর্বমঙ্গলা ও রক্ষীগীবিশালা অভিন্ন এবং বোধহয় বাগুলীর নামান্তর। রামদাস বন্দিত বেতাতে “বেতাই” চণ্ডী বা বাগুলী হইতে পারেন। বাহাই ইউক, এখন আমরা বেতার বিজ চণ্ডী পাইতেছি। তাহার শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের হাদিশও মিলিতেছে। বাগুলীও রহিয়াছেন। হুত্তর আমরা এইদিকে চণ্ডীদাস-রসিকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি।

৭ বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম অংশে খাতড়া থানা। এখানে হুপুর রাজবংশের এক শাখা রাজত্ব করিতেন তাহাদের বংশধর অদ্যাপি খাতড়ায় আছেন। ইহা খলকুজের অন্তর্গত।

৮ হাওড়া জেলার গাববেড়িয়া থানার নিকট একটি গ্রাম।

সন ১২০২ সাল। লিখিতঃ শ্রীরামকান্তনাথ পণ্ডিতঃ। গ্রাম খুর্কট। ২ মাঘ, তিথি চতুর্থী, সোমবার ১ পর।

৮ লক্ষ্মীচরিত্র

রচয়িতা তুলসীনাথ খাঁ

পুঁথিসংখ্যা ৬৫, ৬৬। পরিচয়,

(১) তুলসীনাথ বলে দ্রুত ভক্তি করি লক্ষ্মীচরিত্র সাজ হইল বল হরি হরি।
সন ১২১৩ সালের লিপীকৃত পুঁথি।

৯ রায়মঙ্গল

রচয়িতা দয়ালদাস

পুঁথিসংখ্যা ২২। পরিচয়,

(১) ঘোড়া মলো আমাদেব হলো সর্বনাশ রায়ে[র] পদ ভাবি
কহে শ্রীদয়ালদাস।
(২) কবিতা দয়াল বলে স্নেহের মঙ্গল জ্ঞান বাছিয়া রাখে তার এই ফল।
(৩) কহেন দয়াল কবি ভাবি পঞ্চানন।

১০ শিবায়ন

রচয়িতা কৃষ্ণদাস

পুঁথিসংখ্যা ৪১, ২১। পরিচয়,

(১) কে দেখিবে কে শুনিবে কে বুনিবে ধন্য আমি কত জানি
নাঞি ভিক্ষা বই অন্ত :
সকলে বল গুণ করিতে হৈল ছিটি কৃষ্ণ ভনে নাএকেরে কর
কৃপাদি[টি]।
(২) কৃষ্ণদাস বিরচিত হরের মঙ্গল প্রেমধারি হরপদ চিন্তিয়া কমল।

১১

রচয়িতা স্বরূপদাস

পুঁথিসংখ্যা ২০। পরিচয়,

(১) স্বরূপদাসেতে ভনে ভাবিয়া ভবানী বন্দনা হইল সাএ বাজ রস বেকী।
(২) স্বরূপদাসেতে ভনে নবি দুর্গার চরণে শ্রীহরিপ্রসাদে ইহা গাই।

১২ রামায়ণ

রচয়িতা কেশব মিত্র

পুঁথিসংখ্যা ১৬২। পরিচয়,

- (১) কেশব মিত্র রচেন গীত অঙ্কুর বাণী দুই ছাওআলের তরে এতেক সাঙনি।
- (২) কেশব মিত্র রচিল গীত অপূর্ব নির্মাণ।

১৩ মানিকপীরের গান

রচয়িতা জয়রদ্দি (জইদি), নোশর শহীদ

পুঁথিসংখ্যা ৪৭, ৪৮। পরিচয়,

- (১) গরীব জয়রদ্দি গায় মানিকের বরে, যেই শোনে ভনে মানিক দুয়া কর তারে।
- (২) গরীব জইদি গায়।
- (৩) গাইব মানিকের গুণ হৃদয় ভাবিয়া নোসর সহিদে ভনে দয়া কর সিয়া।

১৪ [পীরের] কালাম

রচয়িতা হু[দ]য়রাম

পুঁথিসংখ্যা ৪৯। পরিচয়,

- (১) একিদা নাবুর মনে যে জন কালাম শুনে

পরিপূর্ণ তার মনস্কাম

দিলে হয় খোসালিত হিন্দুরে সপিলে গীত

কালাম রচিল হু[দ]য়রাম।

১৫ সত্যপীরপাঁচালী

রচয়িতা বলভদাস

পুঁথিসংখ্যা ৫৪। পরিচয়,

- (১) কালিকাচরণ মনে মনে অপে রামা কহেন বলভদাস পার কর উমা।
- (২) কহেন বলভদাস হাজার সেলাম নাএকের পরিপূর্ণ কর মনস্কাম।
- (৩) সত্যপীরের চরণে বলভদাস গায় হাজার সেলাম যোর রহক তুয়া পায়।

১৬ লক্ষ্মীর (?) ব্রতকথা

রচয়িতা প্রাণবল্লভ

পুঁথিসংখ্যা ১০৬। পরিচয়,

- (১) ব্রহ্মসাপে মুক্ত হইল দেব মধবান বাণ ইন্দ্র শোলো শশী ইহাতে প্রমাণ।
প্রাণবল্লভ ভনে সেবি নারায়ণী প্রণাম করহ সতে দিয়া অম্বধনি।
ইতি ব্রতকথা সম্পূর্ণ। সন ১১৩৭ সাল। সাং পাঁচপাড়া।

১৭ পঞ্চাননমঙ্গল

রচয়িতা দ্বিজ দুর্গারাম

পুঁথিসংখ্যা ১০০। কেবল বন্দনা অংশ পাওয়া গিয়াছে। অতিজীর্ণ ও কীটদষ্ট পুঁথি। পরিচয়,

- (১) ভ্রম স্থানে স্থান প্রসিদ্ধ বৈনান^{১০} স্থান দশঘরা^{১১}.....
আজি কামারহাটি^{১২} মুণ্ডুন্ধিঅ (?) দিষ্টি.....
ভাবি বাত্র দিনে দুর্গারাম ভনে আপদ পালাবে হরি বল সর্বজন।
সঙলুকের^{১৩} বাকুড় রাএর বলিহু চরণ, দামুদর নদীতে [যারে] দিলেন

দরশন।

১০ ইহা শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের পশ্চিমে ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত।

১০ বর্দ্ধমান জেলার রায়না ধানার অন্তর্গত। বর্দ্ধমানে ছোটবৈনান নামে পরিচিত। এখানে পঞ্চাননের পাট এখনও বিখ্যাত। গভর্ণমেন্ট-সংগ্রহ (এশিয়াটিক সোসাইটি) পুঁথিসংখ্যা ৫৬৮৫, মনোহরদাসের পঞ্চানন-মঙ্গল। তাহাতে পঞ্চানন ঠাকুরের বন্দনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রভুর আপন বাটি বইনান-কামারহাটি তেজি আইস আমার আসরে, আসর করিএ ঘটে মন-দেহ গীতনাটে পূজা লহ কৃপা অমুসারে। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য ঊষ্টবা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম. খণ্ড (সেন) পৃ ৭২২ ও ৩-৭-১২৪৭ তারিখে সঙ্করের মল্লিখিত প্রতিবেদন)। এই গ্রামে বাদশাহী সড়কের ধারে প্রায় এক মাইল ব্যাপী একটি দীঘি রাজা ছত্রসিংহের নামে কীৰ্ত্তিত আছে। ইহার নাম ছাতা দীঘি।

১১ হুগলী জেলার তারকেশ্বরের নিকট বেঙ্গল প্রভিসিরােল রেল লাইনের একটি স্টেশন। ইহা বর্দ্ধমানেও বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম।

১২ বর্দ্ধমান জেলার রায়না ধানার অন্তর্গত ছোটবৈনানের নিকটবর্তী। পঞ্চানন সেখানে বাগদী পণ্ডিত কবুর্ক পণ্ডিত হইতেছেন। রায়না:চক্রবর্তীর বিগ্. বন্দনাতেও কামারহাটির পঞ্চাননের উল্লেখ আছে। সম্ভান কামনার "পঞ্চাননের দুয়ার ধরিতে" এখনও সেখানে অসংখ্য পূজাধিনীর ভিড় হয়। কামনা সিদ্ধ হইলে পুত্রসন্তানের ষাণশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার পর পুত্রের মাখার পবিত্র (মাপিতের স্পর্শ বিবর্জিত) চুল ও পারের ময়পূত লোহার "ডাড়কো" নামাইয়া, তৎসহবোধে "ডাঞে-বাঞে" জোড়া পাঠা দিয়া, জোড়া ঢাক বাজাইয়া ধুমধামে "মানসিক" শোষ করিয়া আনিতে হয় "ঈবার মাড়ো"-তে সপারিধারে গিয়া।

১৩ হুগলী জেলার তারকেশ্বরের নিকট দামোদরতীরে অবস্থিত।

১৮ বন্দনাপালা (ঈশ্বরীমঙ্গল ?)

রচয়িতা রূপরাম, দ্বিজ গন্ধারাম

পুঁথিসংখ্যা ১২। পরিচয়,

- (১) মউরভট্টের পদ মনে ভাবি অবিরথ শ্রীযুৎ রূপরাম গান।
- (২) বিষম ধর্মের মায়া কহেন না যায় ঈশ্বরীমঙ্গল দ্বিজ রূপরাম গায়।
- (৩) দ্বিজ গন্ধারাম গায় রাজবল্লভীর পায় হরি হরি বলো গো বন্দনা হইল।
গায়।

১৯ গৌরীমঙ্গল

রচয়িতা কবিচন্দ্র মিশ্র

পুঁথিসংখ্যা ৫২, ৫৬, ৭৬, ১০২। পরিচয়,

- (১) কবিচন্দ্র মিশ্র বলে গৌরীমঙ্গল, শুনে আপদ খণ্ডে পাই কৃষ্ণকল ॥ নাটরাগ ॥
- (২) কবিচন্দ্র মিশ্র ভনে চিন্তিআ চণ্ডীর চরণে।

২০ পঞ্চাননমঙ্গল

রচয়িতা শঙ্কর

পুঁথিসংখ্যা ২১৮। পরিচয়,

- (১) পঞ্চানন্দের পদ সেবি শঙ্করেতে কয় হরি হরি বল সবে হগ পাশকয়।

২১ লক্ষ্মীচরিত্র

রচয়িতা গুণরাজ খান (শিবানন্দ কর ?)

পুঁথিসংখ্যা ১১। পরিচয়,

- (১) হরির চরণেতে করিল নমস্কার লক্ষ্মীর চরিত্র এই করিল প্রচার।

গুণরাজ খান প্রণমিঞা হরিশ্বর পাঁচালি প্রবন্ধে কহে শুন সর্ব নর।

ইহা ছাড়া দ্বিজ মোহন, শ্রীকবি সঙ্কান, দ্বিজ আশ্চার্য্যাম, বীরেশ্বর, নবাই-এর গৌরান্দ পদাবলি ; বড়ু শ্রীধরের একাদশী পাঁচালী ; দ্বিজ নরচন্দ্র, কমলাকান্ত, রামকান্ত, পদ্ম, মগন, রামজী, গোপীনাথ প্রভৃতির গান ; দ্বিজ ছকু, দ্বিজ পাঁচুর রামলীলা গান ; ধর্মদাসের ও অজ্ঞাতের হরিকা পালা (ক, খ, গ) ; মানিকপীরের গান, শতনাম, গান, সত্যপীরপাঁচালী, কৃষ্ণজয়পালা, সম্পূর্ণ জয়হট্টপালা ; দ্বিজ রঘুনাথের গণেশবন্দনা ;

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল; বিজ্ঞ আত্মারামের ভনীতা; বিজ্ঞ গোলোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের গিরিসংবাদ; হাতের ঝুটচবিত্ত; ১১৩২ সালের ও অন্তান্ত পত্র; ধর্ম্মের ধ্যান; কুটুম্বিতার বিবরণ; হিন্দু ও মুসলমানী নানাপ্রকার মন্ত; দয়ালের সারদামঙ্গল(?); হিসাব; ফয়সালা পত্র; সাহুবাদ সন্ধ্যাবিধি; নক্ষত্র জবাবলি; জবাহরের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

কেতকাদাস কেমানন্দের মনসামঙ্গল; শঙ্কর, বল্লভ বা শ্রীকবিবল্লভের শীতলামঙ্গল; বাসুদেব, কানাক্রী, মুকুন্দ, শিবরামদাস, শঙ্কর প্রভৃতির গৌরাক্ষ পদাবলি; রাম-প্রসাদের গান; কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল; রূপরামের ১১৭০ সালের সম্পূর্ণ পুঁথি; মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল; রামেশ্বরের শিবায়ন; মহামুদগর পালা; শ্রীকবিশেষ্বরের বা বলরাম কবিশেষ্বরের কালিকামঙ্গল; বৈষ্ণৱ ধর্ম্মদাসের সুরিকার পালা; বৈষ্ণৱের পাতড়া; কবিচন্দ্রের রামায়ণ; অযোধ্যারামের গুরুদক্ষিণা, কুন্তিবাসের যোগাত্মার বন্দনা; লক্ষণের রামায়ণ; শঙ্কর আচার্য্যের সত্যপীরপাঁচালী; লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল; কুন্তিবাসের রামায়ণ; কানীরামের মহাভারত; রামেশ্বরের সত্যনারায়ণ পাঁচালী; বাণীকঠের মোহমোচন; বিশ্বস্তরদাসের জগন্নাথমঙ্গল; বিজ্ঞ হরিদাসের অষ্টোত্তর শতনাম; গোবিন্দদাসের নিগমসার; নরোত্তমের প্রার্থনার পদ, প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা; শ্রীকবিবল্লভ ও দৈবকীনন্দনের শীতলামঙ্গল; নিধিরামের গঙ্গাবন্দনা; বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস, নরহরি প্রভৃতির পদাবলি; চৌতিশা শব্দ ইত্যাদি মিলিয়াছে।

॥ পরিশিষ্ট (গ) ॥

১০১১ বঙ্গাব্দ: *Catalogue Of the Marathi, Gujarati, Bengali, Assamese, Oriya, Pushtu and Sindhi Manuscripts In the Library Of the British Museum By J. F. Blumhardt, M. A, (1905)*। ইহাতে মোট ২২খানি বাঙ্গালা পুঁথির পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে। মোট পুঁথিসংখ্যা ৪০। (বাঙ্গালা পুঁথির সংখ্যা ২-৩, ৫-১৬, ১৮-২০, ৩৫-৩৯)।

১০২০ বঙ্গাব্দ: বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা (সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী, সং ৪৩) মুন্সী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত। ইহাতে ৪৩৪ হইতে ৬০০ সংখ্যক পুঁথির বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে।^১

১ এই গ্রন্থের ব্যোমকেশ মুস্তকী মহাশয়ের লিখিত “নিবেদন” অংশটি বাঙ্গালা পুঁথির ইতিহাসে ও বাঙ্গালা পুঁথিতে দ্রুত বাঙ্গালার লৌকিক কাহিনীর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনায় সমধিক সন্মত।

১৩২১ বঙ্গাব্দ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (ঐ সং ৪৩) মুন্সী শ্রীআবদুল করিম সঙ্কলিত। ইহাতে ১-৪৩৩খানি পুঁথির বিবরণ আছে।

১৩২৬ বঙ্গাব্দ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (ঐ সং ৪৩) বীরভূম রতন লাইব্রেরীতে সংগৃহীত পুঁথি হইতে শিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। ইহাতে ২০১খানি পুঁথির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

১৩৩০ বঙ্গাব্দ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা (ঐ সং ৪৩) শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ সঙ্কলিত ও অমূল্যচরণ বিজ্ঞাভূষণ সম্পাদিত। ইহাতে পরিষদে রক্ষিত ১০০খানি পুঁথির পরিচয় আছে।

১৩৩০ বঙ্গাব্দ : *Catalogue Of the Bengali and Assamese Manuscripts In the Library of the India office By the late James Fuller Blumhardt, M. A, 1924*। ইহাতে ২৭খানি বাঙ্গালা পুঁথির পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থশেষে রোমান বর্ণানুক্রমে *Index of Person's Names* এবং *Index of Works* মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ : *Descriptive Catalogue Of Bengali Manuscripts, vol. 1, By Basantaranjan Ray Vidvadvallabh And Basantakumar Chatterjee, M A, Published by the University of Calcutta, 1926*। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত রামায়ণের পুঁথি ৪১২ (২৮৬+১৩৩) খানির পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতেও গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের *Index* আছে।

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা (ঐ সং ৪৩) শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্যবল্লভ, শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত, অমূল্যচরণ বিজ্ঞাভূষণ সম্পাদিত। ইহাতে পরিষদে রক্ষিত ১০১-২০০ অর্থাৎ মোট ১০০খানি পুঁথির বিবরণ আছে।^২

১৩৩৪ বঙ্গাব্দ : *The Descriptive Catalogue Of Bengali Manuscripts, vol II (Padavali and Biographies of Caitanya Deva) By Basanta Ranjan Roy Vidvadvallabha, Manindra Mohan Bose, M.A. and Basanta Kumar Chatterjee, M.A., Published by the University of Calcutta, 1928*। এই খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত

২ শ্রীযুক্ত বোণেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিষি মহাশয়ের সত্যানুসারী "প্রাচীন পুঁথির বাস্তব" সম্পর্কীয় অবলম্বন-চরণ বিজ্ঞাভূষণ মহাশয়ের আলোচনা (ভূমিকা পৃ ১০-১১) বিশেষ প্রশিধানযোগ্য।

নিম্নোক্ত সংখ্যক পুঁথির বিবরণ দেওয়া আছে ; পদাবলি পুঁথি ২৮৭-৩৫৩, চৈতন্য-চরিতামৃত ৩৫৪-৪৬২, চৈতন্যভাগবত ৪৭০-৫০১, চৈতন্যমঙ্গল (লোচন) ৫০২-৫৪৭, চৈতন্য-মঙ্গল (অ্যানন্দ) ৫৪৪-৫৫৬। শেষের দুই পৃষ্ঠায় Appendix-এ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত পদাবলি ও চৈতন্যজীবনী-পুঁথির ক্রমিকসংখ্যা আছে।*

১৩৩৭ বঙ্গাব্দ : *The Descriptive Catalogue Of Bengali Manuscripts, vol. III By Manindra Mohan Bose, M.A, 1930*। এই খণ্ডে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৩২খানি মহাভারত-পুঁথির পরিচয় আছে।

১৩৩২ বঙ্গাব্দ : বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, তৃতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা (সং ৪৩), শ্রীভারতপ্রসঙ্গ ভট্টাচার্য্য লিখিত। ইহাতে পরিবৎ পুঁথিশালার সংগৃহীত ২০১-৪০০ সংখ্যক অর্থাৎ মোট ২০০ পুঁথির বিবরণ আছে। এই খণ্ডের শেষে বর্ণানুক্রমে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নির্ধারিত একত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।*

১৩৪৭ বঙ্গাব্দ : *A General Catalogue of Bengali Manuscripts in the Library of The University of Calcutta, vol. 1, Edited by Manindramohan Bose, M. A, 1940*। ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২১১১ খানি পুঁথির তালিকা পাশাপাশি নিম্নোক্ত ছয় কলামে মুদ্রিত হইয়াছে ; ক্রমিক নম্বর, গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, পত্রসংখ্যা, লিপিকাল, মন্তব্য। দ্বিতীয় কলাম হইতে ষষ্ঠ কলাম পর্যন্ত প্রতি কলাম ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় মুদ্রিত।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দ : *A Descriptive Catalogue Of the Vernacular Manuscripts In the Collections Of The Royal Asiatic Society of Bengal By MM. Haraprasad Shastri ; Revised and Edited by Jogendra Nath Gupta, vol. IX, Bengali Manuscripts, Calcutta, 1941*. গ্রন্থশেষে *Index I, Titles* এবং *Index II, Authors* আছে। ইহাতে সর্বসম্মত ৩৬৭খানি বাঙ্গালা পুঁথির পরিচয় আছে। ইহা ছাড়া হিন্দী, ওড়িয়া, মারাঠী ও গুজরাটী ইত্যাদি ভাষার কতকগুলি পুঁথির বিবরণ আছে।*

৩ এই গ্রন্থে ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত "Introduction" পুঁথিসংগ্রহের ইতিহাসরূপে চিত্তাকর্ষক রচনা।

৪ বাঙ্গালা পুঁথি সম্পর্কে নানা দিকের আলোচনার শ্রীবুদ্ধ চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত "কৃত্তিকা"টি মূল্যবান।

৫ শ্রীবুদ্ধ বোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের লিখিত ইংরেজী ভূমিকার উদ্ধৃত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মূল অভিভাষণ (সি-প-প, ১৩২১, ১ম সংখ্যা, পৃ ২১-৪৭) ও তাহার শেবাংশ (পৃ ৪৬-৪৭) বিশেষভাবে প্রত্যেক বাঙ্গালীর কনরক্ষণ করা উচিত।

১৩৫১ বঙ্গাব্দ : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বাংলা পুঁথির বিবরণ, প্রথম ভাগ, ত্রিচিন্তাহরণ চক্রবর্তী সঙ্কলিত। ইহাতে পরিষদে রক্ষিত রামায়ণ ও মহাভারতের পুঁথির সম্পূর্ণ এবং ভাগবতের পুঁথির আংশিক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে।

১৩৫২ বঙ্গাব্দ : ত্রিহট্ট-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা (ত্রিহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থমালা ২), প্রথম খণ্ড, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, তত্ত্বব্রতাকর সঙ্কলিত। ইহাতে ত্রিহট্ট-সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত ৪৮০খানি বাঙ্গালা পুঁথির তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার ক্রম এইরূপ : সংখ্যা, গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, পত্রসংখ্যা, লিপিকাল, লিপিকারক, প্রদাতা। পরিশিষ্ট ক-এ বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থ-সূচী, খ-এ গ্রন্থকার-সূচী, গ-এ পুঁথিবিবরণী-পঞ্জী^৬ সঙ্কলিত হইয়াছে। ভূমিকা, গোহাটিতে ১৩৫২ বঙ্গাব্দে লিখিত।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গত চব্বিশ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির তালিকা-সমগ্র (Catalogus Catalogorum) প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়া শুনিয়াছি। জার্মান পণ্ডিত Aufrecht-এর আদর্শে তাহার গ্রন্থ সঙ্কলিত হইতেছে। অত্যাধি ইহার কোনো অংশ প্রকাশিত হয় নাই।

॥ নির্ঘণ্ট ॥

॥ গ্রন্থনাম (ক) ॥

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১০৫	অক্ষরবর্ণন*				৬২
৪২৫	অঙ্গদের রামবার	কবিচন্দ্র	২		
৮০	ঐ	কুন্তিবাস	১		
৩৩	ঐ*				২১
৬০	ঐ	ঐ	৮	১২০০ সাল	
২২০	ঐ (হিন্দী)	অজ্ঞাত	১		
৩২৪	অষ্টৈতসূত্র কড়চা*				১৬২
১২২	অনাঙ্কের পুঁথি*				১১১
২৪৬	অনুরাগবল্লী	মনোহর দাস	৩৪		
৭২	অর্থযুক্ত চাণক্য শত অষ্টোত্তর শ্লোক*				৪৬
৪২২	অশৌচ ব্যবস্থা	অজ্ঞাত	২		
২৬	অষ্টলোকপাল কথা*				১৫
১১৪	অষ্টোত্তর শতনাম	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র	১		
৭৪	ঐ	বিজয় হরিদাস	২	১২৩২ সাল	
৪৫৫	আইবড় হট্টরাম চক্রবর্তীর খেদ*				১২০
৪৭	আগম*				২২
৪২২	আগমনী গান	অজ্ঞাত	১		
২৬৭	ঐ*				১৪২
২৬	আত্মজিজ্ঞাসা*				৫৩
১১৮	আত্ম আগম পুরাণ*				৬৬
৩২৩	আশ্রয়তত্ত্ব*				১৬১
৮৫	আশ্রয়নির্ণয়*				৫০
২৭৩	ঐশ্বরের শতনাম*				১৪৮
৩৩২	উজ্জল প্রকাশিতা	জগদানন্দ দাস	১		
৭০	উজ্জলের কিরণ	অজ্ঞাত	১০	১১৮৮ সাল	
৩৩৫	কথকণ্ঠার পুঁথি*				১৬৫

ক্রমিকসংখ্যা গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
✓ ৩৪ কপিলামঙ্গল	কবিকল্প	৩৪	১২৫২ সাল	
১৬০ ঐ	ঐ	১৬	১২২৪ সাল	
৬৫ কবিরাজী পাতড়া*				৪২
১৭৪ ঐ	অজ্ঞাত	১৩		
১৮৭ ঐ	ঐ	২৫		
২২২ ঐ	ঐ	২		
৩৩৬ ঐ	ঐ	৩		
৪৬৪ ঐ	ঐ	১২		
২৮৭ কবিরাজী ও হেকিমী পাতড়া	ঐ	১		
২০৬ কবিরাজী ফর্দ	ঐ	১৬		
২২২ ঐ	ঐ	২৪	১২৭৫ সাল	
৪৮৫ কর্জপত্র	গয়ারাম ভূই	১	১২৩৫ সাল	
২২৩ ঐ	কাশীনাথ ঘোষ	১		
৪৬২ কলিকালের ছড়া	কবিচন্দ্র	১		
৪৪ কালিকাবন্দনা*				২৭
২৫৮ কালিকামঙ্গল *				১৩৬
১৩৪ ঐ	ভারতচন্দ্র	১৩		
১৩৫ ঐ	ঐ	২১		
১৩৬ ঐ	ঐ	১৮		
৪৫৩ কালিপ্রস্তুতের ছড়া *				১২০
৩৮৩ কুস্তকর্ণের রায়বার ও অগ্ন্যস্ত	কৃষ্ণিবাস	৩৭		
৫৫৫ কৃষ্ণকর্ণামৃত	যতুনন্দন	৩৩		
২৬৫ কৃষ্ণচরিত্র*				১৪০
৩২৬ কৃষ্ণশ্রোমতরঙ্গিনী রত্নপণ্ডিত ভাগবত আচাৰ্য		২১		
১১১ ঐ	ঐ	৬		
৫৫ কৃষ্ণের উৎসব	দ্বিজ দামোদর	১	১২২২ সাল	
৪৫৮ কোম ভিন ভিন মন্দ	অজ্ঞাত	১		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১২১	খোঁটা অঙ্গদের রাস্তাবার*				৬৬
৩৮২	গঙ্গাবন্দনা	ঐ	৪		
৪৪২	ঐ	দ্বিজ কবিরাম	১	১২১৫ সাল	
৩৮৬	ঐ	দ্বিজ নিধিরাম	৪	১২৩২ সাল	
৪৪৫	ঐ	ঐ	১	১১৮৭ সাল	
২৭০	ঐ*				১৪৬
১৬২	গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী	দুর্গাপ্রসাদ	২৬		
৪৩৭	গঙ্গাস্নানযাত্রার ছড়া*				১৮৬
২৬১	গজেন্দ্রমোক্ষণ*				১০৮
৪৭৫	গণেশবন্দনা	দ্বিজ বদন মিশ্রী	১		
৯১	ঐ	অজ্ঞাত	৩		
১২৪	গাঁজা ও ভামাকুর গান*				৬২
১৪২	গান*				৮৭
৪৫২	ঐ*				১৮২
৪২৬	ঐ*				১৮৩
২৬৬	ঐ*				১৪১
২৮৫	ঐ*				১৫৪
২৮৬	ঐ	তারিণীচরণ	২		
২২৮	ঐ	মহিম	২৫	১৩০১ সাল	
৪৭৮	ঐ*				১২৪
৩৮	গানের পাতড়া*				২৩
১০৩	গুরু দক্ষিণা	দ্বিজ শঙ্কর	৬	১১৮৫ সাল	
৩১৩	ঐ	শঙ্কর	৪		
১৪১	ঐ	শঙ্কর আচার্য্য	১১	১২০২ সাল	
৪৭২	গোধনউৎসব	অজ্ঞাত	১		
৫২	গোবিন্দচরিত	বহুনাথদাস	২		
৭১	ঐ	ঐ	১৪		
৭৩	গোবিন্দবিজয়	গুণরাজধান	২	১১৮৪ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৬৩ গোবিন্দমঙ্গল	কৃষ্ণদাস	৩		
১১২ ঐ	ঐ	৮		
৩৩১ ঐ	ঐ	৪		
২৪ ঐ*				১৪
১২৬ ঐ*				১০৭
৩২১ ঐ	দ্বিজ কবিচন্দ্র	৩		
২৫৬ গোবিন্দলীলামৃত	যদুনন্দনদাস	২		
২২৬ ঐ	যদুনাথদাস	২২		
১৪ গোবর্ধ-বিজয়	ভীমসেনরায় (দ্রষ্টব্য মৎসম্পাদিত গোবর্ধ-বিজয়, ১৩৫৬)			
৪৫২ গোষ্ঠবাৎসল্য পদ	অজ্ঞাত	১	১২১১ সাল	
১০৭ গৌরাজ পদ*				৬৪
২০২ গৌরীমঙ্গল*				১১৫
৯৫ চণ্ডীদাসের পাতড়া	অজ্ঞাত	১		
৪ চণ্ডীমঙ্গল	মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ	৪৭	১২১২ সাল	
১৩৩ ঐ	ঐ	১৭৬		
১৬৩ ঐ	ঐ	১৪৬		
১৬৮ ঐ	ঐ	৩১		
১৬৯ ঐ	ঐ	৮৪		
১৭০ ঐ	ঐ	৩২		
১৭১ ঐ	ঐ	৭৪		
১৭২ ঐ	ঐ	৮৮		
২৪৮ চাটুপুষ্পাকলি*				১৩২
৩৩৯ চাণক্যশ্লোক				
(সান্ন্যবাদ)	অজ্ঞাত	৫		
৭ চৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	১১০	১১৪৯ সাল	
১১ ঐ (আদি, মধ্য, অন্ত্য)	ঐ	৩০৮		
১৮ ঐ (মধ্য)	ঐ	১৬৫		
৪০ ঐ (অন্ত্য)	ঐ	৩৯		
১৭৭ ঐ (আদি, মধ্য)	ঐ	১১	১২৩৯ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৬	চৈতন্যচরিতামৃত (আদি, মধ্য, অন্ত্য)	কৃষ্ণদাস কবিরাজ	৩৫৭		
২৩০	ঐ (আদি)	ঐ	১৬		
২৪০	ঐ (অন্ত্য)	ঐ	৬১		
২৪১	ঐ (আদি, অন্ত্য)	ঐ	৩৬		
৩০২	ঐ (অন্ত্য)	ঐ	৮		
৩৩০	ঐ (মধ্য)	ঐ	৩		
৩২২	ঐ (মধ্য, অন্ত্য)	ঐ	৪৩		
৩২৩	ঐ (মধ্য)	ঐ	১৪		
৪০৪	ঐ (মধ্য)	ঐ	১১		
৫৬	চৈতন্যভবসার*				৩৭
১৫	চৈতন্যভাগবত (আদিখণ্ড)	বৃন্দাবনদাস	৮০	১০১৩ সাল	
২৫৫	ঐ (আদি)	ঐ	৬৭		
৩৫২	ঐ (আদি)	ঐ	১০০		
৩৬০	ঐ (মধ্য)	ঐ	১৭২		
৩৬১	ঐ (অন্ত্য)	ঐ	১২২		
২১	চৈতন্যমঙ্গল (সন্ন্যাসখণ্ড)	লোচনদাস	৩০	১১৮৫ সাল	
৪৮	ঐ	ঐ	১৩		
৭৫	ঐ (আদিখণ্ড)	ঐ	২৮	১২৪১ সাল	
৮৭	ঐ (মধ্য)	ঐ	৩১	১১৮৪ সাল	
১৮৩	ঐ (অন্ত্য)	ঐ	২৪	১২০৪ সাল	
২২৫	ঐ	ঐ	২		
৩৪৮	ঐ	ঐ	৬		
২৬৮	ছাড়পত্র	রামলোচন সরকার	১		
১৩৯	জগৎমঙ্গল	গদাধরদাস	৬২	১২৬৬ সাল	
১৫৪	ঐ	ঐ	৪		
২১০	জগন্নাথবন্দনা	বিজয়দাস	১	১২০৭ সাল	
৭৬	ঐ	ঐ	২	১১৮১ সাল	
২১৩	ঐ	ঐ	২		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৫০	জন্মযাত্রা পদ *				৩০
১৫৭	জন্মাষ্টমীত্ৰতকথা *				৯১
৩০৩	ঐ	ঐ	৫		
৪৪৬	জমির চৌহদ্দি	ঐ	১		
২৮২	জ্যোতিষের পাতড়া	ঐ	৩		
২২৬	ঐ	ঐ	১		
২৯১	টোটকা ঔষধের পাতড়া	ঐ	১	১২৪০ সাল	
৩৮১	তুলসীমাহাত্ম্য	দ্বিজ ভগীরথ	২		
১১০	দণ্ডটীকা	অজ্ঞাত	২		
১০০	ঐ *				৫৭
৪৫০	দরখাস্ত (নদীয়ার জজ সাহেবকে লিখিত)		১		
১২২	দশদশা উদ্ভাদপ্রকরণ	অজ্ঞাত	১		
৩০৮	দাতাকর্ণপালা	ঐ	৩		
৩৭৭	ঐ	কবিচন্দ্র	১		
৩৮৮	ঐ	ঐ	১১		
৪৩৬	ঐ	ঐ	৪	১২০২ সাল	
৩৩৩	ঐ	ঐ	৪		
৪০৫	ঐ	ঐ	১		
৫১	দুর্লভসার	লোচনদাস	১০	১১৬৭ সাল	
৯৪	দেবীর শঙ্খপরা*				৫০
১২৩	"দেহতত্ত্ব" *				৬৭
৪৭১	দোহা	কবীর	১		
৪৯৬	ঐ*				২০৬
৩০০	ঐ*				১৫৮
২৮৯	দ্বাদশগোপাল-বর্গ-বস্ত্র-সেবাবাস*				১৫৫
১১৫	দ্বাদশপাট	অজ্ঞাত	২		
৩৬৮	দ্বিজ চণ্ডীদাসবিষয়ক পাতড়া *				১৭১
১৩১	ধর্ম্মমঙ্গল*				৮৫
১৯৩	ঐ *				১০২

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠা
২৩৪	ধর্মমঙ্গল	ধর্মদাস	১		
১২০	ঐ	রূপরাম	১৭৮	১৬৪২ শক	
১২১	ঐ*				২২
২০৫	ঐ	রূপরাম, ধর্মদাস	২		
১২২	ঐ*				২২
৪২	“নয়ান বেনের বিপরীত বিহার”	অজ্ঞাত	১		
২৪৭	নামসঙ্কীর্্তন	নরোত্তম	১		
৩৪১	নারদসংবাদ	অজ্ঞাত	১০		
৮১	ঐ	কৃষ্ণদাস	৬		
১৩৮	ঐ	ঐ	৬		
১৮০	ঐ	ঐ	২৪	১২৩৭ সাল	
৪২৩	ঐ	ঐ	২৩	১২২৬ সাল	
২২	নিগম গ্রন্থ (বৈষ্ণবানুত)*				১৩
৪০৮	নিরঞ্জন পুরাণ*				১৭৭
১৮৮	নিরঞ্জনমঙ্গল*				২৬
১৮৯	ঐ*				৮
২০১	নৌকাখণ্ড	অজ্ঞাত	১০	১২০৩ সাল	
১০২	ঐ*				৫২
২০৩	ঐ*				১১৬
২০৮	পত্র	বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১		
২৪২	ঐ	রামপ্রসাদ ঘোষ	১		
২৭২	ঐ	রাজা প্রসন্ননাথ রায় বাহাদুর	১	১২৬১ সাল	
২৮০	ঐ	কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা (হেতমপুররাজ)	১	১২৪৩ হিজরি	
৩২৭	ঐ	উমেশচন্দ্র সাধবা	২	১২০৩ সাল	
৪২২	ঐ	শ্রীনাথ দেবশর্মা	১	১২৬৫ সাল	
৩৭৩	ঐ	শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	১২৩৫ সাল	
৪৩২	ঐ	মীর খয়রাত আলী	১	১২১৪ সাল	
৪৪৩	ঐ	গোপালচন্দ্র ঘোষ	১	১২১৫ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৪৪৪	পত্র	রামহরি চট্ট	১	১২১৫ সাল	
৪৫১	ত্রি	তারিণীচরণ শর্মা	১		
৪৬৩	ত্রি	গদাধর দেবশর্মা	১		
৪৭০	ত্রি	রামকানাই গণ	১	১২১৫ সাল	
৪৭৪	ত্রি	গৌরদাস (?)	৪		
৪৭৬	ত্রি	শঙ্কুচন্দ্র দেবশর্মা	১	১২২৩ সাল	
৪৫৪	ত্রি	গোলোক সৌ প্রভৃতি	১	১২১৭ সাল	
২২৭	ত্রি	হরিভঞ্জন দাস	১	১২৩৬ সাল	
৪৮৬	ত্রি	রাধানাথ দেবশর্মা	১	১২২৪ সাল	
৪৮৭	ত্রি	কালীগুরু দেবশর্মা	১		
৪৮৮	ত্রি	নবদ্বীপচন্দ্র দেবশর্মা	১		
৪৯৩	ত্রি	নীলকণ্ঠ দেবশর্মা,			
		গোলাম ছবদর মিত্র	১		
৪৯৪	ত্রি	রামানন্দ দাস	১		
৪৯৮	ত্রি	রামনারায়ণ শর্মা	১		
৩০১	ত্রি	মনমোহিনী দাসী	১		
৪৩২	ত্রি	নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	১	১৮১৮ খৃ	
১২৮	পদাবলি*				৬৬
১১৩	ত্রি*				৭৫
১২৪	ত্রি*				১০২
১২৮	ত্রি*				১১০
২০৪	ত্রি*				১১৯
২১৫	ত্রি*				১২১
২১৬	ত্রি*				১২১
২১৭	ত্রি*				১২১
২১৮	ত্রি*				১২২
২১৯	ত্রি*				১২২
২২০	ত্রি*				১২৩
২২১	ত্রি*				১২৩

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
২২২	পদাবলি*				১২৫
২৩১	ত্রি*				১২৬
২৩৩	ত্রি*				১২৭
২৩৬	ত্রি*				১২৭
২৩৭	ত্রি*				১২৮
২৩৮	ত্রি*				১২৯
২৪৭	ত্রি*				১৩৬
২৬৯	ত্রি*				১৪৪
২৭৪	ত্রি*				১৪৮
২৭৫	ত্রি*				১৪৯
২৮১	ত্রি*				১৫৩
২৮৩	ত্রি*				১৫৪
২৮৮	ত্রি*				১৫৭
৩৮৮	ত্রি*	গোসাঞি বলভদ্র	১	১২০৭ সাল	
৩২০	ত্রি*				১৬১
৩২৭	ত্রি*				১৬৪
৩৩৪	ত্রি*				১৬৪
৩৪২	ত্রি*				১৬৬
৩৪৭	ত্রি*				১৬৮
৩৪৯	ত্রি*				১৬৮
৪৩৮	ত্রি*				১৮৬
৪৬৬	ত্রি*				১৯১
৪২	পাতড়া	শেখর রায়	১৭		
৯৯	ত্রি*				৫৬
১২০	ত্রি*	কৃষ্ণদাস	৩২		
২০০	ত্রি*	অজ্ঞাত	৩		
২২৪	ত্রি*	নরেন্দ্র	১		
৩৩৭	ত্রি*	ঐ	১		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠা
৩৫০	পাতড়া	অজ্ঞাত	১৪		
৩৫৬	ঐ	কাশীরাম	২		
৩৬৯	ঐ	অজ্ঞাত	৫		
৩৮৫	ঐ	লোচনদাস	৬		
৩৯১	ঐ	অজ্ঞাত	৫		
৪১৩	ঐ	অজ্ঞাত	৩		
৪৯১	ঐ	কবিকৰ্ণ মুকুন্দরাম	১		
৪৯০	প্রশস্তিপত্র	কৃষ্ণরাম চক্রবর্তী	১		
২৪৪	প্রসাদচরিত্র	কবিচন্দ্র (কবিদেব)	৩	১১৯৬ সাল	
৩৫৭	ঐ	ঐ	৫		
৩০৪	ঐ	কবিচন্দ্র চক্রবর্তী	১৩		
৩২৮	ঐ	কবিচন্দ্র চক্রবর্তী (শঙ্কর)	১০		
৩২২	ঐ	কৃষ্ণদাস	৫		
৩৩৮	প্রহ্লাদচরিত্র	কবিচন্দ্র	৮		
৩৮২	ঐ	কৃষ্ণদাস	৬		
২	প্রাকৃতপৈঙ্গল	অজ্ঞাত	১১		
১২৫	প্রাচীন গণ্ড (দিনলিপি)*				৭০
৯৭	প্রার্থনার পদ *				৫৪
২৪২	ঐ*				১৩২
২৬২	প্রেমভক্তচন্দ্রিকা	নরোত্তমদাস	৮	১১৫৯ সাল	
৩০৬	ঐ	ঐ	৯		
৫০০	ঐ	ঐ	৭	১১৭৫ সাল	
৩১৫	বস্তুভঙ্গসার*				১৫৯
১২৬	বাজালা মন্ত্র *				৭১
২২৩	ঐ *				১২৩
২১১	ঐ *				১১৯
২৭৬	ঐ *				১৫০
৪৮৪	ঐ *				১৯২
২৭৮	ঐ *				১৫২

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৪৮৩	বাজানা মন্ত*				১২২
৪৮১	ঐ *				১২৬
৩৬৪	ঐ	অজ্ঞাত	১		
২০২	ঐ	ঐ	১		
৪৮০	ঐ *				১২৪
৪৮২	ঐ	ঐ	১		
৩২	বাজানা *				২৫
৪৭৭	বাড়ির জাতি নির্ণয়	ঐ	১		
১২৭	বানের কবিতা*				৭২
৩৬৩	বিজয়পাণ্ডব কথা*				১৬২
১০১	বুদ্ধাবনপটল *				৫৮
৮৮	বুদ্ধাবনপরিক্রমা *				৫২
৪৬	বুদ্ধাবনলীলাস্থান বর্ণন *				২৮
১৭৫	বৈষ্ণব *				২২
১১২	বৈষ্ণব কড়চা	অজ্ঞাত	১		
২১২	ঐ	ঐ	১		
৩৪৩	ঐ	ঐ	২		
৩৪৫	ঐ	ঐ	২		
৪০০	বৈষ্ণব কবিতা *				১৭৬
২৩	বৈষ্ণববন্দনা	দৈবকীনন্দন	১	১২০৪ সাল	
৪৫	ঐ	ঐ	৩		
৮৩	ঐ	ঐ	৬		
৩৬৭	ঐ	অজ্ঞাত	১০		
৬২	বৈষ্ণবমঙ্গল *				৪৫
৫৭	বৈষ্ণবানুত *				৩৮
১৭৮	ঐ	নরোত্তমদাস	৪	১১২১ সাল	
২২	ব্রাহ্মণবন্দনা	কানাইদাস	৪	১২১১ সাল	
১৩৭	ভক্তিউদ্বীপন *				৮৬
১৭২	ঐ	নরোত্তমদাস	৪		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	মুদ্রিতকাল	পৃষ্ঠা
২৩	ভক্তচিন্তামণি	বৃন্দাবনদাস	১২	১১৮০ সাল	
৩৭০	ভজনরত্ন*				১৭২
৪৩০	ভগুরামের পদ *				১৮৫
৩৮৭	ভাগবতামৃত	কবিচন্দ্র চক্রবর্তী	৪০		
২১৪	ঐ	ঐ	১		
২৬৪	ভারত সংহিতা	দ্বিজ অভিরাম	২		
৩৫	ঐ*				২২
৪৬৫	ভাব	অজ্ঞাত	১		
১০৮	মঙ্গলারতি *				৬৪
৩৪৬	মঞ্জরীনির্গয়	অজ্ঞাত	২		
৭৭	মণিহরণ	গুণরাজখান	৮	১১৮৬ সাল	
৫৮	মনঃশিক্ষা*				৩২
২৫০	ঐ *				১৩৩
৫১	মনসামঙ্গল *				৩১
১৮১	ঐ (ভাসান) *				২৩
৮৬	মধুমতঃসারাবলী *				৫১
৮	মহাভারত (আদি)	কাশীরামদাস	৫		
৩০	ঐ (ভীষ্ম, বন)	ঐ	৩৬	১২২৪ সাল	
৬২	ঐ (আদি)	ঐ	১৭		
১৩২	ঐ (বিরাট)	ঐ	৬৫	১২৭৫ সাল	
১৪৩	ঐ (ঐ)	ঐ	৫২		
১৫৬	ঐ (দ্রোণ, কর্ণ)	ঐ	২		
১১৭	ঐ (বন, ভীষ্ম)	ঐ	৬০		
১৪৮	ঐ (শান্তি)*				৮৮
১৬৪	ঐ (আদি)	কাশীরামদাস	১১১		
১৬৬	ঐ (বিরাট)	ঐ	৬৮		
৪৬৮	ঐ	ঐ	১		
১৭৩	ঐ (ঐ)	ঐ	১		
৪৫৬	ঐ (ঐ)	ঐ	৩৮		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	দিনিকাল	মূল্য
১০৫	মহাভারত (আদি)	কালীদাসদাস	১		
৩১১	ঐ (বন)	ঐ	১৪		
২৩৩	ঐ (আদি)	ঐ	২		
৪৫৭	ঐ	ঐ	৩		
২৫২	ঐ (সভা)	ঐ	৫৪		
৪৬০	ঐ (বিরাট)	ঐ	৩৬		
৩৫৫	ঐ (আদি)	ঐ	১৮		
৩৭১	ঐ	ঐ	২		
৩৭৪	ঐ (বন)	ঐ	৭৪		
২৬০	ঐ (উত্তোগ)	ঐ	১		
৩৮৪	ঐ (সভা)	ঐ	৩৪		
৪০৬	ঐ	ঐ	৫		
৪০২	ঐ (ভোগ)	ঐ	২		
৪১৪	ঐ (বন)	ঐ	১২		
৪২০	ঐ	ঐ	১৫		
৪২৪	ঐ	ঐ	১৪		
৪৬২	ঐ (সভা)	ঐ	১৬		
৪৪২	ঐ	ঐ	৪		
৪৭২	ঐ	ঐ	৪		
৩৭	ঐ (উত্তোগ)	ঐ	৬		
১৪০	ঐ (শান্তি)	বসু কৃষ্ণানন্দ	১		
১৬৭	ঐ (শান্তি)	ঐ	৩০		
৩৭৮	ঐ (?)	কবিচন্দ্র	১		
৪২৭	ঐ (আদি)	কালীদাসদাস	১৬		
৪০৭	ঐ	ঐ	২		
৩৫৪	ঐ (বিরাট)	ঐ	৫		
২	ঐ*		-		
২২২	ঐ (বিরাট)	গারল	২০		
৩৬২	ঐ (কৰ্ণ)	কালীদাসদাস	১৭	১১৬২ সাল	

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
৩১৪	মহাভারত (দ্রোণ)	কালীরামদাস	২৪		
৪৬৭	ঐ (বিরাট)	ঐ	১০		
১৪১	মহামায়ার শব্দপরা	অজ্ঞাত	১		
১৫৬	মহামুদগর*				২০
৩১৬	মানুষের প্রণালীভব*				১৬০
৩৭২	মুসলমানী পাতড়া*				১৭৩
৪১	যোগাভ্যাস বন্দনা*				২৬
২০৭	ঐ	অজ্ঞাত	১		
২৮৪	ঐ	ঐ	২		
৪০৩	ঐ	দ্বিজ বাহ্যারাম	৩		
৪৩৩	রসকদম্ব	কবিবল্লভ	৩		
৩০২	ঐ	যত্নন্দনদাস	১২		
৩১০	ঐ	ঐ	৬০		
২৪৫	ঐ	কবিবল্লভ	৩০		
২৫৩	রসপুরকারিকা*				১৩৫
২৮	রসাল দর্পণ*				৫৫
৩০৫	রাগময়ীকণা	অজ্ঞাত	২৪		
৪২৮	রাগানুগাবোধক				
	জিহ্বাসাপত্র	ঐ	৩		
১	রাজাবলি	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	২		
৭৮	রাধাকৃষ্ণবিলাস*				৪৫
✓ ১২	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব	যত্নন্দন	১১৪	১২১৪ সাল	
৪০২	ঐ	ঐ	২৭		
৩১২	ঐ	ঐ	৬৫		
১২	রাধার কলঙ্কভঞ্জন*				১২
৩১	রাধারসকারিকা*				২০
১০২	ঐ	কৃষ্ণদাস	১	১১৮৫ সাল	
১৩	রাধিকামঙ্গল	ঐ	২২	১২১১ সাল	
৩৫৩	ঐ	ঐ	৭	১০৬৪ সাল	
৪২৫	ঐ	ঐ	৬		

নিবন্ধ

২৪৫

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	মিণিকাল	পৃষ্ঠা
৩৭৬	রাধিকামঙ্গল	কৃষ্ণদাস	১	১২৫৩ সাল	
৩	রামকাণ্ড*				১
৩১২	রামচরিত*				১৫৮
২৭১	রামবন্দনা	মুকুন্দরাম	১	১১৮৩ সাল	
৩৮০	রামায়ণ (রাঘবকৌর্ভন) কবিচন্দ্র		২		
৪১১	ঐ (উত্তরা)	ঐ	৬		
৪২১	ঐ	ঐ	৭		
৪১৮	ঐ	ধুন্দরাম	১		
১০	ঐ (উত্তরা)	কুন্তিবাস	১৪৭		
৪৪৮	ঐ (ঐ)	ঐ	৩		
২৮	ঐ (আদি, লঙ্কা, উত্তরা)	ঐ	৩৬		
৬৬	ঐ (উত্তরা)	ঐ	১০		
১৪৭	ঐ (লঙ্কা)	ঐ	৮		
১৪২	ঐ (সীতাপরীক্ষা)	ঐ, কবিচন্দ্র	৮		
১৬৫	ঐ (উত্তরা)	ঐ	৪১		
২৩২	ঐ	ঐ	৭		
৩২৯	ঐ	ঐ	৫		
৩৫২	ঐ (লঙ্কা, আদি)	ঐ	২		
৩৯০	ঐ	ঐ	২		
৩৯৭	ঐ	ঐ	২		
৩৯৫	ঐ (সুন্দর)*				১৭৪
৪০১	ঐ	ঐ	৫		
৪১২	ঐ*				১৮১
৪ ৫	ঐ	ঐ	২০		
৪১৬	ঐ	ঐ	৪		
৪১৭	ঐ	ঐ	২		
৪২২	ঐ (উত্তরা)	ঐ	৫		
৪৪৭	ঐ (লঙ্কা)	ঐ	৫	১১২১ সাল	
৪৩৫	ঐ (ঐ)	ঐ	১৭		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৭৬	রাসায়ন (অযোধ্যা, অরণ্য, সুন্দরা, কিকিঙ্করা) কুন্তিবাস		২১	১২৫০-৫৫ সাল	
২২৭	রাসপঞ্চাধ্যায় (ভাগবতসন্দর্ভ)*				১৫৬
২২৪	লক্ষ্মণের শক্তিশেল শ্রীনাথ কবিভূষণ		৪০		
৩০৭	লক্ষ্মীচরিত	অজ্ঞাত	৫		
৩৫১	শনিচরিত্র*				১৬৮
২৬৩	শিবপুরাণ*				১৩৮
১৫৮	শিবরাত্র ব্রতকথা*				২১
২৮৮	শিবায়ন	দ্বিজ রামেশ্বর	৬		
৩৭৫	শীতলামঙ্গল	দ্বিজ নিত্যানন্দ	৮		
২৭২	শোচক, পাতড়া, রাধিকাবন্দনা*				১৪৬
৩২৫	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রোদয়*				১৬৩
১৮২	শ্রীকৃষ্ণবিজয়	গুণরাজধান	৮		
৫২	শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী*				৪০
২০	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল	দ্বিজ কবিচন্দ্র	৮	১২৫২ সাল	
১২৭	ঐ নৌকাখণ্ড*				১০২
১৪৪	ঐ	দ্বিজ মাধব	১২		
১৫১	ঐ	শঙ্কর	৮		
১২৫	শ্রীকৃষ্ণলীলা*				১০৬
১৬১	শ্রীকৃষ্ণের গেড়ুখেলা কবিচন্দ্র		১০	১১৮৩ সাল	
১১৬	শ্রীগৌরান্ধাটক সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য		১		
২৭৭	শ্রীঠাকুর সকলের পাট*				১৫১
১২২	শ্রীধর্মপুরাণ*				৭৬
১৩০	ঐ*				৮২
২৩৫	শ্রীরূপমঞ্জরীর পদ	অজ্ঞাত	৩		
১৫৭	সজাত	রামজী দাস	১		
৬	সত্যদেবপাঁচালী*				৪
২৫	ঐ*				১৫
৪৩	ঐ*				২৭

ক্ৰমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকাৰ	পত্ৰসংখ্যা	মুদ্রিতকাল	পৃষ্ঠা
- ২৭	সত্যনাথায়ণ ভক্তকথা*				১০
১৫০	ঐ*				২২
৬৮	ঐ	বিজ্ঞ বিশেষকৰ	৬	১২৪২ সাল	
৪৩৪	ঐ	ৰামভট্ট	৪		
৪৩১	ঐ	শিবৰাম ৰায়	৭		
৫	ঐ*				৩
৬৭	ঐ*				৪০
৭২	ঐ	বিজ্ঞ বিশেষকৰ	২		
১৫২	ঐ	বিজ্ঞ ৰামপ্ৰসাদ	১		
২২৫	ঐ*				১৫৬
৮২	ঐ	ত্ৰিহৰিচৰণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২	১৩০০ সাল	
৩২৮	সনৎকুমার পটল*				১৭৬
৪৭৩	সম্ভাৰন-গৌৰাজ-সংবাদ*				১৩১
২৫২	সৰ্বনিৰ্ঘ্যাস তত্ত্বাবলি (সৰ্বনিৰ্ঘ্যাস সন্নিৱলি)*				১৩৫
৩৪৪	সহজিয়া পুঁথি*				১৬৬
৩৪০	সাধুজিৱণ, ৰাগময়ীকণা*				১৬৬
৮২	সাধুপ্ৰেমচন্দ্ৰিকা*				৪৭
৩২৬	সাধু সাধনতত্ত্ব*				১৭৫
৩৭২	সাক্ষী উপাখ্যান	কবিচন্দ্ৰ	১	১১৮৮ সাল	
১৬	সামুজিক গ্রন্থ*				৮
২২	সায়গীতা*				১২
৩৫৮	সীতার বান্ধাসী	অজ্ঞাত	১	১২৭১ সাল	
৬১	সীতার বান্ধাস্তা*				৪২
৩৬৫	সুদামাচৰিত্ৰ	বিজ্ঞ পৰশুৰাম	২		
৬৪	ঐ	ঐ	১	১২৩৭ সাল	
১৫০	ঐ	পৰশুৰাম চক্ৰবৰ্তী	৮		
৪৬১	ঐ	ঐ	৪		
৫৪	স্বৰূপবৰ্ণন*				৩৬
৩৬৬	ঐ	কৃষ্ণদাস	৫		

ক্রমিকসংখ্যা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার	পত্রসংখ্যা	লিপিকাল	পৃষ্ঠাঙ্ক
১৮৪	অরুণবর্ধন	কৃষ্ণদাস শিল্প	১১		
২০	অন্নপূর্ণা*				১২
১০৪	অন্নপূর্ণা টীকা*				৬০
১৭	অর্থ*				৯
৩২	হংসদূত*				২১
৩৬	ঐ*				২৩
৩৯৯	ঐ	নরসিংহদাস	২২	১১৮৮ সাল	
৪৮২	হকিকত পত্র	শ্রীমানন্দময়ী দেবী		১২৩৬ সাল	
২৫১	হরিনাম কবজ*				১৩৪
	সপ্তবার কথন*				১৩৪
৩১৭	হরিনামামৃতদীপিকা*				১৬০
৮৪	হরিনামার্থ*				৪৯
১০৬	হাটপদ্মন*				৬৩
২৫৪	হাটবন্দনা	বলরামদাস	১	১২৪৮ সাল	
৪১০	হিসাব	অজ্ঞাত	১		
৪১২	ঐ	গদাধরদাস	১	১২৩৫ সাল	
৪২৭	ঐ	শ্রীশ্রী বসু	১	১১৭৫ সাল	
৪৪০	ঐ	অজ্ঞাত	১		
৪৪১	ঐ	কান্তিকচন্দ্র চক্রবর্তী	১৩	১২৬০ সাল	
২৩২	ভক্তিময়ী পুঁথি*				১৯২

॥ গ্রন্থকারনাম (খ) ॥

অজ্ঞাত ২২০ অকনের রায়বার (হিন্দী); ৭২ (৩২); ৪২২ অশৌচ ব্যবস্থা; ৪৫৫ (১৭৩); ৪২২ আগমনী গান; ১১৮ (৫২); ৮৫ (৪২); ৭০ উজ্জলের কিরণ; ৩৩৫ (১৫০); ৬৫ (৩৫); ১৭৪, ১৮৭, ২০৬, ২২২, ২৮৭, ২২২, ৩৩৬, ৪৬৪ কবিরাজি পাতড়া; ৪৫৩ (১৭২); ৪৫৮ কোন তিন তিন মন্দ; ১২১ (৬০); ৩৮২ গজাবন্দনা; ৪৩৭ (১৬২); ২১ গণেশবন্দনা; ৪৫২ (১৭১); ৪৭২ গোবিন উৎসব; ৪৫২ গোষ্ঠবাংসল্য পদ; ২৫ চণ্ডীদাসের পাতড়া; ৩৩২ চাপকা শ্লোক (সাহুবাদ); ১৫৭ (৭৪); ৩০৩ জন্মাইমীত্রতথা; ৪৪৬ জমির চৌহদ্দি; ২২৬, ২৮২ জ্যোতিষের পাতড়া; ২২১ চৌটকা ঔষধের পাতড়া; ১১০ দণ্ডটাকা; ৪৫০ দয়ধান্ত; ১২২ দশদশা উদ্ভাদপ্রকরণ; ৩০৮ দাতাকর্ণপালা; ২৮২ (১৩৫); ১১৫ দ্বাদশপাট; ৩৬৮ (১৫৮); ২৪ (৪৫); ১২৩ (৬১); ৪২ “নয়ান বেনের বিপরীত বিহার”; ৩৪১ নারদসংবাদ; ২০১ নৌকাধণ্ড; ২১৮ (২৭), ২৩৩ (১০৪), ২৩৬ (১০৫), ২৩৭ (১০৬); ২০০, ৩৫০, ৩৬২, ৩২১, ৪১৩ পাতড়া; ২ প্রাকৃতপৈকল; ১২৫ (৬৩); ২০২, ৩৬৪, ৪৮২ বাঙ্গালা মন্ত, ১২৬ (৬৪), ২১১ (২৩), ২২৩ (১০১), ২৭৬ (১২২), ২৭৮ (১৩১), ৪৮০ (১৭৭); ৪৮১ (১৭৮), ৪৮৩ (১৭২), ৪৮৪ (১৮০); ৩২ (২১); ৪৭৭ বাড়ীর জাঙ্জি নির্ণয়; ৮৮ (৪৪); ১১২, ২১২, ৩৪৩, ৩৪৫ বৈষ্ণব কড়চা; ৩৬৭ বৈষ্ণববন্দনা; ৪৬৫ ভাষ; ৩৪৬ মঞ্জরীনির্ণয়; ৫১ (২৮); ১৪৫ মহামায়ার লক্ষণরা; ১৫৬ (৭৩); ৩৭২ (১৬০); ২০৭, ২৮৪ যোগান্তার বন্দনা; ৪১ (২২); ৩০৫ রাগময়ীকণা; ৪২৮ রাগানুগাবোধক জিজ্ঞাসাপত্র; ৩০৭ লক্ষীচরিত; ৩২৫ (১৪৭); ২৩৫ শ্রীকৃষ্ণমঞ্জরীর পদ; ২৭৭ (১৩০); ৩২৮ (১৬৩); ২৫২ (১১৪); ৩৪৪ (১৫৩); ৩৪০ (১৫১); ১৬ (৫); ৩৮ সীতার বারমাসী; ৪১০, ৪৪০ হিসাব; ২৩২ (১০৮)

অনন্তদাস ২৮৩ (১৩৩)

অভিন্নাম দ্বিজ ২৬৪ ভারত সংহিতা; ৩৫ (১৮)

আম্বারাম দ্বিজ ২৭ (১৩)

উমেশচন্দ্র সাধবা ৩২৭ পত্র

কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, **কবিদেব**, **শঙ্কর দ্বিজ** ৪২৫ অকনের রায়বার; ৩৪, ১৬০ কলিামঙ্গল; ৪৬২ কলিকালের ছড়া; ৩২১ গোবিন্দমঙ্গল; ৩৩৩, ৩৭৭, ৩৮৮, ৪০৫, ৪৩৬ দাতাকর্ণপালা; ২৬২ (১২৩); ২৪৪, ৩০৪, ৩২৮, ৩৫৭ প্রসাদচরিত্র; ৩৩৮

প্রহ্লাদচরিত্র ; ২১৪, ৩৮৭ ভাগবতায়ত্ত ; ৩৭৮ মহাভারত ; ১২ (৭) ; ১৩, ৩৫৩, ৩৭৬, ৪২৫ রাধিকামঙ্গল ; ৩৮০, ৪১১, ৪২১ রামায়ণ ; ২০ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ; ১৬১ শ্রীকৃষ্ণের গেড়ুখেলা ; ৩৭২ সাবিত্রীউপাখ্যান

কবিবল্লভ ২৪৫, ৪৩৩ রসকদম্ব

কবিশ্রাম দ্বিজ ৪৪২ গঙ্গাবন্দনা

কবিশেখর ২৩৮ (১০৭)

কবিসিংহ ১৭৫ (৭৭)

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ২ (৪)

কবীর ৪৭১ দোহা, ৪২৬ (১৮১)

কমল ২৬৫ (১২০)

কমলাকান্ত ৩৮ (২০), ২৭৫ (১২৮)

কানাই দাস ২২ ব্রাহ্মণবন্দনা

কান্তদাস ৪৩৮ (১৭০)

কার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তী ৪৪১ হিসাব

কালীগুরু দেবশর্মা ৪৮৭ পত্র

কাশীনাথ ঘোষ ২২৩ কর্জপত্র

কাশীরামদাস ৮, ৩০, ৩৭, ৬২, ১১৭, ১৩২, ১৪৩, ১৪৬, ১৪৮ (৭২), ১৬৪, ১৬৬, ১৭৩, ১৮৫, ২৪৩, ২৫২, ২৬০, ৩১১, ৩১৪, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৬২, ৩৭১, ৩৭৪, ৩৮৪, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৯, ৪১৪, ৪২০, ৪২৪, ৪৪২, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৬০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৭৭, ৪৮৭ মহাভারত ; ৩৫৬ পাতড়া

কিঙ্কর ১৭ (৬)

কুঞ্জরাম চক্রবর্তী ৪২০ প্রশস্তিপত্র

কুন্তিবাস ৬০, ৮০ অক্ষদের রায়বার ; ৩৩ (১৭) ; ৩৮৩ কুন্তকর্ণের রায়বার ও অস্ত্রান্ত ; ১০, ২৮, ৬৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৬৫, ১৭৬, ২৩২, ৩২২, ৩৫২, ৩৯০, ৩৯৪, ৩৯৫ (১৬১), ৪০১, ৪১২ (১৬৬), ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪২২, ৪৩৫, ৪৪৭, ৪৪৮ রামায়ণ ; ৬১ (৩৪)

কুপারাম (দাস) দেব ১৭ (৬)

কৃষ্ণচন্দ্র শর্মা (হেতুমপুররাজ) ২৮০ পত্র

কৃষ্ণদাস ৩২৪ (১৪৬) ; ২৬ (৪৬) ; ২৪ (১০), ৬৩, ১১২, ৩৩১ গোবিন্দমঙ্গল ; ৫৬ (৩০) ; ১০০ (৫০) ; ৮১, ১৩৮, ১৮০, ৪২৩ নারদসংবাদ ; ১২০ পাতড়া ; ৩২২ প্রসাদ-

চবিজ ; ৩৮২ প্রহ্লাদচরিত্র ; ৪৬ (২৫) ; ২৫০ (১১১) ; ৩১ (১৫), ১০২ রাধা-
রসকারিকা ; ৫৪ (২২), ৩৬৬ স্বরূপবর্ণন

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৭, ১১, ১৮, ৪০, ১৭৭, ১৮৬, ২৩০, ২৪০, ২৪১, ৩০২, ৩৩০, ৩২২,
৩২৩, ৪০৪ চৈতন্যচরিতামৃত

কৃষ্ণদাস শিশু ১৮৪ স্বরূপবর্ণন

কৃষ্ণরাম ২৫৮ (১১৭)

কৃষ্ণানন্দ কবিরাজ গোবিন্দী ২৭২ (১২৫)

কৃষ্ণানন্দ বসু ১৪০, ১৪৮ (৭২), ১৬৭ মহাভারত

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ১৮১ (৭৮)

খসাল ২২২ (১০২)

খুদুরাম ৪১৮ রামায়ণ

গজাদাস সেন ২ (৪)

গজারাম দ্বিজ ২৬২ (১২৩)

গদাধর দাস ১৩২, ১৫৪ অগণ্যমঙ্গল ; ৪১২ হিসাব

গদাধর দেবশর্মা ৪৬৩ পত্র

গয়ারাম ভূই ৪৮৫ কর্জপত্র

গিরিধর দাস ২২৮ (১৩৮)

গুণরাজ খান ৭৩ গোবিন্দবিজয় ; ৭৭ মণিহরণ ; ৩১২ (১৪০) ; ১৮২ শ্রীকৃষ্ণবিজয়

গোপাল ১৭ (৬)

গোপালচন্দ্র ঘোষ ৪৪৩ পত্র

গোপীকৃষ্ণ দাস ২৫১ (১১২)

গোপীনাথ ৪৬৬ (১৭৪)

গোপীবল্লভ ২৭৩ (১২৬)

গোবিন্দদাস ২২ (২) ; ২১৮ (২৭), ২১২ (২৮), ২২০ (২৯), ২২১ (১০০), ২৩৩ (১০৪),
২৩৬ (১০৫), ২৩৮ (১০৭) ; ২৪২ (১০৯) ; ২৮১ (১৩২), ২৮৩ (১৩৩), ২৯৮ (১৩৮),
৩২৭ (১৪৮), ৩৩৪ (১৪৯), ৩৪২ (১৫২), ৩৪৭ (১৫৪), ৩৪৯ (১৫৫) ; ৯৮ (৪৮) ;
২২ (১৪)

গোলাম ছবদর মিশ্র ৪২৩ পত্র

গোলোক সৌ ৪৫৪ পত্র

গোসাঞী কুজবিহারী ২৩১ (১০৩)

গোসাঞী গৌরাচাঁদ ১২৮ (৬৬)

গোসাঞী বলভদ্র ৩১৮ পদাবলি

গোসাঞী বীরভদ্র ২৫১ (১১৩)

গৌরচরণ দাস ২২২ (১০২), ২৩৭ (১০৬)

গৌরদাস ৪৭৪ পত্র

চণ্ডীদাস, দ্বিজ, বড় ১১৩ (৫৮), ১২৪ (৮৪), ২১৭ (২৬), ২৬২ (১২৩)

চন্দ্রমণিদাস ১২১ (৮১), ১২৩ (৮৩)

চন্দ্রশেখর ২৬২ (১২৩), ২২৮ (১৩৮)

জগদানন্দ দাস ৩৩২ উজ্জল প্রকাশিতা

জগদুর্লভ শ্রীমানন্দার ২৬৭ (১২২); ৪৫২ (১৭১)

জগন্নাথ দাস ২০৩ (৯১); ২৫৭ (১১৬), ২২৮ (১৩৮)

জীবন চক্রবর্তী ১২৭ (৮৭)

জ্ঞানদাস ২১৭ (২৬), ২১২ (২৮), ২২০ (২৯), ২২১ (১০০), ২৩৫ (১১৪), ২৩৬ (১১৫)

২৩৭ (১০৬), ২৩৮ (১০৭), ২৬২ (১২৩), ৩২০ (১৪৪)

তারিণীচরণ ২৮৬ গান

তারিণীচরণ শর্ম্মা ৪৫১ পত্র

তুলসী ৪২৬ (১৮১)

দয়ারাম দ্বিজ ৭৬, ২১০, ২১৩ জগন্নাথবন্দনা

দামুদর দাস ১০১ (৫১)

দামুদর দ্বিজ ৫৫ কৃষ্ণের উৎসব; ৫০ (২৭)

দিগম্বর ৪৩০ (১৬৮)

দুর্গাপ্রসাদ ১৬২ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিনী

দুর্লভ রায় ১২৮ (৮৮)

দৈবকৌন্দিন ৪৫, ৮৩, ৯৩ বৈষ্ণববন্দনা

দ্রাকানাথ দ্বিজ ১২৭ (৬৫)

দ্বিজরাজ ১৫৮ (৭৫)

ধর্ম্মদাস ২০৫, ২৩৪ ধর্ম্মমঙ্গল; ১৮২ (৮)

ধর্ম্মদাস বণিক ৪০৮ (৬৫)

নন্দদুলাল দাস ১২৫ (৮৫)

নন্দ দি জ ৪৩৮ (১৭০)

মন্মথরাম ৭ (৬)

নবদ্বীপচন্দ্র দেবশর্মা ৪৮৮ পত্র

নরচন্দ্র দ্বিজ ২৬৬ (১২১), ৩৮ (২০)

নরসিংহদাস ৩২০ (১৪৪) ; ২৬৩ (১১২) ; ৩২ (১৬), ৩৬ (১২), ৩২২ হংসদত্ত

নরহরি ২২২ (১০২), ২৮১ (১৩২), ২৯৮ (১৩৮)

নরেশ্বর ১০৪ (৫৩)

নরোত্তম দাস ৩২৩ (১৪৫) ; ২৪৭ নামগকীর্তন ; ২১২ (২৮) ; ২২৪, ৩৩৭ শান্তড়া ;

২৭ (৪৭), ২৪২ (১০২) ; ২৬২, ৩০৬, ৫০০ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ; ৫৭ (৩১), ১৭৮

বৈষ্ণবায়ুত ; ১৩৭ (৭০), ১৭২ ভক্তিউদ্বোধন ; ১০৮ (৫৭) ; ৮২ (৪০) ; ২০ (৮)

নারায়ণ দাস ১৭ (৬)

নিত্যানন্দ ঘোষ ২ (৪)

নিত্যানন্দ দ্বিজ ৩৭৫ শীতলামঙ্গল

নিধিরাম দ্বিজ ৩৮৬, ৪৪৫ গদ্যাবলী

নীলকণ্ঠ দেবশর্মা ৪২৩ পত্র

নীলমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩২ পত্র

নৃপধন ২২২ (১০২)

পণ্ডিত দ্বিজ ১২২ (৬৭), ১৩১ (৬২)

পণ্ডিত রাম ১২২ (৬৭), ১৩১ (৬২)

পরশুরাম ৪৭৩ (১৭৫)

পরশুরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ ৩৫১ (১৫৬) ; ৬৪, ১৫০, ৩৬৫, ৪৬১ হৃদয়াচরিত্র

পরীক্ষিতদাস ২৭৪ (১২৭)

প্রাণদাস ২২৮ (১৩৮)

প্রেমদাস ২১৮ (২৭), ২২১ (১০০)

ককিরাম দাস ৬৭ (৩৬)

বংশীদাস ৩৭০ (১৫২)

বংশীধরদাস ২৩৮ (১০৭)

বদনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২০৮ পত্র

বদন মিত্রী দ্বিজ ৪৭৫ গণেশবন্দনা

বদমানিদাস ১২৬ (৮৬)

বলরামদাস ১০২ (৫২) ; ২১২ (২৮), ২৩৮ (১০৭), ২৫৪ হাটবন্দনা

বলাই ২৭৩ (১২৬)

বাছারাম দ্বিজ ৪০৩ বোগাটার বন্দনা

বাহুদেব ঘোষ ২০৪ (২২), ২১৭ (২৬), ২৩৩ (১০৪), ২৩৬ (১০৫), ৩৪২ (১৫২)

বিজয়নাথ দ্বিজ ৩৮ (২০)

বিজাপতি ২২ (৪২) ; ২১২ (২৮), ২৩১ (১০৩), ২৩৮ (১০৭), ৩৪২ (১৫২) ;
৩৪৪ (১৫৩)

বিশ্বম্ভর ১০৭ (৫৬)

বিশ্বেশ্বর দ্বিজ ৬৮, ৭২ সত্যনারায়ণ ব্রতকথা

বৃন্দাবনদাস ১৫, ২৫৫, ৩৫২, ৩৬০, ৩৬১ চৈতন্যভাগবত ; ২৩৬ (১০৫), ২৮৩ (১৩৩) ;

২৩ ভক্তিচিন্তামণি

বৈষ্ণবদাস ৩২৬ (১৬২)

ভগীরথ দ্বিজ ৩৮১ তুলসীমাহাত্ম্য

ভবানীদাস ৩ (১)

ভবানীদাস ঘোষ ৭৮ (৩৮) ; ২৬১ (১১৮)

ভরতপণ্ডিত ৬২ (৩৭)

ভারতচন্দ্র ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬ কালিকামঙ্গল

ভীমসেন রায় ১৪ গোষ্ঠ-বিজয়

মধুকর ৪১২ (১৬৬)

মনমোহিনীদাসী ৩০১ পত্র

মনোহর দাস ২৪৬ অমরাগবলী

মম্বর ভট্ট ১২৩ (৮৩)

মহাদেব দাস ২৮৫ (১৩৪)

মহানন্দ দ্বিজ ২২৫ (১৩৬)

মহিম ২২৮ গান

মাধব দ্বিজ ১৪৪ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

মালাধর বসু ২৬ (১২)

মীর খয়রাত আলী ৪৩৩ পত্র

মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ ৪, ১৩৩, ১৬৩, ১৬৮, ১৬৯ ১৭০, ১৭১, ১৭২ চণ্ডীমঙ্গল ;
৪২১ পাতড়া ; ২৭১ রামবন্দনা

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ১ রাজাবলি

যতুমন্মদনদাস ১৫৫ কৃষ্ণকর্ণামৃত ; ২৫৬ গোবিন্দলীলামৃত ; ৫৮ (৩২) ; ১২, ৩০২,
৩১০, ৩১২, ৪০২ রসকদম্ব

যতুমন্মদনদাস ৫২, ৭১ গোবিন্দচরিত ; ২২৬ গোবিন্দলীলামৃত ; ২১৬ (২৫), ২১৭
(২৮), ২২০ (২২), ২৩৭ (১০৬)

যাছুবিন্দুদাস ৪০০ (১৬৪)

যুগলকিশোর দাস ৪৭ (২৬)

রঘুনাথ দ্বিজ ৪৩ (২৩)

রঘুপণ্ডিত (ভাগবত আচার্য) ১১১, ৩২৬ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী

রসময়দাস ৫২ (৩৩)

রসিকদাস গোখাষী ৩১৬ (১৪২) ; ৩১৭ (১৪৩)

রাজা প্রসন্ননাথ রায়বাহাদুর ২৭২ পত্র

রাধাদাস ৮৬ (৪৩)

রাধানাথ দেবশর্মা ৪৮৬ পত্র

রাধাবল্লভ দাস ৮৪ (৪১) ; ২৪৮ (১১০) ; ২৭২ (১২৫) ; ৩২০ (১৪৪)

রাধামাধব ২৩৮ (১০৭)

রাধামোহন ২২১ (১০০)

রামকানাই গণ ৪৭০ পত্র

রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ৬ ৩)

রামচন্দ্র দ্বিজ ২ (৪)

রামজী দাস ১৪২ (৭১) ; ১৫৩ সঙ্গীত

রামদাস ১২২ (৬৭)

রামদুলাল রায় (দ্বিজ) ১৭ (৬)

রামনারায়ণ ১৭ (৬)

রামনারায়ণ শর্মা ৪২৮ পত্র

রামপ্রসাদ ঘোষ ২৪২ পত্র

রামপ্রসাদ দ্বিজ ১৫২ সত্যপীর পাচালী, ১৫২ (৭৬)

রামভদ্র ২৫ (১১), ৪৩৪ সত্যনারায়ণ পাচালী

রামমোহন দ্বিজ ৪২৬ (১৬৭)

রামলোচন ৩৮ (২০)

রামলোচন সরকার ২৬৮ ছাড়পত্র

রামস্বয়ংর দ্বিজ ৩৮ (২০)

রামহরি চট্ট ৪৪৪ পত্র

রামাঙ্গী পণ্ডিত, দ্বিজ ১২২ (৬৭), ১৩০ (৬৮); ১২২, (৮২)

রামানন্দ দাস ৪২৪ পত্র

রামানন্দ দ্বিজ (জ্যাড়া) ১২৪ (৬২)

রামানন্দ রায় ২২০ (২২), ২২১ (১০০), ২৩৬ (১০৫)

রামেশ্বর দাস ১০৬ (৫৫)

রামেশ্বর দ্বিজ ২৮৮ শিবায়ন

রূপগোআমী ৪২৬ (১৮১)

রূপরাম ১২০, ২০৫ ধর্মমঙ্গল

রূপরাম পণ্ডিত ১২১ (৮১)

লালচন্দ্র ৪৭৮ (১৭৬)

লোচনদাস ২১, ৪৮, ৭৫, ৮৭, ১৮৩, ২২৫, ৩৪৮ চৈতন্যমঙ্গল; ৫৩ তুলসীদাস; ৩৮৫

পাতড়া; ২১৫ (২৪১), ২৩১ (১০৩), ২৩৬ (১০৫); ৩১৫ (১৪১); ৩৪৭ (১৫৪)

শঙ্কর আচার্য্য, দ্বিজ ১০৩, ১৪১, ৩১৩ গুরুদক্ষিণা; ১৫১ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

শঙ্কুচন্দ্র দেবশর্মা ৪৭৬ পত্র

শিবরামদাস ২৩১ (১০৩), ২২৮ (১৩৮)

শিবরাম দ্বিজ ৫ (২)

শিবরাম রাজ ৪৩১ সত্যনারায়ণ পাচালী

শুভঙ্কর দাস ১৭ (৬)

শেখররায় ২১৮ (২৭), ২১২ (২৮), ২৩৮ (১০৭), ২৬২ (১২৩); ৪২ পাতড়া

শোভারাম ১৭ (৬)

শ্রীমানন্দময়ী দেবী ৪৮২ হকিকত পত্র

শ্রীকবিভূষণ ১৩১ (৬২)

শ্রীকবি শঙ্কর কবিচন্দ্র ২০২ (২০)

শ্রীকর নন্দী ২ (৪)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ১১৪ অষ্টোত্তর শতনাম

শ্রীকৃষ্ণদাস ১০৫ (৫৪); ২৫৩ (১১৫); ২৫৭ (১১৬)

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ৪৪ (২৪১)

শ্রীনাথ কবিভূষণ ২২৪ লক্ষণের শক্তিশেল

- শ্রীনাথ দাস ৩৮ (২০)
 শ্রীনাথ দেবশর্মা ৪২২ পত্র
 শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭০ পত্র
 শ্রীগৌর বসু ৪২৭ হিসাব
 শ্রীরাম পণ্ডিত ১২২ (৬৭), ১৩০ (৬৮) ; ১৩১ (৬৯)
 শ্রীরাম পণ্ডিত দ্বিজ ১২২ (৬৭)
 শ্রীশ্যামপণ্ডিত ১৮৮ (৭২) ; ৪০৮ (১৬৫)
 শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২ সত্যনারায়ণলীলা
 সঞ্জয় ২ (৪), ৩৬৩ (১৫৭)
 সারদা ২২ (৪২) ; ২২২ (১০২), ২৩৬ (১০৫)
 সারল ২২২ মহাভারত
 সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ১১৬ শ্রীগৌরান্বষ্টক
 সীতারামদাস ১২২ (৮২)
 হরিদাস দ্বিজ ৭৪ অষ্টোত্তর শতনাম
 হরিনন্দ ৩০০ (১৩২)
 হরিশঙ্কর দাস ২২৭ পত্র
 হরিহরদাস ২৭০ (১২৪)
 হরেকৃষ্ণ ঘোষ ১৭ (৬)
 হরেকৃষ্ণদাস ২২৭ (১৩৭)

॥ শুদ্ধিপত্র ॥

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
ভূমিকা *৪	২৪	শফর	সর্বত্র 'সফর' হইবে
ঐ *৬	২৮	ভোমপণ্ডিত	পড়িৎ
ঐ *৭	৪, ৬	মুন্যোপাধ্যায়, প্রসাদ	বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্র
ঐ *৯	১২	লিপি	লিপি-
ঐ *১৫	ঈর্ষক	ভূমিকা	ভূমিকা
ঐ *২২	পাদটীকা ১	পুথির	পুথির
১৪	২৫	১১	২৪
২০	৩	পুথিসংখ্যা	পুথিসংখ্যা
৫২	২৬	পত্র সংখ্যা	পত্রসংখ্যা
৫৩	১১	সম্পরা	সম্পরা
৬১	২০	চম্পকনাম	চম্পক [কলিকা] নাম †
১৪০	৪	তমোগুণ	তমোগুণ
১৪০	১০	কৃষ্ণচরিত্র (?)	রঘুনাথদাসের মুক্তাচরিত্রের অনুবাদ †
১৫৮	১৮	রামচরিত্র	শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অংশ †
১৬৭	৬	সহয়	সহয
২১৪	১৬	যদ্বিত্তি অত্রঙ্গ	যদ্বিত্তিঅ অত্রঙ্গ
২৩৩	৩	ঐ	অজ্ঞাত
২৩৬	৪	ঐ	অজ্ঞাত
২৪৪	২০	ঐ	কবিচন্দ্র
২৪৫	২, ২৫	কৃষ্ণদাস, ৪৫	কবিচন্দ্র, ৪১৫
২৪৮	২১	পুথি	পুথি
২৪৯	২০	৩৮	৩৫৮
২৫২	৩০	দ্বিজ	দ্বিজ

চিহ্নিত সংশোধন তিনটি ভাষ্কর প্রকুমার সেন মহাশয় জানাইয়াছেন ।



भुवने विजयदास भक्तिया प्रणाम। साधुमहानन्देन
 कृष्णचोदनाम॥४॥ ईश्वरामृतमयजमातु॥१॥
 श्यामि॥७॥ तत्तु॥ निश्यामसिनातु॥१॥
 विजित॥ साधुमहानन्दमय॥१॥ (सोम) मृतमय॥
 ७॥ वरमानासाधुमहानन्दमय॥१॥ तत्तु॥
 विजितम॥ २॥ साधुमहानन्दमय॥१॥

[illegible]

—पत्रिभिष्टेक) - ए २७१(६) मन्थक भूषित अश्वविशेष, पृ २१२

